আগনেস্ স্লিঘ টার্ণবুল

অনুবাদক : অধ্যাপক অমর নাথ ভট্টাচার্য

( সার্থবাহক )

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

অতীত জীবনের একটি অধ্যায় ও তৎকালীন মানুষের যে পূর্ণাঙ্গ ও সুদক্ষ চিত্রণ আগ্‌নেস্‌ স্মিথ্‌ টার্নবুলের 'বুল্‌বুল্‌' উপন্যাসে, তা'র দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বিরল ব'ললে অত্যুক্তি হয় না। এ উপন্যাসের কাল আজ থেকে পাঁচ ছ দশক পূর্বে; স্থান, ছোট্ট লেডিকার্ক শহর যা'র অধিবাসীরা সংখ্যায় শ-পাঁচেক। যদিও এর কাহিনী ও রচনাশৈলী এক দুর্লভ শান্তিময়তার সাক্ষ্য বহন করে, তবু এই উপন্যাসে প্রদত্ত আলেখ্য থেকে অনুভূত হয় কামনার উত্তাপ ও গ্রাম্য জীবনের আপাতস্থির বহিরঙ্গের নীচে জড়ো-হওয়া অনেক ঘুমন্ত দাহ্যবস্তু, যা থেকে নাটকের উৎপত্তি হতেই পারে।

পঁচিশ বৎসর বয়স্কা যুবতী ভায়োলেট কার্পেণ্টার তা'র অপেক্ষাকৃত বিত্তবান পিতৃপুরুষের নির্মিত একটি প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ীতে একা থাকে। সঙ্গী ব'লতে এক বিশ্বাসী, স্কচ্‌ পরিচারিকা, ক্যাটি। ক্যাটির এবং গ্রামস্থ সকলেরই ধারণা এই যে স্থানীয় এক লোহা-লক্কড়ের দোকানের মালিক ও চিরকাল যাবত ভায়োলেটের পাণিপ্রার্থী যুবকটিকে অনেকদিন পূর্বেই পতিরূপে বরণ করা উচিত ছিল ভায়োলেটের। কিন্তু ক্যাটির প্রচেষ্টা এই পরিণয় সম্ভব হ'তে পারে না কিছুতেই, কারণ রূপসী ও চিত্তময়ী তরুণী ভায়োলেটের একটি বিশেষ গুণের সমাদরে অক্ষম ছিল হেনরী। ভায়োলেট কবি; এবং এই হেতুই সেবারের ওই ঘটনাময় গ্রীষ্ম ঋতুর শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল চরম ও মধুর নাটকীয় সংঘটনগুলি।

বুল্‌বুল্‌ কার্পেণ্টার-পরিবারের সঞ্চিত ঐশ্বর্যের একটি দুষ্প্রাপ্য প্রকরণ। একটি যান্ত্রিক গাইয়ে পাখী, কিন্তু যে অপরূপ সঙ্গীতে ঘর ভ'রে দেয় সে, তা'তে তা'কে, ভ্রম হয় যেন কোনও অলৌকিক সত্তা ব'লে। ভায়োলেটের কাছে এই বুল্‌বুল্‌ শুধু একটি সৌন্দর্যময় সামগ্রীই নয়, এর মাঝেই সে আশ্চর্যভাবে দেখতে

পায় আগামী প্রেমের স্বরূপটি। ওই পাখীটির চুরি যাওয়া, একের পর এক গ্রামের বিভিন্ন মানুষের ওপর সন্দেহের ছায়াপাত এবং পাখীটির পুনরুদ্ধার, উপন্যাসটির পরিবেশ রহস্যময় ক'রে তোলে আর পরিচয় দেয় পারস্পরিক সৌহার্দ্যের, যা অনেক ক্ষতকে আরোগ্য করে।

এই কাহিনী নিয়ে শ্রীযুক্তা টার্নবুল্ একটি সুন্দর বই লিখেছেন। আমাদের এই মহাশূন্য-পরিক্রমার যুগে ভয়ে ও উদ্বেগে যাঁরা অবসিত, যাঁরা ভুলে গেছেন, কিম্বা, জানেন না সেই যুগটিকে—যে-যুগে মোটর গাড়ী ছিল আজব জিনিস এবং বনভোজন ছিল রীতিমতো এক সামাজিক উৎসব, নিদাঘ রজনীতে যুবক-যুবতীরা নিজেরাই গান বেঁধে নি'ত, মেয়েরা রোমান্টিক স্বপ্ন দে'খত এবং ফলতও সে সব স্বপ্নের কিছু কিছু,—তাঁরা, আমাদের বিশ্বাস, এই বুল্‌বুলের গল্পে কেবল একটি মিলনান্তক প্রেম-কাহিনীই পড়বেন না; সুযোগ পাবেন কিছুকালের জন্যে নিজেদের হারিয়ে-ফেলার—অন্য এক কালে, অন্য এক জীবনে, যা'তে শান্তি ছিল অনেক অটুট।

॥ ১ ॥

শহরটা পুরানো। পুরানো মেপ্‌ল্ গাছের সারি শহরের প্রধান রাস্তার দুধারে; পুরানো লাইলাক্ ফুলে ভ'রে থাকত এখানকার বাড়ীগুলির পেছনকার উঠান। গলির ভেতর দেখা মিলত পুরানো, অন্ধকার আস্তাবলগুলির। দোকানের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে চিন্তামগ্ন বৃদ্ধেরা দোক্তা চিবোতেন। অবশ্য বৃদ্ধারাও ছিলেন। সালিপার প্রতিদিন সকালে তাঁর ঝুড়িটি নিয়ে বাজারে যেতেন, গরমকালে একটা কড়া-মাড়-দেওয়া ঘোমটা টেনে, আর শীতকালে ভাঁজ-করা শালটি কাঁধে ফেলে। বয়েস তাঁর কিছু না-হলেও, নব্বুই বছর, সবাই মানত। বেকি স্লেড্, এককালে দর্জির কাজ করতেন যিনি, বয়সে ছিলেন আরো বুড়ী। তাঁর কাঁচির মতোই ধারালো ছিল তাঁর জিভ্ আর তা শানিয়ে নেবারও দরকার হ'ত না বিশেষ। তিনি বলতেন: 'ভগবান আমাকে স্রেফ্ ভুলে আছেন। আর আমার দিক থেকে যদি বলো ত' ঠিকই হয়েছে। তাড়া নেই আমার।'

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বয়স শহরটাকে কোনও কম্বলের মত বিষাদে মুড়ে রাখেনি, যেমন অনেক প্রাচীন গ্রামের ক্ষেত্রে ঘ'টে থাকে। বরং বার্ধক্য যেন তাকে একটা শান্ত সমাহিত রূপ দিয়েছিল যা নতুন যুগের উদ্দামতা অনেকটা প্রশমিত করত, নিয়ন্ত্রিত রাখত।

গ্রামের ভিতরকার একটি রাস্তার ওপর এক একর জমি জুড়ে জমকালো ধূসর প্রস্তর নির্মিত যে বাড়ী পড়েছিল তা সেখানকার প্রাচীনতম বাড়ীসমূহের অন্যতম। বাড়ীটা বানিয়েছিলেন প্রথম স্কুয়ার কার্পেণ্টার—যখন পাথর ও মজুরি ছিল সস্তা। বিস্তৃত লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা প্রান্তরের ওপর বাড়ীটা এখনও দাঁড়িয়েছিল মজবুত, প্রশস্ত ও খানদানী রূপ নিয়ে। তবে অনেক পরে তৈরীকরা শাদা, বাড়তি কার্নিশ, জানলার শাদা খড়খড়ি ও সরু সরু থামওলা

গাড়ীবারান্দা—এর সর্বাঙ্গীণ কর্কশ স্থাপত্যে একটা কমনীয় ও রমণীয় ছোঁয়াচ লাগিয়েছিল। সীমানার একেবারে শেষ দিকে, এক একরের উদ্বৃত্ত অংশটুকুতে গ'ড়ে উঠেছিল একটা আপেলের বাগিচা। ইদানীং প্রায় পরিচর্যাহীন অবস্থাতেই প'ড়ে থাকে, শুধু বসন্তকালীন কুঁড়ি ফুটে তার রূপ কিছুটা পাল্টে দেয়—যেমন এখন দিয়েছে।

কার্পেন্টাররা লেডিকার্কে গণ্যমান্য পরিগণিত হয়েছিলেন দূর অতীতের সেই দিন থেকে যখন এখানে প্রথম কয়েকটি বাড়ী-ঘর ওঠার ফলে ফোর্ট লিগোনিয়ের ও ফোর্ট পিট-এর মাঝখানে ঘোড়ার গাড়ী থামবার একটা স্টেশন গড়ে ওঠে। স্কুয়ার পরিবারের বাপ ও ছেলের সময় তখন, তারপর এলি তাঁদের জাত ব্যবসা ধরেছিলেন, অনেক চমৎকার বাড়ী সব বানিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে সাইলাস্ অবশ্য ছোটবেলা থেকেই বই ভালবাসতেন। সংসারের অনেক খরচা কমিয়ে কলেজে পড়া সম্ভব হয়েছিল তাঁর ভাগ্যে। চাকরিতে ঢুকে নিজের রোজগারে প্রথমে কিছুটা দেশ ভ্রমণও করেছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁর বাপ-মা'র মৃত্যুর পর তিনি সেই শহরের এক মেয়েকে বিয়ে করে পাথুরে বাড়ীতে এসে ঘর সংসার পাতেন। তিন মাইল দূরের 'তরুণীদের জন্য মিটফোর্ড আকাডেমি'তে তিনি শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছিলেন। প্রত্যেকদিন ঘোড়ায় টানা এক্কা গাড়ী নিয়ে, রাস্তার অবস্থা যাই হোক না কেন, শীত গ্রীষ্ম প্রত্যেক ঋতুতেই তিনি এই দূরত্ব অতিক্রম করতেন। দীর্ঘ কাল-ব্যাপী সঠিক সময়ানুবর্তিতার এক আদর্শ তিনি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর বোকা তরুণী ছাত্রীদের উঁচু পর্যায়ের ইংরেজীতে ও লাতিনে পারদর্শী করে তুলেছিলেন তিনি। সকলেই বলতে থাকে যে স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে শুরু করে। যদিও তার মা-মরা মেয়ে ভায়োলেটকে খুব ভালবাসতেন তিনি, তবু তাঁর জীবনের প্রধান উৎসই যেন শুকিয়ে গিয়েছিল। ঢিমে তালে আরো বছর পাঁচেক তিনি কাজ করেছিলেন, তারপর তিনিও অনেকের সঙ্গে শহরের পিছনকার সেই ঢালু পাহাড়টাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সূর্যালোকস্নাত সৌরভমণ্ডিত মে মাসের এক বিশেষ সকালে কার্পেন্টার

বংশের শেষ বংশধর তা'র পুরানো বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসে। ছোটখাটো মানুষ, চোখের রং ধূসর, চিবুকটা টোল-খাওয়া; খয়েরী চুলের দুটো বিনুনি আলতোভাবে মাথার ওপর জড়ানো, মাথায় যেন মুকুট, কানের পাশ থেকে বেরিয়ে পড়েছে অবাধ্য অলকগুচ্ছ। মোটা ঠোঁট, হাসলে বড় মিষ্টি দেখায়, যদিও এখন সেখানে হাসির কোন চিহ্ন নেই। বরং তা'তে বেশ কিছুটা গাম্ভীর্য মাখিয়ে সে নেমে এসেছিল সিঁড়ির শেষ প্রান্তে, টুপিব আলনার ওপর ঝুলন্ত বড আয়নাটাতে একটু তাকিয়ে যেন নিজেকে সুপ্রভাত জানিয়েছিল। সদর দরজাটা খুলে সে কুঁড়ির গন্ধে-ভরা বাতাসে দম নিয়েছিল টেনে টেনে। সবুজ প্রান্তর পেরিয়েই শহর-প্রান্তের নদীতীরস্থ বড বড ওক গাছ থেকে শোনা যাচ্ছিল ঘুঘুদের ডাক; এক মিনিট দাঁড়িয়ে শুনেছিল সে, তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে গেছল হলঘরের ভেতর দিয়ে খাবার ঘরে।

আরাম ও সৌন্দর্যের মিলন যাঁর ভাল লাগে, তাঁর কাছে এই স্থানটি বিশেষ আকর্ষণীয়। চৌকো বৈঠকখানা ও হলেব পেছন দিকে, বাড়ীর এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই ঘরখানা আগাগোড়া খাওয়ার ও থাকবার ঘব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ঘরের এক প্রান্তে, বাগানের দিকে অর্ধবৃত্তাকৃতি, মজবুত জানলাটার পাশেই বসানো হয়েছিল ডাইনিং টেবিলটা। টেবিলের একদিকে হরিণের মাথা-বসানো শ্বেতপাথরে-ঢাকা একটা সাইড-টেবিল, অপর প্রান্তে চকচকে প্রশস্ত দরজা লাগানো একটা বাসনপত্র রাখার আলমারী। পেছনে ঘরের প্রধান অংশে বই-এ ঠাসা একটা শক্ত দেওয়াল, এলির দক্ষ হাতের কাজ সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা, আর ফায়ার প্লেসের বিপরীত দিকে পাতা প্রকাণ্ড একটা বালাঞ্চির সোফা। পূর্বদিকের জানলার নীচে আর একটা সোফা একটু ছোটো; একটা 'এম্পায়ার রিডিং' টেবিল, ডাইনিং টেবিলের ওপর ঝুলন্ত বাতিটার সঙ্গে মানানসই একটা বাতি এ-টেবিলটার ওপরও ঝুলছে। কয়েকটা হেলানো-পিঠ, বাঁকানো-হাতল গোলাপী-গদিযুক্ত দোলনা-চেয়ার; আর দুটো আরাম কেদারা, তখনকার দিনে আসবাবপত্রের দোকানে যে-দুটোকে বাতলানো হ'ত যথাক্রমে "পুরুষ'' ও "মহিলার" বলে। ফায়ারপ্লেসের ওপর ঝুলছিল প্রথম স্কুয়ার কার্পেণ্টারের তৈলচিত্র, সম্ভবতঃ কোনো এক ভ্রাম্যমাণ চিত্রকরের আঁকা, যিনি পক্ককাল সুখে-থাকার জন্য সানন্দে আপন প্রতিভা বিনিময় করেছিলেন। স্পষ্টতঃ চমৎকার একটি মুখচ্ছবি, পিতার থেকে পুত্র-

সকলে চিত্রটি সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন। শেষ বংশধর মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে ছবিটি দেখে।

আশ্চর্য, বংশানুক্রমিক ধারায় এই মহিলাটির সঙ্গে দূরবর্তী পূর্বপুরুষের সাদৃশ্য রয়েছে। কোঁকড়ান চুল, আকর্ণ-বিস্তৃত ধূসর রঙের চোখ, ঠোঁটের আকৃতি, শক্ত, দ্বিধা-বিভক্ত চিবুক—বাড়ীটার সঙ্গে এগুলোও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে সে। ছবির সেই অপলক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে যেন টের পায় আজকের এই চরম সিদ্ধান্তের দিনটিতে কী বলবে ছবিটি। যদি বা তা'তেই শেষ কার্পেণ্টার পদবীর, তবু আরেক বংশে টেনে নিতে হবে তা'র রক্ত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে, রান্নাঘরে যাবার সুইংডোরটা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে, ঠেলা দিয়ে খোলে।

"সুপ্রভাত, ক্যাটি," বলল সে।

ভৃত্যের প্রতি প্রভুর উক্তি বটে, কিন্তু যে-স্বর ও যে-হাসি কথার সঙ্গে জড়ানো তা'তে ভেদাভেদহীন সম্প্রীতি ধরা দেয়।

স্টোভ থেকে মুখ তুলে তাকায় ক্যাটি।

"ও, তুমি এসে গেছো," সে বলে। "তাহ'লে ব'স, আমি পরিজ্‌টা এনে দি।"

"আচ্ছা, ক্যাটি, কতবার ব'লব ব'লতো যে পরিজ্‌ চাই না আমার! শুধু একটা ডিম, বুঝেছ?"

ক্যাটি ধীরে কাজ করতে থাকে, রাঁধা ওট্‌ ডিশে ঢেলে ফেলে।

"কথা শোনো একবার!" ক্যাটি বলে। "সকালে একটা ডিম খেয়ে শরীর রাখতে পারা যায়? যা দোব তা' খেতে হবে তোমাকে। আমি না-দেখলে দেখবে কে তোমাকে? যদ্দিন না·····," থেমে যায় সে, তার কালো চোখ দিয়ে খতিয়ে দেখে মেয়েটিকে, "যদ্দিন না তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি হয়······।"

ভায়োলেট ঘুরে দাঁড়ায়, দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। টেবিলে এসে বসে সে। আপেল-কুঁড়ির গন্ধ ব'য়ে সকালের হাওয়া খোলা জানলা দিয়ে এসে তা'র গায়ে লাগে। তাকিয়ে থাকে গাছের ওপর দিয়ে ভেসে-চলা শাদা শাদা মেঘের দিকে আর নিবিড় এক অনুভূতিতে কেঁপে ওঠে সে।

"আহা কী রূপ!" ফিসফিসিয়ে নিজেকে শোনায় সে। "কী দারুণ ব্যথাময় একটা রূপ! যদি কথা দিয়ে ধরতে পারতাম!"

ক্যাটি পরিজ দিয়ে গেলে পর প্লেটের পাশে এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিল রাখে সে।

তা'র জিম্মায়-থাকা তরুণীটির মুখোমুখী একটা চেয়ারে বসে প'ড়ে ক্যাটি বলে, "বেশ, শুনি আমি একবার কী ব'ল তুমি। না-জানা পর্যন্ত কাজকর্ম করি কী ক'রে বলত? বল ওকে তুমি বিয়ে ক'রবে কি না?"

কষ্টে ভায়োলেট এক চামচ পরিজ্ গিলে নেয়।

"জানি না।"

"জানো না! শেষ কথা শোনার জন্য ও আজ রাত্রেই আসছে, একথা ঠিক ত'? আর এমনিভাবে এ্যাদ্দিন ধ'রে ঝুলে থেকে থেকে ও যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ বুঝতে নিশ্চয় খুব বিদ্যে লাগে না। কখনো আদর, কখনো অবজ্ঞা দেখিয়ে চিরদিন ঝুলিয়ে রাখা যায় না কোনও মানুষকে। সেই ঝুঁটি-বাঁধা খুকীটি যখন তুমি, তখন থেকে ও তোমার পেছনে ঘুরছে। আর তার দোষটাই বা কী শুনি যার জন্যে মনস্থির করতে পারছ না তুমি? কথার জবাব দাও।"

"তা বোঝান শক্ত ক্যাটি।"

"হুঁ, তা আমি জানতুম। এই একজন সুন্দর স্বাস্থ্যবান, অবস্থাপন্ন ছেলে, একটা বড় লোহা-লক্কড়ের দোকানের মালিক—এ অঞ্চলে এক 'জেনারেল' ছাড়া অমন চালু ব্যবসা আর নেই—আর তুমি পঁচিশ বছরে প'ড়ছ এই বছর। এ্যাদ্দিনে শুধু বিয়ে নয়, ছেলেপুলের মা হবার বয়সও তোমার হয়ে গিয়েছে। তুমি কি নেকী?"

আবেগের চাপ প'ড়লে ক্যাটির কথায় তা'র দেশের টান এসে যেত।

ভায়োলেট বিষণ্ণভাবে তা'র পরিজের পাত্রটি দেখতে থাকে, বলে না কিছু। ক্যাটি উঠে পড়ে। খাবার ঘর আর রান্নাঘরের মধ্যেকার দরজাটা ভালো করে বন্ধ ক'রে দিয়ে সে ফিরে এল। স্পষ্টতঃ কষ্ট হচ্ছিল তা'র। টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে ফিসফিস করে বলে সে।

"তোমার মা নেই যে তোমাকে বলবে, তাই আমাকে বলতে হয়।" সে বলে। "তুমি কি ঐ 'ঘুমোনোর' ব্যাপারটা ভেবে ঘাবড়াচ্ছ?"

এক মুহূর্তের জন্য কুমারী মেয়েটির ও বুড়ীর চোখাচোখি হয়। চাউনিতে যেন আতঙ্কের ঝিলিক—বলা-যেত-না এমন কথাটা বলা হয়ে গেছে।

ভায়োলেটের গাল দুটো লাল টকটকে হয়ে ওঠে। ধীরে জবাব দেয় সে।

"না—বলতে আমার লজ্জাই করছে—ব্যাপারটা ঘুমোনোর চেয়ে ঘুম-থেকে-জাগাটাই বেশী। আমি ভাবতেই পারি না যে কী ক'রে সকালে উঠে প্রথম হেনরীকে দেখাটাই গা-সওয়া করতে হবে আমাকে। এই ধরো না,—ধরো যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে আব আমরা দুজনে এখানে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি।" গলার স্বর গম্ভীর হয়ে আসে তা'র। "মনে হয় না যে ও ঐ আপেল-কুঁড়িগুলোর দিকে চেয়েও দেখবে একবার!"

"আপেল-কুঁড়ি!" প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠে ক্যাটি। "ভগবানের দোহাই, এখানে আপেল-কুঁড়ি আসে কোত্থেকে? দেখো, এমন একটি সুন্দর পাত্র তোমার জুটেছে যাকে পেলে ধেই ধেই ক'রে আ'সত এ-শহরের যে-কোনও মেয়ে, আর তুমি হেলাফেলা ক'রছ·····। ও, দেখি, তোমার বাকী খাবারটা এনে দি।"

খাবারটা নিয়ে ফিরে সে ভায়োলেটের কাঁধের ওপর হাতটা রাখে মুহূর্তের জন্য। তা'র সপ্রতিভ চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল।

"মনে রেখো," সে বলে, "—বিরক্ত হয়ো না। অনেকবারই আমি তোমায় বলেছি, যে কাপড-শুকানোর-দড়িতে একটাও ব্যাটাছেলের শার্ট ঝোলে না সেটা বড ফাঁকা দেখায়। জানি ভেবেচিন্তে স্থির করতে হবে তোমাকেই, তবু ভাবি তোমার জন্যে। এই ত' আমরা দুটি প্রাণী এই এত বড বাডীতে, আর আমার বয়স ত' ব'সে থাকছে না ········"

"ও কথা ব'লো না ক্যাটি, তুমি ওকথা বললে কষ্ট হয় আমার!"

"আরে, এতো ভগবানের মার, আর সইতে আমাদের হবেই। ধরো আমার যদি একটা কিছু হয়,—তার আগে আমি দেখে যেতে চাই যে তোমার স্বামী রয়েছেন তোমাকে দেখবার জন্য, তোমার ভরণপোষণের জন্যেও বটে। আমাদের আছেই বা কী? গণ্ডারের গোঁ তোমার,—আমার জমানো টাকাটা কোন মতেই তুমি নেবে না। ছোটদের পডিয়ে পডিয়ে আইবুডো থেকে বুড়ী হতে তুমি চাও না। গত হপ্তায় যখন ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেল তখন কী আনন্দই না হয়েছিল তোমার বলোত? যদি তুমি হেনরীকে বিয়ে করতে, এইখানটিতে ঝুলিয়ে রাখত সে টুপিটা, আর আমরা····· " বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস

পড়ে তার। "তবে কি-না যা হচ্ছে, তোমাদের দুজনার মধ্যেই যেন থাকে। দেখো আবার, তোমার যেন সেই মেয়েটার অবস্থা না হয় যার কাছে পায়ে-হাঁটা একটা লোকও পছন্দ হ'ল না, আর ঘোড়সওয়াররা গেল ঘোড়া ছুটিয়ে পগার পার!"

রান্নাঘরে ফিরে আসে সে। কিন্তু শেষের দিকের কথাগুলো যে এত ভাল করে বলতে পারবে সে ভাবেনি। এই সন্ধ্যায় হেনরী মার্টিনের প্রশ্নের জবাবে 'হাঁ' বলতে হবে কেন তা'র সকল কারণ বেশ সংক্ষেপে গুছিয়ে বলেছে সে।

কফিটা খেয়েছে বটে ভায়োলেট, কিন্তু প্রাতরাশের বাকীটা সরিয়ে রেখেছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তা'র। দু-হাতের মধ্যে মাথাটা ধরে অনেকক্ষণ ব'সে থাকে সে। তারপর তা'র ডিশের পাশে কাগজটা ঠিক করে পেতে পেন্সিলটা তুলে নেয়। আবার তাকায় সে বাগিচার দিকে, দেখে বরফ-শাদা ফুলগুলো, তাকিয়ে দেখে হালকা কুয়াশার মধ্যে ফিকে সবুজ পাতাগুলিকে, বসন্তকালীন রূপের ভার-বওয়া কালো পাকানো গাছগুলিকে। ব'সে ব'সে দেখে সে, আলোয় ভ'রে ওঠে তা'র দুচোখ, আর তারপর আস্তে আস্তে আরো দু'টো লাইন লেখে সে কাগজের ওপর।

দীর্ঘ এই সকালটা। ঘরকন্নার কাজ তা'র যা করবার তা করা হ'লে ভায়োলেট তা'র নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে, নূতন কবিতাগুলো তা'র বাবার পুরানো টাইপরাইটারে কপি ক'রে নেয়। টাইপ-করা কাগজখানা রেখে দেয় টেবিলের ওপর তার ফোল্ডারটির ভেতরে অন্য কাগজগুলোর সঙ্গে। সবগুলো ফিরে পড়তে প্রলুব্ধ হচ্ছে সে, কিন্তু, লোভটা সে সংবরণ করে। আজ আর ভাবপ্রবণ হবে না সে ; কোনও রকম রং না চড়িয়ে তার জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলোকে নিয়েই ভাবতে হবে তা'কে। সে জানত তা'র একটা স্বাভাবিক প্রণোদনা আছে বাস্তবের ওপর মৌলিক আশাবাদের চটক লাগিয়ে তাকে রঙীন করবার।

সর্বপ্রথম নিরেট খাঁটি সত্যটি হচ্ছে যে টাকাপয়সা খুবই সামান্য আছে তা'র। শহরের ছোট স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষিকা হিসেবে সে যা রোজগার করত তা বাড়তি খরচাগুলো করবার পক্ষে যথেষ্ট মনে হত যতদিন সংসারের নিয়মিত ব্যয়ভার বহন করতেন তা'র বাবা। এখন সব কিছু পাল্টে গেছে।

বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, বলা বাহুল্য, তাঁর মাইনে বন্ধ হয়েছে, আর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তাঁর টাকার অঙ্কটা দেখা গেছে বিপজ্জনকভাবে স্বল্প। এই জন্য মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে চোখের জল ফেলে আপন অপরাধ স্বীকার করেছিলেন তিনি। কম্পিত স্বরে তিনি বলেছিলেন কেমন নিশ্চিত ছিলেন তিনি একসময় যে এই থেকে দ্বিগুণ, এমনকি তিনগুণ ক'রে ফেলবেন তাঁর সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থকে। 'গোল্ডেন ইন্‌ভেস্ট্‌মেণ্ট কোম্পানি'র "ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রেখে কেনা"র বিষয়ে বোঝাতে এসেছিল তাদের যে প্রতিনিধি, তা'র সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা তাঁকে নিশ্চিন্ত করেছিল যে পরিশেষে তাঁর পক্ষেও সম্ভব হবে তাঁর পরিবারের জন্য যথেষ্ট রেখে যাবার। ব'লতে গিয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলেন তিনি যে ভায়োলেটের মা তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিনে ঐ ব্যাপারটা জেনে কতো-না অবাক হয়েছিলেন।

প্রথমে দুই হাজার ডলার তিনি খাটিয়েছিলেন। ওদের বিবরণ মতো তিন মাসে দ্বিগুণ হয়েছিল সেটা। ওরা জানিয়েছিল যে বাজার তখন চড়ছে, সুতরাং অবিলম্বে আরো অর্থ নিয়োগ করা উচিত তাঁর। আরো দুই হাজার পাঠিয়েছিলেন তিনি। এরপর ওরা গমের কথা বলেছিল। তিনি আরো দুই হাজার পাঠিয়েছিলেন। ওরা লিখেছিল যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে টাকাও দ্বিগুণ হয়েছে। তাদের পাঠানো চিঠিপত্র ভর্তি থাকত ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তায় যা তিনি বুঝতেন না, যদিও দরকারী কথাটা ঠিক ধরতে পারতেন। স্বল্প বেতনে একটা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটানোর পর শেষ পর্যন্ত টাকার মুখ দেখেছিলেন তিনি। আবার আরো বেশী কিছু খাটিয়েছিলেন ব্যবসাতে; সমান সুফল ফলেছিল। তারপর এসেছিল একখানা জরুরী চিঠি—হঠাৎ বাজার পড়ে গেছে এবং যেহেতু ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিনেছেন তিনি, তাঁকে তখুনি টাকা পাঠাতে হবে, যদি এতাবৎ যা কিনেছেন—এবং ভালোই কিনেছেন তিনি, ওরা তাঁকে বুঝিয়েছিল,—তা "বাজার দর স্থির না হওয়া পর্যন্ত" রক্ষা করতে হয়। দুশ্চিন্তার কিছু নেই, এইরকমই নিয়ম। তবে টাকা ওদের তখুনি পাঠাতে হবে, যাতে তাঁকে ওরা 'ঠিক রাখতে' পারে। ওরা যেমন বলেছিল তেমন করেছিলেন তিনি, আর সেই প্রথম মনে হয়েছিল যে উজ্জ্বল আকাশে যেন একটা ছোট, কালো ছায়া জমে উঠ্‌ছে।

এই রকমের চিঠি আরো তিনখানা এসেছিল, আর জরুরী থেকে অধিকতর জরুরী হয়েছিল তাদের সুর। আরো টাকা পাঠানো চলেছিল তাঁর, প্রতিবারই এই আশায় বুক বেঁধে যে এই বারটাই শেষবার। খবরের কাগজে শেয়ার মার্কেটের বিবরণ পড়ার চেষ্টা করতেন তিনি, কিন্তু ভার্জিল ও যেনোফনের মূল গ্রন্থ প'ড়ে রসাস্বাদন করতে যদিও সমর্থ তিনি ছিলেন, তবু আর্থিক জগতের হিসাব নিকাশে ভরা পৃষ্ঠাটির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতেন না। সবচেয়ে বিপদ হয়েছিল এই যে 'জই' বা 'গম'-এর কোনও উল্লেখই খুঁজে পেতেন না তিনি। এরপর জরুরী চিঠি লিখেছিলেন তিনিই। সঞ্চিত অর্থ যা ছিল তাঁর তা ফুরিয়ে গেছে; আর টাকা পাঠানোর ক্ষমতা নেই তাঁর; তাঁর জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে ওদের; বাজারটা যতদিন না আগের মতন উঠছে, ততদিন তাঁকে ওদের ভাষায়, 'টানতে'ই হবে। শাসানি ও সকরুণ মিনতিতে ভরা তাঁর শেষ চিঠিখানি শেষ পর্যন্ত ফেরত এসেছিল তাঁর কাছেই। তা'র ওপর লেখা ছিল: "এই ঠিকানায় আর নেই।"

চূড়ান্ত হতাশা নিয়ে তিনি গেছলেন তাঁর পুরানো বন্ধু ও স্থানীয় আদালতের উকিল, জো হাণ্টলীর কাছে। তাঁকে বলেছিলেন সব কথা। কপাল কুঞ্চিত করে জো নিঃশব্দে ব'সে মোটা তর্জনীটি দিয়ে আপন নাকের ওপর টোকা মারছিলেন। তাঁর সামনে বসা মানুষটির কাছে লক্ষণগুলি অতি পরিষ্কার। বোঝা গেছল যে কিছুই আর করবার ছিল না। কী-কায়দায় 'গোল্ডেন ইনভেস্টমেণ্ট'-এর মতন কোম্পানিগুলি চলে তা বুঝিয়েছিলেন জো। তাঁর যতদূর করবার তিনি করবেন, কিন্তু লোকগুলিকে বা'র করা অসম্ভব ব্যাপার। এর মধ্যে লাভের বখ্‌রা নেওয়া হয়ে গেছে তাদের এবং যে যার পথে ভেগে সম্পূর্ণ গা-ঢাকা দিয়েছে। কিছুদিন পরে তা'রা আবার একত্র মিলবে হয়ত চিকাগোয়, নতুন কাগজপত্র সব ছাপিয়ে নেবে এবং নতুন নামে আবার কারবার শুরু করবে। আর শেয়ার মার্কেট সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ কতকগুলি নিরীহ লোকের টাকা মারবে। কিছুকাল কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকবে না তাদের। তারপর কারো সন্দেহ জাগবে আর তখন তারা আবারও গা-ঢাকা দেবে এবং পালাবে অন্যত্র।

তা'র বাবা যখন তা'কে এসব কথা বলেছিলেন তখন তাঁর গভীর দুঃখে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল ভায়োলেট। সে সব বুঝেছিল, এতেও তিনি

সান্ত্বনা পেয়েছিলেন অনেকখানি। সে জানত যে তাঁর বড় বড় ধূসর চোখ দুটো তা'র মতনই স্বপ্নাতুর চোখ। তাঁর শক্ত চোয়ালের মুখখানি দার্ঢ্যের প্রতিচ্ছবি, আজীবন বিবেকসম্পন্ন থাকার সাক্ষ্য, কিন্তু তাঁর চোখদুটো........ বয়সে কাঁচা হলেও দূরদৃষ্টি ছিল ভায়োলেটের। সে বুঝত যে ঐ দুটো শান্ত, স্বপ্নময় চোখেই তিনি শীতের রাত্রিতে বই থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতেন চুল্লীর দিকে, আর তারপর বলতেন যে তাঁর একবার নীচে কারখানা-ঘরে যাওয়ার প্রয়োজন। তা'র মা, সেই হাস্যময়ী যিনি তাদের বাসভূমিটি সদা আলোকিত ক'রে রাখতেন, ঐ সময়টা উঠে দাঁড়াতেন তাঁর "মহিলার" চেয়ারটি থেকে আর মেঝের ওপর পায়চারি শুরু করতেন।

"মনে হচ্ছে আবার কোনও একটা আবিষ্কার," মা বলতেন। "ওঃ, যদি এর একটাও ওঁর সফল হতো!"

কিন্তু কোনওটাই হয় নি। দিব্যি বছরের পর বছর ওদের আগমন ঘ'টত: সৌখীন টিন-পাত্র খোলার যন্ত্র, পিস্টন আর ছোট ছোট বল্ সমেত কাঠের বাক্সের খেলা, চুল্লীতে ফুঁ দেবার এক নতুন ধরনের "ব্লোয়ার" এবং আরো পাঁচসাত রকম। প্রতিটি উদ্ভাবনের পেছনে ছিল অঢেল আনন্দ, অনেক আশা নিয়ে সম্পূর্ণ-করার মানস। তারপর চ'লত পেটেন্ট্ করার বিষয়ে উকিলী চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, ফি দেওয়া, কিন্তু আশা ক্রমেই হ'ত সুদূরপরাহত আর পরিশেষে আসত হতাশা।

এই সব কথা ভায়োলেটের মনে পড়ে যখন সে তা'র বাবার উদ্বেগাকুল স্বীকারোক্তিতে শুনছিল 'জই' আর 'গম'-এ তাঁর টাকা-খাটানোর কথা। সে তা'র দুই সবল, প্রাণোচ্ছল বাহু দিয়ে তাঁর দুর্বল কাঁধ দুটো ধরে তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিল।

"টাকা গেছে ত' কি হয়েছে, বাবা? তোমার মতো বাবা কা'রও হয় না! তুমি চিরদিন কতো ভালোবেসেছ আমায়, আর কত ভালো তোমায় আমি বাসি—এই ছাড়া আর কিছুর কি কোনও মূল্য আছে? এতেই আমার সব প্রয়োজন মেটে।" তাঁর ভাঙ্গা গালের সঙ্গে চেপে ধরেছিল সে তা'র নধর গাল আর দুজনের চোখের জল মিশে গে'ছল।

ঐ সময় কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর চোখ দুটো। সে কথা মনে ক'রে পরে গভীর দুঃখের মাঝখানেও তা'র আনন্দ হত।

কিন্তু এখন এসব দূরে সরিয়ে রেখে তা'কে তা'র আপন অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে দেখতেই হবে। তা'র মাইনে থেকে ক্যাটির আর তা'র খাওয়া খরচটা চ'লে যাবে। টেনে-টুনে হয়ত বা পসারটাও। কিন্তু বাড়ীটা রক্ষা করার মত টাকা কোথা থেকে আসবে? এখনিই ত' জানলাগুলোয় রঙ না করলেই নয়। জবরদস্ত এক মালিকানার উপযুক্ত যে আস্তাবলটি বাড়ীর মতোই বড ক'রে তৈরী করা হয়েছিল, সেটিরও অবস্থা একই রকম। আস্তাবলের মধ্যে ব্যয়েরও একটা কারণ বর্তমান রয়েছে। সেটা হচ্ছে একটি ঘোড়া, প্রিন্স। দীর্ঘশ্বাস ফেললেও প্রিন্সের কথা ভাবতে হাসি ফুটে ওঠে ভায়োলেটের মুখে। তা'র কাছে ক্যাটির পরেই প্রিন্সকে মনে হ'ত আপন জন ব'লে। প্রয়োজন যতই হোক-না, ওকে সে কিছুতেই বিক্রি করবে না—এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বাগিচাটাও ত' রয়েছে। সেটির প্রাণ নেই। যদি সে বিলি ওয়েড্‌কে গাছ-কাটতে দেয়, তবে গাছগুলো তা'র বিশ্বাসঘাতকতা টের পাবে না—সত্যি কি পাবে না? উদ্ভিদের বোধতত্ত্ব নিয়ে সে আর তা'র বাবা কতো সময় কল্পনায় উন্মন হয়ে ভেবেছে। সে তত্ত্ব জানা গে'ছল এক নতুন ফরাসী লেখক মোরিস মেতর্‌লিঙ্কের রচনায়। সেই পুরানো প্রিয় আপেলগাছগুলো। শৈশবে তাদের মাঝখানে গ্রীষ্মকালে খেলা করত সে। তা'র প্রথম বইগুলি পড়েছিল সে তাদের মোটা-মোটা নীচু ডালগুলির উপরে বসে। বছরের পর বছর প্রত্যেক শরতে তা'রা তিনজনে আপেল তোলার আনন্দঘন কাজটি একসঙ্গে করেছে, সব চাইতে বড আর ভালো আপেলগুলো শীতের জন্য বাক্সে ভ'রে রেখেছে। তারপর এসে পড়ত আপেলের মাখন তৈরীর মজা, পেছনের উঠানে প্রকাণ্ড একটা তামার কেট্‌লীতে সে-মাখন ফুটত ক্যাটির তত্ত্বাবধানে। আর সবচেয়ে শেষে যখন দিনগুলো আরো রসঘন হয়ে উঠত, আসত হাতে চালা প্রেসে সাইডর্‌ মদ তৈরীর পর্ব। তখন ধরিত্রীর অকৃপণ ফলসম্ভারের কথা ভেবে বাবার মুখচোখ তৃপ্তিতে জলজল করত। তিনি আবৃত্তি করতেন "কোমল আপেলের মাদক রস" কবিতাটি।

কখনও বিক্রি-করা হ'ত না আপেল। অবস্থাপন্ন প্রত্যেক গ্রামবাসীরই ছিল নিজের গাছ। অবশ্য প্রাচুর্যের এক আনন্দময় অনুভূতি লাভ হ'ত

যখন কার্পেন্টাররদের প্রয়োজনীয় সব তুলে নিয়ে যাবার পর, ঝুড়ি নিয়ে আসত গরীব ও দুঃস্থের দল আর কুড়িয়ে নিত অবশিষ্ট ফলগুলি।

এদিকে, ও-অঞ্চলের জমি কেনা-বেচার একমাত্র দালাল, বিলি ওয়েড, চাইছিলেন বাগিচাটা কিনতে, গাছগুলো কেটে ফেলে সে জায়গায় দুখানা বাড়ী ক'রে বিক্রি করতে। দাম হিসেবে তিনি যা দিতে চা'ন তা'তে ভায়োলেট ও ক্যাটির বেশ ক'বছর স্বচ্ছন্দে চ'লে যাবে। ক্যাটি এ ব্যাপারের কিছুই জানত না এবং একমাত্র সেই কারণেই সে এই পন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়নি ভায়োলেটকে। যুবতী ভায়োলেটের বুক ভেঙে একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। টেবিল থেকে উঠে পড়ে সে, নেমে আসে নীচের তলায়। বৈঠকখানা ঘরে যেখানে সেই সন্ধ্যায় হেনরী মার্টিনের সঙ্গে তা'র সাক্ষাৎকার হবার কথা। একটা বিষয়ে সঠিক হতে চাইছিল সে। সামনের দুই জানলার মধ্যে বসানো মার্বেলপাথরের টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে, বাতির ওপর থেকে গোলাপ-আঁকা চীনে ঢাকনাটা তুলে ঠিক ক'রে বসিয়ে দেয় সেটি। তারপর বাতিটা ধ'রে নাড়ায়। যেমনটি সে আশঙ্কা করেছিল, ভেতরে তেল থাকার শব্দ প্রায় শোনাই যায় না। অথচ তেল ভর্তি থাকবার কথা। অনুভূতির ক্ষেত্রে গাম্ভীর্য রক্ষা করা ভায়োলেটের স্বভাবগত থাকা সত্ত্বেও সে জোরে হেসে ওঠে। হাসিতে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে পুরানো বৈঠকখানাটা। বাতিতে তেল না দিয়ে ক্যাটি নিজ বিবেচনা মত তাদের প্রণয়ের পথ সুগম করছিল। সেই সন্ধ্যায় দুই তরুণ-তরুণীর অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথাবার্তা কইবার সময় বাতির আলোটা হঠাৎ কমে আসবে, এবং অবশেষে দপ দপ ক'রে উঠে একেবারে নিভে যাবে তাদের অন্ধকারে রেখে। আর এর যে কী ফল ঘটবে হেনরীর ওপর সে-সম্বন্ধে ক্যাটির ধারণা অভ্রান্ত। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে তা'র পাশের মেয়েটিকে বাহুপাশে আবদ্ধ করবে সে—আর চুম্বনে চুম্বনে অস্থির ক'রে তুলবে তা'কে।

চেয়ারে ব'সে পড়ে ভায়োলেট সমস্যার এই বিশেষ দিকটির কথা চিন্তা করতে থাকে। সবে মাত্র কয়েকমাস হ'ল তাকে চুমু-খাওয়ার অনুমতি সে দিয়েছিল হেনরীকে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত করার আগে ঐভাবে পরীক্ষা করাটাই মনস্থ করেছিল সে। সে বুঝেছিল যে হেনরীর বাহুবন্ধনে থাকতে ভালোই লাগে তা'র, তার চুম্বনও ঠিক অপছন্দ নয়, (জোরাল চুম্বনেও

সঙ্গে মেশা "সেন্ সেন্" এর মৃদু গন্ধটির নিয়ত উপস্থিতি ছাড়া, যার মারফত শ্বাসপ্রশ্বাস সুরভিত করাকে সেকালের যুবকরা ভাবত তাদের প্রেমিকরূপে কাম্য হওয়ার পক্ষে অপরিহার্য)। তবু প্রতিবার হেনরী চ'লে গেলে সে যখন একলা ব'সে ভেবেছে তখন তা'র হৃদয় কারচুপি করেনি তা'র সঙ্গে। হেনরীর বাহু তা'র ভালো লাগে কারণ সে-বাহুতে শক্তি আছে, আর সে একটি নিঃসঙ্গ, অসহায় মেয়ে। যদি সে হেনরীকে বিয়ে করে, তবে সেই মিলনজাত দৈহিক অন্তরঙ্গতা যে তা'র সহ্য হবে একথা ভায়োলেট জানত, কিন্তু সহ্য-হওয়া আর পুলকাতিশয্যে বিভোর হওয়া—এ দুয়ের মাঝখানে কী দুস্তর ব্যবধান!

অনেক বছর আগেকার একটি দিনের কথা ভায়োলেটের মনে পড়ে যেদিন হঠাৎ সে দেখে ফেলেছিল তা'র বাবা-মাকে আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় পরস্পরকে চুম্বন করছেন। দেখে ছোট মেয়েটি কেবল অবাক্ই হয়েছিল। পরস্পরের প্রতি তাঁদের ভালবাসার গভীরতা অনুভব করত সে, যেমন জানত তা'র প্রতি তাঁদের অবিচল নিশ্চিত ভালোবাসার কথা। সে আগে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পরস্পরকে পাওয়ার এমন কোনও তীব্র প্রয়োজন হতে পারে যেমনটি ফুটে উঠেছিল ওঁদের দুজনের মুখে-চোখে। সেদিনের সেই জ্ঞান তা'র প্রথম প্রেমের স্বপ্নকোরকগুলিতে রঙের ছোঁয়া লাগিয়েছিল।

তা'র মুখ থেকে হাসির রেখা মিলিয়ে যায়, আবার চিন্তা করতে থাকে সে। কামনার আতিশয্য না থাকলেও হেনরীকে বিয়ে করবার এক তীব্র প্রলোভন হয় তা'র। হেনরীকে তা'র চিরদিনই ভালো লেগেছে। যদি বা একটু একগুঁয়ে গোছের তবু হেন্‌রী বেশ আমুদে, ভালোমানুষ। বইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ অবশ্য নেই তা'র, কিন্তু আর যা-ই হ'ক, তা'র বাবার মতন সাহিত্যানুরাগী স্বামী ত' ভায়োলেট দাবী করতে পারে না। তাছাড়া হেনরী জানাশোনা এবং নির্ভরযোগ্য। তা'র খুব ইচ্ছা হচ্ছিল বিয়ে করার, ছেলেপিলে হবে তা'র, ভালোবাসা ও যত্ন পেয়ে একটা নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করবে সে। রবিবারে তাদের গির্জায় "উপস্থিতি" (বিয়ের নতুন পোশাকে সজ্জিতা থাকবে সে) থেকে শুরু ক'রে চলমান জীবনের সুখ-দুঃখভরা পরবর্তী বৎসরগুলি হেনরীর সঙ্গে বিবাহিত হলে কী রকম হবে, তার ছবি ভায়োলেট কল্পনা-চক্ষে দেখছিল। একমাত্র বিবাহিত দম্পতিরাই সদস্য হ'তে পারেন যে 'রিডিং সার্কল'-এর সেই

বিশিষ্ট বংশে তা'রা অবশ্যই যোগদান করবে; অধিকতর চিন্তাশীল মহিলাদের মূল্যবান সংস্থা 'মহিলা মিশনারী সমিতি'তে সক্রিয় অংশ নেবে সে; কালে হেনরী গির্জার একজন 'এল্‌ডর্' হবে যেমন হয়েছিলেন তা'র নিজের বাবা ও ভায়োলেটের বাবা; নিশ্চয়ই সদস্য হবে 'স্কুল বোর্ডে'র ও 'টাউন কাউন্সিলে'র। গ্রামের বিশিষ্ট পরিবারগুলির প্রাপ্য ছোটখাটো খেতাবগুলি ও মর্যাদা তা'রাও পাবে। বড় লোহা-লক্কড়ের দোকানটার উন্নতি অপ্রতিহত থাকবে যেমন দুপুরুষ ধ'রে চলছে—আর এখন দোতলার যে ঘরগুলো খালি প'ড়ে রয়েছে সেগুলো ক্রমে ক্রমে হবে········।

"এসো, খাবার দেওয়া হয়েছে", ক্যাটি ডাক দেয়।

ল্যাম্পটা হাতে ক'রে নিয়ে এসে ভায়োলেট রান্নাঘরের টেবিলের ওপর রাখে।

"তেল ভ'রতে হবে" স্বল্প কথায় জানায় সে।

ক্যাটি কোনও জবাব দেয় না; খাবার টেবিলে ডিশ-সাজানোর কাজে অপ্রয়োজনীয় একটা গুরুত্ব আরোপ করে সে, অযথা সময় নেয়।

"তোমার গতবছর গরমে কেনা ভয়েলের পোশাকটা ইস্ত্রি ক'রে রেখেছি", সে বলে। "ভেবেছিলাম ওটা আজ রাত্রে পরতে পারো তুমি। আজ বেশ গরম, আর গোলাপী রংটা তোমায় মানায় ভালো।"

ভায়োলেটের মনোভাবটি জানার জন্য তা'কে খতিয়ে দেখে ক্যাটি।

"ধন্যবাদ, ক্যাটি। আমার মনে হয ভালোই হবে ওটা।" হেসে জানায় ভায়োলেট।

মুখ ভাব পাল্টে যায় ক্যাটির। তা'র লাল, ফোলা মুখখানা গোপন করা খুশীটায় যেন দারুণ রাঙিয়ে ওঠে।

ঘর থেকে চ'লে যেতে যেতে ঘাড় বেঁকিয়ে জানায় সে, "বাগানে অনেক লিলি ফুটেছে, ব'ল ত' বৈঠকখানার জন্যে এক গোছা ফুল আনা যায়।"

ঘর সাজানোর পরিকল্পনা অন্যরকম ভায়োলেটের। সে পরে আপেল বাগিচায় গিয়ে আনে এক রাশ কুঁড়ি-ধরা ডাল। রান্নাঘরের একটা উঁচু তাক থেকে সে বড় কাঁচের পাত্রটা নামিয়ে নিয়ে আসে যা'তে এক সময় কতকগুলো বিশ্রী মোমের ফুল রাখা হ'ত। তা'র মধ্যে গুছিয়ে রাখল সে আপেল কুঁড়িগুলি

আর সেটাকে নিয়ে এসে বৈঠকখানার বড় পিয়ানোটার ওপর বসিয়ে দিলে। ঐ পিয়ানোটা এসেছিল তা'র মা'র সঙ্গে যখন তিনি বিয়ের কনের সাজে এই পাথরের বাড়ীতে এসেছিলেন। দূরে দাঁড়িয়ে ভায়োলেট সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ্য-করে তা'র সাজানো। চমৎকার দেখাচ্ছে! তা'র মনে হলো যে সমস্ত ঘরখানা কেমন যেন সেকেলে। দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলি বাদ দিলে, এরকম বৈঠকখানা আরও কয়েকটা রয়েছে ও-অঞ্চলে। এক অবিস্মরণীয় বিদেশ ভ্রমণের শেষে ছবিগুলি ভায়োলেটের বাবা নিয়ে এসেছিলেন। অক্সফোর্ডের ম্যাগ্‌ডালেন টাওয়ারের ছবি একটা, আরেকটা "দি ব্লেসেড্‌ ডামোজেল।" দ্বিতীয় ছবিটির দিকে তাকিয়ে তা'র বিষয়বস্তুর সঙ্গে আত্মীয়তা খুঁজে পায় ভায়োলেট। কিছু কিছু বিষয়ে বাহ্যতঃ ভিন্ন রুচির এক স্বামীর সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল ছবির ঐ মেয়েটির আর তবু মেয়েটি ভালোবেসেছিল তা'র স্বামীকে। তাহলে হয়ত বা তা'র ক্ষেত্রেও.........।

ক্যাটি এসে দোর গোড়ায় দাঁড়ায়। "একটু গড়িয়ে নিলে পারতে না?" মিনতির সুরে বলে সে। "একটু ঘুম দিয়ে উঠলে বেশ চাঙ্গা হবে শরীরটা। কাল সারা রাত্রি জেগে-থেকে তুমি ঘুর ঘুর ক'রে বেড়িয়েছো, আমি শুনেছি। যাও, এখন বেরোও ত' এখান থেকে, গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।"

ভায়োলেট হাসে। "আমি ক্লান্ত নই, ক্যাটি। ভাবছিলাম যে একবার বেরোই, যাই লায়াল্‌দের বাড়ী। আমার কাছে একটা গানের বই আছে, সেটা কেথ্‌কে দিতে চাই।"

"তা বেশ, কিন্তু দেখো সে যেন তা'র বড় বড় সব ধ্যানধারণা তোমার মগজে না ঢোকায়। আমার মনে হয় ঠ্যাকারের জোরেই সে জন হার্ভেকে ফিরিয়েছে। এখন হার্ভেকে দেখো—খেতের ওপর কেমন তা'র মস্ত বাড়ী, এমনকি গাড়ী পর্যন্ত হয়েছে একখানা, সীনা হ্যারিস্‌কে বিয়ে ক'রে দিব্যি আছে। কেথের ঘটে একটু যদি বুদ্ধি থাকত, সীনার ঐ সৌভাগ্য ত' ছিল তা'র হাতের পাঁচ! আমি জানি। রবিবারে গির্জায় গানের সময় আমি দেখেছি জন্‌ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওকেই চেয়েছিল সে......"

"দেখো, ক্যাটি, আদা দেওয়া বিস্কুট কিছু তৈরী করলে হয় না? হেন্‌রীর খুব ভালো লাগে।"

"তৈরী হয়ে গেছে। উনুনে দিলেই হয় এখন। আমি দেখছি। হ্যাঁ,

দেখো তুমি যদি বেরোওই, তাহ'লে হিঁচকেটা নিয়ে গিয়ে কামারশালায় দিয়ো। জো উইলিয়মস্‌কে বলো, ওটা যেন ভালো মতো সোজা ক'রে দেয়। তুমি যতক্ষণ লায়ালদের ওখানে থাকবে, তা'র মধ্যে কাজটা হয়ে যাবে ওর। মনে হয় না ও কিছু নেবে, তবু যদি দরকার হয়, কিছু পয়সা নিয়ে যেয়ো সঙ্গে।"

ক্ষয়ে-যাওয়া পাথরের ওপর দিয়ে ধীর পদক্ষেপে হাঁটতে থাকে ভায়োলেট। একহাতে ভজন গানের বইখানা, অপর হাতে হিঁচকে। কামারশালা হয়ে যাওয়াটা ভালোই লাগছিল তা'র। গুহার মতো ছায়াচ্ছন্ন প্রকাণ্ড দোকানটার মধ্যে চুল্লীর প্রচণ্ড আগুন শৈশব থেকেই তাকে মুগ্ধ করেছে। বিশাল বাহু, চামড়ার এ্যাপ্রন-পরা, মিঃ উইলিয়মস্‌ ছিলেন তা'র বাবার ছোটবেলার বন্ধু। কত সময় সে শুনেছে দুজনের কথাবার্তা যাতে স্মৃতি-লালনের মাধ্যমে এক সহজ, সুখকর বন্ধুত্ব ফুটে উঠত। ("তোমার মনে পড়ে যেদিন কাউন্টি সুপারিন্টেনডেন্ট স্কুল-পরিদর্শনে এসেছিলেন আর আমি তাঁর চেয়ারে একটা পেরেক উঁচু-ক'রে রেখেছিলাম?" "মনে আছে একদিন টিফিনের ছুটিতে আমরা একটা স্লেজ্‌ গাড়ী'তে লাফিয়ে উঠে একদম সোজা ডেন্‌ভিল পর্যন্ত গেছলাম?") এছাড়া, ভায়োলেটের বাবা চিরদিন মিঃ উইলিয়মস্‌কে মানতেন এক সাচ্চা দার্শনিক ব'লে, শ্রদ্ধা করতেন তাঁর ব্যবহারিক জ্ঞানবুদ্ধিকে।

ক্রমশ ভায়োলেট রাস্তার সেই বাঁকটার কাছে পৌঁছায় যেটা গিয়ে পড়েছিল "প্রধান সড়কে"। ঐ জায়গাটার ভেতর দিয়ে সোজা চলে যাওয়া খুব সহজ নয় ব'লে তাদের পরিবারে সবাই মজা ক'রে জায়গাটিকে 'সিলা ও শেরিবডিস্‌' বলত। যদিবা এধারে শ্রীযুক্তা হামেল্‌ আবির্ভূতা না হ'ন গল্প-করার জন্য, ওধার থেকে ঠিক ডাক দেবেন শ্রীযুক্তা ডান্‌! গ্রাম্য শিষ্টাচার মানতে হলে সামাজিকতার সম্ভাষণগুলির প্রত্যুত্তর দিতেই হ'ত আর সেগুলি মাঝে মাঝে যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হত। তাড়াতাড়ি থাকলে খুবই বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা। এখন, ভায়োলেট দেখল শ্রীযুক্তা হামেল্‌ কাপড়-শুকানোর-দড়ির ওপর মেলে-দেওয়া কার্পেটটা ঠেঙাচ্ছেন, সে ভাবল তিনি তাকে দেখতে পাবেন না আর তাই বুঝে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। কিন্তু বৃথাই।

"আরে ভা'লেট যে", হেঁকে ওঠে এক সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, "এত তাড়া কীসের? অবিশ্যি এটা যদি যাকে বলে 'বিয়ের তাড়া' হয়, তাহ'লে না হয়

বুঝি! তা তুমি আর হেন্‌রী কবে নিজেদের একটা ছিল্লে করছ? সেই খবরটাই সবাই জানতে চায়।" মাথার ওপর বাঁধা রঙীন কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে তিনি এগিয়ে এসে গোলাপ-ঝোপে হেলান দিয়ে দাঁড়ান। "ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে তুমি আর ক্যাটি একা-একা, আর হেন্‌রী কী চমৎকার ছেলেটি। কোনও বদ অভ্যেস নেই ওর। না পানদোষ, না ধূমপান করা, না দোক্তা খাওয়া"।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসে ভায়োলেট। সে বলে, "আশা করি দোক্তা খাওয়ার অভ্যেসটা হবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা হামেলের কণ্ঠস্বরে প্রতিরোধের সুর ফুটে ওঠে। "হাঁ, স্বীকার করি দোক্তা-চিবোনো নোংরা নেশা, আর পিক্‌দানি সাফ্‌ করতে আমার মতো খারাপ-লাগে না কারোই। কিন্তু তবু বলব পুরুষ মানুষ যখন তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে ঘরে ফেরে, তখন তা'কে দাও বেশ খানিকটা দোক্তা আর দোলনা-চেয়ারটায় এনে বসাও,—দেখবে একদম ঠাণ্ডা, ভেড়ুয়াটি ব'নে গেছে। অবিশ্যি তিনি যদি দোক্তা-চিবানো লোক হ'ন, যেমন আমার বেন্‌…আরে, জন্‌ হার্ভেব গাড়ীটা গেল না? ওঃ, এতো জোরে গেল যে আমি যেন দেখতেই পেলুম না। ড্রাইভার চালাচ্ছে মনে হ'ল। ব্যাপার কী বলত?

"মনে হয বিল স'ব গাড়ী-চালানো শিখেছে, আর তা লোককে দেখাতে চায় সে। আচ্ছা, চলি শ্রীযুক্তা হামেল। যেতে হবেই আমায়।"

"তোমার সব সময় বড্ড তাড়া, ঠিক তোমার বাপের মতন…"

সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাপ্তির ইঙ্গিত করে ভায়োলেট হাত নাড়িয়ে মোড়টা ঘুরে যায়। পেছন দিকের রাস্তা দিয়ে সে লায়াল্‌দের বাড়ী যেতে পারত, এড়াতে পারত শ্রীযুক্তা হামেল্‌কে, কিন্তু কামারশালাটির অবস্থান "প্রধান সড়কটা"-র ওপর। এ অবস্থানটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি শহরের কারো কাছে। কামারশালার দুপাশে চমৎকার গড়নের দুখানা বাড়ী রয়েছে। কিন্তু তাদের বাসিন্দারা দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে তাতানো আশপাশের হাওয়ায় লোহার আর ঘোড়ার কড়া গন্ধ টের পেতেন না বরং বৃদ্ধ জমিদার হেন্‌ড্রিকের মতো ভাবতেন "কলকারখানার সাড়াশব্দ কখনও বিরক্তি সঞ্চার করে না।"

ভায়োলেট দেখে সেই সময় কয়েকজন লোক কামারশালার সামনে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে স্বয়ং শ্রীযুক্ত উইলিয়মস্ একজন। তা'র বুক দুর্ দুর্ করে। নিশ্চয়ই কোনও গণ্ডগোল হয়েছে।

সে কাছে আসা মাত্র কামার নিজেই চেঁচিয়ে বললেন তা'কে।

"একটা দুঃসংবাদ এসেছে, ভা'লেট। আমার স্ত্রী টেলিফোনে শুনেছেন কথাটা। জন হার্ভেকে ত'ার নতুন ষাঁড়টা গুঁতিয়ে দিয়েছে। জানি না জখম কতখানি। শুধু দেখলাম উল্কাবেগে মোটর ছুটিয়ে বিল্ গেল পথ দিয়ে। বোধহয় ডাক্তার ফ্যারাডের কাছে।"

চাষা লেম্ হার্টম্যান ব'লে ওঠে "আর আমার মতে ডাক্তারের একটা গাড়ী থাকা উচিত। তাড়াতাড়ির জন্যেই ত' গাড়ী, আর ডাক্তারের ব্যবসায়ে তা'র প্রয়োজন। সময় সময় বাঁচা-মরা নির্ভর করে ডাক্তার আসার ওপর। চাষারা পর্যন্ত এখন গাড়ী করছে, শহর ভ'রে গাড়ী যেন মাছির মতো ভন ভন করছে।"

জোরে থুথু ফেলেন শ্রীযুক্ত উইলিয়মস্। "খালি গাড়ী আর গাড়ী!" তিনি বলেন, "হাঁ, মজা ক'রে ঘুরে বেড়ানোর পক্ষে গাড়ী হয়ত ভালো, কিন্তু নিত্যকার কাজকর্মের জন্যে চাই ঘোড়া। আরে, ঘোড়ার দরকার জানবে চিরকাল, আর ঘোড়াকে এসে দাঁড়াতেও হবে এই দোকানের সামনে, পরতেও হবে নাল, কিন্তু ঐ গাড়ীগুলো যাবে ভাঙ্গা লোহালক্কড়ের স্তূপে!"

"ঐ ত' ও আসছে ডাক্তারকে নিয়ে" রাস্তার দিকে এগিয়ে গিয়ে লেম্ বলে। সে গাড়ীটার কাছে দৌড়ে যায়।

"অবস্থা কি খারাপ" চলন্ত গাড়ীটার উদ্দেশ্যে সে বলে।

"খুবই খারাপ" জবাবে জানান ডাক্তার ফ্যারাডে।

এখন তা'রা দেখতে পায় গাড়ীর পেছনের আসনে ব'সে আছেন মিলের মালিক, হ্যারিস ও তাঁর স্ত্রী,—সীনার বাবা, মা। ধুলোয় অন্ধকার ক'রে চ'লে যায় গাড়ীটা, সকলে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে।

"নিশ্চয়ই ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল চলছে!" আশ্চর্য হ'য়ে বলে লেম্। তারপর তা'রা সকলেই বেশ গম্ভীর হয়ে উঠল।

"এইভাবে ষাঁড়ের গুঁতো খাওয়া খুব খারাপ। সাই টমসনকে মনে আছে? তা'র ত' জ্ঞান আর ফিরেই এলো না।"

"কিন্তু বেঁচে গেছেও ত' অনেকে। হার্ট্‌দের ক্ষেতে যে মজুরটা কাজ করত সে বেঁচেছিল।"

"তা ঠিক। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যাক্‌, খবর আমরা পাবই শীগগির। আহা, বেচারা! এই ত' সবে দু'বছর হ'ল জীবন শুরু করলে আর, দেখো, এরই মধ্যে কী ঘটল।"

"তোমার হাতে ওটা কী, ভা'লেট? কারো মাথায় ঝাড়বে না-কি?" জোর ক'রে একটু রসিকতার সুর আনবার চেষ্টা করেন শ্রীযুক্ত উইলিয়মস্‌।

"এটা আমাদের রান্নাঘরের হিঁচকে। ক্যাটি বলছিল যদি এটা সিধে করা যায়। আমি যাচ্ছিলাম লায়াল্‌দের ওখানে, ভাবলাম যদি আপনার হাত খালি থাকে, তা হ'লে আমি ঘুরে-আসার মধ্যে আপনি এটা ঠিক ক'রে রাখবেন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" শ্রীযুক্ত উইলিয়ম্‌স ওটা নেন এবং কারিগরের চোখে লক্ষ্য ক'রে দেখেন। "ক'রে রেখে দেবো। হিঁচকের ওপর বড জোর জুলুম করে ক্যাটি। লায়াল্‌দের ওখানে খবর পাবে তুমি। জনের অবস্থা খারাপ হয়ে থাকলে এখুনি ওরা রেভারেণ্ডকে ডেকে পাঠাবে। তুমি যাবার সময় আমাদের বরং একটু ব'লে যেয়ো।"

ভায়োলেট রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে। কচি মেপ্‌ল পাতাগুলির ভেতর দিয়ে বসন্তকালীন আকাশের নীলিমা ছায়াচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। কতো সহজেই না মনের ওপর কোন ছায়াপাতের ফলে দিনের সূর্যালোকের স্বরূপই পাল্টে যায়! বেচারা জন্‌ হার্ভে! একবছর-বিয়ে-করা বৌ, নতুন গাড়ী আর বিরাট পৈতৃক খেত, যা'র মালিক সে একা। না, না, কোনও চরম বিপদ কিছুতেই হতে পারে না। সে যে লায়াল্‌দের ওখানে যাচ্ছে, বিশেষতঃ ফেথের কাছে, এই ভেবে তা'র ভালো লাগছে। কারণ, ক্যাটির কথা যে ঠিক, তা সে জানত। জন্‌ ফেথ্‌কে ভালোবাসত। ফেথ্‌ কতোখানি তার মূল্য দিত তা অবশ্য সে জানেনি, কারণ সে-কথা ফেথ তা'র অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বান্ধবীকেও বলেনি।

লায়াল্‌দের বাড়ী এসে পৌছায় ভায়োলেট। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরের দিকে এই বাড়ীটি। তার ভাঙাচোরা, শাদা শাদা অংশগুলি প্রকট-ভাবে ফুটে উঠেছে পাইন গাছের ও উগ্র সবুজ আঙুরলতার পটভূমিতে।

গেট খুলে সে পেছনদিকের বারান্দায় যাবার পথ ধরে। গ্রীষ্মকালে বসবার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত ঐ বারান্দাটা। ওখানে পৌছানর পূর্বেই ফোঁপানির শব্দ তা'র কানে এল এবং সিঁড়ির কাছে আসতেই ফেথ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তা'র বান্ধবীর বুকের ওপর।

"ওঃ, ভাই," কেঁদে ওঠে ফেথ, সারা শরীর কাঁপতে থাকে তা'র। "বড় ভালো লাগছে যে তুমি এসেছো। কিছু আগে বাবা, মা বেরিয়ে গেছেন, আমি একেবারে একলা। মনে হচ্ছে আমি যেন এটা সইতে পারবো না!"

"ওর অবস্থা কি আরো খারাপ হয়েছে? সত্যিই কি তেমন খারাপ?"
"ও···মারা গেছে" ফেথ বলে, "ডাক্তার গিয়ে পৌছানর আগেই। ওঃ মনে হচ্ছে যেন আমিই ওকে মেরে ফেলেছি।" আবার জোরে ফোঁপাতে থাকে সে।

"একী ফেথ্! একথা তুমি কখনো বলো না! এ ব্যাপারে কিছুই তুমি করো নি। এভাবে কেঁদো না। এসো, আমরা এখানে এই সিঁড়ির ওপর বসি। আহা, কী মর্মান্তিক ঘটনা, কী বীভৎস। বেচারা জন! দুর্ভাগা সীনা!"

"আর দুর্ভাগা আমিও! করুণা হয় না তোমার আমার জন্যে? আমিই সব ঘটিয়েছি।"

ভায়োলেট ফেথের কম্পিত দেহটি কাছে টেনে নিয়ে ব'সে পড়ে এবং তাকে জাপ্টে ধরে থাকে। দুঃসংবাদটি শুনে আর ফেথের ঐ সব উদভ্রান্ত কথাবার্তায় তা'র নিজের মুখখানিও ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

"বলো ত" ধীরে বলে সে, "কী কথা তুমি বলতে চাইছো। এ দুর্ঘটনা বন্ধ করবার জন্যে কী করতে পারতে তুমি?"

"পারতাম····· পারতাম ওকে বিয়ে করে" ফেথের গলার স্বর কেঁপে যায়। "দুবছর আগে ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আর আমি 'না' বলেছিলাম। একথা বাবাকে ও মা'কে ছাড়া কাউকে বলিনি আমি, কারণ বুঝেছিলাম যে অবিচারই করা হ'ল জনের ওপর। সেই বছরটা শেষ না-হতেই ও সীনা হ্যারিস্‌কে বিয়ে করল। কিন্তু, ভাই, সুখী হয়নি'ক ও।"

"সে-কথা কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারো তুমি?"

"ও নিজে সে-কথা আমায় বলেছিল। জানো ত' আমার ভাই জেরেমির খামারটা হার্ভের খামারের পাশেই। একদিন আমি সেখানে গেছলাম। বাচ্চা

ভেড়াগুলোকে দেখছিলাম ঘুরে-ঘুরে। পাশের মাঠে জন লাঙল দিচ্ছিল। আমাকে দেখে সে এধারে চ'লে আসে। সে আমায় বলেছিল যে সীনা ভালোভাবে ঘর সংসার করছে না, প্রায়ই চটে যায় তা'র ওপর। আর—" গলা ভেঙে যায় একেবারে ফেথের—"সীনাই ওকে জোর ক'রে ষাঁড়টা কিনিয়েছিল, কারণ 'ফোর কর্ণার্স'-এ সীনার যে কাকা থাকেন তাঁর দরকার ছিল ষাঁড় বিক্রি ক'রে টাকা-পাওয়ার। জন্ চায়নি কিনতে। সে নিজে বলেছিল আমায়। সে বলেছিল যে আশপাশের খামারগুলোতে অনেকেরই ত' রয়েছে ষাঁড়, আর ষাঁড় রাখার বিপদও আছে। তারপর সে বলেছিল 'কিন্তু মনে হয় অন্যসব জিনিসের মতো ষাঁড়টাও আনতে হবে, যাতে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।' তুমিই দেখো, ব্যাপারটা কী ঘটেছিল।"

ভায়োলেট ফেথের মাথাটা রাখে তা'র কাঁধের ওপর আর আলতোভাবে হাত বোলাতে থাকে নরম চুলে। ফেথের দুঃখে সান্ত্বনা জানাবার মতো কথা তা'র থাকে না।

"সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলাটা কী ভয়ানক," ফেটে পড়ে ফেথ, যেন দীর্ঘকাল ধরে ব'য়ে বেড়ানো বোঝাটা খালাশ ক'রে দিতে। "জন যখন আমায় জিগ্যেস করেছিল, আমি তখন নিশ্চিত ছিলাম যে 'না'-বলাটাই ঠিক। তুমি ত জানো, ভাই, গান আমার কাছে কতখানি। আর দেখো, 'বৃদ্ধ আপেল গাছের ছায়ায়' বা ঐ ধরনের গান ছাড়া ওর আর কিছু ভালো লাগত না। আমার মনে হয়েছিল যে চূড়ান্ত অমিল আমাদের দুজনের মধ্যে, এবং ওকে প্রত্যাখ্যান ক'রে প্রথমটা আমি কিছুটা গর্বিতই বোধ করেছিলাম।"

ও থামে, বুকের ভিতরটা ভীষণ দুরু দুরু করতে থাকে ভায়োলেটের।

"তারপর যত দিন যেতে থাকে", ফেথ বলে "আমি ভাবতে থাকলাম সুবুদ্ধির পরিচয় আমি দিয়েছি কি-না। যখন আমি সীনাকে দেখলাম ওর সঙ্গে লম্বা ঘোমটাখানা উড়িয়ে নতুন গাড়ীতে ক'রে যেতে, তখন—হয়ত এতে আমাকে তোমার সামান্য মনে হবে,—নিজেকে সীনার জায়গায় কল্পনা না-ক'রে পারিনি, আমিও ত' মানুষ। কিন্তু বিশ্বাস করো, গাড়ী বা অন্যান্য যা কিছু সীনা পেয়েছিল সে-সবের জন্যে মোটেই নয়, সব চাইতে কষ্ট লাগত রাত্রিতে ঘুমোতে যাবার সময় যখন জানলার ধারে হাঁটু গেড়ে ব'সতাম প্রার্থনা করার জন্য আর রাত্রিটাকে দেখাত অপূর্ব সুন্দর, হয়ত বা ফুটত চাঁদের আলো, আর

আমি ভাবতাম আমাকে ভালোবাসার জন্য কেউ কোনওদিনই থাকবে না। এই হারানো শহরটাকে কী শান্ত, নিঝুম, ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকত আমার। যেন দেখতাম বছরের পর বছর ঘুরছে আর আমি ক্রমেই বুড়ো হচ্ছি এখানকার আরো অনেক মহিলার মতো। ওঃ, ভাই, আমাকে কি ভয় করছে তোমার? নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সব, তাই না?"

গলা বন্ধ হয়ে আসে ভায়োলেটের এবার। "হাঁ", কোনও মতে ফিসফিস ক'রে বলে সে। "হাঁ, বুঝছি আমি।"

শেষ পর্যন্ত ফেথের চোখের জল শুকোয়, কিন্তু মুখখানা তা'র দারুণ দুঃখার্ত দেখাচ্ছে।

"চাইলেই পারতাম আমি জনের সঙ্গে একটা সুখী জীবন কাটাতে। হয়ত ওর দেবার যা ছিল তা-ই যথেষ্ট হতো। আর এখন, বড দেরী হয়ে গেছে। আমার আর ওর সবকিছুই শেষ হয়ে গেল।"

এরপর ওরা কথা কমই বলে, কেবল কাছাকাছি ব'সে থাকে, তাকিয়ে থাকে বেড়ার ওপর বসানো মৌমাছির বাক্সগুলি পেরিয়ে, পেছনের বাগানের ফুল-ধরা ফলের গাছগুলির সীমানাপার নদীর পর নীল পাহাড়গুলির দিকে। অপরাহ্ন সূর্যের উজ্জ্বল তাপ যেন হঠাৎ ম্লান হয়ে আসে যখন লায়াল্-দম্পতীর গাড়ীটা তাদের সামনে দিয়ে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে যায়। ম্যারী লায়াল বগি থেকে নেমে ধীর পদক্ষেপে বারান্দার দিকে হেঁটে আসেন। তাঁর মুখের স্বাভাবিক সুখ ও শান্তির ভাবটি বিষাদাচ্ছন্ন। চোখ দুটোও লাল হয়েছিল।

"আঃ, ভায়োলেট", বলেন তিনি, "বডই ভালো লাগছে যে তুমি ফেথের কাছে রয়েছো। ডেভিড্‌কে আর আমাকে এতো হঠাৎ বেরিয়ে যেতে হয়েছিল যে ওর কথা রাস্তায় নেমে যাবার আগে মনেই পড়েনি, বলছিলাম কী" অনেকটা হতবুদ্ধির মত বলেন তিনি "ঘটনাটি আমাদের সকলের কাছেই ভয়াবহভাবে আকস্মিক। ওখানে আমাদের যা করণীয় ছিল তা করেছি এবং রাত্রে আমরা আবার যাচ্ছি। জেরেমি আর পেগীও এসেছে, ওরা সাহায্য করবে। হ্যারিস্‌রাও অবশ্যই রয়েছে। সীনা একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছে। ওকে শান্ত-করার জন্য ডাক্তার বাবু একটা ওষুধ দিয়েছেন, ওকে আমরা ব'লে ক'য়ে শুইয়েছি। সবচেয়ে কষ্টকর হয়েছিল জনের মা, বাবাকে

ডেকে পাঠানো। ওঁরা গেছলেন ওহিয়োতে বেড়াতে। দুঃসংবাদটি জানাতে হয়েছিল ডেভিড্‌কে। ডেভিড্ বলল যে জীবনে অমন কঠিন কোনও কাজ তা'কে খুব কমই করতে হয়েছে।"

পরের জন্যে যাজক-সুলভ দুঃখ অনুভবের স্মৃতিতে যেন দীর্ঘশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে ম্যারীর।

"যাই, ভেতরে এখন ঢুকতেই হবে, রাতের খাবারের ব্যবস্থা করিগে। স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্যে আমাদের কিছু-ত খেতেই হবে"। তিনি তাঁর কন্যার দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকা'ন, তারপর ভায়োলেটের দিকে চোখ ফেরান। "তুমি থাকতে পারো না?" জিগ্যেস করেন তিনি। "আমরা আজ সন্ধ্যায় হার্ভের ওখানে চ'লে গেলে পর যদি তুমি থাকতে পারতে ফেথের কাছে তাহলে ভালো হ'ত। আমি ক্যাটিকে ডেকে সব বুঝিয়ে বলতে পারি।"

ভায়োলেটের মুখ লাল হয়ে ওঠে, যদিও প্রাণপণে সে সচেষ্ট থাকে যেন লজ্জা-রাঙা না হয়। "ধন্যবাদ, শ্রীযুক্তা লায়াল,—কিন্তু আমাকে বাড়ী যেতেই হবে। অবশ্য কাল আমি এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব—" ফেথকে লক্ষ্য ক'রে বলে সে এবং তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে তা'কে চুমু খায়। বাডীটা ঘুরে সে যখন আবার ফিরে এল রাস্তায় তখন ভায়োলেটের মনে হ'ল যে ফেথের প্রতি অস্বাভাবিক ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে হয়ত ফেথের গোপন ব্যাপারটা স্পষ্টই প্রকাশ ক'রে দিয়েছে সে। কিন্তু শ্রীযুক্তা লায়াল নিশ্চয়ই সব কিছু জানেন এবং বাকীটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন।

ছড়িয়ে-পড়া মেপ্‌ল গাছগুলির তলা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ভায়োলেট বুঝতে পারে যে তা'র ভেতরে একটি প্রত্যয় দানা বাঁধছে। সেদিন বিকালে যা ঘটেছে, যে বিপৎপাতে জনের প্রাণনাশ হয়েছে এবং তা'র বান্ধবীর অনুতাপের মানসিক যন্ত্রণা—সব মিলে তা'র একটা দারুণ গুরুত্ব আরোপ করছে। চন্দ্রালোকিত রাত্রির নিঝুম নিঃসঙ্গতা বলতে ফেথ কী বুঝিয়েছিল, তা সে জানত! কী দাম সেই রাতগুলোর যদি তাদের সৌন্দর্যে জেগে-ওঠা কামনাগুলি কখনও সফলতা না পায়? এখনও পর্যন্ত বাগানের ফুলগুলির ওপর, কিম্বা, বরফ-ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে সূর্যাস্তের রক্তরাগ কেমন চ'লে যায় সে-দৃশ্য সে উপভোগ করতে সক্ষম; মদের মতো কালো মধ্যরাত্রিতে

নক্ষত্রদের নিয়ে স্বপ্নাতুর হতে পারে সে, কারণ প্রেম রয়েছে তা'র ইচ্ছাধীন, ঐ ত' ওখানে, প্রস্তুত, কেবল তা'র হৃদয়ের অনুমতির অপেক্ষায়।

কিন্তু সে জানত—না-জেনে উপায়ই বা কৈ?—গাঁয়ের সেই বয়স্ক কুমারীদের, যাদের কমনীয় আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি বৎসরের পর বৎসরের আবর্তনে জীর্ণ হয়েছে, তারপর মারা গেছে ও সমাধি লাভ করেছে। এই কথা ভুলবে সে কী ক'রে নিজের সমস্যাটার বিষয়ে ভাবতে গিয়ে? হঠাৎ তা'র অন্তরলোকে একটা উষ্ণতা যেন ছল্‌কে ওঠে। হেন্‌রী তা'কে ভালোবাসে, তা'কে বিয়ে করবে এবং যে নিঃসঙ্গতার কথা সে ভাবছে, তার থেকে চিরকাল রক্ষা করবে তা'কে। তা'কে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল তা'র নির্বুদ্ধি, অতিমাত্রায়-রোমান্টিক মনটা। এবার সে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়।

সিদ্ধান্তে পৌঁছে অস্বস্তিকর মনোভাব আসার সাথে সাথে আনন্দের একটা দ্রুত, অস্পষ্ট অনুরণনও সৃষ্টি হয় তা'র মনে। একটা সুন্দর হীরের আংটি পাবে সে। অবশ্য বিখ্যাত কয়লা-কারবারীর ছেলে নিনিয়ান বস্‌কে বিয়ে করার সময় ফেথের ছোট বোন ল্যু'স লায়াল্ যে রকম পেয়েছিল তার মতো অত বড় হয়ত হবে না, তবে লেডি কার্কের প্রায় সব ক'টার চাইতেই বড় হবে নিশ্চয়, কারণ হেন্‌রী অহংকারী আর লোহালক্কড়ের ব্যবসায় টাকাও যথেষ্ট। বিয়ের পর বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে তা'রা হয়ত বা অ্যাট্‌লান্টিক সিটিতেও যাবে। এ ধরনের একটা আভাস হেন্‌রী একবার দিয়েছিল। সত্যিকাবের ভালো কাপড়চোপড় কিছু কিনবে ভায়োলেট, কারণ পড়িয়ে রোজগার-করা টাকা আর এখন জমাতে হবে না সংসারের জন্য। আর, ওঃ, সবচেয়ে পরম শান্তি হচ্ছে যে পড়াতে হবেই না আর তা কে।

কামারশালার কাছে আসতেই আবার সেদিনকার বিপত্তির কথাই তার মনে জেগে ওঠে, তা'র অন্যসব চিন্তা তলিয়ে যায়। প্রশস্ত দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে সে। দেখে বেঞ্চির ওপর হতাশভাবে ব'সে রয়েছে লেম্ হার্টম্যান ও আরো দুজন চাষী। শ্রীযুক্ত উইলিয়মস্ স্বয়ং হাপরের পাশে ব'সে আছেন অদ্ভুতভাবে হাত-পা গুটিয়ে।

"এতক্ষণে শুনেছো নিশ্চয়"—ভায়োলেটকে দেখে সে বলে। "আমার স্ত্রী ফোনে খবরটা জেনেছে। আজ বোধহয় যাদের ফোন আছে তা'রা সবাই খবরটার জন্য উৎকর্ণ হয়েছিল। ওঃ, কী সাংঘাতিক ব্যাপারটা বলো ত!

কী সুন্দর, জোয়ান ছেলে জন। কেউ কখনও তা'র বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। সত্যিই করুণ ঘটনা। রেভারেণ্ড ওহিয়োতে জনের মা-বাবাকে ফোন করছিলেন। আমার স্ত্রীও শুনছিলেন। তবে লাইনটা এতো খারাপ ছিল যে রেভারেণ্ড ওঁদের পেতেই লাইন ছেড়ে দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী যাতে ওঁরা ভালোভাবে শুনতে পা'ন। লায়াল্‌রা এখনো ওখানে রয়েছেন?"

"ওঁরা সবে ফিরেছেন, কিন্তু রাত্রে আবার যাবেন" ভায়োলেট বলে।

"হ্যারিস্‌রা আছেন ওখানে, জেরেমি লায়াল আর পেগী প্রায় সংগে সংগেই ওখানে পৌঁছে গেছল।"

"সীনার অবস্থা কেমন?" লেম্ জিগ্যেস করে।

"খুবই খারাপ।"

"তা ত' হবেই। এক ঘণ্টার মধ্যে অমন স্বামী গেলো, অমন খামার গেলো, বলো? খামারটা কি জনের নামে ছিল, কী মনে হয়?" শ্রীযুক্ত উইলিয়ম্‌সের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সে। "তাহ'লে সীনার কিছু সুবিধা হবে।"

"ঠিক জানি না। ওহিয়োতে যাবার আগে হার্ভেরা একদিন জমিদারের ওখানে গেছলেন, আমার স্ত্রী দেখেছিলেন। বোধহয় উইল করার জন্যেই— ওরা যখন চ'লেই যাচ্ছেন বিদেশে আর ওদের বয়সও ত হয়েছে। যাক্, এখন থেকে আমাদেরও হুঁসিয়ার থাকা উচিত। রাত্রিতে চোরের মত আসতে পারে মৃত্যু, কেউ জানবে না কবে, কখন। কিন্তু আমি এটা বুঝছি না আদপেই সে ষাঁড় একটা কিনেছিল কেন। তা'র গাইগুলোর জন্যে ত' ষাঁড়ের অভাব হ'তনা এ অঞ্চলে।"

"হিঁচকেটা কি হয়েছে?" ব্যস্তভাবে ভায়োলেট জিগ্যেস করে।

"হ্যা, হ্যাঁ হয়েছে। চমৎকার হয়েছে এখন আর ক্যাটিকে বলো যেন এমনটিই রাখে এটাকে। ওকে বলো যে আগুন খোঁচাবার সময় এটা যেন ওপর দিকে তোলে, আগায় চাপ দিয়ে যেন না নীচে ঠ্যালে।"

"কিছু কি দিতে হবে এর জন্যে?"

"দেখো, ভা'লেট, একটা হিঁচকে সোজা করার চাইতেও বেশী কিছু করতে প্রস্তুত আমি তোমার বাবার মেয়েটির জন্যে। এখান দিয়ে যাবার সময় মাঝে মাঝে একটু দেখা দিয়ে যেয়ো। ব্যস্, তাহলেই আমার মজুরি পেয়ে যাবো।"

রাস্তার বাঁকটার দিকে আসতে-আসতে ভায়োলেট বুঝতে পারে দুর্ঘটনার সংবাদটি শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে ওখানে রাস্তার ধারে ছোট ছোট জটলা ; পেছনকার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মহিলারা। তাঁদের বার-বার উঠানের ওপর দাঁড়িয়ে শ্রীযুক্তা হামেল্ ও শ্রীযুক্তা জন্ হেঁকে হেঁকে আলাপ করছেন, আর দূর থেকে ভায়োলেটকে দেখে অপেক্ষা করছেন তার জন্যে।

"আমি বলেছিলাম তোমায়"—শ্রীযুক্তা হামেল্ শুরু করেন, "যখনই দেখলাম যে গাড়ীখানা অতো জোরে যাচ্ছে, তখনই জানি খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। এইত' ভা'লেট আসছে জিগ্যেস করো ওকে,—খারাপ কিছু একটা ঘটেছে, একথা বলিনি আমি ভা'লেট ?"

"হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন" ভায়োলেট জবাব দেয়। সে ভাবে কোনও রকমে এঁদের কাছ থেকে কেটে বেরিয়ে যেতে পারলে হয়।

"আমরা বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা 'সঙ্গে-সঙ্গেই' ঘটে গেল, না-কি ও কিছুকাল বেঁচে ছিল। তুমি কি শুনেছ ভা'লেট ?" শ্রীযুক্তা হামেল্ জানতে চান।

"আমি শুনেছি সঙ্গে সঙ্গেই ও মারা যায়" শ্রীযুক্তা জন্ বলেন। "ঐ দোকানটাতে সবাই বলছিল যে ও একটা নিঃশ্বাসও ফেলেনি, বা নড়েওনি একবারও। ওরা বলছিল বিল্ ওকে মাঠের মধ্যে দেখতে পায় মৃত অবস্থায় প'ড়ে থাকতে। অন্ততঃ আমি তা-ই শুনেছি।"

"ডাক্তার গিয়ে পৌঁছানর পর ও আর বেঁচে ছিল না, তবে আমার মনে হয় যে বেঁচে ও··· ·। ওঃ, আমি এ বিষয়ে আর কথা কইতে পারছি না, মাফ করবেন আমায়,—" ভেঙ্গে প'ড়ে বলে ভায়োলেট, "আমায় এখন বাড়ী যেতেই হবে।"

পেছনে শুনতে পায় সে ঐ দুজনার গলা, সমানে দুর্ঘটনার প্রতিটি পর্যায় নিয়ে তদন্ত ক'রে চলেছে। এই রকমটা চলবে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। কিছু দিন ধ'রে এখন আর কিছু নিয়েই কথাবার্তা হ'বে না। নিরন্তর পুনরাবৃত্তি চলবে ঘটনাটির প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিয়ে, হার্ভে পরিবারের জীবনের প্রতিটি তথ্য ও তা'র অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলির বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করবে সকলে। কিন্তু রান্নাঘরে, দোকানে, ডাকঘরে ও ক্ষৌরাগারে এই কথাবার্তার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের ফলে

ঠেলে-বোনা, ছোট এই সমাজটির সভ্যেরা ক্রমে অনুভব করবে আবেগভারের অপনোদন, আকস্মিক আঘাতের চোট থেকে মুক্তি; টের পাবে তাদের অন্তরের প্রকৃত, সাচ্চা বিষাদ আর আস্তে আস্তে চিরাচরিত কর্মধারায় ফিরে যাবে,—বিয়োগ ব্যথাটিকে সমাজ-সত্তার গ্রাম্য অভিজ্ঞতার ভেতর বু'নে দেবে আর বেঁচে-থাকার স্বাভাবিক ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়বে।

বাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ভায়োলেট খিড়কি পথে বাড়ীতে ঢোকে। তা'র ভয় ছিল ক্যাটির সাথে দেখা হওয়ার, কারণ তাহ'লে সব কিছু আবার গোড়া থেকে বলতে হবে। যাই হোক, তা'র সদ্য-গৃহীত সিদ্ধান্তটির শক্তিতে সে পারবে ক্যাটির কালো চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকতে।

"খবরটা শুনেছি" ভায়োলেট ঢুকতেই বলে ক্যাটি। "এর চেয়ে দুঃখের খবর কিছু কখনও শুনিনি। এই ত ম্যারী জ্যাকসন্ এসেছিল। সে বলে পথে আসতে নাকি শুনে এসেছে যে সীনা অন্তঃসত্ত্বা। তা অবশ্য হতেই পারে, এক বছর হ'ল ওদের বিয়ে হয়েছে। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়, কারণ শ্রীযুক্তা হ্যারিসের দুমুখো জিভ! সত্যি হ'লে মেয়ের সম্বন্ধে কথাটা রাষ্ট্র করে বেড়াতেন তিনি। এতে বরং ভালোই হবে যদি সীনাকে একটা সন্তানের জন্য ভাবতে হয়। কিন্তু আবার দেখো, বাপ-মরা একটা ছেলেকে মানুষ করাও বড় কঠিন ব্যাপার। তুমি এ সম্বন্ধে কিছু শুনলে লায়াল্‌দের ওখানে?"

"না, কী আর শুনব!"—কিছুটা কর্কশভাবেই জবাব দেয় ভায়োলেট। "কিন্তু, ওঃ, ক্যাটি, কী ভয়ানক কাণ্ডটা ঘটল জনের! এ রকম সর্বনেশে ঘটনা কি না ঘ'টে পারে না?"

"সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের লীলা; প্রশ্ন করবার আমরা কে? বসো। আমি চা ভিজিয়েছি, এক কাপ খাও। তুমি যেন কাগজের মতো শাদা হয়ে গেছো। আজকের দিনে ঘটনাটা না হলেই ভালো হত। তবে হ'তেই যখন হ'ল, আজ হয়ে বোধহয় তোমার দিক থেকে ভালো হয়েছে। হয়ত এবার তুমি প্রচলিত প্রবাদটা ভেবে দেখবে যে কাপড় টানানোর-দড়িতে পুরুষ মানুষের শার্ট একটা ঝোলে না, সেটা বড় ফাঁকা। হেন্‌রীর কথার জবাব দেওয়ার সময় শুধু ঐ কথাটা মনে রেখো। নাও, এখন চা'টা খাও, তোমার ফ্যাকাশে ভাবটা কাটাও।"

"বেশ, ক্যাটি, তোমার কথামতো কাজ করার চেষ্টা আমি করব।"

হঠাৎ থেমে যায় ক্যাটি, তীব্রভাবে লক্ষ্য করে তা'র তরুণী-মনিবকে।

"চা ছাড়া অন্য কিছু সম্বন্ধেও কি বললে কথাটা?" সে জানতে চায়।

ভায়োলেট মৃদু হাসে। "হয়ত তাই", সে বলে, "তবে আয়ো বলক কালকে।"

সোনালী দীপালোকে আলমারির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজবার সময় সে-রাত্রে ভায়োলেট একটা আবিষ্কার করে ফেলে। তা'র যদি অহমিকা থাকত, তাহ'লে অনেক আগেই জা'নত সে এটা। কিন্তু তা'র চুল ঠিক আছে কি-না, রুচিমতো জামাকাপড পরা হয়েছে কি-না, আর মোটামুটি তা'কে ভালো দেখাচ্ছে কি-না এর বেশী নিজের রূপ নিয়ে, আগে কখনও সে ভাবেনি। এখন অকস্মাৎ টের পেল যে সে দেখতে বড় সুন্দর। এতে তার মনে কেমন যেন একটা অপরাধ-বোধ জেগে ওঠে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে প্রতিচ্ছবিটির দিকে চেয়ে, এ প্রতিচ্ছবি যেন অপরিচিত কারোর। তা'র ধূসর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে জলজল করছিল। সংশয়, বিষাদ আর সেই দিনটির সিদ্ধান্ত চোখদুটিতে যেন নূতন এক গভীরতা দিয়েছিল। টেনে-টেনে চুল আঁচড়ায় ভায়োলেট যতক্ষণ না কাঁধের ওপর গিয়ে পড়ে কোঁকড়া চুলের থোকা এবং তারপর চুলটা বাঁধে '৪' সংখ্যাটির আকারে তা'র গলার ওপর। সিঁথির পর থেকে ঢেউ খেলিয়ে এভাবে সাজানো চুল, নিখুঁত গোল মুখখানির একটা চমৎকার ফ্রেম গ'ড়ে তোলে। লক্ষ্য ক'রে-ক'রে ভায়োলেট দেখল তা'র নাক, ঠোঁট, নিটোল গাল ও টোল-খাওয়া চিবুক। তা'র মনে হলো দৈহিক বৈচিত্র্যের চেয়ে বেশী কিছু যেন ওরা; ওরা একত্রে, কোনও রহস্যময় পন্থায়, এক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। হয়ত কথাটা একবারই ভাবল সে, তারপরই বিসর্জন দিল সে-চিন্তা চিরতরে, কারণ চিন্তাটাকে তা'র মনে হ'ল এক অশোভন গরিমায় ভরা। তাড়াতাড়ি ক'রে সে আলমারির দেরাজের ভেতর থেকে ছোট এক টুকরো 'শ্যামর' চামড়া বার করে, তা'র ওপর ছড়িয়ে দেয় ট্যালকাম্ পাউডার; কপালে, নাকে ও চিবুকে পাউডার মেখে নিয়ে আলো নিভিয়ে নীচে নেমে এল। নিজের সম্বন্ধে একটি জিনিস ভায়োলেট কিন্তু জানেনি'ক; তা হচ্ছে যে তা'র মুখে চোখে তখন ফুটে উঠছিল যেন উড়তে সমুদ্যত

কোনও পাখীর আগ্রহাতিশয্য; জগৎ জুড়ে বেজে উঠবে যে ঘণ্টাগুলি তাদের জন্য যেন দমবন্ধ-ক'রে প্রতীক্ষায় রয়েছে সে।

বৈঠকখানার টেবিলের ওপর বাতিটা ইতিমধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছে ক্যাটি। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভায়োলেট ঘরটা পরিদর্শন করতে থাকে। আপেল কুঁড়িগুলি ঘরটার মুখ্য দ্রষ্টব্য। অনেকগুলি ডাল কেটে এনেছিল ব'লে তা'র ভালই লাগে। বাইরে বারান্দায় ঠাণ্ডার জন্য বসা চলবে না এখন, তাছাডা জায়গাটা সদর, অনুসন্ধানী দৃষ্টির পক্ষে বড প্রশস্ত। সুতরাং ঘরের ভেতরেই বসন্ত ঋতুর সমাগম শ্রেয়, যে-ঘরে ব'সে সে ও হেন্‌রী তাদের গোপন অঙ্গীকারগুলি করবে, করবে নানান শলা-পরামর্শ। গোলাপী-ভয়েল প'রে তা'কে কেমন মানিয়েছে তা' দেখাবার জন্য সে গিয়ে রান্নাঘরে উপস্থিত হয়। ক্যাটি ব'সে রয়েছে কাঠের দোলনাটার ওপর, তা'র কাঁধের ওপর লতিয়ে প'ডে আছে সাইমন বিডালটি সাপের মত। ক্যাটির হাঁটুর ওপর বাইবেলটা খোলা। দোতলায় যাবার আগে এখানে ব'সে তা'র সন্ধ্যায়-পঠনীয় অধ্যায়টি ক্যাটি পডত। 'চাল্‌শের চশমা'টা খুলে ক্যাটি তাকিয়ে দেখতে থাকে তা'র সামনে দাঁডানো তরুণী মেয়েটিকে। তা'র বুডো চোখের দৃষ্টিতে ফুটে-ওঠা নির্লজ্জ স্তুতির ভাবটা গোপন করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় তাকে।

"খুব সুন্দর দেখাচ্ছে" টুক্ ক'রে বলে সে। "গোলাপীটা মানায় তোমাকে। আর, দেখো ঐযে আমি বলেছি 'কাপড-টানানোর সেই দডি·· ···"

"জানি, ক্যাটি, আর বলতে হবে না তোমায়, "যে কাপড-টানানোর দডিতে পুরুষ মানুষের জামা একটাও ঝোলে না, সেটা বড ফাঁকা!"

"হাঁ, তা-ই। খাবার ঘরের টেবিলের ওপর এক পাত্র দুধ আর এক থালা বিস্কুট রেখেছি। ভালোই হয়েছে বিস্কুটগুলো যদি আমার মত জানতে চাও। ঐ! মনে হচ্ছে ও এসে গেছে! পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছি।"

দ্রুত ঘুরে দাঁডায় ভায়োলেট; হেঁটে যায় সদব দরজার দিকে। সেখানে হেনরী মার্টিন হাজির। সদ্য-কামানো তা'র রক্তিম গাল দুটো, তা'র খয়েরী চুল এতো চেপে আঁচডানো যে চুলের সামান্য কোঁকড়া ভাবটা চেপ্টে সোজা হয়ে গেছে; চওড়া, চৌকো কাঁধ; পরণে তা'র সবচেয়ে ভালো ঢ্যারা-কাটা স্যুট্; দু পা চক্ চক্ করছে নতুন, দামী চামডার জুতোয়। ভায়োলেটের মনে হয় যে আগে কখনও এতো সুন্দর দেখায়নি হেনরীকে।

"ভেতরে এসো" সলজ্জ আন্তরিকতা নিয়ে বলে সে। "দাও, তোমার টুপিটা আমায় দাও।"

বৈঠকখানায় এসে হেন্‌রী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পিয়ানোর ওপর রাখা আপেল-কুঁড়ি ভরা ফুলদানীটির দিকে।

"আরে, যদি জানতাম তোমার ফুল নেই, তাহ'লে ফুল নিয়ে আসতে পারতাম তোমার জন্যে। আমার মা'র বাগান ভর্তি লেমন লিলি আর ফ্ল্যাগ ফুল।"

"কিন্তু ফুল আমাদেরও আছে," ভায়োলেট বলে। "যথেষ্টই আছে। এগুলো আমার বেশী ভালো লেগেছিল ব'লেই রাখা। তোমার ভালো লাগছে না?"

"মনে হয় লাগছে। আসলে ফুল ব'লে আমি কখনও ভাবিইনি আপেল কুঁড়িগুলোকে।"

"অঙ্কুরিত আপেল হিসাবেই শুধু?"

"অংকু-কী? তোমার যত সব বড় বড় কথা বলা অভ্যাস। দেখো, আমি কিন্তু কেবল সাদামাঠা ভাষাতেই কথা বলি।" হেনরী হাসে।

হেনরীকে সাহচর্য দিতে সচেষ্ট হয় ভায়োলেট। পরস্পর মুখোমুখী বসে ওরা দুজন। কিন্তু স্ফূর্তির ভাবটা হঠাৎ কেটে যায়, এবং ওরা জন হার্ভে ও সেদিনকার করুণ ঘটনাগুলি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে থাকে। শহরের অন্য সকলের মতো ওরাও প্রতিটি তথ্য খতিয়ে দেখে; হেন্‌রী দোকানে যে সব নতুন সংবাদ আলোচিত হতে শুনেছিল সেগুলি নিয়ে ওরা চিন্তা করে, কিছু বাতিল করে, কিছু গ্রহণ করে। সাধারণ উৎসাহের থেকে বেশী হয় যেন ওদের উৎসাহ, আলোচনা থামতেই চায় না। যেন ঐ আলোচনার মাধ্যমে ঠেকিয়ে রাখতে চায় তাদের নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির আলোচনা।

অবশেষে হেন্‌রী অস্থিরভাবে একবার পা তুলে বসে, একবার পা নামিয়ে নেয়; প্রতি সেকেণ্ডে একবার ক'রে গলা খাঁকারি দিতে থাকে।

"এখানে এসে আমার পাশে বসো," সোফার ওপর গিয়ে সে বসে। "যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, জনের বিষয়ে কথা ব'লে ত' আর তা'কে ফিরিয়ে আনতে পারবো না আমরা। এসো, এখানে এসো। এবার আমাদের নিজেদের কথা বলা যাক।"

ভায়োলেট উঠে দাঁড়ায়। আপেল কুঁড়িগুলির মতোই ফিকে গোলাপী, কৃশাঙ্গী তরুণী। সোফার এক প্রান্তে এসে সলজ্জ ভাবে বসে পড়ে। হেনরী কাছে সরে আসে, পরীক্ষামূলক ভাবে একটি হাত ছড়িয়ে দেয় চেয়ারের খোদাই-করা পিঠের ওপর দিয়ে।

"এতো দূরে থা'কছ কেন? কী কারণে আমার আজ সন্ধ্যায় এখানে আসা, তা তুমি জানো। এই এতোগুলো দিন একটা উত্তরের জন্যে আমি তোমার পেছনে ঘুরছি। এভাবে আমাদের ত' চিরকাল চলবে না। আমি বিয়ে করতে চাই এবং আমার মনে হয় তুমিও—যদি তুমি একবার মনস্থির করার চেষ্টা করো।" আবার গলা খাঁকারি দেয় সে। "কী ব'লছ, ভী—উত্তরটা 'হ্যাঁ', তা-ই নয়?"

ভায়োলেট তা'র আঙুলগুলি খাঁজে খাঁজে আটকে দুটো হাত যুক্ত ক'রে ব'সে থাকে। গভীর এক চিন্তা নেমে আসে তা'র ওপর।

"তোমাকে কোনও উত্তর দেবার আগে, হেনরী, একটা কথা বলতে চাই।"

"বলার আছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। একটা স্বীকারোক্তি করতে হবে আমায় এবং তা করতে আমার ভয় লাগছে। এতোদিন এটা সরিয়ে রেখেছিলাম, কারণ তুমি কী বলবে হয়ত তা সইতে পারব না। কিন্তু না-বলে বিয়ে করতে পারি না তোমাকে। কথাটা জানতে হবেই তোমাকে। পরে একদিন তোমার কাছে এটা বলা হবে—এই অপেক্ষায় থাকাটা আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না।"

গাল দুটো টকটকে লাল হ'য়ে ওঠে তা'র, যেমন চিরদিনই তা'র হ'ত, ভয়ে কিম্বা উত্তেজনায়। মিনতিমাখা চাহনি নিয়ে হেনরীর দিকে তাকায় সে। হাত সরিয়ে নিয়েছে হেনরী; হঠাৎ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে তা'র মুখখানা। তা'র চোখে দেখা দিয়েছে একটা কঠিন, পুরুষসুলভ হুঁশিয়ারী ভাব। যেন ঢোক গিলতেও কষ্ট হচ্ছিল তা'র।

"বেশ, বলো। শোনা যাক।" চাপা গলায় বলে সে।

"কথাটা বলতে যাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু, দোহাই, হেনরী, একটু বুঝতে চেষ্টা করো। আমি কবিতা লিখি। চিরদিন লিখেছি, এবং আমি জানি যে লিখবোও ভবিষ্যতে। এখনই আমার যা আছে তা দিয়ে

অনায়াসে একটা বই করা যেত যদি প্রকাশক পেতাম। মনে হয় না শীগ্‌গির আমি তা পেরে উঠব, তবে চেষ্টা আমি সর্বদাই করব, ঐ নিয়ে ভাবব, ওর জন্ম পরিশ্রমও করব। অর্থাৎ সারা জীবন আমায় কবিতা লিখতে হবে এবং একথাটা আমার মনে হয় তোমার জানা উচিত।”

বেশ কিছুকাল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তা'র দিকে তাকিয়ে থাকে হেন্‌রী। তারপর মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে অদ্ভুত ভাবে হেসে ওঠে।

হাসির দমক কাটলে সে বলে “পোড়া কপাল আমার!” ভায়োলেটের সামনে এই প্রথমবার ব্যবহার করল সে এক অশোভন বাচনভঙ্গী। “আরে একথাটা প্রথমেই ব'লে ফেললে পারতে—ভয়ে যে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ-পাবার উপক্রম হয়েছিল! আমি ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম যে………।”

“কী ভাবছিলে হেন্‌রী?”

“দেখো, দোহাই, জিগ্যেস আর না-ই বা করলে! তুমি প্রথম থেকেই শুরু করলে যে একটা স্বীকারোক্তি তুমি করবে, আর কেবলই তুমি দেরী ক'রে চললে। অথচ কথাটা না-ব'লে তুমি আমায় বিয়ে করতে পারো না। তখন কী ভাবতে পারে বলো ত' লোকে?”

ভায়োলেট উঠে পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসে। এখন তা'কেই বিবর্ণ দেখায়; আর হেন্‌রীর মুখখানা জ্বলজ্বল করে। হেন্‌রী কথা ব'লে চলে; তা'র গোপন দুশ্চিন্তার যাথার্থ্য দেখাতে গিয়ে সে যা বলে, তা' ক্রমান্বয়ে জটিলতর হতে থাকে।

“তুমি কী বলছ, তা আমি জানব কেমন ক'রে? আমি ভেবেছিলাম —মানে, সেই সময়কার কথা যখন তোমার মায়ের মৃত্যুর পরই তোমার বাবা তোমাকে ন্যুইয়র্কে নিয়ে গেছলেন তোমার খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইদের ওখানে—মানে, এখানে সকলেরই ধারণা ওরা খুব উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে—আর সেখানে তোমার সঙ্গে কারো পরিচয় হয়েছিল, কিম্বা, কিছু ঘটেছিল কি-না, তা আমি কিছুই জানি না। তোমার ন্যুইয়র্ক-বাস সম্বন্ধে তুমি চিরদিনই কেমন যেন নীরব। সুতরাং যখন তুমি ঐ স্বীকারোক্তির পর্বটি শুরু করলে,—বুঝতেই পারছো, কেমনতর মালুম হ'ল সেটা। ওঃ, কবিতা!” সে আবার হাসতে থাকে। “হা কপাল! আরে যতো খুশি লেখোনা তুমি কবিতা, কিছ্ছু বলবো না, কেবল আমাকে তা'র কোনওটা পড়তে বলো না। এসো,

এখানে এসে আবার বসো ভী। এখানে ব'সে আলোচনা ক'রে সবকিছু স্থির করা যাক……।"

ভায়োলেট নড়ল না দেখে, সে উঠে পড়ে এবং উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়ায় এসে তা'র সামনে।

"তা হ'লে সব ঠিক ত'? তুমি জানো তোমায় আমি ভালোবাসি। আর দেখো, আজ সন্ধ্যায় এখন অবধি আমি কিন্তু একটা চুম্বনও লাভ করিনি।"

একটি দ্রুত পদক্ষেপে সে এগিয়ে আসে, তা'র বাহুপাশে আবদ্ধ করে ভায়োলেটকে, ওষ্ঠে ওষ্ঠ মেলায়। তা'র সকল কামনার অভিব্যক্তি থাকে এই আলিঙ্গনে; আর ভায়োলেটও এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে ছেড়ে দিল তা'কে বেষ্টন করা এই নবযৌবনের কাছে। তারপর সে ধীরে মুক্ত ক'রে নিল নিজেকে, সরে গেল বাহু বন্ধনের নাগালের বাইরে।

"আমি দুঃখিত. দারুণ দুঃখিত হেন্‌রী, কিন্তু তোমায় বিয়ে করতে পারি না আমি।"

এতো চিন্তা-ভাবনা, সন্দেহ-সংশয়, আশা আর সদ্য-গৃহীত চরম সিদ্ধান্তের পর শেষ উত্তরটি এল এমনি সহজ ভাবে।

"আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি না" সে ব'লে চলে, আর হেন্‌রী বজ্রাহতের মতো নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তা'র মুখের দিকে। "আমরা সুখী হ'ব না। বড আলাদা আমরা। এমনি দুজনের সাহচর্য হয়ত খুব কষ্টকর ঠেকেনি এ্যাদ্দিন, কিন্তু বিয়েতে গুরুত্ব অনেক। আমি…আমি সত্যই ভেবেছিলাম আমি পা'রব, কিন্তু দেখছি যে পারি না আমি।"

জীবন্ত হয়ে ওঠে হেন্‌রী। মুঠোয় শক্ত করে ধরে সে ভায়োলেটের হাত দুটো।

"কী বলছ তুমি তা জানো না! কেন সুখী হ'ব না আমরা? সব কিছু করতে পারি আমি তোমার জন্যে। তুমি যা চাইবে আমি তার প্রায় সবই এনে দিতে পারি তোমাকে।" একটু ইতস্তত করে সে। "তোমার কোনো……আমি যা বলছিলাম তেমন কোনও কিছু……মানে, এই এখুনি আমি যা ভাবছিলাম……সেরকম কিছু নয়ত?"

"না, ঠিক তা নয়" ভায়োলেট বলে; তা'র চোখে ফুটে ওঠে হতাশা।

"তবে মনস্থির ক'রে ফেলেছি আমি। বড কষ্ট হচ্ছে আমার, বডই কষ্ট হচ্ছে যে তোমাকে নিরাশ করছি, কিন্তু 'হ্যাঁ' বলতে পারি না আমি।"

"আমি একথা বিশ্বাস করি না!" ফেটে পড়ে হেনরী। "যে ভাবে আমাদের দুজনের একসাথে এতোগুলো বছর কা'টল, তারপর তোমার পক্ষে আমাকে এই ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া—এটা কোন্ দেশী খেলা? সারা শহর জানতে পারবে তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছ, আর আমার তা'তে কী রকম লাগবে বলো ত?"

আপেলকুঁড়িগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে ভায়োলেট; হেনরীর মুখে মূর্ত হয়ে ওঠে কামনা।

"এ নিশ্চয়ই তোমার শেষ কথা নয়, ভী। বলো এই শেষ কথা নয়। তুমি যদি চাও, আরো অপেক্ষা করবো আমি।"

"এই শেষ কথা, হেনরী। আমি লজ্জিত যে আগে মনস্থির করতে পারিনি। তবে এখন করেছি। আমার কথা, তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।"

হল ঘরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় হেনরী, তা'র টুপিটা তুলে নেয়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

"মনে হয় না যে তুমি কী-ক'রছ তা তুমি বুঝছ" সে বলে "আর, একদিন এজন্য অনুশোচনা করতে হবে তোমায়। কিন্তু তখন হয়ত খুবই দেরী হয়ে যাবে।" শাসানির সুরে বলে সে প্রস্থান করে।

বারান্দার ও রাস্তার ওপর দিয়ে ওর পদশব্দ মিলিয়ে যায়, ভায়োলেট ঠায় ব'সে থেকে শোনে। তারপর আর শব্দ শোনা যায় না, পুরানো শহরের নৈশ স্তব্ধতা ভায়োলেটকে গ্রাস করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এখন তা'র অবশ হৃদয় থেকে ক্যাটিকে সে কী-ক'রে বলবে। হলঘর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সে শোবার ঘরের দরজাটা খোলে। ক্যাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত তা'র, অগ্নিবর্ষী চোখের দৃষ্টি,—সে যেন তা'র যুদ্ধকামী কভেন্যান্টর বংশেরই এক প্রতিভূ!

"ও তোমায় অপমান করেছে, হ্যাঁ,—অপমানই করেছে" ফেটে পড়ে ক্যাটি। "কী বিষ ওর অন্তরে! ঐসব কথা তোমার সম্বন্ধে ভাবতে পারলে ও! ইচ্ছে করছিল আমার ঐ হিঁচকেটা দিয়ে দি' ওর মাথাটা ফাটিয়ে, হয়ত

দিতুম কাটিয়ে মাথাটা। এতে শুধু বোঝা গেল যে পুরুষরা সব সময় কী কথা ভাবে, শুধু এইটুকুই! উঃ, এই পুরুষ!"

"ক্যাটি, তুমি আড়ি পেতে শুনছিলে? কেন শুনছিলে?"

"দেখো, নিজের কানে আমার শোনা দরকার ছিল তুমি ওকে গ্রহণ করছ কি-না, না-করেছ, ভালই করেছ!" জ্বলে উঠে সে। "ঐ সব কথা তোমার সম্বন্ধে ভাবা! অথচ আমি আগাগোড়া ভেবেছি উনি বোধহয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না! ভালো হয়েছে! অমন লোকের ছায়াও মাড়া'ব না আমরা, একথা বলে রাখলুম!"

ভায়োলেট কথা বলে না দেখে ক্যাটি নরম হয়। "যাক, যা ঘটেছে আজ, তা একদিনের পক্ষে যথেষ্ট। আমি যাই বেড়ালটাকে ছেড়েদি, তারপর ওপরে যাই। তুমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়গে। কী টানা-হেঁচড়াটাই না চলল তোমাকে নিয়ে! তবে এইটে মনে রেখো, বাছা, যে হেন্‌রী-মার্টিন থেকে তুমি মুক্ত একেবারে আর দুশ্চিন্তারও কোনও কারণ নেই। যাও, গিয়ে আচ্ছাসে ঘুম দাওগে,—আগামীকাল একটি নূতন দিন!"

"কাপড়-শুকানোর সেই খালি দড়িটার কী-হবে, ক্যাটি" মুচকি হেসে ভায়োলেট প্রশ্ন করে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ক্যাটি, ঘাড় বেঁকিয়ে ম্লান মুখে তাকায় সে ভায়োলেটের দিকে।

"ওর শার্ট ও নিজের কাপড়-শুকানোর দড়িতে টানা'কগে" বলে সে চ'লে যায়।

ভায়োলেট তা'র মায়ের চেয়ারটাতে বসে পড়ে। জীবনী-শক্তির শেষ বিন্দুটি যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে তা'র। সারাদিনের স্নায়বিক উত্তেজনা প্রকৃতই তাকে দুর্বল করে ফেলেছে। পাশের ঘরে ক্যাটির চলাফেরার পরিচিত শব্দ-সাড়ায় মনঃসংযোগ করে, সে চিন্তা-করার হাত থেকে রেহাই চায়। সন্ধ্যাবেলায় কারো হাঁটুর ওপর বা কাঁধে আশ্রয় না-পেলে বিড়াল সাইমন স্থান ক'রে নিত রান্নাঘরের উঁচু কুলঙ্গীর মাথার ওপর এবং ওপরকার হাওয়ায় গরম হ'ত। আর সেখান থেকে তা'কে নামান হ'ত কষ্টকর। ক্যাটি সাইমনকে জপাচ্ছে, ভায়োলেট শুনতে থাকে।

“আয়, সাইমন, চু, চু। আয়, আয়। লক্ষ্মী—হ’ ত’ বাছা কোনও ঝক্কি থাকবে না তোর জন্যে। তুক্, তুক্, তুক্। চু, চু, চু। আয় নেমে আয়।”

সব সময় ক্যাটি যথারীতি প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করে, যেন সাইমনকে সুযোগ দেয় তা’র সদ্‌বুদ্ধিতে প্রণোদিত হবার। এ প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হ’য়, যেমন বর্তমানে হচ্ছে, তখন ছলের আশ্রয় নেয় সে। ভায়োলেট শুনতে পায় যে একটা টিনের লাড্ডু যেন কোন জারের কানার ওপর দিয়ে ঘ’ষে টানার শব্দ হচ্ছে, যেমন দুধ থেকে মাখম তোলার সময় হয়। এই মিথ্যা ছলনাটি সাইমন সত্য ব’লে ঠাওরায় চিরদিন। এরপরই শোনা যায় মেঝের ওপর আল্‌তো এক ধপ্ ক’রে পড়ার শব্দ আর তাকে তুলে নেবার সময় ক্যাটির চিরাচরিত বিড় বিড় বক্‌বকানি। তারপর সে তাকে দরজার বাইরে নিয়ে যায়।

“যা, বেরো এবার” শোনা যায় ক্যাটিকে বলতে। “বাইরে চ’রে বেড়া আর ইঁদুর পেলে খা, যে জন্যে ঈশ্বর তোকে গড়েছেন!”

রান্নাঘরের দরজা বন্ধ হয়, পেছনকার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়, ওপর তলায় সামান্য শব্দ-সাড়া আর তারপর সব নিঝুম।

ভায়োলেট বুঝতে পারে ক্রোধ ও কপট খুশির পুনরাবর্তন সত্ত্বেও ক্যাটি খুবই হতাশ হয়েছে আজ রাত্রে তা’র তরুণী মনিবের ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়নি বলে। ভায়োলেট নিজেও এমন এক ব্যথাদীর্ণ নিঃস্বতা বোধ করছে। এ ব্যথা অবশ্য তা’র সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও অনুশোচনাপ্রসূত নয়, কারণ ও সিদ্ধান্ত না ক’রে তা’র উপায় ছিল না। তবু তা’র অন্তর ভ’রে রয়েছে হতাশার ও হারানোর দুর্নিবার বেদনভার। যেন সামনে-বাড়া সাদামাঠা খাবার সরিয়ে রেখে, ভালো খাবারের আশায় সে অনাহারের ঝুঁকি নিয়েছে। কখনও না! দ্রুত এ চিন্তা ঘৃণায় দূর করে দেয় সে। তুলনাটা যথার্থ নয়’ক। এখানে হৃদয়ের এক মৌলিক মূল্য-বোধ জড়িত রয়েছে এবং তাকে শ্রদ্ধা করতেই হয়।

দীর্ঘকাল ব’সে থাকে সে স্থির হয়ে। জীবনে কখনও এমন বিকট নৈঃসঙ্গের স্বাদ সে পায়নি। তারপর উঠে পড়ে; গিয়ে দাঁড়ায় বইয়ের তাকের একটা বিশেষ জায়গার কাছে। তিনখানা বই টেনে বার করে সে, হাত বাড়িয়ে ধরে বইগুলির পেছনে-রাখা একটি পুরানো চামড়ার বাক্স। বাক্সটির নীচে ছিল একটা চৌকো খাম যা অনেকটা হলদে হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত

ক'রে সেটাও সে তুলে নেয় এবং বাক্স ও খাম দুটো নিয়েই এসে বসে চেয়ারে। বাক্সটির নীচে চিরদিন রাখা ছিল তা'র মা'র উদ্দেশ্যে লেখা ঐ চিঠিখানি, কিন্তু বহু বৎসর হ'ল সে ওটা দেখেনি বা ভাবেও নি ওটার কথা। এখন, যেন কোনও অস্পষ্ট স্মৃতির তাড়নায়, বাধ্য হয়ে খোলে ওটা এবং আস্তে আস্তে পড়তে থাকে চিঠির বক্তব্য।

"কল্যাণীয়াসু ( শুরুতে হস্তাক্ষর বেশ স্পষ্ট, যদিও তা বয়স্কের )

তুমি জানো যে বড় প্রিয় তুমি আমার। আমার বাসনা, তোমার বিবাহে তোমাকে একটা সম্পত্তি যৌতুক হিসাবে দিই, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পার্থিব সম্পদ আমার অতি সামান্যই। তবু আমার একটি ঐশ্বর্য আছে এবং বিবাহের উপহাররূপে তা পাঠাচ্ছি তোমায়। এটি যে একটি কথঞ্চিৎ দুর্লভ রত্ন বলেই তোমায় দিচ্ছি না; দিচ্ছি, কারণ আমার কাছে এর একটি ভাবপ্রবণ আন্তরিক মূল্য আছে। তোমার চিঠি পড়ে মনে হয় যে সত্যই তুমি তোমার প্রিয় যুবকটিকে ভালবেসেছ, আর অভিজ্ঞতা আমায় শিখিয়েছে যখন প্রকৃত প্রেম হৃদয়ে প্রকাশ পায়, গান গেয়ে ওঠে যেন বুল্‌বুল্। তাই তোমাকে পাঠালাম আমার ছোট্ট পাখীটা ও তার সঙ্গে রইল ভালোবাসা তোমার ঠাকুর্দার।

আলেকজাণ্ডার হ্যারিংটন্।"

চিঠির তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২।

সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ভায়োলেট; চিঠির কথাগুলির সকল অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সে। তারপর চামড়ার বাক্সটা খোলে এবং বাক্সর ফিকে-হয়ে-আসা সাটিনের গদি-মোড়া খোলের ভেতর থেকে টেনে তোলে আরেকটা ছোট বাক্স ও তার সঙ্গে বাঁধা চাবিটি। সাবধানে নাড়াচাড়া করে বাক্সটা নিয়ে, টিপে ধরে পাশের স্প্রিংটা। হঠাৎ, অবিশ্বাস্যভাবে, বাক্সর মাথার সোনালী-কাজ-করা টুপিটা উঠে যায় আর ছোট্ট, পালক-ওলা একটা পাখী বেরিয়ে আসে এবং গান শুরু ক'রে দেয়। ছোট্ট গলাটা কাঁপে, ছোট ছোট ডানাগুলো মেলে আর, এককালে কীট্‌স্‌কে যে গান আনন্দ দিয়েছিল, শোনা যায় সেই গান। তারপর, ক্ষণস্থায়ী পুলকাতিশয্য শেষ হতে না হতেই যেমন হঠাৎ উদিত হয়েছিল তেমন হঠাৎই অন্তর্হিত হয় পাখীটি; সোনালী-কাজ-করা টুপিটা যথাস্থানে প'ড়ে যায়, আর হাতে থাকে কেবল কালো বাক্সটা।

আবার স্প্রিংটা চাপে ভায়োলেট, আবার শোনে সেই অলৌকিক মাধুর্য।

শিশুকাল থেকেই সে পরিচিত এর সঙ্গে। বস্তুতঃ, এই বৃত্তটির আনন্দ উপভোগে একসময়ে না একসময়ে অংশগ্রহণ করেনি, এমন লোক শহরে কেউই নেই। কিন্তু আজ রাত্রেই প্রথমবার ভায়োলেট চিঠির শব্দগুলির সাহচর্যে শুনল সেটা। যেন অপর কোনও জগৎ থেকে একটা বাণী এসে পৌছাল।

সন্তর্পণে সে চৌকো খামটা বাক্সের নীচে রাখে তাকের ওপর এবং সামনে রক্ষীর মতন বই তিনখানা দাঁড করায় নিয়মমাফিক। ঝুলন্ত বাতি দুটো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় এবং হলঘর দিয়ে হেঁটে গিয়ে খোলা সদর দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে সে, বাইরে বসন্তের অন্ধকার। মনে পড়তে থাকে তার ঐ হেমকণ্ঠী পাখীর উদ্দেশ্যে রচিত কীট্‌সের কবিতাটি। তা'র বাবার প্রিয় কবিতাগুলির অন্যতম। "Tender is the night" মনে মনে আবৃত্তি করে সে, "And haply the Queen-Moon is on her throne". "সত্যই দূরে, দক্ষিণ দিকে, ছোট নদীটার ওপর, কুয়াশার ঘোমটা 'পরে লম্বা লম্বা ওক্ গাছগুলো, যেখানে কনে সেজেছিল, সেখানে দেখা যাচ্ছে তিন চতুর্থাংশ চাঁদ, প্রাচীন শহর ঘুমন্ত। কোনও আওয়াজ আসছে না আর প্রধান সড়ক থেকে। কিন্তু, আশ্চর্য এই নিস্তব্ধতা নিঃসঙ্গ লাগছে না; কচি পাতা আর সদ্যোজাত ধরণীর ওপর অন্ধকারও যেন চেপে বসেনি'ক, কেবল কেমন যেন স্বচ্ছ আলতো ভাবেই পড়ে রয়েছে। সুগন্ধ বাতাসে মুখ তোলে ভায়োলেট, কথা বলে রজনীর অন্তর্লোকে, অনেকটা যেন শপথ গ্রহণের ভঙ্গীতে।

"আমি অপেক্ষা করবো" চুপিসাড়ে বলে সে, "বুলবুলের জন্য অপেক্ষা করবো আমি।"

॥ ২ ॥

যৌবনের অত্যাশ্চর্য সজীবতা নিয়ে সে-রাত্রে টানা ঘুম দেয় ভায়োলেট এবং পরদিন ওঠে একটু বেলা ক'রে, ক্লান্তির লেশমাত্র থাকে না। কড়া রোদ, সুন্দর হাওয়া বইছে ও ক্ষীয়মাণ রব তুলে নদীতীর থেকে ঘুঘুরা ডেকে চলেছে। ক্যাটির ভবিষ্যদ্বাণী সফল ক'রে এসেছে একটি নূতন, সুন্দর দিন। আস্তে আস্তে চুল আঁচড়ে চলে ভায়োলেট ও বার বার আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে সেই মেয়েটিকে, যাকে সে মাত্র একরাত্রি আগে আবিষ্কার করেছিল। মিথ্যা অহমিকা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রতিদিন সে প্রার্থনা করবে হয়ত, কিন্তু পুরুষের কাছে তা'কে আকর্ষণীয় করতে পারে এমন দৈহিক সম্পদ যদি তা'র থেকে থাকে ত' তা'র জন্য প্রসন্ন বোধ করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না। একমাত্র তা'র মুখখানি নিয়েই চিন্তা করতে থাকে সে, সৌন্দর্যের প্রকৃতিদত্ত অন্যান্য প্রকাশও যে তা'র মধ্যে রয়েছে, একথাও সে সলজ্জভাবে টের পায় মনের গহনে। এই সচেতনতা নূতন ও চমকপ্রদ, কিন্তু এতে যেন একটা স্বস্তিও লাভ হচ্ছে, যেমন হয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার কথা ভাবলে।

রাত্রি যাকে কাহিল করেছে, সে হচ্ছে ক্যাটি। অনিদ্রার ফলে তা'র চোখ দুটো লাল আর মুখের দাগগুলো আরও সজাগ হয়েছে।

ভায়োলেট আসতেই ক্যাটি চেঁচিয়ে ওঠে "বাঃ, বড় আনন্দ হচ্ছে যে তুমি চমৎকার ফিটফাট সেজেছো গির্জায় যাবার জন্যে। দেরী হয়ে গেছে আমাদের। বাধ্য না-হলে আমার ইচ্ছা ছিল না তোমাকে ঘুম থেকে জাগানোর। চলো, আমিও তৈরী। এ্যাপ্রনটা গায়ে দিয়ে নিলেই হয়।"

ভায়োলেটের সামনে এসে বসে গলার স্বর নামিয়ে সে বলে।

"রাত্রে,—মানে, ভোরের দিকে, একটা কথা ভেবেছি। টাকা উপায়ের একটা পথ। আজ রবিবার, অন্য একদিন বলবো তোমায়।"

"ক্যাটি!" ভায়োলেট চেঁচিয়ে ওঠে, "এইভাবে আমাকে উৎসুক ক'রে তোলার পর না-বলা চলবে না। এই মুহূর্তেই বলো কথাটা।"

"রবিবারে ভাবিত
কভু নয় সাধিত"

বিজ্ঞের মতো আওড়ায় ক্যাটি। "আজ আমি আর কিছ্ছু বলব না। অন্ততঃ সন্ধ্যাবেলায় গির্জা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত ত' বটেই। নাও, এখন চটপট প্রাতরাশ খেয়ে নাও। শোনো ঐ প্রথম ঘণ্টা বাজছে।"

রবিবার গির্জার কাজ আরম্ভ হবার আগে সাধারণতঃ সমবেত লোকজনদের মধ্যে স্বল্প চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। লেডি-কার্কের মানুষদের কাছে গির্জায় যাওয়ার আনন্দকর আকর্ষণ রয়েছে। সেরা বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে সকলে পরিতৃপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে আসত দেবালয়ে। সেখানে নিশ্চিত দেখাসাক্ষাৎ ঘটত শহুরে ও গ্রাম্য বন্ধুদের; সেখানে যাওয়ায় ইহলৌকিক সন্তোষ হচ্ছে যে একটা কোথাও যাওয়া হ'ল (গ্রামে সামাজিক মিলনের সুযোগ বিশেষ নেই বললেই হয়) আর তা'র সঙ্গে মিশে থাকে ওখানে পৌঁছে আত্মার ক্ষুধা মিটানোর পারলৌকিক সন্তোষ।

আজ গির্জার সভ্যেরা শান্তভাবে প্রবেশ করেন। এমন কি যুবকরা, যারা উপাসনা গৃহে প্রবেশের সময় সিঁড়ির ওপর সজোরে পা ফেলে যেত, তা'রা পর্যন্ত পা টিপে টিপে চলে, কারণ জন হার্ভের মৃত্যু গভীর রেখাপাত করেছে সকলের মনে। ফেথ্ লায়াল্ অর্গান বাজাতে বসে। তা'কে ফ্যাকাশে দেখায়। যে-ভজন গান বাজানোর কথা ছিল তা আর বাজান চলবে না। কারণ, তার জন্য দরকার সীনার সজোর, যদি বা কিছুটা বেসুরো, চড়া গলার। এখন ওষুধ খেয়ে নেশাতুর সীনা ঘুরে বেড়াচ্ছে তা'র নূতন-পাতা সংসারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, আর চোখের ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে ফেথ বাধ্য হচ্ছে কিছু একটা বাজিয়ে যেতে যতক্ষণ গির্জার চাঁদা জমা পড়বে। যথারীতি গায়কদের সারিতে এসে বসে ভায়োলেট। মার্টিনদের বেঞ্চিতে হেন্‌রী বসে রয়েছে তার মা ও বাবার মাঝখানে,—সোজা, শক্ত, গম্ভীর এবং স্বীকার করতেই হয়, সুদর্শন। সেদিকটায় না তাকাতে চেষ্টা করে ভায়োলেট। অবশেষে শ্রীযুক্ত লায়াল্ তাঁর লম্বা যাজকের পোশাক পরে

ধীরে ধীরে কোণ থেকে হেঁটে আসেন মধ্যিখানের বেদীটির দিকে এবং সমবেত জনতা স্তব গানের জন্য উঠে দাঁড়ায়।

নির্দিষ্ট ঘোষণাটির সময় উপস্থিত হ'লে কক্ষের নিস্তব্ধতা চরমে ওঠে। "শ্রীযুক্ত জন হার্ভের পারলৌকিক-কৃত্য সম্পন্ন হবে তদীয় গৃহে আগামী মঙ্গলবার অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায়।" শান্ত, বিষন্ন দার্ঢ্য ফুটে ওঠে শ্রীযুক্ত লায়ালের কণ্ঠস্বরে। তারপর, যেন একটা মানসিক পীড়নের থেকে মুক্তি পেয়ে লোকজনদের মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ জেগে ওঠে, একটা বাচ্চা কেঁদে ওঠে, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাজকের আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে হাতে বোনা ঝাঁপিগুলো নিয়ে কোণের সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন তাঁদের শক্ত জুতোয় মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ তুলে আর ফেথ্‌ অর্গানে বাজাতে শুরু করে একটা নৈশ-সঙ্গীত। ঘুরে ফিরে এক-একটা ভুল চাবিতে চাপ দিয়ে ফেলে ফেথ যা সে কখনও করত না।

গির্জার কৃত্য শেষে অনেকগুলি জটলা গ'ড়ে ওঠে গির্জার উঠানে। বেশীর ভাগই ক্ষেত খামারের লোক, যারা করুণ ঘটনাটি সম্বন্ধে প্রতিবেশিদের সঙ্গে মুখোমুখী আলোচনা করার সুযোগ ইতিপূর্বে পায়নি। ভায়োলেট আর ফেথ ধীরে ধীরে হেঁটে চলে এক সাথে, বোঝে কী কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু কোনও কথা বলে না পরস্পরে। একটা কোণে এসে ফেথ্‌ স্তব্ধতা ভেঙে দেয়।

"আজ বিকালে আসবার ইচ্ছা আছে। কোনও অসুবিধা হবে না ত?"

"অবশ্যই এসো", ভায়োলেট মিনতি ক'রে বলে। "একটা বিশেষ ব্যাপার তোমাকে জানাবার আছে।"

চমকে উঠে ফেথ তাকায় মুখ তুলে।

"হেন্‌রী?" সে জিগ্যেস করে।

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যা ভাবছ, তা নয়।"

ফেথের চোখ দেখে মনে হয় সে যেন শান্তি পে'ল।

"তিনটে নাগাদ?"

"হ্যাঁ। আমরা বাগিচায় গিয়ে ব'সব, ওখানে কেউ আসবে না।" ভায়োলেট বলে চ'লে যেতে-যেতে।

বাড়ীতে ক্যাটির উপস্থিতি মূল্যবান্‌ ও অপরিহার্য থাকা সত্ত্বেও তা'র সঙ্গে কতকগুলি অসুবিধাও জড়িত রয়েছে; হাঁটুতে ও কনুইয়ে তা'র দারুণ বাতে ধরার ফলে প্রায়-বাৎসরিক ঘরদোর সাফ-করার সময়ে কার্পেট ঝাড়া ও কাঠের

জিনিসপত্তর ধোওয়ার জন্য সাহায্যের দরকার হ'ত। কিন্তু বয়স হলেও কান তা'র ভালই রয়েছে। শ্রবণশক্তি তা'র এমনিতেই প্রখর, আর সে এতই চালাক যে বাড়ীতে যে সব কথা হ'ত তা'র প্রতিটি যেন জানতে পা'রত সে। ভায়োলেটের মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'ত যে বোধহয় ক্যাটি আড়ি পেতে তা'র প্রার্থনাগুলিও-বা শুনে নিয়েছে। এ কথা ভেবে সে মনে মনে কিছুটা মজা পায়। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্তি। পরিবারের গোপন কথা তা'র কাছে থাকত সুরক্ষিত। তা'কে ছিঁড়ে ফেললেও সে সহ্য করবে, তবু এমন কিছু কখনও সে প্রকাশ করবে না যা তা'র কাছে অশোভন বা আনুগত্যহীনতা ব'লে মনে হ'ত।

যাই হোক, সেদিন অপরাহ্নে কেথকে নিয়ে যখন ভায়োলেট তাদের লন্ আর বাগিচার মধ্যেকার প্রাচীরের পাথরের সিঁড়িগুলো দিয়ে উঠে আসে বাগিচার উঁচু জমিতে, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে। খুঁজে খুঁজে একটা নরম, ঘাসে-ঢাকা জায়গা তা'রা বা'র করে একটি গাছের তলায় এবং সেখানে ভায়োলেট কুশন্ দুটো পেতে দেয়। মাথার ওপর ফুটে-থাকা ফুলের মতো কমনীয় ও সজীব মুখের দুই তরুণী বসে ঐখানে।

"আজকে তুমি না এলে আমিই যেতাম তোমার কাছে।" বলতে শুরু করে ভায়োলেট। "একটা কথা তোমাকে অবিলম্বে বলা উচিত মনে করি। মনে হয় এতে তোমার উপকার হবে, হয়ত কিছুটা স্বস্তিও পাবে।"

সলজ্জ উত্তেজনায় স্বাভাবিকভাবেই লাল হয়ে ওঠে ভায়োলেটের মুখ, কিন্তু তবু সে বলে চলে।

"আমি তোমার মতন। আমি মনে করি কোনও মেয়ের পক্ষেই তাকে বিয়ে করতে চেয়ে একজন পুরুষকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়েছে একথা নিজ-মুখে বলা শালীনতা বোধের পরিচায়ক নয়। কিন্তু এ ব্যাপারটা অন্য রকম। তোমার কাছে এটা বলতেই হবে আমায় এবং আমি জানি এ বিষয়ে কারো কাছে কখনও কিছু তুমি বলবে না।"

"কখনও না" আন্তরিকভাবে বলে কেথ।

"শোনো তাহ'লে। কিছু কাল আগে হেন্‌রী আমায় জানায় যে সে আমার পাণিপ্রার্থী। কাল রাত্রে সে আমার জবাব নেবার জন্য এসেছিল। কাল তোমার ওখান থেকে চলে না আসার আগে পর্যন্ত পুরোপুরি মনস্থির আমার

হয়নি'ক। তা'রপর আমি সাব্যস্ত করি যে 'হ্যাঁ' বলবো আমি। হঠাৎ যেন হুড়মুড় ক'রে নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলাম। অনেক কিছুরই কথাও তখন ভেবেছিলাম যা এখন মনে হলে লজ্জা করে,—আমার আংটি, পাওনা যৌতুক, বিয়ের পর দেশভ্রমণ, আমাদের বিবাহিত জীবন কত সম্ভ্রান্ত হবে, এ অঞ্চলে আমাকে আর মাস্টারি করতে হবে না……এমনি সব কিছু।"

"তারপর, কী-হলো", উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসে ফেথের।

"আমি গোলাপী ভয়েলে সাজলাম। বিপুল উত্তেজনা ও আনন্দ! ও এখানে এসে-যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ পর্যন্ত মনে হচ্ছিল যে আমি স্থির আছি। কিন্তু তারপর……" থেমে যায় সে। ফেথের কাছেও গতরাত্রির সকল কথাবার্তা অকপটে বলতে পারে না সে। 'হ্যাঁ' বলার সময় যখন এলো তখন দেখলাম যে আমি তা বলতে অক্ষম।"

"তাহ'লে তোমাদের মধ্যে আর কিছু নেই?"

"কিছু নেই। আর, ফেথ, তোমাকে এ কথা জানাচ্ছি যা'তে তোমার কিছুটা হাল্কা লাগে—জনের ব্যাপার নিয়ে। আমি এখন বুঝতে পারি যে কতো খারাপ লেগেছিল তোমার। কিন্তু বিয়ে তুমি তা'কে করতে পারতে না। সুখী হতে না তুমি, আর, আগে হোক পরে হোক, তা সে-ও টের পেত। আর সেটা তা'র পক্ষে সীনাকে বিয়ে করার চাইতেও খারাপ হ'ত। বু'ঝছ না? যা ঘটেছে তা তোমার দোষে নয়। যা করেছিলে তা না-ক'রে উপায় ছিল না তোমার। যেমন হেন্‌রীকে প্রত্যাখ্যান না ক'রে উপায় ছিল না আমার।"

বিস্ময়ে ভ'রে ওঠে ফেথের দুচোখ, তারপর ফুটে ওঠে অসীম স্বস্তি।

"ওঃ, ভী," চেঁচিয়ে ওঠে সে, "জানো না যে কতো বড একটা ভার স'রে গেল আমার বুকের ওপর থেকে! উপদেশ দেবার ছলে যা-কিছু মুখে বলেছে লোকেরা এতাবৎ, তা'তে কোনও সাহায্য হয়নি আমার। মা, বাবা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। কিন্তু এখন, তোমারও যখন ঠিক একই অভিজ্ঞতা আর এতো চমৎকার বুঝছ তুমি…ওঃ, মনে হচ্ছে যে দোষী একটুও নই আমি আর। মনে হচ্ছে আজ রাত্রে ঘুমোতে পারব আমি। আর এই প্রথম আমি সীনাকেও দুঃখী ভাবতে পারছি।"

"হতভাগিনী সীনা!" ভায়োলেট বলে। "কিন্তু তবু মনে হয় যে প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লে উঠলে তা'র······না, থাক, আমার হয়ত বলা উচিত নয়······"

"ততটা খারাপ আর লাগবে না", কেথ শেষ ক'রে দেয়।

"অবশ্য আমরা দুজন পরস্পরকে যতটা জানি, ওকে ততটা জানি না। মাত্র তিন বছর ওরা এ শহরে এসেছে। কিন্তু আমার ধারণা ঝটপট্ আরেকটা বিয়ে করার মতনই মেয়ে সে। কী-উচ্ছল ও, আর সব পুরুষই যেন ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

"ও কিন্তু জনের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেনি। জন্ আমায় বলেছিল।"

"জন্ ছিল শান্তিপ্রিয় এবং ন্যায় হোক অন্যায় হোক, সে ওর কথাই মেনে নিত। এখন, তোমার বা আমার ক্ষেত্রে, স্বামী যতো ভালোমানুষ হবেন, তত বেশী তাঁকে আমরা ভালোবাসব ও সুখী করার চেষ্টা করব। কিন্তু সীনা হয়ত অন্য রকম! বাবা বলতেন মেয়েরা হচ্ছে ঘোড়ার মতন। কারও দরকার কষা লাগাম, কারও বা ঢিলে। তিনি মায়ের দিকে চেয়ে কেবলই হাসতেন আর বলতেন, "বড্ড ঢিলে লাগাম হচ্ছে আমার" আর মা তাঁকে একটু ভেংচি-কেটে বলতেন "না-হ'লে বিপদ হ'ত!" দুজনেই হাসতেন। "ওঁরা কতো সুখীই না ছিলেন!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভায়োলেট।

"আমার মা-বাবাও ঐরকম। এ বিষয়টা আমি ছোটবেলায় কখনও ভেবে দেখেছি ব'লে মনে হয় না, কিন্তু এখন বয়স হচ্ছে যত, লক্ষ্য করছি অনেক জিনিস। গত সপ্তাহে একদিন আমি বৈঠকখানার দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখলাম বাবা মায়ের চেয়ারের কাছে এসে মা'র চুলের ওপর হাতটা একটু রাখলেন, আর মা হাতটা টেনে নামিয়ে তা'র গালের সঙ্গে চেপে ধরলেন। একটা কথাও কেউ বললেন না। আমি স'রে পড়লাম চট্ ক'রে। হয়ত ব্যাপারটা খুব সামান্য, একেবারে নাটকীয় নয়, কিন্তু তবু আমাকে ভাবতে হ'ল এর পেছনে কত গভীরতাই না রয়েছে। ভী, কখনও কি তুমি ভাবো না প্রকৃত ভালোবাসা কেমনতর হবে—যখন তা আসবে? যদি তা আসে" শুধ্‌রে নেয় সে।

গাছের সারির ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকে ভায়োলেট যেন সুদূর কোনও দেশের দিকে।

"হ্যাঁ", সে বলে, "অবশ্যই ভেবেছি আমি। যখন হেন্‌রীকে বিয়ে করার কথা নিজেকে বোঝাতে হচ্ছিল আমার, তখন মন থেকে ও-সব স্বপ্ন-দেখা দূর করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখন তা'র প্রয়োজন নেই। ওঃ, কেথ্‌, আমি চিরদিন চেয়েছি কোনও দুস্তর, দুর্বার স্রোতের মতো আসুক ভালোবাসা, ভাসিয়ে নিয়ে যাক আমায়। 'ওয়টর্‌ বেবিজ্‌'-এর ঐ লাইনগুলো জানো তুমি—'The flood-gates are open away to the sea!' আমি চাই যে অমনটাই হোক। উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছি আমার চিত্তের দ্বার, বন্যা আসুক······"

ভায়োলেট থেমে যায়। বুল্‌বুলের কথা মনে পড়ে তা'র। "কিম্বা হঠাৎ আকাশ, বাতাস ভরিয়ে দেওয়া গানের মতন, যাতে কেবল মাধুর্য আর বিস্ময় ছাড়া আর কিছু কানে যাবে না আমার।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে আলোয় ঢেকে যায় তা'র মুখ।

"আমিও একথা ভেবেছি" আস্তে বলে কেথ্‌, শুধু তোমার মতো কাব্য ক'রে বলার শক্তি আমার নেই।" চুপ করে সে, ভাবে। "তবে, আমার মনে হয়, আরো এক রকমে হতে পারে প্রেমের আগমন। ধীরে, কতকটা দিনের আলোর মতন। শুধু ধীরে, শান্তভাবে ফুটে-ওঠা, কিন্তু নিশ্চিত, ভুল হবে না তোমার। আমার মনে হয় ঐভাবেই আসুক প্রেম আমার কাছে অন্যভাবে আসার চেয়ে। অবশ্য", একটু থেমে আবার বলে সে "খুব এসে-যাবে না কোন্‌ পথে ও এলো,—এলোত'!"

"কাব্য তোমারও যথেষ্ট আছে" ভায়োলেট বলে। কুশন্‌টা টেনে আনে সে তা'র বান্ধবীর আরো কাছে ও ঝুঁকে পড়ে তা'র গা ঘেঁষে, যেন বা গাছের মাথায় চ'ড়ে কেউ কান পেতে আছে তার কথা শোনবার জন্যে, এই ভয়ে।

"আর একটা কথা তোমায় বলতে চাই। বাবা আর মা ছাড়া কখনও জানেনি কেউ কথাটা, কিন্তু আমার মনে হয় বিষয়টা আমার একটা বিরাট সত্তা জুড়ে রয়েছে। গতরাত্রে হেন্‌রীর কাছে এটা জানানোর দরকার মনে হলো আমার। আশা করি, একথাটাও গোপন রাখবে তুমি, কারণ এর জন্যে আমি একটু লজ্জিতও বটে।"

"নিশ্চয়, গোপন রাখব।"

"বেশ কয়েক বছর হ'ল আমি কবিতা লিখছি। প্রথম প্রথম বাবা আমায়

উৎসাহ দিতেন মাত্র কিন্তু পরে তিনিও বলতেন যে কবিতাগুলো—মানে, ঐ যাকিছু লিখছিলাম নেহাত খারাপ হচ্ছে না।"

"ওঃ, ভী, নিজেকে বড্ড ছোট করছ তুমি। সত্য কথাটা ব'লত। তিনি কি সত্যই বলতেন যে কবিতাগুলো ভালো হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, তা-ই বলতেন। অবশ্য প্রশংসার মধ্যে অনেক বাঁধন থাকত তাঁর, কারণ আমার কবিতাগুলি সম্বন্ধে খুব বেশী উচ্চ ধারণা পোষণ করি, এটা চাইতেন না তিনি। কিন্তু শেষের ক'টা মাস তিনি ফিরে-ফিরে পড়েছিলেন সেগুলি এবং বলেছিলেন যে আরো ক'টা লেখা হলে পর যেন কোন প্রকাশকের কাছে পাঠাই।"

"ভী, ব'লছ কী, বই হবে!"

"আমার মনে হয় না তা, কিন্তু তবু। তবে পাঠাচ্ছি আমি শীগ্‌গিরই, দেখি কী হয়। যতই হোক, এ চেষ্টা ত' কখনও না কখনও করতে হবেই আমাকে। হয়ত বেশ ক'বছরের আগে কোন প্রকাশক নেবেই না কিছু। হয়ত বা কখনই আমার কিছু নেবে না। কিন্তু আমি জানি যে যতদিন বেঁচে থাকব, লিখতে হবেই আমায়। না-লিখে পারি না আমি! এ যে আমার ভেতরেই রয়েছে!"

"হেন্‌রী এ সম্বন্ধে কী ব'লল?"

"ব'লল আমি কবিতা লিখলে ক্ষতি নেই যদি তা'কে তা পড়তে না-হয়।"

সিঁটকে উঠে দম নেয় ফেথ, কোনও মন্তব্য করে না। তারপর সোৎসাহে চিৎকার ক'রে ওঠে "তোমার গোপন কথাটা বললে ব'লে খুব ভালো লাগছে, ভী'। আর, নিশ্চিন্ত থেকো কথাটা গোপনই থাকবে। তবে আমরা এ সম্বন্ধে দুজনের মধ্যে আলোচনা করতে পারি। এ নিয়ে চিন্তা করাটা হবে বেশ নতুন ও উত্তেজনাকর। তোমার জন্তে যে কী গর্ব হচ্ছে আমার তা তোমায় বোঝাতে পা'রব না! যাক, আমায় এখন যেতেই হচ্ছে, তবে আসার সময় যা ছিলাম তা'র চেয়ে অনেক ভালো লাগছে আমার এখন। সবকিছুর জন্তই ধন্তবাদ তোমায়।"

একসাথে দুজনে হেঁটে আসে লোহার গেটটা পর্যন্ত এবং একটু সময় সেটাতে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

"ফেথ্‌," একটু ইতস্তত করে ভায়োলেট বলে, "আজ রাত্রে তুমি গির্জা

থেকে আমার সঙ্গে বেরোবে? জানো ত' আজই প্রথম বাড়ী পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসবে না'ক হেন্‌রী। লক্ষ্য করবেই ব্যাপারটা সকলে আর ধরেও নেবে যে আমাদের মধ্যে সব চুকে গেছে। খুব বিশ্রী ঠেকবে জিনিসটা।"

"কেমনটা যে তোমার লাগছে, তা আমি বুঝছি! ভাল সত্যই লাগে যদি, বিশেষতঃ অন্ধকার রাত্রে, কেউ পাশে থাকে ও হাতটা ধরে। ঐ জিনিস আমাকেও হারাতে হয়েছে, জনের সঙ্গে চুকে যাবার পর থেকে। যাক্ আমরা দুজনে একসঙ্গে বেরোব আর সোজা হাঁটব ডাইনে বাঁয়ে না-তাকিয়ে। হপ্তাখানেক গেলে আর এতটা বেয়াড়া লাগবে না। আর সব ব্যাপারে, ভী, আমার ওপর তুমি বিশ্বাস রাখতে পারো।"

"তুমি রয়েছো ব'লে আমি আনন্দিত" ভায়োলেট বলে চ'লে যেতে-যেতে।

খাবার সময় রান্নাঘর থেকে নড়ে না ক্যাটি। তা'র প্রথম কারণ, ভায়োলেট নিজের মতলবটি সম্বন্ধে তাকে আর কিছু বলা ক্যাটির ইচ্ছে নয়, দ্বিতীয়তঃ, ক্যাটি সাইমনকে শাসন করছে। সাইমন সেদিন বিকাল পর্যন্ত বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছিল এবং তা'র লোমশ একটি কানে ছিল কাটাছেঁড়ার দাগ। দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও, ভায়োলেট না-হেসে পারে না যখন বিড়ালটির প্রতি ক্যাটির শেষ কথাগুলি তা'র কানে যায়।

"এমন চমৎকার আস্তানায় থাকা হয়, এতো যত্ন, তোয়াজ—আর কি-না কতকগুলো ধাড়ী হুলোর সঙ্গে ঘুরতে বেরোন! ও ব্যাটারা তোর যোগ্যি! আর তা'ও কি-না রবিবারে! ছি, ছি! চুপ ক'রে বসে থাক, কানটা পরিষ্কার ক'রে দে'ব আমি।"

নৈশ গির্জার কাজকর্ম শান্তিতে সমাধা হয়। খোলা জানালা দিয়ে বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস প্রবেশ করে। ভায়োলেট 'বাইবেল-বাণী' শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এদিকে-সেদিকে তাকায় না। তা'র পরেই সে পেছনের আসনগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে। সান্ধ্য সমাবেশ সেখানে, অধিকাংশ যুবকেরাই ব'সত। একবার দেখেই ভায়োলেট বুঝল যে হেন্‌রী সেখানে নেই। তা'হলে, তাদের একত্রে না ফেরাটা কেমন দেখাবে সেও ভেবেছে। সে কি তবে কখনই আসবে না, না-কি কেবল অপেক্ষা করবে যতদিন না তাদের বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের কথাটা শহরময় জানা হয়ে যায়? এতে অবশ্য খুব বেশী সময় লাগবে না। খাবার সময় ক্যাটি বলেছে যে গতরাত্রে গলিপথ দিয়ে বাড়ী ফিরছিল হেন্‌রী।

"আর", ক্যাটি যোগ করেছিল "যদি শুধু ম্যারী জ্যাক্সন্ আর শ্রীযুক্তা হাষেল্ই ওকে দেখে থাকেন, তাহ'লেই ঢি ঢি প'ড়ে যাবে। হেন্‌রীকে আসতে দেখা অমন ফিটফাট, ফুলবাবুটি সেজে,—যেন বেড়ালে সর্বাঙ্গ চেটে চক্‌চকে ক'রে দিয়েছে, আর তারপর ন'টার সময় ওর চ'লে যাওয়া, আর গলি দিয়ে বাড়ী ফেরা! দেখো, ছু'য়ে ছু'য়ে চা'র করতে ওদের সময় লাগবে না। হ্যাঃ এতে তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই, একথা নিশ্চিত। করুক না বলাবলি ওরা।"

শেষ স্তবগান ও আশীর্বচনের পর ফেথ্, ও ভায়োলেট একসাথে গির্জা কক্ষের কোণের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে এবং অপেক্ষমান যুবকদের সারির ভেতর দিয়ে চ'লে যায়। যুবকের দল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যখন তাদের কারো ভালো-লাগা তরুণীটি সামনে দিয়ে যায়, তখন যুবকবিশেষ এগিয়ে আসে তা'কে বাড়ী পৌছে দেবার জন্য। বন্ধুত্বের গভীরতা অনুযায়ী, এই এগিয়ে আসার সময় কখনও ফুটে ওঠে নিশ্চিন্তি, কখনও বা, অপ্রতিভ সংশয়। হাত ধ'রে, মাথা উঁচু রেখে, সামনের দিকে তাকিয়ে হেঁটে চলে তরুণী ছুজন এবং রাস্তায় এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ফেথ্ বাড়ী চ'লে যাবার আগে কার্পেণ্টারদের গেটের সামনে দাঁড়ায় ওরা।

"একটা কথা কখনও ভেবে দেখেছো কি"—আস্তে বলে যায় ফেথ্ "যে এমন কোন যুবক এখানে আর নেই যার প্রতি তোমার বা আমার কোনও প্রকৃত আসক্তি থাকতে পারে? ছোট শহরের এই বিপদ। যথেষ্ট মানুষই থাকে না।"

"জানি। বয়স্ক ছেলেদের যারা কলেজে পড়েছে, তা'রা সবাই অন্য জায়গার মেয়ে বিয়ে করেছে। আর বাকী যারা, তাদের প্রতি আমাদের আসক্তি থাকুক বা না থাকুক, তারাও ইতিমধ্যে অন্য কাউকে জুটিয়ে নিয়েছে। 'ফোর্ পয়েন্টস্'-এর ঐ মেয়েটার সঙ্গে দেখলে জ্যাক্ ফর্বস্‌কে আজ? মনে হয়, ব্যাপার গুরুতর।"

"আগামী শীতটা আমাকে শহরে গিয়ে থাকতে বলেছেন মা। সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য সপ্তাহে একদিন ক'রে না-গিয়ে, ওখানে কোনও বোর্ডিংএ থাকতে বলছেন। জানি মা'র মনে হচ্ছে যে সেখানে কারো সঙ্গে চেনাজানা হবে আমার। কিন্তু এ চিন্তাটাই ঘৃণা করি আমি। এত যোগ বিয়োগ অঙ্ক নয়!

আরো বেড়ে যাবে আমার আত্মসচেতনতা। আমার বোন লিলি এবং নিনিয়ান্ যখন তাদের বাড়ী কোনও শহুরে যুবক এলে আমায় নিমন্ত্রণ করে, তখন আমি রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করি। নিজেকে আকর্ষণীয় দেখাতে চাই বলেই কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই, মুখ দিয়ে কথা সরে না। অবশ্য ওসব যুবকদের কাউকে খুব কিছু পাত্তা আমি দিইনি, তাই এখনও পর্যন্ত কিছু এসে-যায় নি আমার।"

"আমাদের মাত্র চব্বিশ বছর বয়স" ভায়োলেট বলে। "আর, বিয়ে ছাড়া মনকে নিযুক্ত রাখবার মতো বেশ বড় রকমের একটা আকর্ষণও আমাদের আছে। অনেক মেয়েরই তা নেই। তাছাড়া"—সান্ধ্য আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভায়োলেট বলে "এমন একটা রাত্রে, মনে হয় সব কিছুই ঘটতে পারে। ভাববো না আর আমরা। ভালো কথা, ফেথ্ মঙ্গলবার গির্জার কাজ কিরকমটা হবে? বিশেষ ধরনের কোনও সঙ্গীত হওয়া দরকার নয় কি, কী বলো?"

"হ্যাঁ" নিম্নস্বরে সায় দেয় ফেথ্। "কষ্ট হলেও তা করতেই হবে আমাদের। ওদের একটা পিয়ানো আছে জানি। যদি তুমি ও শ্রীযুক্তা ডিলিং গান করো, গায়কদের মধ্যে থেকে দুজন পুরুষকে নিয়ে আমি চারজন গায়কের একটা দল, তৈরি করতে পারি। ভজন গান হিসাবে কোনটা সবচেয়ে ভালো হবে মনে হয়? "রূপালী বাঁধন ছিঁড়বে কোনও দিন?"

"না" স্বর আটকে আসে যেন ভায়োলেটের, "ওটা আমি করতে পারবো না।"

"ওঃ, ভী, যে গানই হোক না তোমার কষ্ট লাগবে! দেখি, অন্য কাউকে পাই কি-না।"

"খুব করুণ না-হলে আমার অসুবিধা হবে না। যতই হোক, আমার নিজের দুঃখের কথা ত' এখন ভাবলে চলবে না। 'অমল আনন্দের সেই দেশে' হ'লে কেমন হয়?"

"চমৎকার এবং এটা জানেও সবাই। সময় মতো গানটা বাজিয়ে নেব আমি। তুমি পারবে ত ঠিক?"

"হ্যাঁ আমি গাইতে চাই। অন্ততঃ এটুকু আমি করতে পারি। আর, এই বসন্তকালে গানের কথাগুলোও বেশ সময়োপযোগী হবে। অন্যেরা যদি

রাজী হয়, আমাদের আর আগে অভ্যাস ক'রে নেবার প্রয়োজন হবে না গানটা। সুরটা দুজনেই খুব ভালোমতো জানি।"

"তাহ'লে ধ'রে নিতে পারি এটাই স্থির রইল। আমি ভজন গানের বইটা সঙ্গে সঙ্গে রাখব। চলি তাহ'লে, ভী? বড় অদ্ভুত কা'টল এই রবিবারটা, না?"

"খুব, খুবই অদ্ভুত। আচ্ছা, চ'লি, ফেথ্।"

বারান্দার কাছে পৌঁছে ভায়োলেট দেখে ক্যাটি দাঁড়িয়ে তা'র অপেক্ষায়।

"ভাবছিলাম" ক্যাটি বলে, "এখনও অনেকে সূর্য ডোববার পরই রবিবারের শেষ ব'লে সাব্যস্ত করে। সুতরাং গত রাত্রে যে মতলবটা আমার মাথায় এসেছিল, তা এখন তোমায় বললে পাপ হবে না। দেখো, কাল যখন ম্যারী জ্যাক্সন্ এসে জন্ হার্ভের কথা বলছিল, তখন কথায় কথায় সে ব'লে ফেলে যে হোটেলে গেছল সে এবং শ্রীযুক্তা রেবার্ণ তাকে জানিয়েছিলেন এক রাত্রির জন্যে আর কারো ঠাঁই হবে না'ক তাঁর হোটেলে। আসতে হয় শহুরে লোকদের মতন এক সপ্তাহের কি এক মাসের জন্যে এসো, 'এলুম-গেলুম' আর নয়। অর্থাৎ, এক রাত্রির জন্যে যারা আসবে, তা'রা আর নয়।"

"কেন?" ভায়োলেট জিগ্যেস করে।

"বিছানার চাদর। উনি বলেছেন সপ্তাহে একবার ক'রে বিছানা পাল্টে দিতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু যে বিছানায় একবার মাত্র ঘুমান হয়েছে তা'ও যদি পাল্টে দিতে হয় ত' পোষায় না। ম্যারী জ্যাকসন্ বলছিল যে বড় রাস্তার ওপর এদিকে বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি—'টুরিস্ট্‌দের বাসস্থান পাওয়া যায়'। ও বললে যে এমন কি ভাঙাচোরা খামারেও একটা ক'রে বিজ্ঞাপন ঝুলছে, বিশেষ ক'রে ঐ মোটর গাড়ীগুলো বাড়ার পর থেকে।"

দম নেবার জন্য একটু থামে ক্যাটি, তারপর ব'লে চলে। "আমার মাথায় যা এসেছে তা হচ্ছে এই। এখানে রয়েছি আমরা দু'টি মাত্র প্রাণী, এই প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে। তিনটে খাসা শোবার-ঘর রয়েছে খালি প'ড়ে দোতলায়, আর ক্ষার কেচে শুকোতে দিতে আলিস্যি নেই আমার—তাহ'লে আমরা কেন ঠাঁই দিতে পারব না 'এলুম-গেলুম'দের?

"ক্যাটি," সন্দিগ্ধভাবে শুরু করে ভায়োলেট, "অচেনা লোকেদের এ বাড়ীতে এসে থাকার প্রস্তাবটা আমার ভালো লাগছে না।"

"তা আমারও লাগছে না। কিন্তু এ-ও আমার ভালো লাগে না যে টিপটের মধ্যে এক চামচ বেশী চা দিতে হ'লেও আমাকে ভেবে দেখতে হবে। আর তা-ই হবার জোগাড় হচ্ছে! এখন, শোনো, আমি কিভাবে ভেবেছি জিনিসটা। আমরা শ্রীযুক্তা রেবার্ণকে বলব যে একরাত্রির জন্য যারা আসবে তাদের সকলকে আমাদের এখানে পাঠাতে। পরে একটা সাইনবোর্ড করিয়ে বাঁকের ওখানে টানিয়ে দেওয়া হবে এবং তা'তে একটা 'হাত' দিয়ে এদিকের পথটা দেখানো থাকবে। ওরকমটা থাকে দেখেছি। "টুরিস্ট্‌দের বাসস্থান পাওয়া যায়" আমরাও লিখব। বেশ ভব্যতা হবে। বোর্ডিং, বা আজেবাজে কিছুর মতন নয়।"

"দেবে কতো টুরিস্ট্‌রা?"

"সেটা আমাদের জেনে নিতে হবে। শুনেছি যদিও একজনের এক ডলার, দুজনের দেড় ডলার। এ খালি থাকার জন্যে, মনে রেখো। প্রাতরাশের জন্য আরো দিতে হবে। আর এটাও আমি নজর রাখবো যাতে যাওয়ার আগে প্রাতরাশটা ওরা খায়। ওরা নীচে নামলেই ওদের নাকে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে আমি তৈরী রাখব সুগন্ধি কফি আর শূয়োরের মাংস। বলো এখন, কি মনে হয় তোমার? বাড়তি কিছু রোজগারের এর চাইতে সহজ পথ কী আছে?"

"মনে হয় নেই" আস্তে বলে ভায়োলেট। "তুমি যদি বলো ত' চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি আমরা। যদি দেখি মতলব খাটছে না, বন্ধ ক'রে দেওয়া মোটেই শক্ত নয়। তবে অচেনা লোক—" সে মন্তব্য করে। "কে আসবে তা-কি বলা যায়? কোনও চোর বদমাস পর্যন্ত আসতে পারে।"

"আরে চুপ!" ক্যাটি বলে। "চোর বদমাস এখানে এসে করবে কী? তবে একটা জিনিস আমি একেবারে ঠিক ক'রে রেখেছি। যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনায় আসে, আমাদের কোনও দুর্ভাবনা নেই। তবে যদি কোনও পুরুষলোক একা আসে, তা'হলে আমি তোমার ঘরে বড় চেয়াটাতে শোব। চেয়ারটা দরজার কাছে এনে রাখা হবে আর আমার হাতের কাছে থাকবে হিঁচকেটা। একথা বলতে পারি যে আমি থাকতে কোনও ক্ষতি হবে না তোমার।"

ভায়োলেট হাসে। "জোর ক'রে কেউ আমায় নিয়ে যাবে একথা ভাবছি না,—বা, ফুসলানি দিয়ে। আমি বলছিলাম কি অচেনা লোকেদের নিজের

ছাদের নীচে ঘুমোতে দিতে কেমন যেন লাগে। এতাবৎ অচেনা লোক ব'লতে যাদের আমরা ঠাঁই দিয়েছি তাঁরা ছিলেন সব ফিরে-আসা মিশনারী।" আর চোখ পিট্‌পিট্‌ ক'রে বলে সে "তাঁদের কাছে সঙ্গত ভাবেই নির্ভাবনায় ছিলাম আমরা। তবে, তোমার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ ক'রে দেখা যেতে পারে কি হয়। তুমি যা বললে, কিছু টাকাও আসবে, আর, বাবার ভাষায় আমাদের যে 'দিনগুজরানের নিঝুম স্তরে' কিছুবা দোলাও লাগবে।"

"তাহ'লে বেশ!" উঠে দাঁড়ায় ক্যাটি, ঝাঁকি দেয় তা'র মস্ত কালো ঘাগরাটা ধ'রে। "মনে হয় মঙ্গলবারের আগে কিছুই করা হয়ে উঠবে না।" (ক্যাটি 'মোঙলবার' উচ্চারণ করে)। "তারপর আরম্ভ করবো। জো-হিক্‌স্‌কে সাইনবোর্ড করতে দেব, টানিয়ে দিতেও বলব। আমি নিজে কথা বলবো শ্রীযুক্তা রেনার্ণের সঙ্গে। যাক্‌, আমি চললাম আবার রান্নাঘরে, দেখিগে সাইমনের কানটা। ধুয়ে দেবার সময় ও টুলের ওপর ভদ্রলোকের মতন ব'সে থাকবে। বেশ বুদ্ধিমান জানোয়ার একটা, মন্দ নেই।"

পর মুহূর্তেই ফিরে আসে সে। "তোমার ব্যাপারটা তুমি নিজে জানার আগে এ অঞ্চলের লোকেরা সব জেনেছে যে-ভাবে, তা দেখে ঘেন্নায় রি রি করছে আমার শরীরটা। ম্যারী জ্যাক্‌সন্‌ আমার সঙ্গে গির্জা থেকে বেরোল, আর সামনের রাস্তাটায় পা দিতে না-দিতেই বলে 'ও তাহ'লে কাল রাত্রে তা'কে ফিরিয়ে দিয়েছে?" আবার বলে কি, "আমি কি বোকা, যে বুঝব না? হেন্‌রীকে কাপ্তেনটি সেজে যেতে দেখলাম আটটার সময় আর এক ঘণ্টার মধ্যেই দেখি গলি দিয়ে হন্‌হনিয়ে চ'লে যাচ্ছে—মুখখানা যেন মুরগীর গলার মত লাল! তারপর, আজ রাত্রে গির্জায় এলো না ও। এই প্রথম ওর না-আসা, সেই ষোল বছর বয়সে যখন মাম্পস্‌ হয়েছিল তারপর থেকে এই প্রথম। আমি ভেবেছিলাম ওদের বোধ হয় পাকাপাকি হয়ে গেলো। মেয়ে বিগড়'ল কেন ওর প্রতি, হোল কী?"

"তুমি কী বললে?" উত্তেজনায় ভায়োলেটের দম বন্ধ হয়ে আসে। "আমি খালি বললাম 'বিশ্রী জানতে গিয়েই ম'ল বেড়ালটা' বাইবেলের এই উপদেশটা কেমন লেগেছে? ব্যস্‌, একদম চুপ হয়ে গেলো! দেখো, আমরা অন্ততঃ চুপচাপ থাকতে পারি, যতো খুশী ভাববার ভাবুক ওরা। কিন্তু মুখখানার কী রং হয়েছিল, তা ও জানলে কী ক'রে? রাত্রি ন'টার সময়?

কথাটা যদি আর কখনও তোলে ও, আমি ওকে জিগ্যেস করবো, ঠিক জেনে রেখো। আচ্ছা, এখনকার মতো চলি ; রাত হয়েছে।"

সোমবার সকালে লেডিকার্কের গৃহলক্ষ্মীরা তাঁদের জামা কাপড় কাচার পর্ব চুকোতেন। গির্জার কর্মাবলীর মতন অপরিবর্তনীয় ও সুনির্ধারিত এই উৎসবটি। শহরের প্রতিটি কাপড-শুকানোর-দড়িতে ঐ দিনটিতে ঝুল'ত সাবানের ফেনা ও নীলের মিশ্রণের ফলে তুষার ধবল প্রতীকগুলি। যারা ঠিক ভদ্র শ্রেণীর ন'ন তাদের বাড়ী অবশ্য বাদ থাকত। হেরফের হ'ত কেবল ঐ ঢেউ-তোলা মেঘগুলির প্রথম দর্শনদানের সময়টি নিয়ে। এ বিষয়ে প্রখর প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। সকলেই বলত শ্রীযুক্তা হামল্ ও শ্রীযুক্তা ডান্ সত্যই ব্যাপারটাকে নিয়ে বড বাড়াবাড়ি করতেন। একবার বসন্তকালে সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে শ্রীযুক্তা ডান্ দেখেন যে শ্রীযুক্তা হামেলের কাচা কাপড়-চোপড় হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। প্রথমটা সাংঘাতিক ক্রুদ্ধ হ'ন তিনি, পরে যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করেন। এরপর একদিন যখন তিনি তাঁর প্রতিবেশিনীকে একটা চেরীর পিঠে দিতে যা'ন, তখন শ্রীযুক্তা হামল তা'তে খ্রীষ্টধর্মীয় অনুকম্পার এহেন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন যে তদবধি তিনিও সিদ্ধান্ত করেন আর রেষারেষি না-করার। সেই সময় থেকে ঐ দুই রমণীকে একই সময়ে কাপড শুকোতে দিতে ও পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করতে দেখাটা একটা পরিচিত দৃশ্য হয়ে থাকে।

কাপড কাচার গুণাগুণ ও সময় নিয়ে গল্পগুজব করবার দিন হচ্ছে সোমবার। বেচারা আমাণ্ডা হিক্স হচ্ছেন আলোচনার কেন্দ্রস্থল। মানুষ হিসাবে ঐ দয়ালু রমণীটিকে পছন্দ করত সবাই, কিন্তু তিনি গৃহস্থালী জানতেন না। তাঁর কাচা কাপড়-চোপড়ে একটা হলুদে ছোপ লেগে থাকত। ভিত্তিহীন হলেও এমন কথাও শোনা যেত, যে তিনি না-কি রঙীন আর শাদা কাপড় একসঙ্গে কাচতেন। লম্বা জিনিসগুলো ঠিকমতো টাঙাবার কায়দাও রপ্ত নেই তাঁর। জো'র সভায় যাবার পোশাকের যা ছিরি হ'ত! হিক্সদের বাড়ীর কোণের দিকের দুখানা ঘর নিয়ে থাকতেন বুড়ী বেকি স্লেড। তাঁর চর্মসার হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে তিনি বলতেন যে ঐ পোশাক হাওয়ায় ফু'লে উঠলে "বীভৎস কিছু ব'লে মালুম হ'ত জো'র আকৃতিটা।"

একটি বিষয়ে অবশ্য সকলেই একমত এবং সেটা হচ্ছে যে সারা শহরের সব চাইতে ফর্সা কাচা হ'ত ক্যাটির। তুবের ভাষায় বললে, "বরফের চেয়েও শাদা।" কারণ জিগ্যেস করলে প্রশ্নকর্তাদের ভাগিয়ে দি'ত ক্যাটি খানিকটা বিরক্তভাবে।

"ভালো সাবান দাও বেশী ক'রে, আর গরম জল, আর আছড়াতে হবে আচ্ছা ক'রে। ব্যস্, যা জানি, তা এই। যখন আমি ছোট্ট মেয়েটি ছিলাম সেই স্কটল্যাণ্ডে, তখন ঝোপ-ঝাড়ের ওপর কাপড় শুকিয়ে শাদা করতে হ'ত। এখানে আমাদের ওসব ঝোপ-ঝাড়ের একটাও নেই, কী করা যাবে? তবে হ্যাঁ, এখানে রোদ যথেষ্ট, যা ওখানে সব সময় মি'লত না।"

ক্যাটি যদিও এর বেশী উপদেশ দিতে চাইত না, সকলেরই মনে হ'ত তা'র নিশ্চয়ই কোনও গোপন কৌশল জানা আছে। কারণ, প্রত্যেকেই ব'লত দেখো না একবার ভায়োলেটের জামার কোমরটার দিকে চেয়ে। শাদার একটা অপূর্ব পবিত্রতা যেন ওখানে লেগে রয়েছে যা অন্য মেয়েদের নেই। তাদের মা'রা শত চেষ্টা ক'রেও তা আনতে পারে না।

"কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া, বোধহয়?" একজন রমণী প্রশ্ন করতেন আরেকজনকে।

"তোমার কি মনে হয় একবারের জায়গায় দুবার নীলে-দেওয়া?"

"এ নিশ্চয় বল'ছ না যে সাবানের ফেনার সঙ্গে নীল দেয় ও!"

কিন্তু রহস্য যদি কিছু থেকে থাকে ত' তা'র মীমাংসা হয়না। এই সোমবারটায় দশটার মধ্যে ক্যাটির কাচা শেষ হয়ে গেল এবং সে রান্নাঘরের দোলা চেয়ারে ব'সেছিল চা খাবার জন্য। টেবিলের ওপর লণ্ঠনের চিম্‌নিগুলো সাফ করে রাখছে ভায়োলেট এবং কর্মরত অবস্থায় লক্ষ্য করছে বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীটিকে।

"শ্রীযুক্তা জ্যাক্‌সনের কী হলো?" সে জিগ্যেস করে।

"যা ভাবছিলাম আমি! কাপড এনে একবার দড়িতে টানাতে পারলেই ঢুকে গেলো। আমার আগে ওর হয়ে গেলে ওর মন খারাপ হয়। কালরাত্রে ওকে বোধহয় বড্ড তাড়াতাড়িই থামিয়েছি, কিন্তু আমি একটু বিরক্তই হয়েছিলাম। চুপ—ঐ আসছে দেখো ও!"

দীর্ঘাঙ্গী, রোগা, পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা ম্যারী জ্যাক্সনের চোখের রং ঝরঝরে নীল; নাকটি একটু বড়। হাসিটি তাঁর সুন্দর। যদিও খবরের গন্ধ পেতেন তিনি সকলের আগে এবং ব'লে বেড়াতে তাঁর মতো মুখরাও কেউ নেই, তবু ও অঞ্চলে অমন সহৃদয়া প্রতিবেশিনী আর কেউ ন'ন। পাশের বাড়ীর বাগিচার পেছনেই তিনি থাকেন এবং গাছের তলা দিয়ে একটা পায়ে-চলা রাস্তাও রয়েছে দু বাড়ীর মধ্যে। তাঁর স্বামী উইলিয়ম কাজ করেন শহর থেকে আড়াই মাইল দূরের কয়লা খনিতে, যেখানে গ্রামের অনেকেই কাজ করে। উলিয়মের চরিত্র সম্বন্ধে একটা আংশিক ধারণা করা সম্ভব এই থেকে যে ঠাট্টা-ক'রে-দেওয়া কোনও নাম কখনও তাঁর জোটেনি। যে সব খবর তাঁর স্ত্রী মেয়ে-মহল থেকে পেতেন না, সে সবও তিনি জানতে পেতেন তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে।

পেছনের সিঁড়ি দিয়ে এসে যখন ঘরে ঢোকেন ম্যারী, ভায়োলেট কুলঙ্গী থেকে আরেকটা কাপ নামিয়ে, এবং একটা রেকাবিতে কিছু আদার বিস্কুট নিয়ে রান্নাঘরের টেবিলে রাখল। তা'র মনে পড়ে কেমন একটা যেন কষ্ট হল যে ঐ বিস্কুটগুলো বানানো হয়েছিল হেন্‌রীর জন্য।

"ওঃ, কেমন একটা সকাল!" ম্যারী শুরু করেন। "ফোন-বাজার আর বিরাম নেই। মনে হচ্ছিল যে শেষ গামলার কাচা কাপড়গুলো শুকোতে দিতে-দিতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। যাক্, তবে হার্ভেদের সম্বন্ধে আরো দু'একটা খবর আমি জেনেছি। সীনা গর্ভবতী নয়'ক। এটা চট্ ক'রেই জানা গেল, কারণ কে একজন যেন সীনার মা'কে সোজাসুজি জিগ্যেস করেছিল। আমার কাছে অবশ্য এটা উদ্ভট মনে হয় যে বছর পার হয়েও কিছু হ'ল না। অমন বাড়ন্ত মেয়ে সীনা আর জন্‌ও অমন জোয়ান।"

কণ্ঠস্বর নামা'ন ম্যারী। "শনিবার রাত্রে নাপিতের দোকানে উইলিয়ম্ অবশ্য একটা কথা শুনেছিল। মনে হয় জন্ এ বিষয়ে চিরকালই চাপা, তা'র পক্ষে তা-ই স্বাভাবিক। তবে একবার বিল্ হর্ণারের কাছে এমন একটা কথা ব'লে ফেলেছিল সে, যাতে বিলের মনে হয়েছিল যে সীনা হয়ত বা একটু দূরে থাকতে চাইত, কাছে ঘেঁষতে দিত না জনকে। জানোই ত পুরানো কথাটা, খাটের ছত্রীর ওপর একটা পাজামা ঝুলে থাকলেই ত' ছেলে হয় না। যাক্, সবই শেষ এখন, অতীতের ব্যাপার, আর সত্য কথাটি কখনই জানা যাবে

না। ধন্যবাদ, ভি'লেট, আমি একখানা বিস্কুট খা'ব। কিন্তু" ব'লে চলে সে "তোমাদের ঐ সীনার সম্বন্ধে একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝি না।"

"কোন্ ব্যাপারটা?"—ক্যাটি জিগ্যেস করে।

"দেখো, সব সময় ও যেন পুরুষদের মন পাবার চেষ্টা করে। আর, সুযোগ পেলে ওকে বেশ ভালো ক'রে দেখে নেয় না একবার, এমন পুরুষও একটা আছে কি-না সন্দ। আবার, ওর কেমন একটা দেমাকী ভাব, যেন যা খুশী ও তা করবেই, তা সে নরকেই যাক বা জলেই ডুবুক। বোধহয় এইটেই ও দেখাতে চায় যে একটা পুরুষকে চাইলেই পেতে পারে ও, আর তারপর তা'কে হা-পিত্যেশ করিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেও পারে। কালকে শব-যাত্রার সময় থাকছ ত' তোমরা?"

"হ্যাঁ", ক্যাটি বলে! "খুব বড় জমায়েত হবে, মনে হয়।"

"খামারটা এখনো বুড়োবুড়ীর নামে, আজ সকালে ফোনে শুনলাম। অর্থাৎ যদি ওরা বেচেই দেয়, সীনা তা'র তিনভাগের একভাগ পাবে। মনে হয় বেচেই দেবে। অবশ্যি সীনার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই নি। আহা, বেচারা! এখন সত্যি বড় বিপদে পড়েছে ও। আমি খালি ভাবছিলাম ব্যাপারটা। তা না ভেবে পারে কি কেউ?"

দুটো আলো তুলে নিয়ে ভায়োলেট উঠে পড়ে। আলো দুটোই বৈঠকখানার, সুতরাং সে-দুটোকে যথাস্থানে রেখে, সে পিয়ানোর সামনে এসে বসে এবং একটা ভজন গানের বই খোলে। ঠিক জায়গাটা খুঁজে পেয়ে সে একটা সুর পর্দায় তোলে এবং পর দিনের জন্য গানটি অভ্যাস করে মৃদুস্বরে গেয়ে।

"অমল আনন্দের সেই দেশে চিরায়ু সন্তদের স্থিতি,
অনন্ত দিবসে সেথা রাত্রি নাশে, দুঃখেরে বিনষ্ট করে প্রীতি;
সুচির বসন্ত বিরাজে আর পুষ্পদল ফুটন্ত অনিবার,
সেই স্বর্গ থেকে মর্ত্য ভিন্ন করে মৃত্যুর ক্ষীণ পারাবার।"

তার কণ্ঠস্বর অপূর্ব না-হ'লেও, বেশ মধুর ও সজীব। 'তরুণীদের জন্য স্ট্রিট্‌ফোর্ড আকাডেমি'তে তৈরী-করা গলা। সেখানেই ভায়োলেটের সঙ্গীত শিক্ষা। আইজাক্ ওয়াট্‌স্-এর সুপরিচিত কথাগুলি রান্নাঘরে দুই রমণীর কানে গিয়ে পৌঁছায় ও তাঁদের গল্প-করার গতি স্তিমিত করে দেয়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যারী জ্যাক্‌সন বলেন, "অকরুণ নিয়তি।"

"সত্যই তা-ই" ক্যাটি বলে।

গান শেষ হ'লে ভয়োলেট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, পিয়ানোর ওপর কনুই দুটো রেখে, দুহাতের মধ্যে চেপে ধরে মাথাটা। কোথায় আছে সেই অমল আনন্দের দেশ, যা'র কথা সে গাইছিল? চিরবসন্ত ও নিরন্তর দিনের দেশ? সত্যই কি অমন কোন স্বর্গীয় দেশ আছে? মানুষের নশ্বরতার দুঃসহ কথাটা তা'র হৃদয়ে যেন ছুরিকাঘাতের তীব্রতায় প্রবেশ করেছিল তা'র মা ও তারপর তা'র বাবার মৃত্যুর পর থেকে। রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে সে কতোদিন আর অনুভব করেছে মনের গহনে জিজ্ঞাসার এক শিহরণ। এখন আবার জন্ হার্ভের এই আকস্মিক চ'লে যাওয়া। এক ঘণ্টাও লাগেনি তার এ জগতের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যক্রম থেকে মুক্ত হয়ে অপর জগতে যেতে, কিন্তু গেল সে কোথায়, কোন্‌খানে? শেষের ক'টা মাস তা'র মনে একটা কবিতা দানা বাঁধছিল। এতে বলছিল সে এমন কথা যা অপর কোনও মানুষের কাছে বলতে পারেনি, তবু লিখলে শান্তি পাবে সে। নাম দেবে সে "হায়, স্বর্গধাম!"

পরের দিনটা থাকে বেশ রৌদ্রকরোজ্জ্বল এবং সারা লেডিকার্ক তা লক্ষ্য ক'রে যেন স্বস্তি পায়। কবর-দেওয়ার দিনটায় বৃষ্টিবাদলা হ'লে যেন দুঃখের সঙ্গে আরও দুঃখ এসে যোগ দেয়। ক্যাটি বেলাবেলি দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করে। খাওয়া চুকলে, ভায়োলেট আস্তাবলে গিয়ে প্রিন্সকে গাড়ীর সঙ্গে জুতে-দেবার চেষ্টা করে, নিজে সেজেগুজে নেবার আগে। প্রিন্সের জন্য সে একটা চিনি মাখানো আপেল নিয়েছিল। সেটা প্রিন্স যখন খেতে থাকে, তখন ভায়োলেট তা'র নাকের ওপরকার শাদা মসৃণ ঢিবিটাতে হাত বুলোতে থাকে। মূল্যবান আহার্যটি উদরস্থ ক'রে প্রিন্স তা'র মাথাটা সোহাগভরে ভায়োলেটের বাহুর সঙ্গে ঘষতে থাকে। জানাতে পা'রত যেন ওরা পরস্পরকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ভায়োলেট লাগামটা পরিয়ে দেয় এবং আসনটা যথাস্থানে বাঁধে। স্বেচ্ছায় প্রিন্স গাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। বগির লম্বা ডাণ্ডা দুটোর মধ্যে আস্তে আস্তে গিয়ে ঢোকে সে এবং সেখানে শক্তভাবে আটক হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়ায়। ভায়োলেট গাড়ীতে ওঠে এবং লাগাম টেনে ধরে। বাড়ীর

সামনেটা একবার ঘোরে সে, বাঁটের সঙ্গে জড়িয়ে রাখে ছপ্‌টিটা ও গাড়ী থেকে নামে। তারপর প্রিন্সের গলার দড়িটা দিয়ে তা'কে কপিকল-লাগানো খোঁটার সঙ্গে বেঁধে, জামাকাপড় প'রতে চ'লে যায়। ধূসর রঙের লন্-এর জামা ও মাথায় নাবিকদের ঢঙের টুপি, এই প'রবে সে ঠিক করে। অনেক বয়স্ক স্ত্রীলোক ক্যাটির মতন, কালো পোশাক পরবে; তবে যাদের বয়স কম, তাদের না-পরলেও চলবে।

ভায়োলেট ও ক্যাটি বেরিয়ে পড়ে; গাড়ী-চালায় ভায়োলেট। শহর ছেড়ে যেতে যেতে তাদের চোখে পড়ে রাস্তার দুধারে ঢেউ তোলা ক্ষেতগুলো বসন্ত-লাগা রূপ নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। চষা মাটির গভীর কালচে রং, দুপাশে নবীন শস্যের বিচিত্র সবুজ। পূর্বদিকে, অনেক দূরে, তাদের সামনে প্রলম্বিত কুয়াশাঢাকা ঢেউ-তোলা পাহাড় সারির আশ্চর্য নীল। ক্যাটির পাশে ব'সে নিঃশব্দে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে ভায়োলেট যেন এক চুমুক মদের মত পান করে সেই নিসর্গসুধা।

তা'রা যখন খামার বাড়ীতে এসে পৌঁছয় তখন মাত্র দেড়টা, তবু ইতিমধ্যে সেখানে অনেকে এসে জমা হয়েছে। বাগিচার বেড়ার সঙ্গে, অন্যান্য ঘোড়াদের মধ্যে নিয়ে প্রিন্সকে বেঁধে দেন এক ভদ্রলোক এবং ক্যাটি ও ভায়োলেট বাইরের উঠানে দাঁড়ানো পুরুষদের দঙ্গল ভেদ ক'রে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। স্ত্রীলোকের ভীড় হয়ে গেছল সেখানে। ধরা গলায় কেথ্‌ লায়াল্‌ হলঘরের মধ্যে ভায়োলেটের সঙ্গে কথা বলে।

"ভুলে গেছলাম", ফিস ফিস ক'রে বলে সে, "যে 'ও' থাকবে বৈঠকখানায়। ওখানে ব'সে বোধহয় পিয়ানো বাজাতে পারবো না আমি। না-বাজালে গাইতে পারবে কি তুমি?"

"নিশ্চয়", ভায়োলেট বলে, "আমরা এখানে, এই সিঁড়ির পাশে দাঁড়াবো। এখানে দাঁড়ালে সারা বাড়ী ভালো শুনতে পাবে।"

"বাবা চা'ন যে উদ্বোধনী প্রার্থনার পরই তোমাদের গানটা হয়।" কেথ্‌ বলে, "আমি শ্রীযুক্তা ডিলিংকে ও পুরুষদের ব'লে দিচ্ছি।"

বসবার ঘরের ঘড়িটাতে দুটো বাজে, শ্রীযুক্ত লায়াল্‌ সদর দরজার পাশে এসে দাঁড়ান। ঘরের ভেতরে ও উঠানে ভিড় করে দাঁড়ানো পুরুষদের ওপর

হঠাৎ একটা স্তব্ধতা নেমে আসে। দোতলা থেকে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যায়। সীনা কাঁদছে। কয়েক মিনিট পরেই সময় হ'ল চারজনের সমবেত গানের। কাছাকাছি দাঁড়ায় ওরা চারজন, সুরের পর্দাটা অনুভব করে। মিনি ডিলিং-এর চমৎকার খাদের গলা; যথাক্রমে চড়ায় ও খাদে গাইবার যে দুজন পুরুষ, তাদের গলা সাধা নয়; তবু প্রত্যেকেরই সুরেলা হবার একটা সহজাত প্রেরণা যেন রয়েছে। তারপর স্তব্ধতার মধ্যে বাজনাহীন গানে কণ্ঠস্বরগুলি জেগে ওঠে, এবং পরস্পরের গলার স্বর এমন অপূর্বভাবে সম্মিলিত হয় যে উপস্থিত অনেকেই রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে শুনতে থাকেন সেই স্বর-মাধুর্য।

"অমল আনন্দের সেই দেশে..."

এমনকি, গানে যখন সারা বাড়ী ভ'রে ওঠে, সীনার সজোর ফোঁপানিও তখন থেমে যায়।

স্ফীতকায় প্লাবনের পরপারে মধুর প্রান্তরগুলি রয়।
প্রাণময় সবুজে সজ্জিত।...

এই কথাগুলো গাইতে-গাইতে ভায়োলেট তাকিয়ে থাকে খোলা দরজা দিয়ে, সামনের লন্ পেরিয়ে জেগে-ওঠা নতুন গমের ক্ষেতটার দিকে। চাষী-জন্-এর জন্য কি সত্যই সে-দেশে থাকবে প্রান্তরগুলি? সেখানকার-প্রান্তর কি এখানকার এই প্রান্তরগুলির চাইতে সুন্দর হবে? হওয়া কি সম্ভব?

শ্রীযুক্ত লায়াল্ তাঁর সান্ত্বনার বাণী শেষ করেন ও প্রত্যেকে এসে ত্রয়োবিংশ-তম প্রার্থনা সঙ্গীতে যোগদান করে। তারপর আশীর্বচন পাঠ হয়। তারপর ভারী, ধীর পদক্ষেপে যুবকরা তাদের বন্ধুকে চিরদিনের মতো নিয়ে যায় তা'র বাড়ী থেকে। মুখ কালো ক'রে হেন্‌রী মার্টিন চলেছে এই যুবকদের একজন হয়ে। ওপরের ঘরগুলোতে সাড়া-শব্দ হৈ-চৈ শোনা যায় আর তা'র বাবার হাতে ভর ক'রে সীনা নেমে আসে সিঁড়ি দিয়ে। সীনার পীনোন্নত বুকের ওপর এঁটে বসেছে তা'র কালো পোশাকটি আর মুখখানা ঢাকা রয়েছে একটা পুরু, কালো ঘোমটাতে। দরজার কাছে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। ক্ষিপ্র এক অঙ্গ-সঞ্চালনে সীনা তা'র বৈধব্যের কালো ঘোমটাটা টেনে উল্টে দেয় মাথার ওপর এবং ঐ রকম অনাবৃত অবস্থায় হেঁটে যায় বুকে-টুপি-চেপে-দাঁড়িয়ে-থাকা পুরুষদের সারির মধ্যে দিয়ে।

বাড়ী ফেরার সময় গাড়ীর মধ্যে ক্যাটি বলে, "কোনও একটা পুরুষও ওকে বেশ ভালো ক'রে না-দেখে ছাড়েনি, একথা হলপ ক'রে বলতে পারি।

যেন চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছিল। ঐভাবে নিজের রূপ দেখানোর জন্যে ঘোমটাটা উল্টে দেওয়া পুরোদস্তুর ছেনালী। আর এইরকম একটা সময়ে।"

"ক্রেপের ঐ ঘোমটাগুলো খুব ভারী, বড় গরম হয়," ভায়োলেট বলে। "হয়ত ও একটু দম নিতে চেয়েছিল।"

"গাড়ীতে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পা'রত ও! না, বাপু, এ দোষ ক্ষমা করা যায় না। মেয়েটার মধ্যে একটা বেহায়াপনা আছে। একথা আমি বলবই, যদিও জানি বেচারা বিপদে পড়েছে এখন। ওখানে কাজ আরম্ভ হবার আগে শুনছিলাম অনেকেই বলাবলি করছে যে হার্ভেরা বোধহয় সব বেচে দেবে। ক্ষেত, গরু, ঘোড়া, বাড়ী, সবকিছু। হ'লে, অতবড় বেচাকেনা এ অঞ্চলে এই প্রথম হবে। যাক্ এখন আমাদের নিজেদের কথা বলি", ক্যাটির কণ্ঠস্বর বদলে গিয়ে তা'তে ফুটে ওঠে নির্বিবাদ পরিতুষ্টির ভাব, —"কাল থেকেই আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে 'এলুম-গেলুম'দের জন্যে। আজ রাত্রেই গিয়ে আমি দেখা করে আসতে পারি শ্রীযুক্তা রেবার্ণ-এর সঙ্গে।"

ভায়োলেট পরেই শুনেছিল যে হোটেলওয়ালার পত্নী বলেছিলেন যদি কেউ ঐ "একরাত্রির খদ্দেরদের" ভার নেয়, তাহলে পরম নিশ্চিন্ত বোধ করবেন তিনি। প্রতি সপ্তাহে এক থেকে ছয় জন আসে ঐ ধরনের, তা'র মধ্যে স্বামীস্ত্রীও থাকে।

"দেখো তা'হলে!" উত্তেজিতভাবে হিসাব করে ক্যাটি, "মাসে বিশ থেকে পঁচিশ ডলারের একটা ব্যবস্থা প্রায় হয়েই গেলো! আর অসুবিধারও কিছ্ছু নেই!"

ক্যাটির মতো অতটা উৎসাহ অবশ্য ভায়োলেটের নেই, তবে সে স্বীকার করে মতলবটা কাজে লাগিয়ে দেখা যায় একবার এবং তা'র জন্য ক্যাটির বুদ্ধি-মতো তোড়জোড় করতে লেগে যায় সে। যদিও মার্চ মাসে বসন্তকালীন ঘর দোর সাফ্ করা হয়ে গেছল তবু ক্যাটি বিশেষ জোর দিয়ে বলে যে সবকিছু (একমাত্র কার্পেট তোলা ছাড়া) আবার ফিরে করতে হবে।

"যে খালি ঘর দুটোতে আমরা 'এলুম-গেলুম'দের থাকতে দেবো, সে দুটোর দরজা জানালা সবই ধুতে হবে। এবার বসন্তে আমি ওকাজে হাত দিইনি। যেমনটা করতাম চিরকাল, তা' করলেই ছিল ভালো।"

"আমি ওটা ক'রব, কি ব'ল" ভায়োলেট বলে।

"না, তোমার কিছুই করতে হবে না। বই থেকে প'ড়ে ঘাড় ভাঙো, আর আমি চিরকাল নিজের কাছে দোষী হয়ে থাকি। ম্যাগ্ পার্কস্‌কে একটা ছুটা দিন ডেকে নিলেই চলবে। ওর ত খুব মজা, একা পঞ্চাশ সেণ্ট পাবে ও, আর তিনবার খাবার পাবে। তা আমরা দিতে পারি। ওদিককার কোনও বাচ্চাছেলেকে দিয়ে খবর দেব ওকে, কী বলো?"

"ভালো কথা"—ভায়োলেট বলে। অজান্তে একটু হেসে ফেলে সে, ম্যাগ্ হচ্ছে ও শহরের স্বনামধন্যা মহিলা এবং ভায়োলেটের পরিবারে বহুকাল ধ'রে অনেক হাসি-তামাসার খোরাক জুগিয়েছে সে।

লম্বা, ছিপ্‌ছিপে ম্যাগ শক্তিতে এখনও একটা ঘোড়ার মতন। বছরের পর বছর তা'কেই ভরণপোষণ চালাতে হয়েছিল বুড়ো স্বামী জেকের। অলস, নিষ্কর্মা জেক্ ছিল দোক্তা তামাকে-জরানো একটি প্রাণী। জগতে তা'র একমাত্র অবদান ছিল এক আপাতঅন্তহীন অপত্যকুলের প্রজনন, যাদের সকলেই দুর্ভাগ্য-ক্রমে গ'ড়ে উঠেছিল তা'রই প্রতিচ্ছবিরূপে। ম্যাগের মন্তব্যগুলির মধ্যে সব চাইতে মূল্যবান মন্তব্যটি শুনতে হয়েছিল ভায়োলেটের মাকে যখন তিনি ম্যাগ্‌কে তার পরিবারটির আয়তন সম্বন্ধে সজাগ হবার যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। ম্যাগ্ তৎক্ষণাৎ লাগাম টেনে ধরেছিল।

"দেখুন, শ্রীযুক্তা কার্পেণ্টার, বাইবেল্ যদি প'ড়ে থাকেন অবশ্যই বুঝবেন তাহ'লে ঈশ্বর আমাদের বংশবৃদ্ধি করতে ও জগৎকে ভ'রে রাখতে বলেছেন। আর, আমার মনে হয়, ছেলেপুলে যতো পারো ততোই সৃষ্টি করা উচিত, আর যদি না পারো, সে-সম্বন্ধে চুপচাপ থাকাই ভাল।"

প্রজনন শক্তি অব্যাহতই রেখেছিল সে।

তবে বুড়ো জেকের মৃত্যুর পর একদিন, কার্পেট-পাতার অবসরে তাদের রান্নাঘরে বসে চা খেতে-খেতে স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে তাকিয়েছিল সে শূন্যের দিকে এবং আচম্‌কা ব'লে ফেলেছিল: "ঐ লোকটার বারোটা সন্তান আমি জঠরে ধরেছি, অথচ একদিনের জন্যেও ওকে ভালো লাগেনি আমার।"

"তুমি সাইনবোর্ডটার ব্যবস্থা করো" ক্যাটি ব'লে চলে "আমি আর ম্যাগ বাড়ী পরিষ্কারের ভার নেবো। মনে করছি প্রাতরাশের জন্যে বাড়ীতে শূকরের মাংসের একটা চাঁই এনে রাখবো। তা যদি থাকে, আর যথেষ্ট ডিম আর কফি যদি থাকে হাতের কাছে, তাহ'লে গণ্ডগোলে পড়ব না আমরা।"

সাইনবোর্ড-তৈরীর ব্যাপারে ভায়োলেট জো হিক্‌স্‌-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে খুবই সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে। ছোট্টখাট্টো আমাণ্ডা, উৎসুক, সদয় ও সুন্দর, যদিও সে সৌন্দর্য যেন অনেকখানি ধুয়ে-যাওয়া, চটকহীন। সে ভায়োলেটকে বাগানের ভেতর দিয়ে নিয়ে যায় গলিতে, জো'র ছুতোরের দোকানে। বৃদ্ধা বেকী স্লেড্ তাঁর পেছনের জানালা দিয়ে ডাক দিলেন, আর ভায়োলেট বোঝে ছাড়া পাবার আগে দাঁড়িয়ে যেতেই হবে তাকে কিছু সময়।

'জো, এই যে ভা'লেট এসেছে" দরজা থেকে আমাণ্ডা বলে। "ওরা বাড়ীতে রাত্রিবাসের জন্যে ঘরভাড়া দেবে, তাই একটা সাইনবোর্ড করতে চায়।"

"আচ্ছা, এই ত' ভালো!" জো বলে। 'এটাকে আমি সদ্‌বুদ্ধি বলবো। তোমাদের ওপরের ঘরগুলো ত' প'ড়ে প'ড়ে যাকে বলে নষ্ট হচ্ছিল। আর এদিকে নিত্য যেন ঐ যন্ত্রগুলো বেশী ক'রে ক'রে ধূলো ওড়াচ্ছে। অবিশ্যি চলে যাবার সময় দেখতে ভালই লাগে। এই পুরোনো শহরে একটু প্রাণ আসে। যাক্, এখন বলো ত শ্রীমতী ভা'লেট, কি চাই তোমাদের।"

ভায়োলেট বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেয়। আমাণ্ডা দৌড়ে গিয়ে বাড়ী থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে আসে এবং তার উপর 'টুরিস্টদের জন্য বাসস্থান পাওয়া যায়' কথাগুলো লিখে দেয় ভায়োলেট।

"আর, জো, আমরা ভেবেছি সাইনবোর্ডটা একটা লোহার হাতল থেকে ঝোলানর ব্যবস্থা তুমি করবে, যাতে দুধার থেকেই সেটা দেখা যায়। বাঁকের কাছে বড় মেপ্‌ল গাছে ওটা আটকে দেবে আর একটা হাত এঁকে আমাদের বাড়ীর পথটার নিদেশ করবে। হবে না?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়", জো বলে। ও আমি ঠিক ক'রে দে'ব। এখন কী রঙের ক'রব বলো ত? হলদের ওপর কালো অক্ষর? বেশ চোখে পড়বে?"

"চমৎকার হবে", উৎসাহিত হবার ভাব দেখায় ভায়োলেট। সমস্ত ব্যাপারটা নিয়েই রীতিমতো সন্দিগ্ধ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রয়েছে সে এখনো।

"আগামী সপ্তাহের মধ্যে সবকিছু ঠিক ক'রে ফেলবার জন্যে ক্যাটি খুব ব্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে পারবে ত', জো?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। ঠিক এখন আমার এমন কিছু কাজ নেই হাতে। আমি টপ্ করে তোমাদের সাইনবোর্ডটার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

"আর,...কতো খরচা পড়বে, সেটা যদি বলতে...।"

জো থু থু ফেলে, আমাণ্ডার দিকে কটাক্ষ করে মুখখানা গম্ভীর করে তোলে।

"তা একশ ডলার মতন।"

"বলিয়ে লোক বটে তুমি একটা জো" আমাণ্ডা বলে, জো'র তামাসায় যেন একটু গর্ব বোধ করে সে, "এখন সত্য কথাটা ওকে বলো ত।"

জো পরিতৃপ্তভাবে হাসে। "শোনো, শ্রীমতী ভা'লেট, আগে আমি ওটা ক'রে ঝুলিয়ে দেবো। তারপর যখন ঘরভাড়ার টাকায় তোমরা বেশ বড় লোক হয়ে উঠবে তখন একদিন গিয়ে আমার বিল্ দিয়ে আসব। কেমন?"

"খুব ভালো", ভায়োলেট বলে। আবার সে লক্ষ্য করে আমাণ্ডা চোখের দৃষ্টি দিয়ে যেন তা'র স্বামীকে পূজা করছে। সবাই বলত যে ওরা দুজন লক্ষণীয়-ভাবে সুখী। দুঃখের ছায়াপাত ঘটেছে শুধু একটি ব্যাপারে, ওরা নিঃসন্তান।

বেকীর হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না ভায়োলেট। বেরিয়ে সে দেখে বেকী দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দোরগোড়ায়।

"এইত', একে বলে ভদ্রতা" বৃদ্ধা শুরু করেন। ভায়োলেট যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যই এসেছিল! "ব'সো, ব'সো, দাঁড়াও তোমায় একটু দেখি আগে। আহা, রূপ তোমার দিন দিন বাড়ছে গো। আচ্ছা, এটা কী শুনছি বলতো—তুমি না-কি হেন্‌রী মার্টিনকে তাড়িয়ে দিয়েছো?"

ভায়োলেট লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। বেকী ব'লে চলেন, "আমার চুরানব্বই বছর বয়স আর সারাজীবন আমি আইবুড়ো থেকে গেলাম। কিন্তু ঈশ্বর ত' এজন্যে গড়েন নি আমাদের। যৌবনকালে আমারও ছিল বড্ড বাদ-বিচার। আমায় দেখে এখন মনে হবে না তোমার, তখন কিন্তু খুব সুন্দর দেখাতো আমায়। বিয়ের সুযোগ এসেছিল অনেক, আর সব কটাই আমি বরবাদ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু, যেভাবে আমার জীবন কাটল তার চাইতে ভালো কাটত ঐ সুযোগগুলোর যে কোনও একটা নিলে। তাই বলছি, আমার উপদেশ নাও। একটু দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখাবো তোমায়!"

বেকী একটা বাক্সর কাছে গেলেন ও একখানা কাঁথা বার করলেন। ভায়োলেটের সামনে মেলে ধরলেন সেটি। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ভায়োলেট।

"ওঃ শ্রীযুক্তা বেকী এতো সুন্দর কাঁথা কখনও দেখিনি!"

"বলতেই হবে ভাল হয়েছে!" বেকী বলেন। "মুখ ফুটে বলিনি কখনও, কিন্তু আমার চাইতে ভাল কাঁথা কেউ করতে পারবে না। 'বিয়ের আংটি' সেলাই দিয়েছি,—তোমার জন্যে করেছি এটা।

"আমার জন্যে!" ভায়োলেট অবাক্ হয়ে বলে।

"হ্যাঁ তোমাকে আমার ভালো লাগে। সকলেরই লাগে। কোনও অহংকার নেই তোমার। আর বুড়োদের দিকে একটু চোখ দেবার মতো সময়ও তোমার হয়। তোমার বাবা-মা'কেও আমার ভাল লাগত। যখন তোমার বিয়ে হবে তখন এটা তোমাকে দোব।"

"সত্যি, কী সুন্দর যে হয়েছে!" ভায়োলেট বলে। "আপনাকে কী ব'লে ধন্যবাদ জানাবো!"

"আরে", বৃদ্ধা বেকী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে বলেন, "এখনও ত' তোমাকে দিইনি গো! বিয়ের বিছানায় পাতা হবে এটা, এই আমার ইচ্ছে, আমার মতো কোনও আইবুড়ো মেয়ের বিছানায় নয়। সুতরাং, মনে রেখো কথাটা, ভেবে দেখো।"

"ভেবে দেখছিল কথাটা ভায়োলেট বাড়ী ফেরার পথে সারাক্ষণ, আর ফলে ঢুকল সে গম্ভীর মুখ নিয়ে। ক্যাটির মুখ অবশ্য রয়েছে খুশীতে ভরা। সে ম্যারী জ্যাক্‌সনকে তা'র মহৎ মতলবটা বলেছে এবং ম্যারী তা'তে সম্মতি জানিয়েছেন। ম্যারী আরো বলেছেন যদি কখনও এমন কেউ আসে যাকে দেখেশুনে ভালো মনে হয় না ক্যাটিদের, তাহলে রান্নাঘরের তাকে যে 'স্কুলের ঘণ্টা'টা আছে, সেটা শুধু একবার বাজাতে হবে মাত্র আর সঙ্গে সঙ্গে হাজির হবে উইলিয়ম। খবরটা তাড়াতাড়িই ছড়িয়ে পড়ে শহরময় এবং এক্ষেত্রে শুনে সকলের ভালই লাগবে। এছাড়া, ক্যাটি একটা বাচ্চা ছেলেকে দুটো খালি ময়দার বস্তা (যার বদ'লে 'জেনারেল স্টোর' থেকে পাওয়া যাবে মিছ্‌রী) দিয়েছিল এবং তা'কে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল ম্যাগ্ পার্কসের কাছে। ম্যাগ্‌ও জানিয়েছে যে পরদিন সে আসবে।

সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে গৃহীত এবং অদম্য উৎসাহে ত্বরান্বিত অন্য অনেক পরিকল্পনার মতো, 'এলুম-গেলুম'দের জন্য প্রস্তুতিও এগিয়ে চলে ত্রুটিশূন্য ভাবে। ঐ সপ্তাহের শনিবারের মধ্যেই বাঁকের মেপল্ গাছটির ওপর সাইনবোর্ড টাঙানো হয়। অনেকের মতে জো'র হাতের কাজের অন্যতম সুন্দর

নির্দর্শন সাইনবোর্ডটি। প্রধান সড়ক দিয়ে, বিশেষতঃ পূর্ব দিক থেকে এলে পথিকের নজর তার উপর পড়বেই। শহরের অপর প্রান্তে শ্রীযুক্তা রেবার্ণকে অবহিত করা ছিল পশ্চিম দিক থেকে শহরে এসে কোন ভ্রমণকারী তাঁর হোটেলে গেলেই তিনি তাদের সোজা কার্পেণ্টারদের বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। বাড়ীর গেটের পাশেই বেড়ার সঙ্গে ঝোলান হয়েছে একটা ছোট সাইনবোর্ড যাতে লেখা রয়েছে একটি মাত্র নির্দোষ শব্দ 'টুরিস্ট্স্'। এতে ভায়োলেটের মর্যাদাবোধে যদিও আঘাত লাগে, কিন্তু এ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ব'লে মেনে নিতে হয় তাকে। সারা বাড়ী ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে; পরিপাটি ক'রে বিছানাগুলো পাতা। আর উত্তেজনার আধিক্যে ক্যাটির অবস্থা এমন হয়েছে যে তা'র জন্য ভয়ই করছে ভায়োলেটের।

রবিবার সন্ধ্যাবেলায় গির্জা থেকে ফিরে বারান্দায় বসে ভায়োলেট ক্যাটিকে ব'লল "আমি কী ঠিক করেছি জানো? যদি আমাদের কয়েকজন খদ্দের হয় এবং কিছু লাভ থাকে, তা'হলে ম্যাগ্‌কে আমরা ঠিক ক'রব সপ্তাহে একদিন ক'রে আসবার জন্যে। ভারী কাজগুলো ও করবে। তুমি যা বললে, খরচা ত' ঐ পঞ্চাশ সেণ্ট্ আর খোরাক। এতে তোমার লাভ হবে, আর ও খেতে পাবে। আমার এইরকম ইচ্ছা—" শেষ কথা কটি যোগ করে সে নিজেকে বাড়ীর কর্ত্রী হিসাবে জাহির করার চেষ্টা ক'রে।

"আচ্ছা, আচ্ছা" ক্যাটি জানায় বেশ একটু নম্রভাবেই, "তাই করা হবে।"

আসলে ক্যাটির সারা শরীরে তখন ব্যথা ধরে গেছে। সপ্তাহকাল ধরে বাড্‌তি পরিশ্রম করার ফলে তা'র কনুই ও হাটুর বাত চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই তা'র মনে হয় যে অন্ততঃ মাঝে মাঝে ম্যাগ্ এলে একটু আরামই হবে। ঠিক মতো দেখাশুনা করার পক্ষে বাড়ীখানি যে সত্যই বড় তা'তে সন্দেহ নেই। আস্তাবলের কাজকর্ম অনেক এবং তাতেই ভায়োলেটের অনেক সময় কেটে যায়। ভায়োলেট অবশ্য জিদ্ ধরেই কাজটা ক'রে এবং ক্যাটিও তা'র জন্য খুব খুশী। ক্যাটি কিছুতেই ঘোড়ার খুব কাছে যেতে ভরসা পায় না। "মালিককে দাঁড়াতে হয় তা'র গরুর ল্যাজ ঘেঁষে" পুরানো প্রবাদ বলা ছিল এবং ক্যাটির মতে সেটা ঘোড়া সম্বন্ধেও সত্য। ভায়োলেটের অবশ্য আজকাল কোনও ভয় করে না। তা'র বাবার মতন সেও প্রিন্সের গা-ধুয়ে দলাই-মলাই ক'রে; মসৃণ, চকচকে করে তার লোমশ চামড়া।

আর খড়ের গাঁদায় মই লাগিয়ে উঠতেও সে ওস্তাদ...। এছাড়া বাগানের অধিকাংশ কাজও সে করে।

"যাক", কাঠ হয়ে উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করে ক্যাটি, "মনে হয় আজ রাত্রে কোনও থাকবার লোক আসবে না।"

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে মন্থর বেগে আসা একটি মোটর গাড়ীর শব্দ শোনা যায়। একটা কর্কশ আওয়াজ ক'রে ও ঝাঁকানি দিয়ে গেটের সামনে গাড়ীটা এসে থেমে যায় এবং গাড়ীর আরোহীরা সন্ধ্যার অন্ধকারে কষ্ট করে পড়তে থাকেন সাইনবোর্ডের লেখা। সামনের আসনে উর্দি-পরা একজন লোক, তার মাথায় টুপি এবং চোখের কালো চশমাটা কপালের উপর তোলা। পিছনের আসনে রয়েছে দুজন। তাদের একজন পুরুষ, লম্বা কোট পরা ও মাথায় ভুরে-কাটা টুপি। আরেকজন মহিলা পরনে ডাস্ট কোট ও ঘোমটায় মুখ ঢাকা। পুরুষটি গাড়ী থেকে নেমে বারান্দার দিকে হেঁটে আসেন। তিনি টুপি তুলতেই, ভায়োলেট এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে।

"বিরক্ত করার জন্য মাপ করবেন, আমি এবং আমার স্ত্রী কি রাত্রির মতো এখানে একটা ঘর পেতে পারি?"

"নিশ্চয় পারেন" ভায়োলেট জবাব দেয়।

"আরেকটা কথা। আমার ড্রাইভার রয়েছে, ওকেও জায়গা দিতে পারবেন?"

"হলঘরের বিছানায় হবে। বাডতি লোকের জন্যে বিছানা পাতাই রয়েছে"; ক্যাটি তাডাতাড়ি বলে।

"চমৎকার" ভদ্রলোক বলেন। "আমরা খুব ক্লান্ত। এখুনি সম্ভব হ'লে আমাদের ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

তিনি সযত্নে মহিলাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে ধ'রে ধ'রে নিয়ে আসেন।

"আমি আগে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিই।" ভায়োলেট বলে, "আলো জ্বালানো হলেই আপনারা ভিতরে যেতে পারবেন।"

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কেমন যেন একটু উত্তেজনা লাগে ভায়োলেটের। পাশের টেবিলের বাতিটা জ্বালিয়ে দেয় সে (টেবিলের ওপর ভাল দেখাবে ভেবে এক গোছা হলদে লিলি রেখে দিয়েছিল সে)। লেখার টেবিলে জ্বালিয়ে দেয় ছোট বাতিটা। তারপর তাড়াতাড়ি হলঘরে ফিরে আসে এবং সিঁড়ির

রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে ডাক দেয়। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে উঠে আসেন, তাঁদের পিছনে জিনিসপত্র নিয়ে আসে ড্রাইভার। ওঁরা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ান এবং চারিধারে তাকিয়ে দেখে বেশ সন্তুষ্ট হ'ন।

"কি শান্ত পরিবেশ!" ভদ্রমহিলা বলেন, "চমৎকার বিশ্রাম হবে আমাদের এখানে।"

"আমি এক কলসী গরম জল আর খানিকটা ঠাণ্ডা জল এনে দিচ্ছি" ভায়োলেট বলে উদগ্রীবভাবে; "আপনাদের কি আর কিছুর দরকার হতে পারে?"

"আর কিছু না", ভদ্রলোক বলেন।

ড্রাইভারকে তার ঘর দেখিয়ে, জল নিয়ে ভায়োলেট ফিরে এসে বুঝতে পারে যে ভদ্রমহিলা কাঁদছিলেন।

"দেখো," কথাটা শুনে ক্যাটি বলে "হয়ত বা কোনও দুঃখের খবর দিতে গেছিল ওরা কোথায়ও। বলা ত' যায় না। ড্রাইভারটাকে দেখে ভদ্দরলোক ব'লে মনে হয়, আর ওরা স্বামী-স্ত্রী যখন রয়েছে তখন আমি আমার ঘরেই শোব। যাক্, এতো শীগ্‌গির যে কেউ এসে যাবে কে জানতো? আমি সকাল ক'রে নীচে নামবো আর সময় মতো শূয়োরের মাংসটা তৈরী করতে আরম্ভ করব। দেখে মনে হয় বেশ পয়সাকড়ি আছে। ভেবে রেখেছি প্রাতঃরাশের জন্যে ওদের প্রতিজনার পঞ্চাশ সেণ্ট্ ক'রে ধার্য করবো!

"ওঃ, ক্যাটি!"

"আরে, ব'লে দেখি না! যদি ওরা রাজী না হয়, তাহলে আমি পঁয়ত্রিশে নামবো। যাক্‌গে, এ ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভায়োলেট তাঁর ঘরে জেগে বসে থাকে। বৃদ্ধা বেকী স্লেড্ ও তাঁর সেই বিয়ের আংটি তা'কে একটা কবিতার রসদ জুগিয়েছে। তবে ঐভাবে ব'সে থেকে জানালা দিয়ে আসা নৈশ বাতাসের মধুর স্পর্শে তা'র চিন্তা সে চালিত করে—পাশের ঘরে যেখানে আগন্তুকদ্বয় রয়েছেন। অজানা থেকে এসেছেন তাঁরা, অজানায় চলে যাবেন। সারা সপ্তাহ ধ'রে যে সব আগন্তুক এসে থাকবে বাড়ীর ছাদের নীচে তাঁরা কি আনন্দের অথবা দুঃখের কোনও অনির্বচনীয় অনুভূতির স্পর্শ দেবে পুরানো

দেয়ালগুলিকে ? পরিশেষে মনে হয় তার এসব ভাবনা নিরর্থক এবং পুনর্বার কবিতাটিতে মনোনিবেশ করে সে।

ক্যাটির ধারণা মতো অতিথিরা প্রাতরাশের জন্য অপেক্ষা করেন। শুয়োরের মাংস ও ডিমের সঙ্গে থাকে গরম বিস্কুট আর বাড়ীতে তৈরী জেলি। দ্বিতীয় কাপ কফি খাওয়ার পর, ভদ্রমহিলার চোখ দুটিও যেন অপেক্ষাকৃত কম নিষ্প্রভ মনে হল। ভদ্রলোক যখন বিল চাইলেন, ক্যাটি তখন রান্নাঘরে ড্রাইভারটিকে খেতে দিচ্ছে। কান খাড়া করে ছিল সে এই মুহূর্তটির জন্য, বাইরে এসে সে কথা বলতে শুরু করে।

"সবসমেত চার ডলারের মত হবে।"

"চার ডলার ?" ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, "প্রাতরাশ নিয়ে ?"

ক্যাটির লৌহদৃঢ় সিদ্ধান্তে চিড় লাগে। "যদি খুব বেশী চাইছি বলে না ভাবেন।"

ভদ্রলোক তাঁর ব্যাগ থেকে একখানা পাঁচ ডলারের নোট বার ক'রে ক্যাটির হাতে দেন।" "মোটেই খুব বেশী নয়। বাড়তিটা তোমাকে দিলাম। ধন্যবাদ আপনাকে" ভায়োলেটকে জানান তিনি, "আপনার আতিথেয়তার জন্য।"

ভদ্রমহিলা অধিকতর আন্তরিকতা প্রকাশ করেন। করমর্দন ক'রে বলেন তিনি, "সুন্দর ঘরখানা; আর কেমন শান্ত। এরই দরকার ছিল আমাদের। চলি তাহ'লে।"

বাড়ীর সামনে খুব খানিক ক্যাড্ ক্যাড্ ঘ্যাড্ ঘ্যাড়্ আর বগ্ বগ্ শব্দ শোনা যায়; কয়েকমিনিট পরে ওঁদের গাড়ী চ'লে যায়।

ক্যাটি বিহ্বলভাবে একটা চেয়ারে ব'সে পড়ে।

"পাঁচ ডলার! খালি ঐটুকুর জন্যে! রান্নাঘরের কুলঙ্গীতে নীলরঙের চিনির পাত্রটার মধ্যে আমি রেখে দিচ্ছি 'এনুম-গেলুমদের' টাকা; বেশ কিছু জমলে ব্যাঙ্কে পাঠাবো। আঃ, মনে হচ্ছে ভগবান্ আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন!"

তারপর অল্পদিনের মধ্যেই আরো বেশ কয়েকটি দম্পতী আসেন। একের পর আরেক। প্রথমে অল্প বয়সী এক দম্পতী, মনে হয় নববিবাহিত। ওরা আসেন ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে, ঘোড়াটা প্রিন্সের পাশের চালাটায় রাতে

রাখা হয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় ব'সে চাঁদ দেখছিল দুজনে। ওপরে ভায়োলেট শুনতে পাচ্ছিল ওদের নিম্নস্বরে কথা-বলা, অনেকক্ষণ মৌন থাকার পরে-পরে। অবশেষে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে এসে ওরা দরজা বন্ধ করেন।

সে-রাত্রে বেশ কিছু সময় ঘুম আসে না ভায়োলেটের।

পরবর্তী দম্পতীটি প্রৌঢ়বয়স্ক এবং অতিমাত্রায় আভিজাত্য সচেতন। "বড় দেমাক", ক্যাটি রায় দেয়, "আমার দিকে পেছন-ফিরে থেকেই কৃতার্থ করলেন! "তবে ওদের টাকাও টাকা!"

ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে আসেন দুজন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। অল্প কয়েক-দিনের ছুটিতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। এখানে এসে রাত কাটিয়ে ও প্রাত-রাশ খেয়ে তাঁদের বেশ ভালো লাগে। আসেন এক মধ্যবয়সী সাদামাঠা ধরনের দম্পতী তাঁদের প্রথম-কেনা মোটর গাড়ী ক'রে। তাঁরা যাচ্ছিলেন ওহিয়োতে তাঁদের ছেলের কাছে।

তারপর এমন একটি সপ্তাহ আসে যাতে একটি 'এলুম-গেলুম'-এরও আগমন হয় না। ক্যাটি উদ্বিগ্ন হয় নি, কারণ শ্রীযুক্তা রেবার্ণ তাকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন টুরিস্টদের আসা যাওয়ার মধ্যে কোনও স্থিরতা থাকে না। ক্যাটি মাঝে মাঝে গিয়ে চিনির পাত্রে রাখা টাকা গুণে দেখে আর আনন্দে অধীর হয়।

"চোদ্দ ডলার, সত্তর সেণ্ট" জানায় সে। পুরো পনেরটি হ'ত যদি আমি ঐ শিক্ষয়িত্রীদের ব্রেকফাস্টের জন্যে পঞ্চাশ সেণ্ট ক'রে নিতাম। কিন্তু পঁয়ত্রিশের বেশী বলতে মন চায়নি আমার। ওদের দেখে কেমন যেন অভাবী মনে হয়েছিল। যাক্, বেশ ভালো খাইয়ে তবে ওদের বিদায় দিয়েছি। এখন, এ সপ্তাহে আমি বিছানার চাদরগুলোর একটা ব্যবস্থা করব আর সেজন্যে দরকার হয় ম্যাগ্‌কে একটা রোজ দোব। তোমাকে ত' বাগান নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে।

ফুল আর শাকসবজির তদারক করলেও, ভায়োলেট কিন্তু তা'র ব্যক্তিগত পরিকল্পনা নিয়েই মনে মনে অধীর আগ্রহে কাজ ক'রে চলেছিল। 'বিয়ের-আংটি-কাঁথা' কবিতাটি শেষ করেছে সে। কবিতাটির নাম দিয়েছে 'কুমারীর উক্তি'। এখন 'হায়, স্বর্গ' নামে আর একটি কবিতা নিয়ে ভাবছে

সে। পরিমার্জিত করছে সেটাকে। এই কবিতাটি দিয়েই সে শেষ করবে তা'র বইখানা। মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করে সে চিন্তাটা। বইয়ের কথা তার স্বপ্নেরও বাইরে। কিন্তু বাবা তা'কে বলেছিলেন সে যেন আপন প্রতিভা ও সম্ভাবনার উপযুক্ত মর্যাদা দেখাতে সংকোচ বোধ না করে।

"তোমার ক্ষমতা খুব বড ভেবো না," তিনি প্রায়ই বলতেন, "আবার তাকে সামান্যও মনে করো না। মনের ভিতর একটা বিনীত প্রত্যয় রাখার চেষ্টা ক'রো। কবিতা পাঠাও, দেখো কী হয়।"

অতএব, কবিতাগুলির দু-একটা ভালোভাবে আবার লিখবার পর সে পরিচয় দেবে। তা'র বাবা কয়েকটা প্রকাশকের নাম বলে দিয়েছিলেন। প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'ম্যাস্টার শাম্' লতার পরিচর্যা করতে করতে অন্তরে একটা শিহরণ অনুভব করে ভায়োলেট। একজন নাম করা প্রকাশকের অফিসে তা'র কবিতাগুলি পড়া হচ্ছে, শুধু এই ভেবেই সে উত্তেজনায় শির্-শিরিয়ে ওঠে। আর, একবার পাঠিয়ে দিয়ে, কী ক'রে সে খা'বে, ঘুমোবে, —ক্যাটির ভাষায়, 'সহিবে কেমনে', যতদিন না জবাব আসে? বাবা তা'কে বলেছিলেন যদি পাণ্ডুলিপি ফেরত আসে—এবং তাই হয়ত আসবে, তাহ'লে মন খারাপ ক'রে সে যেন সময় নষ্ট না করে। অন্য কোথাও যেন তৎক্ষণাৎ আবার পাঠানো হয়। ওঃ, আজ যদি তিনি আর মা বেঁচে থাকতেন, ভায়োলেট ভাবে, সদি অংশ নিতেন তা'র হতাশা ও সম্ভাব্য সকল আনন্দের! এখন যখন পাঠানোরই সময় এলো, তখন কত একা সে!

সেদিন একুশে মে-র অপরাহ্নে (তারিখটা তার চিরদিন মনে থাকবে) ভায়োলেট একটা বড়, খয়েরী-রঙের ম্যানিলা খাম নিয়ে গেল ডাকঘরে। খামের উপর ঠিকানা লেখা:

কবিতা-সম্পাদক,

হ্যাভারশ্যাম্ এণ্ড হিল, প্রকাশক।

১৭৯ ফিফ্‌থ এ্যাভিন্যু, ন্যু ইয়র্ক।

পোষ্টমাস্টার, শ্রীযুক্ত গর্ডন, ওজন ক'রে দেখার সময় ঠিকানাটা পড়েন লক্ষ্য ক'রে।

"খুব ভাল, কি বল? এই সব লোকের কাছে খুব লেখালেখি হচ্ছে, এ্যাঁ? প্রকাশক! গল্প-টল্প লিখছ বোধহয় তুমি?"

"ঐরকমই যাহোক কিছু একটা হবে। এটা বোধহয় শীগগিরই আমার কাছে ফেরত আসবে। ইতিমধ্যে দেখবেন ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে।" ভায়োলেট শ্রীযুক্ত গর্ডনের দিকে চেয়ে একটু তোষামুদে হাসি হাসে। তিনি তৎক্ষণাৎ ভায়োলেটের হাসিতে গ'লে যান।

"ঠিক কথা, কুমারী ভায়োলেট। 'রা'টি করব না। কামনা ক'রি তুমি সার্থক হও।"

রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ী ফেরার সময় হঠাৎ নিজেকে ভায়োলেটের কেমন যেন ফাঁকা লাগে, একটা অস্বস্তি যেন বোধ করে সে। অনেক বৎসর যাবৎ কবিতা-লেখা তা'র কাছে একটা সান্ত্বনা ও আশ্রয় মনে হয়েছে। গভীরতম চিন্তা ও আবেগ ঢেলে দিয়েছে সে তা'র কবিতার ভিতর। আজকে হঠাৎ তার মনে হয় সত্যই কবিতাগুলো তাকে খুব বেশী প্রকাশ ক'রে ফেলেছে কি-না, তাদের মাধ্যমে অশোভনভাবে নগ্ন হয়ে পড়েছে কি-না তা'র অন্তরাত্মা। আগে কখনও একথা সে ভেবে দেখেনি। ছোট্ট নির্জন ঘরটিতে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সৃষ্টিই করে গেছে সে,—লিখেছে আর টাইপরাইটারে কপি করেছে কবিতাগুলো। যখন কবিতাগুলো তার হাতছাড়া হয়ে অপরের উদ্দেশ্যে চলেছে, তখনই এই অশান্ত চিন্তা তার মাথায় এল যে বোধহয় হৃদয়টাকেই পণ্য হিসাবে বাজারে পাঠাল সে!

চিন্তাটাকে নিছক উত্তেজনাপ্রসূত অযথা দুশ্চিন্তা ব'লে নাকচ করার চেষ্টা করে সে। নিজেকে স্মরণ-করায় যে কবিতাতে যদি কবির জীবনের সারাৎসার না থাকে, তবে কবিতা মূল্যহীন। আর, সম্ভব হ'লে অনেকের দ্বারা পঠিত হওয়াই কবিতার সার্থকতা, ডেস্কের নির্বাসনে একাকী প'ড়ে থাকা নয়। এতোগুলো বছর ধ'রে সে খেটেছে ত' এই মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্যই যখন মূল্য যাচাই করবার উদ্দেশ্যে পাঠাবে সে কবিতাগুলোকে। তাহ'লে সেগুলো ফিরে পাবার জন্য এখন এইভাবে হায়-হায় করা কিম্বা, তাদের বিহনে নিজেকে এমন রিক্ত মনে করা,—নেহাত ছেলেমানুষি ছাড়া আর কী! মনকে নিবদ্ধ করে সে আকাশে। বিচিত্র বর্ণময় এক আকাশ। সারাটা অপরাহ্ণ অকারণ গরমে আর ঘামে অবসন্ন করেছে তাকে। এখন উত্তর ও পূর্বদিকে ফুটে উঠেছে এক আলতো কমলা রঙের আলো, আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘনাচ্ছে অন্ধকারের ভ্রূকুটি। মনে হচ্ছে ঝড় হতে পারে। দ্রুত হাঁটতে থাকে সে।

যেসব মহিলা বাড়ীর সামনের বারান্দায় ব'সে হাত পাখায় নিজেদের বাতাস করছেন তাদের উদ্দেশ্যে অল্প কথায় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ জানাতে জানাতে সে চলে। যখন বাড়ী পৌঁছায় তখন হাওয়া বজ্র-বিদ্যুতে প্রচণ্ড হয়ে উঠে। ক্যাটি জানালা বন্ধ করবার জন্য ছুটোছুটি করছে। এরপর হঠাৎ হু-হু ক'রে বৃষ্টি নামল। অদম্য বেগে শুরু হ'ল জলের শপাশপ, ঝমাঝম, কশাঘাত আর থেকে-থেকে চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ ও বাজ-পড়ার কড়্কড়্ শব্দ। বৃষ্টির প্রচণ্ডতা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

"উহুঁ, এতো ভালো বুঝছি না", সামনের চেয়ারের ওপর একটা পা তু'লে দিয়ে ক্যাটি বলে। প্রবল ঝড় এলে অমনটা করা ক্যাটির অভ্যাস। এই মার্কিনদেশীয় প্রাকৃতিক লীলার সঙ্গে কখনই ব'নত না তা'র। "মেঝ থেকে পা তুলে রাখো" ভায়োলেটকে শাসায় সে। "কোনও রকম ঝুঁকি নিয়ো না। যদি বাজ পড়ে, ত' একেবারে তলা দিয়ে ছুটবে। আর চুল্লীটার কাছেও থেকো না। ওঃ, আজ যেন কোনও ফসলের গোলার ওপর বাজ না-পড়ে!"

বিদ্যুৎপ্রখর রুদ্র ঝড় অবশ্য বেশীক্ষণ থাকে না; তবে বৃষ্টির প্রকোপ বেড়ে চলে। ভায়োলেট সবে খেয়ে উঠেছে, এমন সময় সামনের বারান্দার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায় এবং ঘণ্টাটা বেজে ওঠে। উচ্চকিত ভায়োলেট লাফিয়ে উঠে হলঘরের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যায় এবং সন্তর্পণে জলের ঝাপটা বাঁচিয়ে দরজাটা ফাঁক করে। যে-লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে তা'র লাল টক্টকে মুখ, টুপি-খোলা মাথা, চুলের রং পাঁশুটে। তা'র গা থেকে টপ্টপ্ ক'রে জল ঝরছে। অতি বিনীতভাবে লোকটি বলে:

"সৌভাগ্য যে আপনাদের সাইনবোর্ডটা দেখতে পেয়েছিলাম,—আর চলতে পারছি না আমি! রাত্রির মতো কি একটা ঘর পাওয়া যাবে? যদি মনে করেন আপনাদের কার্পেট আর ফার্নিচার নষ্ট হবে না তবে একটু ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতে পারি কি?" লোকটি ক্ষুব্ধভাবে জানায়।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়" ভায়োলেট বলে। সেই মুহূর্তে ক্যাটিও এসে ঢোকে একতাড়া খবরের কাগজ নিয়ে।

কাগজগুলো বিছিয়ে দিতে দিতে তৎপরভাবে ক্যাটি বলে, "এগুলোর ওপর দিয়ে চলে যান, সোজা রান্নাঘরে। সেখানে জামা কাপড়গুলো খানিকটা

শুকিয়ে নি'ন আগে। আর, দরজাটা বন্ধ ক'রে দি'ন, জলের ঝাপটা আসছে।"

আদেশমতো কাজ করেন ভদ্রলোক। বানিয়ে দেওয়া রাজপথটির ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ব্যাগটি সমেত তিনি নির্বিঘ্নে এসে লিনোলিয়ম-পাতা রান্নাঘরে পৌছান। সেখানে এসে চারিধারে তাকিয়ে দেখে বেশ খুশী হন তিনি। বৃষ্টির জন্য তাড়াতাড়ি অন্ধকার হওয়ার দরুন টেবিলের ওপর বড় বাতিটা জ্বালা হয়েছিল আগেই; চুল্লীতে গম্‌গম্‌ করছে আঁচ; তা'র সামনে মাদুরের ওপর লেজ গুটিয়ে প'ড়ে রয়েছে সাইমন; আর কাঠের পুরানো দোলন-চেয়ারটা যেন নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে, রান্নার সুগন্ধে ভরপুর ঘরের বাতাস।

"আহা, ঝড় থেকে এসে কী সুখের একটা আস্তানা!" ভদ্রলোক বলেন। আমার নাম স্মিথ। আজ রাত্রে আশ্রয় দিলেন ব'লে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এমন অবস্থা হয়েছিল যে একেবারে রাস্তা আর দেখতেই পাচ্ছিলাম না, আর আমার গাড়ীটাও সময় বুঝে বিগড়ে গেল। আমার গায়ের বর্ষাতি দিয়ে ইঞ্জিনটা চাপা দিয়েছিলাম, তাই এতো ভিজে গেছি!" জানালেন তিনি।

ক্যাটি সানন্দে সব ব্যবস্থা করে পরিস্থিতিটি আয়ত্তে আন্‌ছিল।

"উনুনের দরজাটা আমি খুলে দিচ্ছি, তা'র সামনে আপনার কোটটা রেখে দি'ন। ওঃ, কী—সর্বনাশ! আপনার জামা জুতোও ভিজে শপ্‌শপ করছে দেখছি! আপনি জামা-কাপড় বদলে ফেলুন, আমরা বরং এখান থেকে যাচ্ছি। খালি দেখবেন সাইমনটাকে মাড়িয়ে দেবেন না যেন। মাদুরের ওপর পড়ে রয়েছে দেখছেন। কিছুতেই নড়া'ন যাবে না ওকে। আপনার রাত্রের খাওয়া হয়েছে?"

"না, হয়নি", শ্রীযুক্ত স্মিথ স্বীকার করেন।

"শূয়োরের মাংসভাজা আর আপেলের চাট্‌নি আমাদের রান্না করাই রয়েছে। আমি দুটো ডিম ভেজে দি আপনাকে। এতেই হবে ত' আপনার?"

"হবে ত'? বলেন কী আপনি?" ভদ্রলোক একমুখ হেসে জানান, ঐ খাওয়ার চাইতে আরো ভালো কিছু হ'তে পারে না কি জগতে?"

এর কয়েক মিনিট পরে ভদ্রলোক বসবার ঘরের দরজা খুলে ভিতরে আসেন।

"আঃ, এখন খুব আরাম লাগছে" ভেসে বলেন তিনি। "আপনাদের অনুগ্রহ মনে থাকবে। এখনো আমার সব জায়গা শুকোয় নি, একটা ভাঙ্গা চেয়ার বরং আমায় দি'ন বসতে। খাওয়ার-ঘরে বোধ হয় ঐ রকমের আসন একটা মিলবে!" হোঃ হোঃ ক'রে হাসেন তিনি।

ক্যাটি খাবার এনে দি'লে, ভদ্রলোক ভায়োলেটের দিকে তাকিয়ে বলেন, "আপনি বসবেন না, শ্রীমতী…?"

"কার্পেণ্টার।"

"এক কাপ চা অন্ততঃ খা'ন আমার সঙ্গে ব'সে।"

ভায়োলেট বসে ওঁর সামনে। মোটরগাড়ী চালানোর নানান সমস্যা নিয়ে সহজেই আলাপ শুরু করে দেয়। তারপর আলোচ্য বিষয় হয় ঘরের পুরানো আসবাবপত্র।

কথাবার্তা চলতে থাকে। ভায়োলেটের উৎসাহ জাগে আলাপ করতে। ভদ্রলোককে বেশ শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন মনে হয় তা'র। কথা বলার ভঙ্গীতে বোঝা যায় যে "ইংরেজী ভাষায় জোর দখল তাঁর। (এ ছাঁদের তারিফটা করতেন ভায়োলেটের বাবা।) ক্যাটি ছাড়া অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলতে পেয়ে ভায়োলেটের বেশ ভালো লাগছে।

"কিছু মনে করবেন না, আপনাদের জিনিসপত্তরগুলোর প্রশংসা না করে পারছি না। পাথর বসানো হরিণের মাথাওলা ঐ ছোট টেবিলটা কী সুন্দর, পুরানো আমলের জিনিস একটা। ভিক্টোরীয় যুগের খুব প্রথম দিককার জিনিস, তাই না?"

"তাই মনে হয়" ভায়োলেট জবাব দেয়। "চিরদিন এখানেই আছে, তাই ওটা নিয়ে ভাবিনি কখনও। আপনি বুঝি পুরানো দিনের শিল্পকর্মের অনুরাগী?"

"বিশেষভাবে। অনুরাগটা প্রায় বাতিকের মতো। আপনাদের ঐ 'এ্যাম্পায়ার' টেবিলটাও খুব সুন্দর। সাধারণতঃ 'এ্যাম্পায়ার' জিনিসপত্র আমার খুব ভাল লাগে না, কিন্তু এটা সত্যই খুব চমৎকার।"

তিনি থামেন ভায়োলেট দেশলাই জ্বেলে অগ্নিকুণ্ডের আগুনটা ধরিয়ে দেয়। কাঠ সব সময়ই সাজানো থাকতো তা'তে। বৃষ্টি দারুণ হয়েছিল ব'লে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই আগুন-জ্বালা। আলতো আলোয় কবোষ্ণ হয়ে ওঠে

আলাপচারী দুজন। ভায়োলেট শ্রীযুক্ত স্মিথকে তা'র বৃদ্ধ প্রপিতামহের তৈলচিত্রখানি দেখায় এবং তিনি বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেন; কার্পেন্টার পরিবারের প্রকৃত ছুতোরে যে ডেস্কটি বানিয়েছিলেন সেটিও ভায়োলেট দেখায়। অবশেষে, আগন্তুকের উপস্থিতিতে খানিকটা উৎফুল্ল ও উত্তেজিত হয়ে ভায়োলেট বইয়ের শেল্‌ফগুলির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

"আপনি যখন পুরানো জিনিসের এমন একজন ভক্ত, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটাই দেখাই আপনাকে।"

অমূল্য সম্পদটি ঢেকে রাখা বই তিনখানি সরায় ভায়োলেট আর চামড়ার বাক্সটি টেনে তোলে। বুলবুলের গান শোনার আগে সাধারণতঃ যেমন হয় তেমনি উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসে তা'র। ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। বাক্সর ওপরকার স্প্রিংটি সে টিপে দেয়। লাফিয়ে বেরিয়ে আসে পাখীটা, আর গানে ভ'রে যায় ঘরখানা।

কথা সরে না শ্রীযুক্ত স্মিথের মুখ দিয়ে। ঐ নির্বাক্ প্রশংসাই চরম ব'লে মনে হয় ভায়োলেটের। ভদ্রলোকের মুখে বিস্ময় ও ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা ফুটে ওঠে। আপনার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যের উপরও যেন পুরো আস্থা রাখতে পারছেন না তিনি। গান শেষ হ'লে, অনুভূতি ব্যক্ত করার কথা খুঁজে পান না তিনি।

"এরকম সুন্দর, এ রকম আশ্চর্য জিনিস আর কখনও আমি দেখি নি!" শেষ পর্যন্ত কথা ক'টা বেরোয় তাঁর মুখ থেকে।

"বলুন, তাই কি-না।" ভায়োলেট সোৎসাহে জানায়। "আর একবার বাজাচ্ছি।" স্প্রিংটাতে চাপ দেয় সে; অত্যাশ্চর্য ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি ঘটে।

অবশেষে বুলবুলটিকে তা'র বাক্সের মধ্যে রেখে বইগুলির পিছনে তার নির্ধারিত স্থানে গচ্ছিত রাখার পর শ্রীযুক্ত স্মিথ যেন একটু শান্ত হলেন। ক্ষণকাল পরেই তিনি জানালেন যে বড় পরিশ্রান্ত লাগছে তাঁর এবং ওপরে তাঁর ঘরে গিয়ে শুতে পারলেই ভালো হয়। ক্যাটি ভায়োলেটের দিকে তাকায়। সে দৃষ্টির অর্থ এই যে ভদ্রলোককে তাঁর শয়নকক্ষে পৌঁছে দি'তে যদি সেই যায়, ত' ভালো দেখায়। ক্যাটি একপাত্র গরম জল ও একটা দেশলাই নিয়ে আগে আগে চলে সিঁড়ি দিয়ে। ক্যাটির পিছু যেতে অগ্রসর হ'ন ভদ্রলোক, এবং ভায়োলেটকে বলেন, "শুভরাত্রি, শ্রীমতী কার্পেন্টার।

ধন্যবাদ, সবকিছুর জন্তে। মনে হয় আমার এ রাত্রে এখানে আসাটা স্বয়ং বিধাতার ঈপ্সিত ছিল।"

ক্যাটি নেমে আসে। তা'র মুখেচোখে শান্তি ও প্রসন্নতা। "এই হ'ল প্রকৃত ভদ্রলোক। শোবার আগে আমি ওর কোটটা একটা কাপড় ঢাকা দিয়ে ইস্ত্রি করবো। ভাবলাম যে ওঁর পাজামাও ব'লি খুলে দিতে, কিন্তু সেটা বোধ হয় ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হ'ত। নিঃসন্দেহে ওঁকে ভয় করবার মতো কিছুই নেই, তবু, একেবারে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে তোমার ঘরে রাখছি 'স্কুলের ঘণ্টা টা।"

"এ একটা বোকার মত কথা বললে, ক্যাটি।"

"দেখো বাপু, আমি যতটা বুঝছি, লোকটা চমৎকার ভদ্দরলোক, কিন্তু শুধু ঈশ্বরই জানেন মনে কি থাকতে পারে। মানুষের ভুল হ'তেই পারে।"

"অর্থাৎ কিনা, a man can smile and smile and be a villain still", ভায়োলেট হাসে।

"একথাটা তুমি শুনলে কোথায়? তোমার বাবার মত কথা বলছ।"

"কথাটা শেক্সপীয়রের" ভায়োলেট জানায়। "আমি নিশ্চিত যে শ্রীযুক্ত স্মিথ কোনও অসৎ লোক ন'ন, তবে তোমার যদি একটু শান্তি হয়,—ঘণ্টাটা আমি কাছে রাখব। একবার বাজলে তুমি কেন সারা বাড়ীটা জেগে উঠবে।'

সমস্ত রাত্রি অবশ্য পুরানো বাড়ীটা শান্তই থাকে। নানান উদ্বেগ সত্ত্বেও ক্যাটি আর ভায়োলেট ঘুমোতে পারে ভালোভাবেই। সকালে ক্যাটি ওঠার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই শ্রীযুক্ত স্মিথ উঠে পড়েন। যথাশীঘ্র চ'লে যাবার জন্য খুবই তৎপর তিনি। প্রাতরাশের জন্য অপেক্ষা করার কোনও ইচ্ছাই তাঁর নেই। ক্যাটি হতাশ হচ্ছে দেখে অবশ্য তিনি থেকে গেলেন প্রাতরাশের জন্য, কিন্তু তাড়া যে তাঁর সত্যই রয়েছে একথা বোঝা গেল। চটপট খাওয়া সেরে তিনি বিল্ চাইলেন।

"ভাবছিলাম,—আড়াই ডলার", ক্যাটি বলে। "রাতের খাবারটা ত ঠিক খাবার হয়নি, ঠাণ্ডা জিনিস গরম ক'রে দেওয়া।"

"না, না, এ বড্ড কম" ভদ্রলোক বললেন। "আমার কোটটা পর্যন্ত ইস্ত্রি ক'রে দিয়েছেন!" প্রথম খদ্দেরটির মতো, তিনিও একটা পাঁচ ডলারের

নোট বার ক'রে ক্যাটির হাতে দেন আর ভায়োলেটের দিকে ফিরে তাকান।

"আপনাদের আতিথ্য আমি কখনও ভুলব না" তিনি বললেন। "আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হ'ল আর যেমন চমৎকার খাওয়া দাওয়া তেমন সুন্দর একটা ঘর। ঝড়ের হাত থেকে একজন অপরিচিতকে এভাবে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে।"

এরপর শোনা গেল দরজার সামনে ঘড্‌ঘড্‌, খটাং খটাং ও অদ্ভুত সব বগ্‌বগ্‌, ক্যাড়্‌ ক্যাড্‌ আওয়াজ এবং সবশেষে চাকার শব্দ। গাড়ী চলল। তাঁর আগে অনেকেই যেমন গেছেন তেমনি শ্রীযুক্ত স্মিথও চ'লে গেলেন যেন কোন অজানায়।

আবার ক্যাটি নিয়ে আসে তা'র নীল চিনির পাত্রটি এবং গুণে দেখে কতো জমল।

"প্রায় কুড়ি ডলার" সে বলে। "দোকানের টাকা দিয়েও বেশ কিছু থাকবে। এ যেন টাকা কুড়িয়ে পাওয়া, বলো তাই কি-না? পরশু দিন ম্যাগ্‌ আসবে, আরো কতকগুলো চাদর, আর গরমকালে গায়ে দেবার কম্বল কাচিয়ে নেব। সপ্তাহের মাঝখানে আমি যদি আবার একবার ধোওয়া কাচা করি ঐ 'এলুম-গেলুমদের' জন্যে, তাহ'লে লোকের অবাক হবার কী থাকবে! যাহোক্‌, ভদ্রলোক সত্যই ভালো, কী বলো? আশা করি ওরকম লোক আমরা আরো অনেক পা'ব।"

পর দিন মিশনারীদের বাৎসরিক চা-পানের আয়োজনে যেহেতু পরিবেশনের ভার তরুণী মেয়েদের ওপর, ভায়োলেট ও ফেথ্‌ লায়ালের সাক্ষাৎ ঘটে ওখানে। হাতে খাদ্য সম্ভার, তাই কথাবার্তা বলার সুযোগ কমই হয়েছে। কিন্তু সব কিছু চুকে গেলে, কাপ ও অন্যান্য বাসনপত্র ধোওয়া হয়ে যাবার পর তাদের গির্জার কুলঙ্গীতে সাজিয়ে রেখে, দুই বান্ধবীতে একসাথে বেরোল ধীর পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে। ভায়োলেট তা'র মস্ত খবরটি বান্ধবীকে জানিয়ে দেয়।

"গতকাল ওগুলো ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, ফেথ!"

"অ্যাঁ, বলো কী, ভী,—না, না! ওঃ কী দারুণ উত্তেজনা হচ্ছে আমার! কখন জানতে পারবে কী হ'লো?"

"আমিও ত, তাই ভেবে আকুল হচ্ছি। বুঝতেই পারছি না এক হপ্তা, না একমাস, না-কি তিন মাসই লাগবে। ওঃ, এই অনিশ্চিতি যেন সহ্য করা যায় না। ইতিমধ্যে ভেবে ভেবে আমি যেন ভাইনীটি বনছি!"

"না, অধীর হলে তোমার চলবে না" কেথ বলে, "আর অন্য কিছু তোমায় ভাবতে হবে। এ বিষয়টা ছাড়া বেশ বড় রকমের জরুরী কিছু নিয়ে যদি তোমাকে চিন্তা করতে হ'ত, মনটা তাহ'লে রেহাই পেত। আর কোনও টুরিস্ট এলো?"

"হ্যাঁ, চমৎকার একজন টুরিস্ট এসেছিলেন", গতরাত্রের অতিথির কথা বলতে গিয়ে ভায়োলেটের মুখটা জলজ্বল করে।

"ভদ্রলোকের বয়স কত?" কেথ জিগ্যেস করে।

"তা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেথ। "আহা, ভী, ভদ্রলোকের বয়সটা যদি কম হ'ত। কী ঘটতে পা'রত বা না পা'রত, কিছুই বলা যায় না!"

চপলা তরুণী দুজন জোরে হেসে ওঠে। শ্রীযুক্তা লায়াল এগিয়ে এসে তাঁর মেয়ের কাছে উপস্থিত হলেন অল্প সময়ের মধ্যেই; ভায়োলেটও বাড়ী এসে পৌছাল। ইতিমধ্যে ক্যাটির বেশপরিবর্তন হয়ে গেছে। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে সে।

"চা-খাওয়া বেশ ভালোই হ'ল" বিজ্ঞের মত বলে ক্যাটি, "তবে বাপু, হ্যাম্ স্যাণ্ডউইচগুলো বড পাতলা করেছিল। আমি অবিশ্যি একটা বেশ ভালো কেক্ পেয়েছিলুম। ওপরে শাদা আইস্ক্রীম দেওয়া। আর বিস্কুটের কথা যদি বলো, তাহ'লে আমাদের চাইতে ভালোত একটাও দেখলুম না। ও, হ্যাঁ, ম্যারী জ্যাক্সন, এসেছিল। বললে যে জো হিক্স্ নাকি এখানে এসেছিল। বাড়ী যাবার সময় ম্যারী দেখেছিল জোকে বেরিয়ে যেতে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে। জো নিজেত মেথডিস্ট কাজেই আজকের চা-খাওয়ার সম্বন্ধে কিছু জানে নি। তাই এখানে একটুখানি বসে আমাদের আসার জন্য অপেক্ষা করছিল হয়ত। মনে হয় ওর ঐ সাইনবোর্ডের দামটা চাইতে এসেছিল। তুমি বরং কালকে দিয়ে এসো টাকাটা। আমরা যথেষ্টই পাচ্ছি, ওরটা ফেলে রাখি কেন বলো?"

পরের দিনটাও ভায়োলেটের গোপন উত্তেজনা সমানে বজায় থাকে।

কখন কবিতাগুলি সম্পাদকের দপ্তরে গিয়ে পৌঁছাবে? কবে সেগুলি পড়বেন তিনি? আর, সত্যিই যখন পড়বেন, কী মনে হবে তাঁর? ঘরোয়া টুকি টাকি কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করে সে, অস্বাভাবিক মনে হলেও সে নিজের ঘরে বসে শুধু তার বইখানার কথা ভাবে না। 'বই' না-ভেবে এখন আর পারে না সে। বিকালের দিকে যখন ম্যাগ্ রান্নাঘরে চাদরগুলো ইস্ত্রি করছে এবং ক্যাটি গেছে ম্যারী জ্যাক্সনের বাড়ী চা-খেতে, তখন ভায়োলেট প্রিন্সকে এনে গাড়ীতে জুতে দেয়। ঠিক করে আগে হিক্সদের বাড়ী থামবে, জো'কে টাকাটা দেবে এবং তারপর ফেথ্‌কে সঙ্গে নিয়ে খানিকটা ঘুরে আসবে গ্রামের মধ্যে দিয়ে। সাময়িক উত্তেজনাটা হয়ত কমবে একটু। কিন্তু তা'র মতলব অনুযায়ী কিছুই করা হয় না। জো কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে— সারাদিনই বাড়ী নেই, বৃদ্ধা বেকি স্লেড্ জানালেন। আর আমাণ্ডাও গেছে গ্রামাঞ্চলে তা'র মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। লায়াল্‌দের বাড়ীতেও কেউ নেই। সেখানে গিয়েই ভায়োলেটের মনে পড়ে ফেথের সঙ্গীত শিক্ষার্থে শহরে যাবার দিনটাতেই সে এসেছে।

নীচু রাস্তা ধ'রে ওয়েস্ট্‌বার্গ অভিমুখে প্রিন্সকে চালিত করে ভায়োলেট। নিজের নানান চিন্তায় মশগুল হয়ে ধীরে ধীরে চলে সে। রাস্তাটা তা'র প্রিয়। সম্প্রতি বৃষ্টি হয়ে গেছে, পথের দুধারে সিক্ত বনানীর গন্ধ আর সে-সঙ্গে মে-মাসের নবজাত ফুলফলের সুবাস। মে-মাসে ফলন্ত আপেলগুলির মদির, মিষ্টি গন্ধ মিশে গেছে ট্রিলিয়াম্, স্কাইরকেট্, ফার্ণ আর শ্যাওলার বিচিত্র সৌরভে। অনির্বচনীয় এক গন্ধের রাজ্য! তা'র বর্ণন অসাধ্য। সত্যই কি অসাধ্য? কবিতার একটা লাইন মনে আসে ভায়োলেটের, লাইনটা যেন আকাশ থেকে ফেলে দি'ল কেউ! বিস্ময়ের মৃদু হাস্যে ছল'কে উঠে তাকে যেন মনের ভাণ্ডারে তুলে নেয় সে। এইত, পেয়ে গেছি! পথ ত' সে পেয়ে গেছে: উদ্বেগ আর উত্তেজনার কবল থেকেও মুক্তি পাবে সে। আরও একটা কবিতা লিখবে সে। সম্পাদক মশাই কবিতাগুলি সম্বন্ধে যা-ই বলুন-না কেন, তার মনে নতুন কবিতার স্পন্দন সব সময়েই থাকবে—এখনও যেমন রয়েছে। "বসন্তে বনানী"। অতি সাধারণ একটা নাম, তবু এই হবে তা'র কবিতার বিষয়বস্তু। যদিও এ নিয়ে লেখা বেশ শক্ত। কথা দিয়ে কতোটুকু ব্যক্ত করা সম্ভব নবীন পাতার সজীবতা, 'ডগ্‌উডে'র শুভ্রতা, জুডাস্ গাছের আশ্চর্য গোলাপ!—সেই

গোলাপ যার সুগন্ধ অনুভূত হয় চিত্তে, ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়? কথা দিয়ে কি বোঝানো যায়—কেমন অলস ধীরে স'রে যায় ছায়াচ্ছন্ন লতাকুঞ্জ? কিন্তু তবু চেষ্টা করতে হবে, আশা ছাড়লে চলবে না।

রাস্তার চওড়া অংশে এসে ভায়োলেট প্রিন্সকে ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ীর দিকে ফেরে। গিলদের খামারের সামনে ভায়োলেট থামে। মাখন তোলার জন্যে এক গ্যালন দুধ কেনে সে যাতে ক্যাটির কাছে একটা কারণ দেখাতে পারে তা'র বেড়াতে বেরোনর। শ্রীযুক্তা গিলের সঙ্গে দুধ নিতে ঠাণ্ডা ঘরটাতে যায় ভায়োলেট আর সেখান থেকে ফিরে আসার পর প্রিন্সকে খুলে দেয় চৌবাচ্চা থেকে জল খাবার জন্যে। শ্যাওলা-ভরা চৌবাচ্চার মধ্যে নাক ডুবিয়ে জল খায় প্রিন্স।

সারাটা সন্ধ্যা কা'টল ভায়োলেটের এক অননুভূত পুলকের মধ্যে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সামনের বারান্দায় ব'সে ধোঁয়াটে কল্পনাকে কবিতায় রূপ দেবার চেষ্টা করে সে, শব্দের পর শব্দ সাজায়, রচনা করে এক একটি পূর্ণাঙ্গ পংক্তি। আবার অনুভব করে সে কেমন ক'রে সৃষ্টির তাড়নায় এক অপূর্ব পরিণতির সৌন্দর্য লক্ষ্য রেখে ছুটে যাওয়া যায় মোহাবিষ্ট ভাবে। ক্ষীয়মান চাঁদের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকে সে অনেকক্ষণ। মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধে। ইচ্ছা করে আবার এখন এই রাত্রে একবার সে বুলবুলের গান শোনে, আগ্রহ জাগে সেই ছোট্ট কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত মাধুর্য-ধারায় নিজেকে আরেকবার স্নাত আপ্লুত করে নেয়। তা'তেই যেন মিলতে পারে কোনও পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি।

সদরটা বন্ধ ক'রে তালা লাগায় সে। শোওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। উদ্‌গ্রীবভাবে বইয়ের তাকটার কাছে গিয়ে নিয়মমতো বই তিনখানা নামিয়ে রাখে। তারপর পরপর অনেকগুলি বই ব্যস্তভাবে টেনে টেনে নামায় সে। বইগুলি সশব্দে মেঝেতে পড়তে থাকে। অবশেষে যখন সামনে আর একখানাও বই থাকে না, তাক ফাঁকা হয়ে যায়, তখন সে সারা বাড়ী কাঁপিয়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। বুলবুলটি উধাও হয়ে গেছে!

## ৩

মধ্যরাত্রে ভায়োলেটের চিৎকার শুনে ক্যাটির ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং তুরন্ত বেগে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল সে। শুধু ক্যাটিই নয়, ম্যারী আর উইলিয়ম জ্যাক্‌সন্‌ও ও-বাড়ীর কাছ দিয়ে যেতে যেতে চিৎকারটা শুনতে পায়। ওরা ফিরছে সেতুর ওপারে জ্যাক্‌সনের ভাই অ্যান্‌ড্রুর বাড়ীতে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে। ওরা ছুটে আসে বারান্দার কাছে এবং জ্যাক্‌সন খুব জোরে সদর দরজার কড়া নাড়তে থাকে। ক্যাটি দরজা খুলে দেয়।

"কী হয়েছে?" জ্যাক্‌সন্‌ জিজ্ঞেস করে।

"মনে হ'ল যেন একটা চিৎকার শুনলাম", ম্যারীর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে ওঠে।

"তা'হলে শুনেছো?" ক্যাটি বলে। "এসো, ভেতরে এসো, সব বলছি। এই দেখো ভা'লেটকে, দেখলে মনে হবে এখুনি বুঝি মূর্ছা যাবে। তা'তে অবাক্‌ হবারও কিছু নেই। কী রকম আঘাতটা পেয়েছে! আমরা লোকটার সঙ্গে কী ভালো ব্যবহার না করলুম, আর কেমন ভদ্দরলোকটির মতোই না তা'র চেহারাখানা। কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া মনের কথা ত কেউ জানেন না।"

"ব্যাপারটা কী?" ফেটে পড়ে উইলিয়ম্‌। "কোনও খদ্দের আছে না-কি এখানে আজ রাত্রে? তোমাদের কোনও ক্ষতি করেছে কি? দাঁড়াও, দেখছি আমি। ব্যাপারটা কি শুধু বল।"

"ব'সো, ব'সো। আমি চা করি, চা খেয়ে সবাই একটু তাজা হই। ভা'লেট, ওদের সব বলো, হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকোনা। ব্যাপারটা হচ্ছে পাখীটাকে নিয়ে। বুল্‌বুল্‌টা খোওয়া গেছে! আর দেখো আমি সেদিন রাত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কোট ইস্ত্রি ক'রে দিলুম, খুলে দি'লে প্যাণ্টটাও ক'রে দিতুম। ওঃ, এখন একবার পেলে আমি হিঁচ্‌কেটা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে

দিতুম ব্যাটার। বলো, ভা'লেট, এদের সব বলো। আমি কেৎলীটা চাপিয়ে দি'।"

ভায়োলেট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর তা'র চোখ দিয়ে হুহু ক'রে জল ঝরে।

"যতদূর আমরা জানি সব বলছি আপনাদের", ভায়োলেট বলে। "আপনাদের এখানে আসাতে খুব ভালো লাগছে। হয়ত আমাদের কর্তব্য কী, আপনারা ব'লে দিতে পারবেন।" চেয়ারে বসতে বলে ভায়োলেট ওঁদের দুজনকে এবং তারপর রাতের অতিথি শ্রীযুক্ত স্মিথ্ সম্বন্ধে সংক্ষেপে অবহিত করে ওঁদের।

"আমার মনে আছে পাখীর গান শুনে ভদ্রলোক কেমন চুপ হয়ে গেছলেন এবং তারপর শুয়ে পড়েছিলেন। পরদিন সকালেও যাবার খুব তাড়া ছিল তাঁর, যদিও ক্যাটি তাঁকে প্রাতরাশ পর্যন্ত আটকে রেখেছিল। ভদ্রলোকের আলাপ ব্যবহার যে কী সুন্দর! এই ত' মাত্র তিন রাত্রি আগেকার কথা আর আজকে পাখীটা বার করতে এসে—দেখি সেটা লোপাট হয়েছে। বড় ইচ্ছে করছিল হঠাৎ একটু শুনব পাখীটার গান।"

"ভালো ক'রে দেখেছো নিশ্চয়?"

"যেখানটায় আমরা চিরদিন রেখে এসেছি, ঠিক সেখানেই পাখীটাকে রেখেছিলাম, আর এখন সেখানে নেই। দেখতেই পাচ্ছেন আমি সমস্ত শেল্‌ফটাই তোলপাড় ক'রে দেখেছি।"

"ব্যাপারটা মোটেই সুবিধার নয়" উইলিয়ম বলে।

"নিশ্চয়ই লোকটাকে ধরার উপায় আছে।" ম্যারী উত্তেজিত ভাবে জানায়। "ওঃ, কী নীচতা, কী শয়তানি—গভীর রাত্রে যখন তুমি আর ক্যাটি ঘুমিয়ে পড়েছ, তখন চোরের মতন সিঁড়ি দিয়ে নামা আর পাখীটা চুরি-করা! সারা শহর ব্যাপারটা নিয়ে বিচলিত বোধ করবে, একথা জেনে রেখো। প্রায় সকলেই দেখেছে এবং শুনেছে তোমার গান-করা পাখীটাকে, বছরের পর বছর কতো লোককে তা'রা এখানে নিয়ে এসেছে আর তুমি দেখিয়েছো সবাইকে। আর, ইস্কুলের যতো ছেলেমেয়ে সকলেই দেখেছে। তাদেরও তুমি কেমন দেখার সুযোগ দিয়েছ......"

গম্ভীর পুরুষালি গমকে উইলিয়ম্ ব'লে ওঠে, "এখন দেখো কর্তব্য হচ্ছে লোকটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। নামটা বললে স্মিথ, তা-ই না?"

"হ্যাঁ।"

"শুধু উপাধিটাই বলেছিল!"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের একটা খাতা রাখা উচিত, সেই খাতায় প্রত্যেকে সই করবে। যেমনটা হোটেলে থাকে। কোথা থেকে এসেছিল লোকটা?"

"তা আমরা জানি না।"

"যাচ্ছিলই বা কোথায়?"

"সেকথা কিছু বলেনি।"

"সর্বনাশ! ধরা ত' রীতিমতো শক্ত হবে। শোনো, ভা'লেট সকালে তোমাকে একবার জমিদারের কাছে যেতেই হবে। মনে হয় আইনের আশ্রয় নিতে হবে। অবশ্য, আমার যা করবার তা আমি করবো। লোকটা কি শহরের দিকে গেছল, না, সেতু পেরিয়ে উল্টো পথে?"

"তা' পর্যন্ত দেখিনি" সখেদে জানায় ভায়োলেট। "অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে এসে ঢুকেছিল। সকালে যাবার সময় অনেকটা জোর করেই পাঁচ-ডলার দেবার জন্যে আমি ও ক্যাটি এমনই উত্তেজিত বোধ করেছিলুম যে চলে-যাওয়াটা লক্ষ্যই করি নি।"

"একেবারে সর্বনাশ!" উইলিয়ম্ আবার বলে। কথার ঝাঁঝে যেন ফুটে ওঠে তা'র ক্ষোভের প্রচণ্ডতা। "একটা উকিল কি একটা গোয়েন্দা দরকার। আচ্ছা, শহরের আদালতে তোমার বাবার বন্ধু—ও-ভদ্রলোকের কী নাম যেন?"

"শ্রীযুক্ত হান্ট্‌লী। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু আগে আমি জমিদার হেন্‌ড্রিকের সঙ্গে দেখা করব, কাল সকালে। মনে হচ্ছে যে উদ্ধারের কোনও আশাই নেই।"

চা নিয়ে এসে ঢোকে ক্যাটি। "আরে না, না। আশা নেই কখনই হতে পারে না", সে বলে। "এইরকমের একটা কাজ চাপা থাকবে না। এখন আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে সেদিন রাত্রিতে একবার আমার ঘুম ভেঙেছিল, তখন সিঁড়িতে মচ্‌মচ্‌ শব্দ শুনেছিলুম। কিন্তু আমি খেয়াল করি নি, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ম্যারী, এই নাও চা খাও; উইলিয়ম্, তুমি ক'খানা বিস্কুট নিয়ে খাও।"

"খেতে আর পা'রব না, ক্যাটি। পেট একদম ঠাসা। জানোত' অ্যান্‌ড্রুর বউ কী রকমটা খাওয়ায় আমাদের।"

"আরে, চালাও। পেট ফাটে ফাটুক, কিন্তু সুখাদ্য ফেলো না। এখন শোনো, ভা'লেট: আমি ঠিক এক্ষুনি ভাবছিলাম আমাদের জমানো টাকার কথা। আমি এ্যাদ্দিন বড় নীল চিনির ভাঁড়েতে রাখছিলুম টাকাগুলো,—রান্নাঘরে ঐ যে ভাঁড়টা প'ড়ে রয়েছে। এখন ভাবছি পাত্রটা ত' আমরা ব্যবহার করি না—কাজেই ওভাবে রাখাটা বিপজ্জনকই। ব্যাঙ্কেই রাখতে হবে।"

"তোমরা কি টুরিস্ট্‌দের আস্তানা দেবে এরপরও?" ব্যস্তভাবে ম্যারী জিগ্যেস করে।

ভায়োলেট ইতস্ততঃ করে, কিন্তু ক্যাটি জবাব দেয়, "সে বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে আমাদের। তবে মিঃ স্মিথ লোকটা চোর বলেই প্রত্যেককেই যে খারাপ ভাবতে হবে তা ত' নয়। সন্দেহ নেই যে টাকা-উপায়ের পথ হিসাবে সহজ পথই এটা।" সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ক্যাটি। "এরপর যে আসবে, তা'কে আমি বাজিয়ে নোব। ওপরের হলঘরে আমি সারারাত বসে থেকে চোখ রা'খব তা'র ঘরের দরজায়।"

"আমি ব'লব নিরাপদ মোটেই নয় ব্যবস্থাটা। তোমরা দুটি একা মেয়েমানুষ। ঘরে তু'লছ এনে রাস্তার লোকদের—সব ব্যাটাছেলে!" জিভ্‌ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নেয় উইলিয়ম, "দেখো, ফলাও ক'রে আর কী ব'লব,—তবে, তেমন একটা কিছু যে ঘটবে না কখনও, কে বলতে পারে?"

"আমি বুঝতে পারছি না আমি কী ক'রে দেখতে পেলুম না ঐ লোকটার গাড়ী-চেপে চ'লে-যাওয়াটা", ম্যারী বলে। "এমনকি বাসন ধুতে-ধুতেও এক একবার আমি বেরিয়ে এসে বাড়ীর সামনেটা দেখি, দেখি মানে দেখার মতো কোনও কিছু আছে কিনা দেখে যাই। অথচ, দেখো, কেমন আমার চোখকে ফাঁকি দি'ল! দেখলে এখন তোমাদের উপকারে আসতুম।"

আবার একদফা পুনরাবৃত্তি হ'ল যা-যা ঘটেছে। উইলিয়ম ব'লল: "যাক্‌ রাত অনেক হয়েছে। ভায়োলেটেরও খুব ঘুম পাচ্ছে, মনে হয়। সকালে তুমি জমিদারের ওখানে যেয়ো ভায়োলেট। আমি খোঁজ নি' কেউ ঐ মোটর গাড়ীখানাকে দেখেছে কি-না। ক'টা নাগাদ লোকটা এখান থেকে গেছল?"

"ঠিক সাড়ে সাতটা, আমি ঘড়ি দেখেছিলুম। ভোরবেলাই ওর ঘরে শব্দ-সাড়া শুনতে পেয়েছিলুম, তাই সাতটার মধ্যেই প্রাতরাশ এনে টেবিলে রেখে দিয়েছিলুম", ক্যাটি বলে।

"আমিও কথাটা সর্বত্র রটিয়ে দোব", বেশ খুশী মনে ম্যারী জানায়। "যতো বেশী লোকে জানবে ততোই ভালো। কেউ হয়ত কিছু-বা দেখেও থাকবে। সকালের দিকে আমিও জমিদারের ওখানে যা'ব, দেখি উনি কী বলেন। আর দেখো ভা'লেট, তুমি বাছা বেশী দুশ্চিন্তা করো না। আরো খারাপ কিছু ঘটতে পা'রত।"

"আরো খারাপ আর কী-হবে!" ভায়োলেট বলে। "আপনাদের ধন্যবাদ। আপনারা দুজন এসেছিলেন ব'লে ভালো লাগল।"

নিদারুণ অবসাদে এলিয়ে পড়ে তরুণী ভায়োলেট। ক্যাটির বাতি নিভিয়ে দেওয়া পর্যন্তও অপেক্ষা করে না সে। সাইমনকে ( যিনি জ্যাক্‌সন দম্পতীর প্রবেশকালে সুড়সুড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলেন ) বা'র ক'রে দেয় ক্যাটি আর দরজায় ভালোভাবে তালা লাগিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে ভায়োলেট। নিঃসাড় হাতে জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঘুম কিন্তু আসে না। বুল্‌বুল্‌-হারানোর দুঃখ নিদারুণ ভাবে তাকে পীড়িত করে। বড নির্জন মনে হয় নিজেকে। মা, বাবা ত' চ'লে গেছেন বহুদিন, আর এখন চ'লে গেল পাখীটাও, যাকে এতকাল আনন্দ-দানের এক আশ্চর্য সম্পদ ব'লে সে জেনে এসেছে, যেটাকে কিছুকাল-যাবৎ তার মনে হয়েছে অনাগত প্রেমের এক প্রতিশ্রুতি। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনও দুর্লভ ও মূল্যবান জিনিস হারানো এমনিতেই দুঃখজনক আর অধিকতর গভীর দুঃখের কারণ পাখীটা ছিল তা'র কাছে মূর্তিমতী সৌন্দর্য, আর ছিল আশার লুপ্ত প্রতীক।

একাকী ভায়োলেট শুয়ে শুয়ে হেনরীর কথা ভাবে। হেনরীও চ'লে গেছে। কিন্তু সে যদি আগেরই মতন থা'কত, তবু দুঃখের এই অন্তর্দাহে ভায়োলেট তা'কে অংশীদার হিসাবে নিতে পা'রত না। অনেক দিন আগে সে যখন প্রথমবার হেনরীকে বুল্‌বুল্‌টি দেখিয়েছিল তখন সাড়া না-পেয়ে হতাশ ভায়োলেটকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসতে হয়েছিল, একথা তা'র মনে আছে। যে কারণেই হোক, শিশুর চোখ দিয়ে হেনরী দেখেনি সেটাকে। তখন সে

নিরীক্ষণ ক'রে দেখেছিল ছোট্ট-ছোট্ট ডানাদুটোর পত্‌পত্‌-করা আর কি ভাবে বেরিয়ে আসছে গানটা।

রহস্য-খেলনার ভোজবাজী শেষ হ'লে সে কেবল বলেছিল, "বাঃরে! জব্বর কায়দা খেলেছে ত'! তুমি বোধহয় অবাক হচ্ছ যে কী ক'রে সব হচ্ছে? ওঃ, তোমরা যদি এটা বিক্রি করো ত' বেশ দু'পয়সা দাম পাবে।"

ভায়োলেট জানিয়েছিল, "না, বিক্রি করব না আমরা।" বইগুলোর পেছনে রেখে দিয়েছিল বাক্সটা, পুনর্বার গান ক'রতে দেয়নি পাখীটাকে।

যতোই ভাবে ভায়োলেট, তা'র সে মুহূর্তে এই কথাই মনে হয় যে, না—ভুল সে মোটেই করেনি হেনরীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে। কিন্তু হায়, কেমন ক'রে কতোকাল ধ'রে একা-একা সে তার এই বিস্বাদ নৈঃসঙ্গ নিয়ে বাঁচবে? তা'র হৃদয়ে চিহ্ন এঁকেছিল এক আকস্মিক ক্ষত। যেন কোনও সরলচিত্ত নির্ভরশীল শিশুকে কেউ নিতান্ত অহেতুক একটা ঘুঁষি মেরেছে। শ্রীযুক্ত স্মিথের প্রতি কতো না সদয় ব্যবহারই তারা করেছিল। তাদের আতিথ্যের সবটুকু তা'রা দিয়েছিল তাঁকে আর পরিবর্তে তিনি এতোবড অপরাধটি করলেন।

অবশেষে ভায়োলেট ঘুমিয়ে পড়ে একেবারে শেষ রাত্রে, যখন ভোরের পাখীরা ডাকতে শুরু করেছে।

পরদিন সকালে ক্যাটিকে যথেষ্ট কর্মতৎপর দেখা যায়। ভায়োলেটের ক্ষুধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গরম বিস্কুট তৈরী করেছিল সে এবং পাশে ব'সে থেকে তা'কে সেগুলি খাওয়ায়। খাওয়ার সময়ে ভায়োলেটকে শুনতে হয় ব্যাপারটি সম্বন্ধে ক্যাটির মতামত।

"আমি জমিদারকে একটু ব'লে এসেছি, যাতে তুমি গেলেই তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়। আমি খালি বলেছি যে আমাদের জিনিস চুরি গেছে। তুমিই সবিস্তারে ঘটনাটা বলবে তাঁকে। আবার দেখোগে হয়ত ফোন ক'রে একঘণ্টা আগেই ম্যারী জ্যাক্‌সন্‌ তাঁকে সব ব'লে ব'সে আছে! দুপুরের আগে ঘটনাটার কথা এ শহরে ও শহরতলীতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য এক্ষেত্রেই শুধু ম্যারীর ঢাক-পিটোনতে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই। যতো বেশী জানাজানি হয় ততই ভালো। নাও, আরেকখানা বিস্কুট খেয়ে ফেলো ত', মধু মাখিয়ে খাও। খেলে ভালো হবে।"

ভায়োলেট হাসে। "ক্যাটি, খেলেই সব রোগ সেরে যায় এই বোধ হয় তোমার ধারণা ?"

"আরে, বাপু, লোকে কথায় বলে ভালো খাওয়া আর ধর্মচর্চা কারোর ক্ষতি করে না। আর শোনো, আমার মতে তোমার আজ বিকেলেই হ্যারিস্‌ভিলে যাওয়া উচিত, গিয়ে দেখা করা উচিত শ্রীযুক্ত হান্ট্‌লীর সঙ্গে। তাঁর যদি মনে হয় গোয়েন্দা লাগানোর প্রয়োজন, তাহ'লে গোয়েন্দা কীভাবে পাওয়া যাবে তা' তিনিই বাৎলে দেবেন। তোমাকে আমি গাড়ী ক'রে নিয়ে যাবো। এ ঘটনার পর তোমাকে একলা পথে ছাড়তে আর আমার সাহস হচ্ছে না।

"আমাকে বোধহয় কেউ চুরি করবে না", ভায়োলেট হেসে বলে। "কিম্বা, প্রিন্সকেও। এখন যাই জমিদার হেন্‌ড্রিকের কাছে, দেখি তিনি কী পরামর্শ দেন।"

প্রধান সড়কের শেষের দিকে হেন্‌ড্রিকদের প্রকাণ্ড শাদা বাড়ী। ছাদের ও সামনের ঝুলবারান্দার নীচে কার্নিশময় হাওয়া-খেলবার জন্য ঢালোয়া জাফরির কাজ। বহু বৎসর পূর্বে জমিদারের নববিবাহিতা বধূর মনোরঞ্জনার্থে ঐ কারুকার্যের সৃষ্টি। অল্প বয়সে জমিদার-পত্নীর মৃত্যু ঘটে এবং তদবধি তিনি বিপত্নীক জীবনযাপন ক'রে আসছেন। এই বাড়ীতে তিনি আর তাঁর গৃহস্থালী দেখাশুনা করেন তাঁর বোন শ্রীমতী অ্যান্। জমিদার হেন্‌ড্রিকের চেহারাটি যেমন সুন্দর মনটাও তেমন সদয়; গাঁয়ের লোকের চোখে তিনি ধনবানও বটে। টাকার জন্য তাঁকে তাঁর আইন সংক্রান্ত উপজীবিকার ওপর নির্ভর করতে হয় না, বেশ বড় একটি খামারের মালিক তিনি। গ্রামস্থ বিবাহযোগ্যা প্রায় সকল মেয়েই তাঁর চোখে পড়বার জন্য কোনও না কোন সময়ে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তাদের দিকে জমিদার নিরাবেগ সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতেন কিন্তু কখনই পথভ্রষ্ট হননি। জীবনে ভালোবেসেছিলেন তিনি কেবল একবার, একবারই মাত্র; আর তা'তেই তাঁর হৃদয় ও জীবনযাত্রা অপরিবর্তনীয় রূপ পরিগ্রহ করে।

জমিদার হেন্‌ড্রিক, তাঁর অফিস কক্ষে ব'সেন। তাঁর সুইভেল্ চেয়ারটি পেছন দিকে ঠেলে-দেওয়া, পিক্‌দানিটি হাতের নাগালের কাছে রাখা। গোড়া থেকেই তাঁর কথার সুরে প্রতীয়মান হয় যে ভায়োলেটের ক্ষতিকে খুব বড়-ব'লে তিনি মনে করেননি।

"বটে, অতিথি মশাই তোমার পাখীটি নিয়ে স'রে পড়লেন? টাকা কড়ি নেয় নি ত'? ম্যারী জ্যাক্সন্ বলছিলেন যে তোমাদের রান্নাঘরে বেশ কিছু টাকা ছিল, তাতে হাতও দেয়নি। বড় জোর বেঁচে গেছো বাছা।"

"কিন্তু, জমিদার হেন্ড্রিক, পাখীটা অতি দুর্লভ এক সম্পদ। দামটাই ওর সব নয়। আমার কাছে ওটা বহুমূল্য। ওটা ফিরে-পাবার জন্য যা-যা করণীয়, সবই করবো আমি।"

"জানি, জানি। সত্যিই একটা চমৎকার জিনিস। তোমার বাবা আমাকে একবার ওটা দেখিয়েছিলেন। আমি বলছিলাম কি জানো,—দুর্ঘটনাটা মেনে নিতেই হবে তোমাকে। ম্যারী জ্যাক্সন বললেন যে লোকটার নাম 'স্মিথ,' এ ছাড়া তা'র সম্বন্ধে আর কিছ্ছু জানো না তোমরা—।"

"না, আর কিছ্ছু জানি না", দম বন্ধ হয়ে আসে ভায়োলেটের।

"লোকটা কোথা থেকে এসেছিল, গেলই বা কোথায়—তোমরা জানো না। এতক্ষণে ও নিশ্চয় অনেকদূর চ'লে গেছে। আজ তিন দিন হ'ল ত'?"

"চারদিন।"

"দেখো, ভা'লেট, তোমাকে সাহায্য করতে আমি চাই। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে এইটে বুঝছি যে তোমার পক্ষে সব চাইতে ভালো হচ্ছে ব্যাপারটা একেবারে ভুলে যাওয়া। লোকটার সম্বন্ধে যখন কিছুই জানো না, এগোন যাবে কী ক'রে? এ যেন অনেকটা কোন অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে কালো বিড়ালটাকে ধ'রতে যাওয়া—যে-বেড়ালটা আসলে সেখানে নেই।"

"এই কি আপনার শেষ কথা, জমিদার মশাই?"

"আর কী ব'লব, বলো? যাক্, এই নিয়ে অযথা তুমি কষ্ট পেয়ো না। জিনিসটা সত্যই খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু ভেবে করবে কী। অনেক বড বিপদওতো মানুষের ঘটে থাকে।"

জমিদার উঠে দাঁড়ান। "তুমি এসে ভালই করেছ। তোমার বাবার কথা এখনো আমার মনে পড়ে। আমাদের দুজনে কতো ঠাট্টা-তামাসা চ'লত! আচ্ছা, আমার কিছু করার থাকলে আবার এসো।"

উল্টো পথে বাড়ী ফেরে ভায়োলেট। প্রধান সড়ক দিয়ে গেলে অনেক জায়গায় থামতে হবে। বাড়ীতে দেখে ম্যারী জ্যাক্সন রান্নাঘরে ক্যাটির কাছে ব'সে তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত খবরাখবর বাৎলাচ্ছেন। সাড়ে সাতটায় কয়েক

মিনিট পর একটা গাড়ীকে সেতুর দিকে যেতে দেখেছিল 'জেনারেল স্টোর'-এর বিল হকিন্স্। সময়টা তা'র মনে আছে, কারণ তখন সে সবে দোকান খুলছে। কিন্তু কামার উইলিয়মস্ ঐ সময়েই একটা গাড়ীকে পাহারাদারদের ঘর পেরিয়ে শহরের দিকে যেতেও দেখেছেন। সুতরাং দু'জনের বিবরণ থেকে কোন সিদ্ধান্তেই পৌছানো যায় না।

"এখন প্রশ্নটা হচ্ছে", ম্যারী ব'লতে থাকে, "ঐ দুটো গাড়ীর মধ্যে কোনটা তোমাদের স্মিথের? যেটা পূবদিকে গেলো সেটা, না, যেটা পশ্চিম দিকে গেলো, সেটা। তা বোধ হয় কখনই জানা যাবে না। এ রহস্যের মীমাংসা হবে না। কিন্তু সারা শহরের টনক নড়েছে। প্রত্যেকেই খুব বিচলিত—এমনটা বহুদিন দেখিনি। তবে একটা কথা সকলেই বলছে—তোমরা আর অপরিচিত লোকদের বাড়ীতে ঠাঁই দিয়ো না।"

"আরে দূর!" ক্যাটির লোলুপ চোখ দুটো যেন জ্ব'লে ওঠে, "ও ব্যাপারটা হ'ল আমাদের ব্যবসার কথা,—লোকে বলবে কী?"

"কিন্তু কাল রাত্রে উইলিয়ম্ যে কথা বলছিল,—পুরুষ লোক এখানে আনা নিরাপদ নয়। বলা কি যায়? চোর একটা এসে ঢুকেছিল, এখন হয়ত এলো ধরো একটা……। ভেবেই দেখো-না, ভায়োলেট একটা বয়স্থা মেয়ে, আর এমনকি তুমিও……"

"আমিও কী? বোধ-করি আমার দিকে কারো নজর পড়বে না।"

"তুমিও মেয়েলোক ত' বটে", ম্যারী মন্তব্য করে।

"আচ্ছা! বেশ ত' কেউ একবার সেটা আমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে দেখুক না।" ক্যাটি ঝাঁঝালোভাবে বলে। "জমিদার কী বললেন, ভা'লেট?"

"কিছুই না। তাঁর মতে কোনও আশা নেই। তিনি বললেন যে এগোনর মতো কিছুই আমাদের জানা নেই।"

"লোকটা অপদার্থ", ক্যাটি বলে, "আরে, বিশ্বাস নিয়ে কিছুদূর ত' আমরা এগোতে পারি, তারপর কোনও হদিশ মিলে যাবে। সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে চলো আজকে হ্যারিস্‌ভিলে গিয়ে শ্রীযুক্ত হান্ট্‌লীর সঙ্গে দেখা করিগে। জমিদারের দৌড় বড়জোর একটা চোরাই মাল ধরা বা কোনও বেজন্মা বাচ্চার পাত্তা-লাগানো; আর, এটা হচ্ছে ডাকাতি! উকিলের দরকার।"

"শূয়োরের মাংস খানিকটা তোমাদের দিয়ে যাই—সঙ্গে রেখেছি।" ম্যারী বলে, "কালকে-করা কয়েকটা কেকও প'ড়ে আছে। সত্যি, কিছু করতে আমি চাই তোমাদের জন্যে—যাই হোক কিছু। কখনও জানিনি বাড়ী থেকে কোনও জিনিস চুরি-যাওয়াটা কীরকম। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে।"

অবশেষে ওরা বেরিয়ে পড়ে। অস্থির ভায়োলেটকে ক্যাটি কিছুতেই গাড়ী চালাতে দেয় না। ক্যাটিই চালাচ্ছিল। প্রধান সড়ক দিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে গাড়ীটা। পোস্ট অফিস তথা ওষুধের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় শ্রীযুক্ত গর্ডন গাড়ীটার কাছে দৌড়ে আসেন। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

"কোনও কিছু খোঁজ মি'লল লোকটার ?" উদ্বিগ্নভাবে জিগ্যেস করলেন তিনি।

"কিছু ছুটি নয়", ক্যাটি জবাব দি'ল, "আমরা শ্রীযুক্ত হাণ্ট্লীর সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।"

"ভালো করছ। উনি কাজের লোক। সত্যই আমি খুব কষ্ট পেয়েছি ব্যাপারটাতে। এখনও আমার মনে আছে, ভায়োলেট, অনেক বছর আগে যখন আমার স্ত্রীর অসুখ করেছিল তখন তোমার মা ঐ পাখীটা এনে তা'কে শুনিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী বলত পাখীটা আনার পর থেকেই সে ভালো হ'য়ে উঠতে থাকে। তা'র আগে ওর মনটা বড় ভেঙ্গে গেছল। যাক্, তোমাদের আশা সফল হোক এই কামনা ক'রি।"

স্কুল-শিক্ষকের গৃহিণী শ্রীযুক্তা উইল্‌সন্ কিছুদূরেই রাস্তা পেরোচ্ছেন, ওদের দেখে কথা বলার জন্য দাঁড়ান তিনি।

"বুলবুল্‌টার কথা এই শুনলাম, শুনে খুবই কষ্ট পেলাম। একটা কথা কখনও কাউকে বলিনি এর আগে ; তোমাকে আর ক্যাটিকে আজ বলছি। আমার মেয়ে লুইজের রিচার্ডের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় পাঁচ বছর আগে ফ্যান্‌শর সেই বিরাট মিলনী-সভায়। জানোই ত' শহুরে লোকেদের কীরকম ভীড় সেখানে। রিচার্ড লুইজ্‌কে বলেছিল সে এক শনিবার ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ওরা দুজনেই আসলে খুব লাজুক। যখন রিচার্ড এলো, দেখি যে চুপচাপ ব'সে রয়েছে দুজনে, কারোর মুখে কথা নেই। আমি দেখলাম

গতিক সুবিধের নয়, তাই লুইজ্‌কে বললাম, 'আচ্ছা, রিচার্ডকে নিয়ে তুমি একবার কার্পেণ্টারদের ওখানে যাচ্ছ না কেন? বুল্‌বুল্‌টা দেখেশুনে আসুক ও।' লুইজ্‌ সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল এবং ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়েছিল। যখন ফিরে এল, তখন দেখি দুজনের মুখে কথার খৈ ফুটেছে! নিত্য আসত রিচার্ড তারপর থেকে যতদিন না ওদের বিয়ে হয়। অনেকদিন আমি ওদের সেই প্রথম দিনটার কথা ভেবেছি। যদি সেদিন ও বিরক্ত বোধ করত,—লুইজ্‌কে বুঝতে না পারতো···কী হ'ত বলা যায় না। শুরুতে অমন সব ছোট ছোট জিনিসেই কিন্তু ঘটনার মোড় ফেরে।"

যেখানটায় ঢাকা-দেওয়া সেতুটার দিকে ঢালু হ'য়ে নামতে শুরু করেছে প্রধান সড়ক সেখানে 'জেনারেল স্টোর'-এর কাঠের সিঁড়ির ওপর ব'সে রোদ পোহাচ্ছেন তিনজন লোক। প্রিন্সকে দেখে চিনতে পারা মাত্র একজোটে তিনজনে রাস্তার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। এঁদের একজন ছিলেন কিম্‌হার্ট, ভেতরে কেনাকাটায় ব্যস্ত স্ত্রীব জন্যে অপেক্ষা করছেন; আর একজন, হার্ভে বস্‌টিগ্‌ যিনি কিছুদিন হ'ল প্লুরিসি থেকে ভুগে উঠেছেন; এবং আরেকজন, হ্যাপি নিউটন, অবাধ অবকাশে যাঁর সারাদিন কেটে যেত। তাঁর প্যাণ্টে তেলচিটে ছোপটা বেশ বিস্তৃত, মোটা কাপড়ের সার্টটা চিবানো দোক্তার দাগে ভর্তি আর প্যাণ্টেব ঢিলে-হওয়া গ্যালিস্‌টা মেরামত করা। তিনিই প্রথম গাড়ীর কাছে এসে পৌছান।

"তোমাদের আসতে দেখার আগে আমি কী বলছিলুম জানো, ভা'লেট? বলছিলুম যদি ঐ চোর ব্যাটাকে একবার দেখতে পাই, তাহ'লে তাকে আমি খরগোসের মতো গুলি করে মারবো। হুঁ, এই হচ্ছে আমার কথা।"

"না, না, শ্রীযুক্ত নিউটন ও কথা বলবেন না", ভায়োলেট বলে।

"খালি খুন-জখমটাই বাদ দোব আমরা", শুষ্ক কণ্ঠে ক্যাটি বলে, "তবে এখন চলেছি হ্যারিসভিলে—আইনের আশ্রয় নিতে। তবে যদি আদৌ এখান থেকে যাত্রা করতে পারি।"

"অবশ্য, অবশ্য" কিম্‌হার্ট জানান। "যাক্‌, আমরা আর আপনাদের দেরী করিয়ে দোব না। শুধু জানতে চাইছিলাম কোন খবর পেয়েছেন কিনা। সরো, স'রে যাও হ্যাপি, ওঁদের যেতে দাও।"

হ্যাপি কিন্তু তখনো গাড়ীটা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

"পাখীটার সম্বন্ধে আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই : অনেকদিনই ওটার কথা আমি শুনেছি, কিন্তু কখনও চোখে দেখবো ভাবিনি। তারপর একদিন হ'ল কি,—পেটে বেশ খানিকটা মদ ঢোকার পর, চ'লে গেলুম আমি সোজা তোমাদের বাড়ী ভা'লেট, আর তোমার বাবাকে বললুম 'আচ্ছা, শহরের অন্য সকলের মত আপনার বুলবুলের গান আমিও কি শুনতে পারি না ?' উনি বললেন 'না-পাবার কোনও কারণ নেই, ভেতরে আসুন।' আর তারপর কি দেখা আর বাকী থাকে! ওঃ, ওরকম অত্যাশ্চর্য জিনিস আমি কখনও দেখিনি। আচ্ছা, এবার তোমরা এসো,—তোমাদের কাজ সফল হোক।"

গাড়ী চলতে শুরু করে, ক্যাটি চাবুকটা তুলে নেয়।

"ঐ দেখো, অ্যান্ড্রু জ্যাক্সনের বউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও যদি একবার দেখতে পায়, তাহ'লে বাড়ীই ফিরে যেতে হবে আমাদের।"

পাহাড়ের কাছাকাছি এসে সজোরে ক্যাটি কশাঘাত করে নিরুদ্বেগ প্রিন্সের প্রশস্ত পশ্চাদ্ভাগে। বিস্মিত প্রিন্স লাফিয়ে ওঠে লাগাম ছিঁড়ে ছুটে যেতে চায় আর সবেগে গাড়ীটা হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে যায় সেতুর ওপর দিয়ে। একেবারে অর্ধেক সেতু পার হ'য়ে তবে প্রিন্সের খাড়া কান দুটো নামে, টেনে-ধরা রাশের বাঁধন মেনে নেয় সে।

"আহা, বেচারা প্রিন্স", ভায়োলেট বলে, "ওকে ত' কখনও এরকম চাবকানো হয় না।"

"মিলি জ্যাক্সন্‌কে পেরিয়ে না-গিয়ে উপায় ছিল না", গম্ভীরভাবে ক্যাটি জানায়, "এখন চলুক না ঢিমে তালে।"

দুপাশে ঢেউ-খেলানো মাঠ, মাঠের পর মাঠ যেন মে-মাসের মিষ্টি রোদে ছড়িয়ে পড়ছে। ভায়োলেট দেখতে থাকে। বনজঙ্গল কোথাও সবুজ, কোথাও বাদামী, কোথাও বা কুঁড়িতে-ভরা। ছোট ছোট নদী, জলে সামান্য স্রোত। ভেড়ার দল চলেছে, সঙ্গে তাদের বাচ্চাগুলো। লাঙল দিচ্ছে চাষীরা। সব মিলে অপূর্ব এক নিসর্গ সৌন্দর্যে চোখ ভ'রে দেয় তার। একটার পর একটা ক্ষেত ফেলে এগোতে থাকে ভায়োলেটের গাড়ী, আর সে ভাবতে থাকে তা'র পাঠানো কবিতাগুলির কথা। 'হ্যাভারশ্যাম্ এণ্ড হিল্'-এর দপ্তরে গিয়ে কি পৌঁচেছে কবিতাগুলো? পড়া হবে কবে সেগুলো? কে পড়বে? খুব শীঘ্রই কি ফিরে আসবে সেগুলো সঙ্গে পাঠানো খামে ক'রে? করুণ কিন্তু অতি-

সম্ভাব্য এক পরিস্থিতি কল্পনা ক'রে সে নিজেই একটা খাম সঙ্গে পাঠিয়েছে। মুখস্থ অবশ্য আছে তা'র সব ক'টা কবিতা। মনে মনে আবৃত্তি করতে থাকে সে কবিতাগুলো যাতে ক্ষতির প্রসঙ্গটা ভুলে থাকা যায়। পাহাড়ে রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ীটা টেনে নিয়ে চলে প্রিন্স।

"কল্পিত প্রেম" কবিতা মনে আনতেই ভায়োলেট রাঙা হয়ে ওঠে। তা'র মনে হয় এই কবিতাটা পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ দিলেই ভাল হ'ত। এতে যেভাবে নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়েছে সে তা'তে তা'র লজ্জা করে। কথার মধ্য দিয়ে নিজেকে যেন বড় বেশী প্রকাশ করে ফেলেছে। বাবার উপদেশ মনে প'ড়ে যায় ভায়োলেটের: "যদি কবি হ'তে চাও, তবে তোমায় সৌন্দর্যকে দেখতে হবে স্থির, অকম্পিত দৃষ্টি নিয়ে। সৌন্দর্য থেকে স'রে গেলে হবে না, বেদনার দায়েও না। আর, সর্বোপরি সততা ও সাহস রাখতে হবে; মানবিক অনুভূতির প্রকাশে সম্পূর্ণ নির্ভীক হতে হবে।"

তা'রই চেষ্টা সে করেছে। বাবার স্মৃতি কাতর ক'রে তোলে ভায়োলেটকে। দুঃখের আঘাতে তা'র পরিণত মনের বোধ শক্তি এখন যেন আরো ধারালো হয়েছে, আর তাই স্বচ্ছভাবে সে বুঝতে পারে যে স্বর্গত পিতার মতো সে নিজেও এক বিশ্লিষ্ট জীবন যাপন করছে। একদিকে রয়েছে তা'র ভালো-লাগা গ্রাম্য জীবন। সে-জীবনের প্রিয়, পরিচিত ও দাবীহীন সৌজন্যে বাঁধা থেকে তা'র আনন্দের ও বেদনার, মিলনের ও বিচ্ছেদের অংশীদার হ'তে ভালই লাগত তার। সেই ছোট, সীমিত ও নিবিড় বিশ্বে একদঙ্গল যূথচারী আত্মার মাঝখানে সে জন্মেছিল; চিরদিনই তাদের একটি অংশ হয়ে সে থাকবে।

কিন্তু তবু প্রধান সড়কের এবড়োখেবড়ো পাথরের রাস্তা দিয়ে সে যখন হেঁটে যেত (সুপ্রভাত, শ্রীযুক্তা অ্যাবে, আপনার বাতটা কেমন? …সুপ্রভাত, শ্রীযুক্তা ভেল্। কীরকম ফলছে আপনার বাগানে? …হ্যাঁ, আমাদের লেটুস্‌গুলো বেশ বড় হয়েছে। কেমন আছেন, শ্রীযুক্ত গর্ডন? যে মাসেই দেখুন কী গরম পড়েছে।), যখন তা'র বাঁচা, চলাফেরা ও দৈহিক অস্তিত্ব নির্দিষ্ট থাকত লেডীকার্কে, তখন,—তখনও সে বাস ক'রত অপর এক জগতে। দূর তবু জীবন্ত, এক হিসেবে অনিরূপিত সেই মনোজগতে অমর আত্মারা থাকতেন তা'র সঙ্গে আলাপচারী, আর তা'র নিজের চিন্তাধারাও সেই মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করত।

তবু,—আবার মনে মনে বলে ভায়োলেট—তবু বইখানি যদি কখনও তা'র হয়, তা থেকে বাদ দেওয়াই উচিত ঐ কবিতাটি।

অবশেষে ছোট শহরটির জমকালো রূপ পরিস্ফুট হ'তে থাকে, দেখা যায় তা'র আদালত গৃহের সোনালী চূড়া। অল্প সময়ের মধ্যেই পাকা রাস্তার ওপর খটাখট্ শব্দে আঘাত করতে থাকে প্রিন্সের নাল-লাগানো খুর। শ্রীযুক্ত হাণ্ট্লীর অফিসে এসে পৌছে জাঁকজমক দেখে ক্যাটি খানিকটা ঘাবড়ে যায় এবং ভায়োলেটকে আগে যেতে বলে। শ্রীযুক্ত হাণ্ট্লী সহাস্য সম্ভাষণ জানান।

"আরে, শ্রীমতী ভায়োলেট যে, কী ব্যাপার! অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। সেই তোমার···।" থেমে যা'ন তিনি; দুজনেরই মনে পড়ে সেই ভয়ঙ্কর দিনটা, যা থেকে উক্ত সময় গণনা হচ্ছে।

"আর, ক্যাটি তুমি কেমন আছো?" তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করেন তিনি।

"খারাপ আছি বলতে পারি না", ক্যাটি জবাব দেয়।

ভায়োলেটের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন শ্রীযুক্ত হাণ্ট্লী। তাঁর প্রৌঢ় চোখ দুটো তরুণী ভায়োলেটকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে। ব'সতে বলেন তিনি ওদের।

"বাঃ, ভায়োলেট, তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! আশা করি কোনও রকম গণ্ডগোলে পড়ে এখানে আসোনি।"

ভায়োলেট ঝুঁকে পড়ে, তা'র উদ্বেগাকুল চোখ দুটো জলজ্বল করে।

"গণ্ডগোলেই যে পড়েছি আমরা, শ্রীযুক্ত হাণ্ট্লী। আচ্ছা, আমার মা বিয়েতে যে-একটা বুল্‌বুল্ পেয়েছিলেন সেটা কি কখনও আপনি দেখেছেন?"

"মাত্র একবার। আর কখনও তা ভুলিনি। অবিশ্বাস্য রকমেব সুন্দর জিনিস একটা!"

"সেটা আর নেই। চুরি গেছে সেটা।"

সম্পূর্ণ কাহিনীটি তাঁকে শোনায় ভায়োলেট। শোনবার সময় তিনি একটা আঙুল দিয়ে নাকের পাশটা ঘ'ষতে থাকেন। অনেক কাল আগে একদিন ভায়োলেটের বাবা 'গম' ও 'জই'-এ তাঁর টাকা-খাটানোর বৃত্তান্ত যখন ব্যক্ত করেছিলেন, তখনও শ্রীযুক্ত হাণ্ট্লী অমন করেছিলেন।

"উদ্ধার-করার নিশ্চয়ই কোনও পথ আছে। একবার শুধু বলুন যে কিছু একটা ব্যবস্থা আপনি করতে পারবেনই।"

শ্রীযুক্ত হার্ট্‌লী চুপ ক'রে থাকেন। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপর শান্তভাবে বলেন—

"শোনো ভায়োলেট, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে যা কিছু দরকার সব আমি করতে প্রস্তুত, কিন্তু এমন একটা কাজ তুমি দিলে যা প্রায় অসম্ভব। কোনও গোয়েন্দা কিছু পারবে না, কারণ এই স্মিথ যে কোথায়—পূবদিকে গেছে না পশ্চিমে—তা অবধি আমরা জানি না। শুধু এইটুকুই করা যায় যে……"

"বলুন, বলুন"—ভায়োলেট ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

"পিট্‌স্‌বার্গ ও ফিলাডেলফিয়ার সংবাদপত্রে আমি এই হারানোর সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞাপন দেবো। এমনকি চিকাগো ও ন্যুইয়র্কের সংবাদপত্রেও। পিট্‌স্‌বার্গের একজন পুলিশ কর্মচারীকে আমি চিনি, তাকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবো, নানা কারণে বাঁধা-বন্ধক দেবার দোকানগুলোর ওপর তা'কে নজর রাখতে হয়। কিন্তু এছাড়া আর যে কী করবো তা' ত' বুঝছি না। লোকটাকে পুরোনো শৌখিন জিনিসের অনুরাগী ব'লে মনে হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, বিশেষভাবে।"

"হুম্। অর্থাৎ, সখের জন্যেই সে ওটা চুরি করেছে, বিক্রি করবে ব'লে নয়। এবং তাহ'লে ধরা তা'কে আরো শক্ত। যাক্, ভায়োলেট, যতখানি আমার ক্ষমতায় আছে, তা আমি করবোই। শুনে খুব আশ্বাস পা'চ্ছ না বটে, কিন্তু আমার ওপর এটুকু আস্থা রেখো।"

"খরচা হবে কি খুব?" আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে ভায়োলেট জিগ্যেস করে।

শ্রীযুক্ত হার্ট্‌লী ভায়োলেটের দিকে তাকান। ভেবে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল যে অমন সুন্দর রূপ আর উদার মন নিয়ে এই তরুণী মেয়েটি প'ড়ে আছে লেডী-কার্কের মতো এক গণ্ডগ্রামে। বেচারীকে হয়ত সারা জীবনই স্কুল-মাস্টারি করতে হবে, কিম্বা, হয়ত ওখানকার এমন কোনও একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে যে……

"আপনি যদি আগাম কিছু দিতে বলেন", ক্যাটি ব'লে ফেলে। বড়, আধময়লা থলিটা টিপে দেখে সে, "এর মধ্যে কিছু টাকা আছে। আমাদের হোটেল থেকে রোজগার করা। ডাকাতির পর আর বাড়ীতে রেখে আসাটা উচিত মনে করি নি।"

"না" দৃঢ়ভাবে শ্রীযুক্ত হার্ট্‌লী জানান। "ধন্যবাদ, কিন্তু এখন কিছু

লাগবে না। দেখা যাক্‌ কিছু ফল হয় কি-না। তবে যা-ই হোক, খরচা অতি সামান্যই লাগবে।"

ভায়োলেট উঠে দাঁড়ায়, করমর্দনের জন্ম হাত বাড়ায়।

"ওঃ, আপনাকে বিস্তারিত সব বলে অনেকটা স্বস্তি পাচ্ছি", সে বলে, "আর, এখন থেকে আশা আমি ছাড়বো না কখনও।"

"ঠিক কথা", শ্রীযুক্ত হাণ্টলী বলেন। "অনেককাল বেঁচে রয়েছি, অনেক অদ্ভুত জিনিস ঘটতে দেখেছি—তাই জানি সব কিছুরই আশা থাকে। আশা করো, কিন্তু সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত বোধ করো না। ফললাভের নিশ্চয়তা যাদের নেই তা'রাই ভাগ্যবান, কারণ হতাশ তা'রা কখনও হবে না।"

ভায়োলেট হাসে এবং আবার করমর্দন করে। "তা-ই করবো আমি" সে বলে, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। যদি কখনও দরকার পড়ে, আমাকে ডাকবেন—মানে, যদি কখনও কোনও কারণে…"

"সে-সম্বন্ধে ভেবো না। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো,—আর কিছুর জন্যে যদি না-ও হয়, কেবল তোমার মধুর কণ্ঠস্বরটি শোনবার জন্যে। বুড়োর মুখে স্তুতিটা শুনতে কেমন লাগল বলো?"

"চমৎকার" ভায়োলেট বলে, "মনে হচ্ছে হয়ত বা স্তুতি-শোনাটা ধাতস্থই ক'রে ফেলবো!"

"করা উচিত" শ্রীযুক্ত হাণ্ট্‌লী বলেন, "কারণ, তা তোমার প্রাপ্য। আর শোনো, আশাই যখন ক'রছ, এটা ভাব'ছ না কেন যে তোমার ঐ স্মিথ নামক ব্যক্তিটি বিবেকের দংশনে নিজেই পাখীটাকে ফেরত দিতে আসবে?"

"আরে!" ক্যাটি চিৎকার ক'রে ওঠে, "এত' বড মন্দ বলেননি! এটা ত' আমরা প্রার্থনায় চাইতে পারি, এতে লজ্জার কিছু নেই। তবে এই চারদিন ধ'রে যেভাবে আমি প্রার্থনা করেছি লোকটার অমঙ্গল কামনা ক'রে, তা'তে বোধ হয় ঈশ্বর আর আমার কথায় কর্ণপাত করবেন না।"

হোঃ হোঃ ক'রে হাসতে থাকেন শ্রীযুক্ত হাণ্ট্‌লী। ধুলোভরা ও চুরুটের গন্ধমথিত কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে ওরা রাস্তায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাঙ্কের কাজ মিটে যায়। তারপর মনটাকে আরো একটু হাল্‌কা করবার জন্ম ওরা গিয়ে একটা আইসক্রীমের দোকানে ঢোকে। মার্বেল পাথরের টেবিলে ব'সে সস্তা কিছু খাবার খায় দুজনে। তারপর বেশ তাজা হয়ে এসে

প্রিন্সের শরণাপন্ন হয় আর গাড়ী ফিরতি-যাত্রা শুরু করে। আবার দেখা দেয় দুপাশের সুহাস প্রান্তর, দিনশেষে যাদের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে অস্তগামী সূর্যের ক্লান্ত সোনালী আলো।

বাড়ী পৌঁছে ওরা দেখে বারান্দায় অপেক্ষা করছে কেথ্ লায়াল। ক্যাটি প্রিন্সকে নিয়ে বাঁধতে চ'লে যায়; দুই বান্ধবী দোলনার ওপর ব'সেই আলাপ আরম্ভ করে।

"একেবারে অবিশ্বাস্য!" বারবার বলে কেথ্, "কথাটা আমরা অবশ্য আজ বিকেলেই প্রথম শুনলুম। সত্যি, ভায়োলেট, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! কোনও রকমের কিছু হদিশ কি পেলে?"

"কিছ্ছু না" দুঃখিতভাবে ভায়োলেট জানায়। "আমরা হ্যারিস্‌ভিলে শ্রীযুক্ত হাণ্ট্‌লীর সঙ্গে এই দেখা ক'রে ফিরছি। উনি বলেছেন যে কয়েকটা শহরের খবরের কাগজে 'হারানো, প্রাপ্তি' বিভাগে বিজ্ঞাপন দেবার চেষ্টা করবেন, তবে আশা খুবই কম।"

"আর এদিকে", কেথ্ বলে, "তোমার কাছ থেকে শ্রীযুক্ত স্মিথ সম্বন্ধে যা শুনেছিলুম, তা'তে আমি ভাবছিলুম ভদ্রলোকটি যদি যুবাবয়সী, অবিবাহিত হতেন তখন হয়ত বা . ।"

ভায়োলেট হাসে। খানিকটা অশান্তি যেন কেটে যায় হাসির সঙ্গে। "দেখো, কল্পনার পক্ষীরাজে চেপে উধাও হওয়া আমাদের উচিত নয়", সে বলে। "গোপনে মন খুলে আমরা কথাবার্তা বলি বটে কিন্তু এ ধরনের বোকামিকে প্রশ্রয় দোব না আমরা। রোমান্সের জগৎ থেকে অনেক দূরে আমি। সত্যি বলতে গেলে বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে একটা ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা এখন। এই, সাইমন!" বিড়ালটি বারান্দা পার হয়ে এসে ভায়োলেটের কোলে উঠে পড়ে এক লাফে; ভায়োলেটের কথার সুর কেটে যায়। "দোলনা চড়া তোমার পছন্দ নয়, এখন ওর জন্যেই আমাদের নামতে হবে", ভায়োলেট বলে।

শান্ত হয়ে বসে সাইমন আরাম ক'রে। কেবল তা'র সামান্য ল্যাজ-নাড়া দেখে বোঝা যায় আসনটি পুরোদস্তুর তৃপ্তিদায়ক হয়নি তা'র। তরুণীদ্বয় আবার যেই দুলতে শুরু করে, মাথা তুলে সাইমন একবার তাকায় ভায়োলেটের মুখের দিকে এবং মৃদু স্বরে 'মিউ' ক'রে ডাকে একবার। ঐটুকুই যথেষ্ট আবেদন

মনে ক'রে সে আবার শান্ত হয়ে প'ড়ে থাকে। কিন্তু দোলানি থামে না। তখন রুষ্ট মার্জার তা'র সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় এবং 'ক্যাঁও' ক'রে ভয়ানক এক হুংকার দেয়।

"ওঃ" ফেথ্ হাসে, "দোলনা থামান যাক্, দেখি কী করে ও।"

"ও ঐখানটায় শুয়ে পড়বে!" ভায়োলেট বলে, "বড্ড জেদী, কিন্তু ওকে আমাদের ভালোই লাগে।"

সাইমন হঠাৎ দোলানি থামাটা টের পায়, ছোট্ট একটা শব্দ ক'রে তা'র সন্তোষ ব্যক্ত করে, বলের মতো গোল ক'রে নেয় শরীরটা এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে।

"দ্যাখো রকমটা!" ভায়োলেট বলে, "খুব আস্কারা দিয়ে দিয়ে আমরা ওর মাথাটা খাচ্ছি, কিন্তু বড মজা লাগে। ওর যেন কিছু না ঘটে। আমি যে কতো একা তা ক্রমেই বুঝছি। ক্যাটি, সাইমন আর আমি, সারা পৃথিবীতে আমরা মাত্র এই তিনজন আপনার", মৃদু হেসে থেমে যায় ভায়োলেট।

"অন্য কথা বলা যাক" ফেথ্ বলে। "সীনার সম্বন্ধে আর কিছু শুনেছি। হার্ভেরা কাল রাত্রে বাবার কাছে এসেছিলেন। ওরা বাবাকে বলেছেন খামারটা ওঁরা জনের নামেই ক'রে গেছলেন ওহিয়ো যাবার আগে। জন সুখী হবে ব'লেই ও ব্যবস্থা করা। ওঁরা অবশ্য জানতেনই যে দরকার হ'লে জন নিশ্চয়ই ওঁদের দেখবে।"

"কিন্তু এখন সীনা ত' কেবল তা'র প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশই পাবে?"

"দুঃখ ত সেখানেই। মনে হয় সীনাও সোজাসুজি জনকে ধরেছিল একটা উইল করবার জন্যে এবং জন খামারটা তা'র নামে লিখে দিয়েছিল। জন ত' তা করবেই। সীনা তা'র স্ত্রী। জনের কোনও ভাই বা বোন নেই আর তা'র বাপ-মা যে তা'র আগে মরবেন এও ত' জানা কথা! কিন্তু এখন ওঁদের কথাটা ভাবো। বাবার কাছে ওঁরা ব'লেছেন সীনা মোটেই চায় না যে ওঁরা ওখানে একবারও যা'ন। খামারে সীনা রয়েছে সম্পূর্ণ একা-একা।"

"সীনার সাহস আছে" ভায়োলেট বলে। "আমি পারতাম না। খামারের মাইল দুয়েকের মধ্যে একখানা ঘরবাড়ীও নেই।"

"না, ওডেলদের বাড়ী পাহাড়ের পথ দিয়ে দু মাইলের কম হবে বটে, কিন্তু তাদের ত' ফোন নেই। ফসল তোলার সময় জেক্ ওডেল্ জনকে সাহায্য

করত, দরকার পড়লেই সে আসত। এখনও আবার সে আসছে, কারণ ওদের যে লোকটা ছিল,—বিল্, সে চ'লে গেছে। জেক্ই প্রতিদিন খামারের কাজকর্ম করে। সীনা তা'কে দুপুরের খাওয়াটা দেয়।"

কয়েক মুহূর্ত তরুণীদ্বয় মৌন থাকে।

"কিন্তু সারা রাত ও একলা ?"

"তা'ই ত' মনে হয়", ফেথ্ বলে এবং দুজনেই সলজ্জভাবে হেসে ওঠে।

"চিন্তাটা আমার ভয়ানক বটে, কিন্তু জেকের লম্বা-চওড়া চেহারা, দেখতেও সুন্দর আর বয়সও তা'র বছর একুশ হবে। মনে হয় সীনা খুব বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে না।"

"আমি ওর স্বভাবটা বুঝি না। কেউই বোঝে না। তবু, দেখো, যা-ই ভাবি না কেন, ও আমাদের সমবয়সী, বিপদ ঘটেছে ওর, কাজেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে একদিন গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করা। তোমার কী মনে হয় ?"

সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানায় ফেথ্।

"খুবই লজ্জা লাগছে যে কথাটা ভেবে দেখিনি আমি। সত্যি, কাজটা কর'লে আমরা ভালো ক'রব। চলো, শিগ্গিরই যাই একদিন। গেলে তুমিও কিছুক্ষণ তোমার পাখীর দুঃখটা ভুলে থাকবে। তোমার বই সম্বন্ধে কিছু জেনেছো না-কি ?—অবশ্য, এতো তাড়াতাড়ি কিছু জানতে পারা সম্ভব নয়।"

"ওঃ, বইটা, না ?" কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে ভায়োলেট, "কতো হপ্তা, এমনকি কয়েক মাসও কেটে যাবে, তারপর যদি কিছু জানি।"

ফেথ্ উঠে পড়ে। "বাবা ও মা তোমাকে তাঁদের সহানুভূতি জানিয়েছেন। ওঁরা দু'জনাই পাখীটাকে ভালোবাসতেন।"

সেদিন সন্ধ্যায় ও তারপর থেকে বেশ কিছুদিন ধরে কার্পেণ্টারদের গৃহে রীতিমতো জনসমাগম হতে থাকে। ঔৎসুক্যবশে সকলেই শ্রীযুক্ত স্মিথের আগমন ও অবস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিটি তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বারবার আলোচনা করে। ক্যাটিরও আলস্য থাকে না বলতে। সে সবিস্তারে ব'লে চলে ঝড়ের কথা, তারপর হঠাৎ সদরে ঘণ্টা বেজে ওঠা, মেঝের ওপর খবরের কাগজ বিছানো, রান্নাঘরের চুল্লীর সামনে অতিথির পরিধেয় কোটটি শুকানো, বিড়াল

সাইমন্‌কে লক্ষ্য রেখে কেমন সতর্ক পদক্ষেপ আগন্তুকের এবং তাঁর সুস্পষ্ট শিষ্টতাবোধ, যা অবশ্য পরবর্তী ঘটনাক্রমে একটি অসৎ চিত্তের বাইরের আবরণ ব'লেই প্রমাণিত হয়েছে। সারা শহরের লোক শোনে, জিজ্ঞাসাবাদ করে, মন্তব্য প্রকাশ ক'রে এবং বাড়ী ফিরে আবার নিজেদের মধ্যে সোৎসাহে আলোচনা চালায়, অজান্তে রং চড়িয়ে আরো চটকদার ক'রে তোলে মূল ঘটনাটিকে। অল্প কালের মধ্যেই প্রত্যেকের মনে অঙ্কিত হয়ে যায় নির্জন বাড়ীটির ছবি—রাত দুটো নাগাদ অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে চোরের মতো শ্রীযুক্ত স্মিথের নেমে-আসা, বইয়ের শেল্‌ফ-এ বুল্‌বুল্‌টির জন্য হাতড়ান ও ঈপ্সিত বস্তুটি গ্রাস ক'রে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে চ'লে যাওয়া।

কিন্তু ঐসব বাইরের লোকের মধ্যে কেবল একটা আলগা ঔৎসুক্যই লক্ষ্য করে না ভায়োলেট, ব্যক্তিগত ক্ষতির বোধেও সে তাদের অনেককে পীড়িত দেখে। তাই, সারাদিনের অজস্র কথাবার্তার পর প্রতিরাত্রেই নিছক অবসাদ নিয়ে সে বিছানায় গা ঢেলে দেয় বটে, তবু সামান্য একটু সান্ত্বনার স্বাদও সে যেন পায়। বিষণ্ণ এক হাসি ফুটে ওঠে তা'র মুখে, মনে পড়ে তার বাবার এক গাণিতিক দৃষ্টান্ত যা তিনি বলতেন 'গ্রাম্য সমীকরণ' :

$$১\ (\text{বোঝা}) + ৫০০ = \frac{১}{৫০০}$$

সত্যই সহানুভূতির উত্তাপে ও ঐকান্তিক আগ্রহে লেডীকার্কের বাসিন্দারা যেন দুঃখের বোঝা ভাগ ক'রে বইতেন। শহুরে মেয়ে ভায়োলেটের মা কখনই ঠিক মেনে নিতে পারেননি যে এ-গ্রামে তাঁর প্রতিটি গতিবিধি লক্ষিত ও আলোচিত হবে সাধারণ্যে।

"লোকেদের আলোচনার বস্তু হওয়াটা আমি ঘৃণা করি", প্রায়ই বলতেন তিনি।

তাঁর স্বামী প্রবোধ দিতেন। "ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখো" তিনি বলতেন। ঔৎসুক্যের পেছনে আন্তরিকতা রয়েছে, আমার ভালোই লাগে। মনে হয় কেবল নিজের সংসারই নয়, সারা শহরটার ভালোবাসা যেন আমাকে ঘিরে রয়েছে।"

মা বলতেন, "এর কিছুটা কম হলেও আমার চ'লত।"

কিন্তু একা-একা বিছানায় প'ড়ে থেকে বসন্ত রাত্রির মৃদু সুবাসে আচ্ছন্ন

অন্ধকারের মাঝখানে ভায়োলেট তা'র বাবার মতই যেন সকলের সহানুভূতিতে আশ্বস্তই বোধ করে।

জুন মাসের একটি সকাল। বড বড় সোনালী রঙের গোলাপ ফুল বাগানের দেয়ালের পাশ দিয়ে থরেথরে ফুটে উঠেছে, সামনের পথটার ওপর ফুটেছে টক্‌টকে লাল 'জাক্‌মিনো'। রান্নাঘরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে ভায়োলেট। তা'র পরনে গোলাপী ডোরা-কাটা ফ্রক, হাতে কাপডের গ্লাভ্‌স্‌, মাথার ওপর শাদা রোদ আটকানোর টুপি। টুপিটা ক্যাটিই তার মাথায় চড়িয়ে দিয়েছে, পাছে রোদে তরুণী ভায়োলেটের রং পুড়ে যায়। বাড়ীর ভিতর ক্যাটি ও ম্যাগ পার্কস বড রকমের একটা ইস্ত্রির পর্ব নিয়ে পডেছে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে টুরিস্ট্‌দের আবাস-দান বন্ধ করা হবে না, তবে একটা বৈশিষ্ট্য মেনে চলতে হবে : অতঃপর হয় স্বামী-স্ত্রী জোডায় কিম্বা কেবল স্ত্রীলোকই ঠাঁই পাবে। ক্যাটির ভাষায় কোনও 'নিঃসঙ্গ পুরুষ' নেওয়া হবে না। সৌভাগ্যক্রমে এরপর এসেই পডেছিল দু'জোডা দম্পতি এবং একজন মহিলা। মহিলাটিকে স্নায়ুরোগগ্রস্ত ব'লে মনে হয়—অন্ধকারে একলা গাডী চালিয়ে যেতে তাঁর ভয়। আয় হচ্ছিল ব'লেই সপ্তাহে একবার ক'রে ম্যাগ পার্কস্‌কে এনে ভারী কাজগুলো করিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল। শহরের মধ্যে একমাত্র ম্যাগ্‌ই অবশ্য বুল্‌বুল্‌টার বিষয়ে কখনও কিছু বলত না। আগে অনেকবার সে পাখীটার গান শুনে "মন ভালো করতে" চেয়েছে বটে, কিন্তু এখন পাখীর প্রসঙ্গ উঠলে সে কেবল বিষণ্নভাবে মাথা নাডে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এলোমেলো আগাছাগুলো সাফ্‌ করতে থাকে ভায়োলেট। মন তা'র তখন লেডীকার্ক ছেডে অনেক দূরে উধাও। বস্তুতঃ তা'র চিন্তা এখন 'হ্যাভারশ্যাম্ এণ্ড হিল' প্রকাশ সংস্থার অফিসকক্ষে, যদিও সেখানকার অবস্থা সঠিকভাবে কল্পনায়ও দেখতে সক্ষম নয়। আপন নিভৃত চিন্তায় বিভোর ভায়োলেট দেখতেই পায় না কখন আমাণ্ডা হিক্‌স্‌ সামনের সডক দিয়ে, বাগান পেবিয়ে এসে পডেছে ভেতরে। আমাণ্ডা কথা বলতেই সে তাই চমকে ওঠে।

"তোমাকে চমকে দিতে চাইনি আমি", আমাণ্ডা বলে। যেরকম ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলে তা'তে মনে হয় নিশ্চয় তুমি কোনও যুবকের ধ্যান করছিলে। এখন দেখো তোমার বিয়ের তোরঙ্গের জন্ম কেমন একটা জিনিস এনেছি।"

"আরে, দেখি, দেখি, কী ব্যাপার ?" আমাণ্ডার হাতে মস্ত কাগজমোড়া প্যাকেটটা লক্ষ্য করে ভায়োলেট।

"বেকি স্লেড্ পাঠিয়েছেন। তুমি ত' জানোই। সেই যে 'বিয়ের আংটি' কাঁথা উনি তোমাকে দেবেন বলেছিলেন। তুমি যেদিন ওঁর ওখানে গেছলে, সেদিন থেকেই উনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। উনি বলেছিলেন তোমার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এটা তোমাকে দেবার ইচ্ছে ছিল না ওঁর; কিন্তু ধরো যদি মরেই যান, তখন অন্য কেউবা এটা নিয়ে নিতে পারে ত'। আমি বলেছিলুম ভারটা না হয় আমার ওপরই থাক, কিন্তু এটা আমি এখানে নিয়ে না-আসা পর্যন্ত কি উনি স্থির হন ? কাজেই আনতে হ'ল। চমৎকার জিনিসটা।"

"জানি, জানি! আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে! এনেছো ব'লে সহস্র ধন্যবাদ। আমি শিগ্গিরই শ্রীযুক্তা বেকির সঙ্গে গিয়ে দেখা করব, তবু তুমি ওঁকে জানিয়ো যে কাঁথাটা পেয়ে দারুণ খুশী হয়েছি আমি এবং ওটা সারাজীবন আমি যত্ন ক'রে রাখব।"

এদিক ওদিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় আমাণ্ডা বলে :

"বেকি তোমাকে বলতে বলেছেন যে তাঁর ইচ্ছে কাঁথার তলায় দুটো নয়, চারটে পা-ই যেন থাকে। তাঁ'র দশা ত' দেখছই!"

লজ্জা-রঙিন ভায়োলেট হাসে। "এসো, ভেতরে এসো। ক্যাটি আর ম্যাগ্ পার্কস্‌কে এটা দেখাইগে চলো।"

শোবার ঘরের সোফার ওপর বিছিয়ে দিতে কাঁথাটার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় এবং ক্যাটি গদগদভাবে বলল : "আহা, সত্যিই সুন্দর গো! কী রঙের মিল আর ফোঁড়গুলো দেখো! শুধু জোড়া লাগানো নয়, সমস্ত কাঁথাটা নিজে হাতে সেলাইও করেছেন বুড়ী। তাই না ?"

"প্রতিটি ইঞ্চি", সগর্বে জানায় আমাণ্ডা, "আর, চশমা পর্যন্ত লাগায়নি একবার নাকের ডগায়। দ্বিতীয়বার ওঁর যেন দৃষ্টিশক্তি জন্মাচ্ছে! যা'ক্ এখন গিয়ে কাঁথা দেখে তোমাদের সকলের যে কী আনন্দ তা ওঁকে বলিগে। বড় মজা লাগবে।" আমাণ্ডা ম্যাগের দিকে তাকায়, সে এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। এখন অকারণে হঠাৎ তাকে চোখ মুছতে দেখা গেল।

"কাঁথাটা খুব সুন্দর", সে বলে, "কিন্তু এর নীচে কী থাকবে সেইটাই হ'ল আসল কথা। আশা ক'রি, ভা'লেট, ভালো বর জুটবে তোমার। পোড়া

কপাল আমার, তাই পার্ক্স্-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। অবশ্য না করলে নয় ব'লেই করা, নয়ত তাকাতুমও না আমি পার্ক্স্-এর দিকে ফিরে। তারপর বিয়ে যখন হ'লই, চলল বরের ঘর-করা। একটার পর একটা বারোটা সন্তান হ'ল আর প্রতিটা হবার সময়ই যন্ত্রণায় ছিঁড়ে গেছি আমি। কিন্তু কী হ'ল তাদের? যে যার দিকে গেছে, আমার জন্যে কেউ নেই। বড় কষ্টের জীবন আমার, ভা'লেট। আমার কথাটা মনে রেখো। কষ্টের জীবন আমার।"

কাঁদতে-কাঁদতে ম্যাগ্ রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে যায়।

"বোধ হয় ওর শরীরটা ভালো নেই", ক্যাটি বলে। "যাই ওকে এক কাপ চা ক'রে খাওয়াই, চাঙ্গা হবে'খন।"

খুশী মনে আমাণ্ডা চ'লে গেলে পর শ্রীযুক্তা বেকির উপহারটি নিয়ে ভায়োলেট ওপরে যায় এবং তা'র ঘরে বিছানার ওপর কাঁথাটা পেতে দেয়। কাঁথাময় বৃত্তাকার নক্সাগুলো সত্যই যেন প্রেমের ইঙ্গিতে ভরা। বিয়ের আংটি কত শত! ওর একটিও কি কখনও প'রবে ভায়োলেট? কাঁথাটা যেন তা'র চিত্তে এক কবোষ্ণ আশার সঞ্চার করে। পিতামহ অ্যালেক্সের চিঠিখানি পড়ার পর বুল্‌বুলের গান শুনে যে স্থির-প্রত্যয় জেগেছিল, সে রকমটা নয়; অনেকটা যেন কুমারী মনে আশা ও স্বপ্নের এক কোমল পরশ। ভালো ক'রে বিছিয়ে দেয় কাঁথাটা ভায়োলেট। আর লক্ষ্য করে গোলাপী, নীল ও ফিকে হল্‌দে রঙের নিপুণ ফোঁড়গুলি। বৃদ্ধা বেকি ত' বেছে বেছে ঘোর লাল আর সবুজও ব্যবহার করতে পারতেন। কে জানে হয়ত কাঁথা সেলাই করতে করতে তিনি তাঁর বহুদূরে ফেলে-আসা যৌবনের সদ্য উদ্ভিন্ন বর্ণগুলির কথাই বা ভেবেছিলেন!

"ভা'লেট!" সিঁড়ির সামনে থেকে ক্যাটি হাঁকে, "একবার নীচে এসো। বিলি ওয়েড্ এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।"

বুকটা ধড়ফড়িয়ে ওঠে ভায়োলেটের।

"বাগিচার বিষয়ে কথা বলবেন", তাকে আগে এ বিষয়ে অবহিত না করার জন্য ক্যাটির কণ্ঠস্বরে মৃদু ভৎর্সনার উষ্মা।

"এখুনি যাচ্ছি" ভায়োলেট জবাব দেয়। একটু সময় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে, তারপর সাম্‌লে নেয় নিজেকে। সে ভাবে: এখনও কোনও কথা আমি দোব না।

বেঁটেসেঁটে বিলি ওয়েভ, মাথায় টাক, তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ।

"এই যে শ্রীমতী ভা'লেট, আমি গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলুম এখান দিয়ে, ভাবলুম যে একবার তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।" ঘামে-ভেজা মুখটা মোছে বিলি। "খুব গরম পড়েছে না?"

এ জাতীয় সম্ভাষণ নূতন নয় ভায়োলেটের কাছে। প্রশ্নটা কিন্তু নেহাত আবহাওয়া-সংবাদেরই পরিবেশন, কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়। তাই সে বিরক্ত হয় না।

"হ্যাঁ, আজকে বেশ গরম পড়েছে", ভায়োলেট জানায়।

"তোমার ঐ বাগিচাটা কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে", মূল বক্তব্যের সূচনা হিসাবে বিলি কথাটা বলে।

"কেন, কী হয়েছে?"

"আরে, ঐ বুড়ো গাছগুলোর কথা বলছি আর কী। দেয়ালের ধারে ঐ গাছটা দেখো না! একেবারে গেছে। আরও অনেকগুলোই দেখছি নষ্ট হয়ে গেছে।"

"গত বছর ত' ফসল ভালোই হয়েছিল।

"তা হয়ত হয়েছিল। কিন্তু আপেল ত' সস্তা। তোমাদের যা দরকার তা কিনেই নিতে পারো। বাগিচার যে কী প্রয়োজন তোমাদের তা বুঝি না। কতকগুলো বুড়ো গাছ না-থেকে ওখানে যদি দুখানা সুন্দর বাড়ী উঠত, তাহ'লে কি ভালো দেখাত না?"

"না, আমার মনে হয় না", ভায়োলেট বলে।

বিলি ঘাড় নাড়াতে থাকে। "নাঃ, মেয়েদের ব্যাপারই আলাদা।" সে বলে, "তা দেখো টাকার দরকার যদি তোমাদের না থাকে—।"

"কিন্তু তা নয়", ভায়োলেট আন্তরিকভাবে বলে, "আমি আসলে ওটা বিক্রির বিষয়ে মনস্থিরই করতে পারছি না। আমাকে আর কিছুদিন সময় দিতে পারেন?"

বিলি মাথা চুলকোয়, প্রস্তাবটা ভেবে দেখে।

"যাজকদের বাড়ীর উত্তরের জমিটা পরে বিক্রি হবে শুনেছি। ঐটে এবং তোমার বাগিচাটাই আমাদের এ অঞ্চলের মধ্যে বাড়ী বানানোর পক্ষে ভালো জায়গা। কাজেই খুব দেরী করা ত' সম্ভব হবে না আমার। তাহ'লে আমার

কথাটা শোনো। তোমাকে আমি আরো দু'মাস সময় দিচ্ছি, ভেবে দেখে আমায় একটা পাকা জবাব দাও। কেমন ?"

"তা'র মানে এই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ?"

"হ্যাঁ। পনের বা বিশ তারিখের ভেতর। তা'র বেশী অপেক্ষা করতে আমি পা'রব না, কারণ শীতের আগেই কাজ শুরু করতে হবে। কী বলো ?"

খুব ধীরে কথা বলে ভায়োলেট। "বেশ, সেই কথাই রইল। তখন আপেল তুলে-নেওয়াও শেষ হয়ে যাবে, জবাব দোব আপনাকে।"

"বেশ, বেশ" বিলি বলে, "খালি ভেবে দেখো যে ঐ বুড়ো গাছগুলো একদিকে, আর টাকা একদিকে, কোনটা বড়। আচ্ছা, তাহ'লে শ্রীমতী ভায়োলেট, আমি উঠি এখনকার মতো।"

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বিলি প্রস্থান করে। ভায়োলেট ক্যাটির দিকে ফিরে তাকায়। ক্যাটির কালো চোখে ক্ষোভ উপ্চে পড়ছে।

"বলি কী হচ্ছে কাণ্ডকারখানা ? আমাকে গোপন ক'রে কী চলছে ? বিলি ওয়েড্ যদি আমাদের সঙ্গে বখরা ক'রে আপেল তুলতে চায়, সে কথা আমাকে বললেই পারতে !"

"না, ক্যাটি, ব্যাপারটা তা নয়। আগে থেকে তোমাকে বলতে ভয় করেছিল। বিলি ওয়েড্ বাগিচাটা কিনতে চান।"

ধপ্ ক'রে চেয়ারে ব'সে পড়ে ক্যাটি। "কিনতে চায় ! আমাদের বাগিচা ! এ কী ব'লছ তুমি, ভা'লেট ?..."

ভায়োলেট মাথা নাড়ে। সে বোঝে ক্যাটি কী ভাবছে : শরতের সেই সোনালী দিনগুলি, গাছের ফল যখন ঝুড়ি ভ'রে দেবে ; ব্যারেল বোঝাই হবে, শীতের সঞ্চয় রাখবে ধ'রে ; আপেল থেকে মাখন আর মদ তৈরীর সেই মহোৎসব ঘুরে আসবে ! ক্যাটির শাদা ফ্যাকাশে মুখখানা দেখে ভায়োলেট বুঝতে পারে ঐ দিনগুলো ক্যাটির কাছে কতোখানি।

"সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভাববার সময় রয়েছে। টাকার ত' দরকারই আমাদের ক্যাটি।" ভায়োলেট বলে।

"তা, অতোখানি দরকার আমাদের নেই ! হোটেলের খদ্দেরদের টাকা ত' আমাদের আছে।"

"শীতকালে খদ্দের বিশেষ আসবে না।"

"কিছু অবশ্যই আসবে, শ্রীযুক্ত রেবার্ন বলেছেন। আর, চেষ্টা করলে আরো কিছু বেশী টাকা জমানো যায়। যেমন ধরো, ম্যাগ্‌কে রাখা আমাদের পক্ষে নিতান্ত হাস্যকর, আমার শরীর যখন রীতিমতো ভালোই রয়েছে।"

"শোন, ক্যাটি।—ম্যাগ্‌ পার্ক্‌স্‌ বহাল থাকবেই, এই শেষ কথা। এখন বাগিচাটার সম্বন্ধে—ওটা বেচতে আমার বুকটা ছিঁড়ে যাবে, এবং জানি তোমারও তা-ই হবে। ও বিষয়টা ববং আমরা একেবারে ভুলেই যাই। দেখি কদ্দুর কী ক'রে উঠতে পারি এমনিতে। যদি টুরিস্ট্‌দের টাকা থেকে দোকান-বাজারের খরচা তুলতে পারি আমরা, তাহ'লে একরকম চলে। আগামীবার স্কুলের টাকা থেকে বাড়ী আর আস্তাবল রং-করার টাকাটা আমি জমিয়ে রাখবো। তা কবতেই হবে। জানো ত' গতবাবের মাইনের টাকা বেশীর ভাগই খরচ হয়েছিল......"

"থামো, বলতে হবে না, আমি জানি" সস্নেহে ক্যাটি বলে।

"ত্মাখো তাহ'লে", একটু খুশীভাব দেখানোর চেষ্টা ক'রে ভায়োলেট বলে, "বিলি ওয়েড্‌কে নিরস্ত করাব পথ এখনো রয়েছে আমাদেব !"

ক্যাটি উঠে দাঁড়ায়। তর্জনী উঁচিযে ব'লে চলে সে, "আর শোনো, মেয়ে, একটা কথা তোমাকে আমি ব'লে দিচ্ছি। আমার নিজের জমানো পয়সা একটিও যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ও-সম্পত্তিটা বিক্রি হতে দেবো না। ওটা থাকবে, তোমার জন্যে, তোমার ছেলেপুলের জন্যে—আমরা ওটা নিজেদেরই রাখব।"

হঠাৎ খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে ওঠে ভায়োলেট। "বিয়ের জন্যে আমি ত' প্রস্তুত", সে বলে, "কাঁথাও পেয়ে গেছি, আপেল-বাগিচাও পেয়ে গেছি !"

"এতোটাও তোমার পাওয়া উচিত নয়", রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ঝাঁঝালো স্বরে ক্যাটি জানায়।

বাড়ীর চারপাশ ঘুরে ভায়োলেট আবার বাগানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং আগাছা সাফ্‌ করার কাজে নিযুক্ত করে নিজেকে। সন্তর্পণে পিঙ্ক আর পেটুনিয়া লতাগুলোকে আগাছা-মুক্ত করতে করতে সদ্য সমাপ্ত কথোপকথনেই তা'র চিন্তা জড়িয়ে রাখে সে—ভায়োলেট আর ভাবে না প্রকাশকদের কথা, যাদের কাছে সে তা'র মূল্যবান ম্যানিলা খামখানি পাঠিয়েছিল। এক হিসেবে সংঘটনটিকে অদ্ভুত বলা যায়, কারণ ঐ একই সময়ে "হ্যাভারশ্যাম এণ্ড হিল্‌"

প্রকাশনীর কেন্দ্রীয় অফিসে একটা বৈঠক চলছিল যার আলোচ্য বিষয় কোনও এক ভায়োলেট কার্পেন্টারের রচিত কবিতাবলী। যে ভায়োলেট কার্পেন্টারের ঠিকানা বলতে শুধু দেওয়া ছিল "লেডীকার্ক",—অর্থাৎ এমন কোনও ছোট্ট শহর, যেখানে বাড়ীর হদিশ পাবার জন্য রাস্তার নাম বা নম্বরের প্রয়োজন হয় না।

॥ ৪ ॥

বৃহস্পতিবার ঘুম থেকে উঠেই ভায়োলেটের মনে হয় মানবজীবনের একটা বড় রকমের বিস্ময় হচ্ছে প্রাণসত্তার স্থিতিস্থাপকতা। উদাহরণস্বরূপ তা'র নিজের কথাই ধরা যায়। প্রিয়তম মা, বাবাকে খুইয়ে অনাথা এক মেয়ে সে, সম্প্রতি আরো খুইয়েছে তা'র শ্রেষ্ঠ পার্থিব সম্পদটি,—কিন্তু এসব সত্ত্বেও ঘরের পর্দা উড়িয়ে ভেতরে ঢোকা নন্দিত পবনোচ্ছ্বাস, ঘরে-ঢোকা গোলাপের সুবাস আর সমাসন্ন নূতন একটি দিনের ঔজ্জ্বল্য এখনো তাকে অভিভূত করে। এ ছাড়া দিনের সঙ্গে জেগে-ওঠা ছোট-ছোট আনন্দের প্রতিশ্রুতিও তা'কে টেনে নিতে থাকে। লাফিয়ে উঠে পড়ে সে রাত্রির বিছানা থেকে, তা'র উপলব্ধি হয় যে হৃদয়ের গভীরে বেঁচে থাকবেই সুখ-বোধের দীপ্ত অনির্বাণ এক দীপশিখা।

সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে মাথার ওপর দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙ্গে সে। শাদা, পাতলা নাইট্‌গাউন প'রে সে উঠে দাঁড়ায়, তার কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে চুলের রাশি, আলোয় ঝলমল করছে সপ্রতিভ মুখখানি,—সে কি জানতে পায় যে জুন মাসের ওই সকালবেলাটির সার্বিক সৌন্দর্যে সেও কিছু যোগ করছে!

গতরাত্রে লায়ালদের বাড়ী গিয়ে সে ও ফেথ্ যা সব ঠিক করেছিল তা প্রাতরাশের সময় ক্যাটিকে জানায় ভায়োলেট। আজ বিকালে ওরা সীনার ওখানে যাবে গাড়ী ক'রে। একথাটা শুনে ক্যাটি বিরক্ত হয়।

"দেখো, ওকে আমার মোটেই ভালো লাগে না। ও একটা বজ্জাত মেয়েছেলে, আর দেখে-রেখো বছর শেষ হতে না-হ'তেই ও আবার বিয়ে করবে। তা কর্তব্য যখন, করতেই হবে। তোমাদের যাওয়া উচিত।"

পরবর্তী পরিকল্পনা ক্যাটির সানন্দ সমর্থন লাভ করে। ফেথের ছোট বোন, লুসির বিয়ে হয়েছিল নিনিয়ান্ রসের সঙ্গে। মাইল তিনেক দূরের যে

খনিগুলোকে সাধারণত "কারখানা" ব'লে লোকে জানত, সেগুলোর মালিক ছিলেন নিনিয়ানের বাবা। একেবারে গোড়া থেকে কয়লার ব্যবসাটি শিক্ষা করছে নিনিয়ান এবং সহকারী কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে সে তা'র নববিবাহিত পত্নীকে নিয়ে সেখানে থাকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে, ছোট এক টুকরো জমির ঠিক পেছনটায়, বনের ধারে। কয়েক বছর পূর্বে লুসি-নিনিয়ানের প্রেমপর্ব, যা'তে হয়ত বা 'সিণ্ডেরেল্লা' কাহিনীর স্বাদও একটুখানি ছিল, লেডীকার্কের বাসিন্দাদের সব চাইতে মুখরোচক আলোচ্য বস্তু ছিল। লুসিকে সকলেই খুব পছন্দ করত আর নিনিয়ানও গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে নিজেকে চমৎকার থাপ খাইয়ে নিয়েছিল। ক্যাটি যেন নিনিয়ানের বাঁদীটি বনে গেছল, কারণ যখনই সে আসত এ বাড়ীতে, দেখা যেত যে সাইমন—একলাফে গিয়ে নিনিয়ানের হাঁটুতে চড়েছে এবং আদরও পাচ্ছে। এমনিতে কিন্তু সাইমন খুঁতখুঁতে ছিল, যার তার কাছে ঘেঁষত না।

ভায়োলেট জানায় শনিবার বিকালে লুসি আর নিনিয়ান তাদের বাগানে পিক্‌নিক্ করবে স্থির করেছে এবং সে বলেছে ক্যাটির নাম-করা "ভীল্ লোফ্" ও কেক্ সে নিয়ে যাবে। ক্যাটির অসুবিধা হবে না ত?

মনের গর্ব লুকাতে চেষ্টা করে ক্যাটি। বলে যে লোফ্ তৈরী করার সময় ক'রে নিতেই হবে তা'কে।

"ওঃ লুসির পার্টি আমার খুব ভালো লাগে!" ভায়োলেট ব'লে চলে। "নিনিয়ানের শহুরে বন্ধুরা কেউ কেউ আসবেই। আর, পিক্‌নিক্ সম্বন্ধে কথাটা একটু অদ্ভুতই শোনাবে হয়ত,—কিন্তু সত্যি, ওদের ওখানে বেশ একটা রুচিসম্পন্ন আবহাওয়া পাওয়া যায়।"

বক্তব্যটি ক্যাটির বুদ্ধির অগম্য এবং সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চ'লে যায়। ভায়োলেট আপন মনে ভাবতে থাকে। বেশ ভালো লাগবে সুশিক্ষিত, পরিণতবুদ্ধি একদল তরুণ-তরুণীর মধ্যে গিয়ে পড়তে। বাড়ীতে আগাগোড়া যে-শিক্ষা পেয়ে এসেছিল তা'তে ওদের সঙ্গে নিজেকে বেমানান মনে হ'ত না কখনই, ভালোই লাগত।

আজ ফেথের গাড়ী নিয়ে আসার কথা। দুটোর সময় সে এলো গাড়ী নিয়ে এবং ভায়োলেট চ'ড়ে ব'সল। খামারের সামনে পৌঁছে ওরা দেখল গোলার উঠোনে একটি মোটর গাড়ী দাঁড়ানো। ফেথ্ গাড়ী নিয়ে ভেতরে

ঢোকে এবং ঘোড়াটাকে বেঁধে দেয়। এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে ওরা, বুঝতে পারে না যে কী করবে এবার। ওরা দেখে গোলাঘরের দরজার সামনে একটা ওড়্না প'ড়ে রয়েছে, যেন কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

হঠাৎ গোলাঘরের ভেতর থেকে দুটি মূর্তি বেরিয়ে আসে, মুখে তা'র চিরকেলে রহস্যময় হাসিটি ফুটিয়ে সীনা এবং একজন অপরিচিত যুবক। সামনে দুটি মেয়েকে দেখে অপ্রস্তুত যুবক লাল হয়ে উঠেছে। সীনা থমকে দাঁড়ায়; তার চোখের ভাষা ঠিক স্বাগতম্ বলে না বান্ধবী দুজনকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো সে।

"কী খবর?" বলে সীনা।

"তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম", ফেথ্ শুরু করে, "তবে তুমি যদি ব্যস্ত থাকো..."

এক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে সীনা একটু চিন্তা করে।

"এই ভদ্রলোক খামারটা কিনতে চা'ন", সে বলে। "আমি ওঁকে খামারটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলুম তবে দেখা শেষ হয়েছে প্রায়। তোমরা যদি একটু সামনের বারান্দায় অপেক্ষা করো, আমার এখুনি হয়ে যাবে।"

"আমরা কি থাকবো, বলো? আমরা আরেক দিনও আসতে পারি," ভায়োলেট বলে।

"না, না, একটু অপেক্ষা করো। আমি বড় একলা। কেউ এলেই আমার আনন্দ হয়! আমার বেশী দেরী লাগবে না।" যুবকের দিকে ফিরল সীনা।

ঘুরে এসে তরুণীদ্বয় বারান্দার প্রশস্ত সিঁড়ির ওপর বসে।

"ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কী বলো?" ফেথ্ জিগ্যেস করে।

"দেখতে সুন্দর মুখখানা, তবে কেমন যেন লাজুক-গোছের। কোনও ভালো লোকেই যেন খামারটা কেনে। আগাগোড়াই এ খামারটা ভালো লোকের হাতে থেকেছে।"

বাড়ীর পেছন থেকে হঠাৎ পদশব্দ শোনা যায়, কেউ যেন আসছে। "সীনা, সীনা!" পুরুষ কণ্ঠের নিবিড় ডাক। কয়েক মিনিট পরই যুবক ওডেল্ বারান্দার পর্দাটা সরিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তরুণীদ্বয়কে দেখে অবাক্ হয়ে স'রে দাঁড়ায়।

"আমি ··আমি, মানে, জল খাব বলে এসেছিলাম" কোনও মতে বলে সে। "মাঠের মধ্যে ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছিল। আজ, মানে, গরম পড়েছে কিনা।"

"আরে, জেক! কেমন আছো?" ফেথ্ বলে। "শ্রীযুক্তা হার্ভে এক ভদ্রলোককে খামারটা দেখাচ্ছেন। ভদ্রলোক কিনতে চান। আমরা অপেক্ষা করছি কতক্ষণে খামারটা দেখানো শেষ হবে।"

ছেলেটিকে কেমন যেন কাতর দেখায়। চেহারাটা বেশ বড়, মুখখানি সাধাসিধে, টুপির তলা দিয়ে তা'র সোনালী চুলের একগোছা বেরিয়ে পড়েছে। টুপিটা খোলার কথাও মনে হয়নি তা'র।

"খামারটা কিনছে?" সে জিজ্ঞেস করে, "বড্ড তাড়াতাড়ি যেন কিনছে এই লোকটা।"

"তা আমরা জানি না। এখন ত' কেবল দেখে বেড়াচ্ছেন।"

ছেলেটি থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন আচম্‌কা কোনও আঘাত পেয়েছে।

"আমাকে মাঠে ফিরে যেতে হবে।" ফিস ফিস ক'রে বলল। "জল খাব বলেই এসেছিলাম।" ছেলেটি চ'লে যায়।

ফেথের কেমন যেন দুঃখ হয়। তা'র ক্ষিপ্র অনুভূতিপ্রবণতা ছেলেটির ঐ ক'টি কথার মধ্যে একটা কাহিনীর সূত্র ধরে ফেলেছে।

"আশা করি সীনা ছেলেটাকে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে না। ছেলেটাকে দেখে-ভালই মনে হয়।"

"সত্যিই ভালো" ফেথ্ সঙ্গে সঙ্গে বলে। "কাল রাত্রেই আমরা ওর কথা বলছিলাম। বাবা বছরের পর বছর ধ'রে চেষ্টা করেছেন যাতে ওডেল্‌রা গির্জাতে আসে, কিন্তু ওরা তেমন গা'ই করে না। খালি এই জেক্ ছেলেটা ছাড়া। বাবা বলেন ওর মধ্যে পদার্থ আছে। যদি···যদি খারাপ কিছু একটা না হয়······।"

গলার স্বর নামিয়ে কথা বলছিল ওরা, এখন ফেথ্ আরো কাছে স'রে আসে।

"জানোই ত' বাবা যথেষ্ট সহনশীল ও সুবিবেচক। সব সময় তিনি দু'দিক রক্ষা করেন। তাঁর মতে সীনাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না, কারণ প্রকৃতি তা'কে এমন ক'রে গড়েছেন যে পুরুষমাত্রেরই তা'কে দেখতে ভালো লাগে।

অবশ্য তারপর বাবা শুধরে নিয়ে বললেন 'সাধারণ পুরুষ মাত্রেরই', আর মা তখনই সায় দিয়ে বললেন, 'তবু ভালো। তাহ'লে তুমি বাদ পড়লে।' আমরা সকলে খুব খানিক হাসলাম।"

"সত্যি সুন্দরী ও", ভায়োলেট বলে, "যেন একটা বড় লাল গোলাপ।"

"একটু বেশী ফুটে-যাওয়া", তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে কেথ্। "এতটা ঘেন্না আমার সত্যিই হয়ত নেই ওর প্রতি, কিন্তু জনের সঙ্গে ওর ব্যবহার আমি ক্ষমা করতে পারি না।"

রাস্তা দিয়ে একটা মোটরগাড়ী চ'লে যায়। চালক ওই অপরিচিত যুবক। সীনা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই তরুণীদ্বয় স'রে বসে।

"বড্ড দেরী হয়ে গেলো। দুঃখিত", সীনা বলে, "তবে খামারটা বিক্রি বোধহয় ক'রে ফেললাম। বাড়ী, ক্ষেত, ও জমিজমা সবই ভদ্রলোকের পছন্দ হয়েছে। ব'লে গেলেন আগামী হপ্তায় আসবেন আবার, তবে কিনবেন ব'লেই মনে হচ্ছে।"

স্থির দাঁড়িয়ে থাকে সীনা, দূরের গম ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে। "আমার খামারটা ভালই।" উন্মনভাবে কথা ক'টা বলে সে।

"খামার বিক্রি হয়ে গেলে কী করবে তুমি?" ভায়োলেট আস্তে জিজ্ঞেস করে।

"মনে হয় বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ব, নিজের লোকের মধ্যে থাকবো। করার আমার আর কীইবা আছে? ইচ্ছে ক'রে তোমাদের মতন পড়াই বা কিছু একটা করি। যাক্‌গে সে সব কথা...এখন এসো, ভেতরে এসো। আজই সবে বানিয়েছি জিন্‌জারব্রেড্...."

ওরা এসে বৈঠকখানায় বসে। চেষ্টা করে কথাবার্তায় মুখর হবার। জোরালো টিক্‌টিক্ শব্দে ম্যানটেলের ওপর ঘড়িটা তা'র অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে চলে।

কিছুক্ষণ পরে ভায়োলেট প্রশ্ন করে, "এ ভদ্রলোকের নাম কী, সীনা? না কি বলতে আপত্তি আছে?"

"আমার কিছু আসে যায় না" সীনা বলে। গোপন করার মতো কিছু নয়। নামটা একটু অদ্ভুত ধরনের। হ্যালিফ্যাক্স্। ইণ্ডিয়ানা কাউন্টি থেকে আগত রবার্ট হ্যালিফ্যাক্স। বলছিলেন এতোকাল খামার ভাড়া নিয়ে কাজ

চালাচ্ছিলেন, তবে কিছুদিন হ'ল কিছু টাকা হাতে এসেছে এবং এখন একটা কেনার ক্ষমতা হয়েছে। খবরের কাগজে আমার বিজ্ঞাপনটি দেখেই এসেছেন। এই যা জানি ওঁর সম্বন্ধে।"

"উনি কি......" ফেথ্ শুরু করে, "মানে ওর কি বিয়ে হয়েছে ?"

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে সীনা। "তা বলবো কী ক'রে, তবে কাজেকর্মে বিবাহিত লোকেরই মতন।"

যেন অপ্রকাশ্য কিছু বলে ফেলেছে বুঝতে পেরে সীনা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। গলা পর্যন্ত ছেয়ে দেয় আরক্তিম মুখের লালিমা। তরুণীদ্বয় লক্ষ্য ক'রে দেখে সীনার জামার কলার একেবারে খোলা, গলার নীচ থেকে ভরাট মাংস উঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ দু'জনেই এক সঙ্গে বলে যে ওদের এবার যেতে হবে।

"এসো। এসেছিলে বলে তোমাদের ধন্যবাদ", সীনা বেশ শান্তভাবেই বলে। "আগামী হপ্তায় গির্জার গানে যোগ দেবার ইচ্ছে আছে। জেক বলেছে আমায় নিয়ে যাবে।"

ভায়োলেট সীনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে :

"ছেলেটাকে খুব সৎ মনে হ'ল, সীনা,—ভালো ছেলেটা—"

সীনা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, "হ্যাঁ, ছেলে ভালো। যদ্দিন না বিক্রি হচ্ছে আমার ক্ষেতের কাজ করবার জন্যে কাউকে ত' দরকার।"

ওদের সঙ্গে গাড়ী পর্যন্ত আসে সীমা এবং ওদের চ'লে আসার আগে সীনা কিছুটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকে :

"আমি জানি আমাকে নিয়ে এমন কথা হয়েছে যে আমি নাকি হার্ভেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। এ সম্পত্তি আমার। আইনতঃ। কী চা'ন ওঁরা ? চা'ন যে উইলটা ছিঁড়ে ফেলবো আমি ? ওঁদের আমি এখানে থাকতে দিতে পারি না। বৃদ্ধ খামারের কাজ করতে অসমর্থ। সেই কারণেই তিনি জনকে খামারটা দিয়েছিলেন। আর বৃদ্ধা যদি আসেন ত' সারাদিন ব'সে ব'সে কাঁদেন, আমার মাথা খারাপ ক'রে দেন। খামারটা বিক্রি হ'লে টাকা আমি ওদের দোব কিছু। দেওয়ার কথা নয়, কিন্তু আমি দোব। একথাটা তোমরা বলে দিয়ো যখন দেখবে যে খুব কথা বলাবলি হচ্ছে।"

"নিশ্চয় বলবো", কেথ্ সানন্দে বলে, "বড আনন্দ হ'ল যে হার্ভেদের তুমি টাকার অংশ দিচ্ছ। এ সত্যই তোমার দয়া। ওঁরা নিশ্চয়ই বুঝবেন।"

এরপর বিদায় নেওয়া-দেওয়া। সরু পথটা দিয়ে গাড়ী ছুটে বেরোল। বড রাস্তায় এসে ভায়োলেট একবার পেছন ফিরে দেখে। একভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সীনা, তবে এখন মুখটা তুলে হাসছে এবং সে আর একা নয়। তরুণ ওডেল্ তা'র পাশে দাঁড়িয়ে।

বাড়ী ফেরার পথে তরুণীদ্বয় গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়। গ্রাম্য পরিবেশে বেড়ে-ওঠা অল্পবয়সীরা সাধারণত যেমন হয়, ওরাও তেমন একাধারে জটিলতা-বিহীন অথচ মানবিক সম্পর্কের গূঢ়তম রহস্য সম্বন্ধে বয়সানুপাতে বেশী ওয়াকিবহাল। তাদের পবিত্র অন্তঃকরণ, কথাবার্তার ভাষায় সামাজিকতার পরিমিতিবোধ, কিন্তু তবু সেদিন চর্মচক্ষে তা'রা যা দেখেছিল তা'র অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না তাদের। শহরের সীমানায় পৌঁছে একটা উপসংহারে পৌঁছয় ওরা।—সীনা তা'র দৈহিক সম্পদের বলে যেকোনও পুরুষকেই আকর্ষণ করতে পারে, দৈহিক সম্পদ তা'র বড রকমেরই রয়েছে। তবু অভিসন্ধি আর পরিকল্পনাই বডজোর, খোলাখুলি কোনও কেলেঙ্কারি এড়িয়েই চলবে সে। সুতরাং তরুণ জেকের মতো রূপমুগ্ধরা চিরদিন অতৃপ্ত বাসনা কামনার ঘোরেই উন্মত্ত থেকে যাবে। অবশ্য বান্ধবী দুজন ঠিক এজাতীয় কথায় তাদের মন্তব্য অভিব্যক্ত করল না, সূক্ষ্ম নানান ইঙ্গিতের মাধ্যমে তারা পরস্পরের কাছে আসল মনোভাব প্রকাশ করে।

যাজক বাড়ীর গেটের সামনে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে ভায়োলেট।

"ডাক এসেছে কিনা দেখতে চাই, কেথ্। একটু হাঁটলে ভালই হবে। অনেক ধন্যবাদ, তোমার গাড়ী করে খানিকটা বেডানো গেল। গেছলাম ব'লে আনন্দই হচ্ছে, যদিও যা দেখলাম তা একটু পীডদায়কও বটে। যাক্, তবু একটা পরিস্থিতির স্বরূপ খানিকটা জানা গেল।"

"আমাদের মতামত মা'কে বলব, মা বাবাকে জানাবেন। তিনি জেক্‌কে হয়ত কিছু বলবেন, যদিও ব্যাপারটা গোলমেলে। ওঃ, হ্যাঁ, শনিবারের সম্বন্ধে কী করছ? ওকথাটা আমি ভুলেই গেছলাম।"

পিক্‌নিকের কথা মনে হতেই ওদের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"আমি ভেবেছিলাম আমি তোমাকে নিয়ে যাবো, কিন্তু হাউর্জ গর্ডন বলছে

যে সে তাদের নতুন এক্কা খানায় ক'রে আমাদের নিয়ে যাবে ; ও আর কিটির সঙ্গে আমরা যাবো।"

"ভালই হবে।"

"দেখো, ভী, লুসি কিন্তু হেন্‌রীকে বলেছে। না-ব'লে ওর উপায় কী বলো। হেন্‌রী ত' আগাগোড়াই আমাদের দলে। তোমার কি খারাপ লাগবে ?"

"না, না, কিছ্‌ছু নয়। এরকমের ছোট শহরে থেকে দেখা ত' হবেই পরস্পরের। যাক্, পার্টির কথা ভাবতে খুবই ভাল লাগছে। এবারকার গ্রীষ্মের এই একমাত্র পার্টি।"

"সত্যিই তা'ই। আবহাওয়া ভাল থাকলে বেশ জমবে মনে হয়।"

এরপর কিছুক্ষণ ধ'রে চলল আহার্য সামগ্রী সম্বন্ধে একটা সাগ্রহ আলোচনা : তিনটি বাছাই-করা খাদ্যের মধ্যে কে কোনটি নিয়ে যাবে তা স্থির করা। শেষ পর্যন্ত অনুরূপ উৎসাহের অসারতা সম্বন্ধে লজ্জিতই হয়ে, ওরা যে যার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়।

নূতন পাতা ধরা মেপ্‌ল্ গাছের সারির মধ্য দিয়ে ভায়োলেট হেঁটে চলে। পথের দুপাশে বাড়ীর সামনেকার বাগানগুলো গোলাপে ভর্তি। নয়নানন্দকর যাত্রাপথটি ধ'রে ভায়োলেট ডাকঘরে এসে পৌঁছায়। ছোট্ট জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শ্রীযুক্ত গর্ডন হেসে তাকা'ন ভায়োলেটের দিকে। জালের নীচ দিয়ে একটা চিঠি বাড়িয়ে দেন তা'র দিকে।

"মনে হচ্ছে জবাব একটা পেয়েছ তুমি" সহাস্যবদনে কণ্ঠস্বর কিছুটা নীচু পর্দায় নামিয়ে তিনি বলেন।

খামটা তুলে নেয় ভায়োলেট। হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে যায় তা'র মুখচোখ।

"হয়ত এ চিঠিটাতে কিছুই নেই", অতিকষ্টে বলে সে, "কাউকে……"

"চুপ, এখনও একেবারে চুপ", তিনি বলেন—"তবে যখন হোক খবরটা কী তা আমায় একটু জানিও।"

বাড়ীর দিকে চলল ভায়োলেট। কেমন একটা নেশাতুর ভাব। বুঝছে না যে তাড়াতাড়ি গিয়ে উত্তেজনার অবসান ঘটাবে, না-কি দেরী করবে, আরো কিছুকাল আশায় থাকতে দেবে নিজেকে। তবে সমস্ত আনন্দ উবে গেছে। এতো শীঘ্র যে জবাবটা এলো, এতেই ত' বোঝা যায় যে বইটা

বাতিল হয়েছে। ভগ্ন হৃদয়ে সে অনুমান করে নেয় খামের ভিতরকার ছাপা কাগজখানায় কী লেখা আছে।

"অপর একটি মোড়কে আপনার পাণ্ডুলিপি ফেরত পাঠানো হ'ল। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে উক্ত পাণ্ডুলিপিটি দেখা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ঐটিকে আমাদের তালিকাভুক্ত করতে আমরা অপারগ, এজন্য দুঃখিত বোধ করছি। পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে পাঠিয়ে যে সহৃদয়ভাব পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানবেন, ইত্যাদি।"

বাড়ী পৌঁছে সে সোজা বারান্দায় গিয়ে দোলনায় বসে পড়ে। বাড়ীর মধ্যে কোনও শব্দ-সাড়া নেই, সামনের রাস্তাটাও নিঝ্‌ঝুম। বাগিচার ভেতর দিয়ে কেবল থেকে থেকে ঝির্‌ঝির্‌ ক'রে দক্ষিণে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। ভায়োলেট সম্পূর্ণ একা। তা'র কাছে কেউ যদি তখন থেকে থাকে, তবে তা'র মৃত পিতার আত্মাই শুধু, সেই সন্ধিক্ষণে কন্যাকে সাহচর্য দিতে মৃত্যুর মহাশূন্য ভেদ ক'রে যদি আসতে পারে ত সে সত্তা। ব'সে থাকে ভায়োলেট, হাতের মধ্যে খামখানা নাড়াচাড়া করে। খামের এককোণে স্পষ্ট অক্ষরে "হ্যাভারশ্যাম্‌ এণ্ড হিল"-এর নামটা লেখা। ভয় পাচ্ছে সে? ভীরুতাকে কিছুতেই সহ্য করতে রাজী নয় ভায়োলেট। চট ক'রে ছিঁড়ে ফেলে সে খামটা, টেনে বা'র ক'রে আনে একটা টাইপ-করা কাগজ। ব্যক্তিগত পত্র! রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে সে পড়তে থাকে চিঠিটা।

"প্রিয় শ্রীমতী কার্পেন্টার, আপনার পাণ্ডুলিপির প্রাপ্তি সংবাদ দিচ্ছি এবং জানাচ্ছি যে আমাদের প্রধান সম্পাদক, শ্রীযুক্ত গাইল্‌স্‌ ও আমি ইতিমধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক উৎসাহ সহকারে তার পাঠ সমাপ্ত করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক এই মুহূর্তে উক্ত রচনা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের সম্মতি জানানো ও আপনাকে কোনও কন্‌ট্রাক্‌ট্‌ দেওয়া আমাদের সম্ভব নয়। তবে আপনি জানলে আনন্দিত হবেন যে আমরা নিজেরা পাণ্ডুলিপিটি গুরুত্বসহকারে আবার দেখবো এবং অন্যান্য কয়েকজন পাঠককে দেখাবো। বলাই বাহুল্য, এতে কিছুটা বিলম্ব হলেও আমরা কি আশা করতে পারি যে আপনি ধৈর্যসহকারে ইত্যবসরে আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানাবেন কি? আমাদের নিয়মিত লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যেমন আমরা জানতে ইচ্ছা করি তেমনি ক্ষমতার সাক্ষ্য যাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করি তাঁদের বিষয়েও আমরা জিজ্ঞাসু হই।

ভাবপ্রবণ কবিতাসমূহ সহ আপনার কবিতায় শ্রীযুক্ত গাইল্‌স্—বিরল এক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখেছেন। আমিও তাঁর সঙ্গে একমত। আপনার প্রথম বইটি তাঁর বর্তমান স্বরূপে প্রকাশিত হোক বা না-হোক, আমার মনে হয় আপনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক জীবনধারার সূচনা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সেজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

আশা করি আপনি পত্রোত্তরে সুখী করবেন। আমাদের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। ইতি

ভবদীয়

ফিলিপ হ্যাভারশ্যাম্, সহযোগী সম্পাদক।"

পুলকাতিশয্যে অধীর ভায়োলেট আস্তে পিঠটা হেলিয়ে দেয় দোলনায়। আনন্দের ও স্বস্তির অবর্ণনীয় এক অনুভূতি তার রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ে। দুইজন সম্পাদক তা'র কবিতা পছন্দ করেছেন, তাঁরা তা'র মধ্যে প্রতিভা দেখেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ছাপবার মতো বই সে একদিন নিশ্চয়ই লিখবে যদিবা তা'র বর্তমান বইখানা যথেষ্ট সন্তোষজনক হয়নি। অতি সাধারণভাবে প্রত্যাখ্যাত হবার জন্য আগাগোড়া প্রস্তুত থেকে, চিঠির হৃদ্যতায় ও উত্তাপে সে এখন যেন বিচলিত হয়ে পড়ে। যেন কোনও বন্ধু হাত বাড়িয়ে ধরেছেন প্রশংসা ও আশার ডালি! প্রকাশক কর্তৃক সরাসরি গৃহীত হলেও বোধহয় এতো সুখী সে হ'ত না। আবার সে চিঠিটা পড়ে। তা'র চোখের সামনে দুটি লোকের ছবি ভেসে ওঠে: বয়স্ক দুজন লোক, হয়ত দাড়ি আছে; পাণ্ডুলিপির লিখিত প্রতিটি শব্দ প'ড়ে, ওজন ক'রে তার ওপর মন্তব্য করে চলেছেন, সমালোচকের নিকষ গাম্ভীর্য তাঁদের মুখেচোখে। নূতন লেখকেরা স্বভাবতই তাঁদের সামনে যেতে ভয় পায়। কিন্তু সে, ভায়োলেট, জানত যে তাঁদের ঐ গুরুগম্ভীর মূর্তির পেছনে শুধু জ্ঞান নয়, করুণাও মিশ্রিত রয়েছে।

হৃদয়ের আনন্দ আতিশয্যের মধ্যেও একটা গোপন ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে ভায়োলেটের। বাড়ীর মধ্যে ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তা'র মনে পড়ে যে এখন আর মা নেই যিনি বই থেকে চোখ তুলে তাকাবেন ভায়োলেট আসছে ব'লে, বাবা নেই যে পাইপে তামাক ভ'রতে

ভ'রতে উদগ্রীব দৃষ্টি প্রসারিত করবেন তা'র দিকে! সে রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে 'মীট্ লোফে'র জিনিসপত্র নিয়ে বসেছিল ক্যাটি।

"যে-প্রকাশকদের কাছে আমার কবিতাগুলো পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা চিঠি দিয়েছেন।"

"বটে, তা কী বলছেন ওঁরা?"

"কবিতা ওঁদের পছন্দ হয়েছে, তবে বই হিসেবে ছাপতে পারবেন কি-না সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানাতে এখনো কিছুদিন সময় লাগবে।"

"হাঃ" ক্যাটি বলে, "দূরত্বটা বজায় রাখছেন বোধ হয়? আরে অপরিচিত লোকদের কখনো বিশ্বাস ক'রো না। ন্যু ইয়র্কের 'ন্যাশনাল ড্রেস্ কোম্পানী'তে কতদিন আগে একটা স্যুট্ অর্ডার দিয়েছিলুম—টাকা, মাপ সব পাঠিয়ে ব'সে আছি, অথচ জিনিসটা কোনওদিনই এসে পৌঁছল না।"

"এটা কিন্তু, ক্যাটি, একটু অন্য ধরনের। খুব ভালো নামজাদা প্রকাশক এঁরা।"

"বেশ, বেশ, কী হয় ভ্যাখো সেটা, কিন্তু ইস্কুলে ত' তোমার ভালো একটা পড়ানোর চাকরি রয়েছে, তবে আর কেন বই-লেখার চেষ্টা করা? আমার অবস্থাটা দেখছ ত'—'মীট্ লোফ্' নিয়ে বিভ্রাটে পড়েছি।"

"হ'ল কী?"

"আমার হিসেব মতো লাগে অর্ধেকটা বাছুরের মাংস, তা'র অর্ধেক-অর্ধেক ক'রে শূয়োরের আর গরুর মাংস। এখন বিল্ সাইলার্স নির্ঘাৎ শূয়োরের মাংসটি ভুলে দু'দফায় গোমাংসই দিয়ে বসে আছে। তখন সে তা'র আলুর গল্প আরম্ভ করেছিল। বলে যে ৪ঠা জুলাইর মধ্যেই মুর্গীর ডিমের মতো বড বড় নতুন আলু হবে তার। বড্ড বকে লোকটা! যদি শূয়োরের মাংস বাদ দিয়ে থাকে, তাহ'লে খেতে অন্যরকম হবে। পিক্‌নিকের জন্যে জিনিসটা করছি, এতে কোনও রকম গণ্ডগোল হ'লে ভীষণ খারাপ লাগবে আমার।"

"না, তা হবে না", ভায়োলেট ক্যাটিকে নিশ্চিন্ত করে। শুধু যদি পাউরুটির টুকরো দিয়েও তুমি বানাও, তাহ'লেও ভালো হবে। এটাতে তোমার হাত পাকা। আমার কেক্‌টা সকালে তৈরী করবো, তাহ'লে বেশ গরম-গরম থাকবে।"

ভায়োলেট চ'লে যায়। ক্যাটি বিড়বিড় ক'রে কী যেন বকতে থাকে। শয়নকক্ষটার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় একটু দাঁড়ায় সে, 'পুরুষ' ও 'মহিলা' চেয়ারদুটোর পিঠদুটো একটু স্পর্শ করে এবং তারপর দোতলায় নিজের ঘরে উঠে আসে। সেখানে মৃদু আলোয় ব'সে কবিতার খাতাটা পড়ে আদ্যোপান্ত। কবিতার এক-এক পংক্তি প'ড়ে কখনও বা থম্‌কে গিয়ে তাকিয়ে থাকে সে জানলা দিয়ে দূরের দিকে। এরকমটা কি সত্যই লিখেছিল সে? এই রকমের অন্তর্দৃষ্টি, এমন চমৎকার শব্দচয়ন তা'রই? শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে হেসে ওঠে, আল্‌তো, চটুল একটা হাসি। সে বোঝে যে যদি আ'সত সেই ছাপা প্রত্যাখ্যান পত্র, তাহ'লে খাতার সমস্ত কিছুই তা'র মনে হ'ত অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন প্রলাপমাত্র। সব লেখকই কি বাইরের মতামতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে? নাকি, কারো পক্ষে আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে সমালোচনার সকল বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করে বলা সম্ভব যে 'আমার কাজ সত্য, এর মূল্য আছে, সৌন্দর্য আছে'? যাক্ এমন পরীক্ষা ত' এখন তা'র দেবার প্রয়োজন নেই। কাজটা তার হয়ে অপর কেউ করছে।

ডেস্ক বন্ধ ক'রে উঠে পড়ে সে। তা'র উপলব্ধি হয় যে মনের অন্তস্থলে সত্তার অংশস্বরূপই চিরদিন পরিপূর্ণ থাকবে তা'র সৃষ্টির উৎস। পরের দিন পিক্‌নিকে কী জামাকাপড পরবে, এই কথাটা হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় এবং কাপড়ের আলমারির কাছে গিয়ে দাঁডায় সে।

পরের দিনটি যেন জুনের সুন্দরতম দিন; মৃদুমন্দ বাতাস ও সুগন্ধে ভরা কবোষ্ণ দিন। আধ-জাগা অবস্থায় ভায়োলেট একটা দুঃস্বপ্ন দেখে কষ্ট পেয়েছিল; স্বপ্নে দেখে তা'র বাবা ও মা বুল্‌বুল্‌টি খোয়ানোর জন্য কেঁদে আকুল হচ্ছেন এবং তারপর একেবারে হঠাৎ তাঁরা চ'লে গেলেন ভয়াতুর ও নিঃস্ব ভায়োলেটকে একা ফেলে। ঘুম ভাঙতে সে টের পায় তা'র বুকের মধ্যে দারুণ ধড়ফড়ানি, চোখের জলে দুগাল ভিজে গেছে। তারপর তা'র চোখ ভ'রে দেয় প্রভাতবেলার উজ্জ্বলতা, মনের মধ্যে ফিরে আসে সেই চিঠিখানা আর এই শনিবারের আসন্ন সব ঘটনা। ঝপ্ ক'রে লাফিয়ে উঠে সে চটপট জামা কাপড় পরে নেয় আর যেন দুঃস্বপ্নের অন্ধকার ঘোরটা তাড়াবার জন্যই সরবে আবৃত্তি করে কবিতার সেই দুটো লাইন যা

ভ'রতে উদগ্রীব দৃষ্টি প্রসারিত করবেন তা'র দিকে! সে রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে 'মীট্ লোফে'র জিনিসপত্র নিয়ে বসেছিল ক্যাটি।

"যে-প্রকাশকদের কাছে আমার কবিতাগুলো পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা চিঠি দিয়েছেন।"

"বটে, তা কী বলছেন ওঁরা ?"

"কবিতা ওঁদের পছন্দ হয়েছে, তবে বই হিসেবে ছাপতে পারবেন কি-না সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানাতে এখনো কিছুদিন সময় লাগবে।"

"হাঃ" ক্যাটি বলে, "দূরত্বটা বজায় রাখছেন বোধ হয় ? আরে অপরিচিত লোকদের কখনো বিশ্বাস ক'রো না। ন্যু ইয়র্কের 'ন্যাশনাল ড্রেস্ কোম্পানী'তে কতদিন আগে একটা স্যুট্ অর্ডার দিয়েছিলুম—টাকা, মাপ সব পাঠিয়ে ব'সে আছি, অথচ জিনিসটা কোনওদিনই এসে পৌছল না।"

"এটা কিন্তু, ক্যাটি, একটু অন্য ধরনের। খুব ভালো নামজাদা প্রকাশক এঁরা।"

"বেশ, বেশ, কী হয় ত্যাখো সেটা, কিন্তু ইস্কুলে ত' তোমার ভালো একটা পড়ানোর চাকরি রয়েছে, তবে আর কেন বই-লেখার চেষ্টা করা ? আমার অবস্থাটা দেখছ ত'—'মীট্ লোফ্' নিয়ে বিভ্রাটে পড়েছি।"

"হ'ল কী ?"

"আমার হিসেব মতো লাগে অর্ধেকটা বাছুরের মাংস, তা'র অর্ধেক-অর্ধেক ক'রে শূয়োরের আর গরুর মাংস। এখন বিল্ সাইলার্স নির্ঘাৎ শূয়োরের মাংসটি ভুলে দু'দফায় গোমাংসই দিয়ে বসে আছে। তখন সে তা'র আলুর গল্প আরম্ভ করেছিল। বলে যে ৪ঠা জুলাইর মধ্যেই মুর্গীর ডিমের মতো বড় বড় নতুন আলু হবে তার। বড্ড বকে লোকটা! যদি শূয়োরের মাংস বাদ দিয়ে থাকে, তাহ'লে খেতে অন্যরকম হবে। পিক্‌নিকের জন্যে জিনিসটা করছি, এতে কোনও রকম গণ্ডগোল হ'লে ভীষণ খারাপ লাগবে আমার।"

"না, তা হবে না", ভায়োলেট ক্যাটিকে নিশ্চিন্ত করে। শুধু যদি পাউরুটির টুকরো দিয়েও তুমি বানাও, তাহ'লেও ভালো হবে। এটাতে তোমার হাত পাকা। আমার কেক্‌টা সকালে তৈরী করবো, তাহ'লে বেশ গরম-গরম থাকবে।"

ভায়োলেট চ'লে যায়। ক্যাটি বিড়বিড় ক'রে কী যেন বকতে থাকে। শয়নকক্ষটার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় একটু দাঁড়ায় সে, 'পুরুষ' ও 'মহিলা' চেয়ারদুটোর পিঠদুটো একটু স্পর্শ করে এবং তারপর দোতলায় নিজের ঘরে উঠে আসে। সেখানে মৃদু আলোয় ব'সে কবিতার খাতাটা পড়ে আদ্যোপান্ত। কবিতার এক-এক পংক্তি প'ড়ে কখনও বা থমকে গিয়ে তাকিয়ে থাকে সে জানলা দিয়ে দূরের দিকে। এরকমটা কি সত্যই লিখেছিল সে? এই রকমের অন্তর্দৃষ্টি, এমন চমৎকার শব্দচয়ন তা'রই? শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে হেসে ওঠে, আলতো, চটুল একটা হাসি। সে বোঝে যে যদি আ'সক্ত সেই ছাপা প্রত্যাখ্যান পত্র, তাহ'লে খাতার সমস্ত কিছুই তা'র মনে হ'ত অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন প্রলাপমাত্র। সব লেখকই কি বাইরের মতামতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে? নাকি, কারো পক্ষে আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে সমালোচনার সকল বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করে বলা সম্ভব যে 'আমার কাজ সত্য, এর মূল্য আছে, সৌন্দর্য আছে'? যাক্ এমন পরীক্ষা ত' এখন তা'র দেবার প্রয়োজন নেই। কাজটা তার হয়ে অপর কেউ করছে।

ডেস্ক বন্ধ ক'রে উঠে পড়ে সে। তা'র উপলব্ধি হয় যে মনের অন্তস্থলে সত্তার অংশস্বরূপই চিরদিন পরিপূর্ণ থাকবে তা'র সৃষ্টির উৎস। পরের দিন পিক্‌নিকে কী জামাকাপড় পরবে, এই কথাটা হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় এবং কাপড়ের আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে।

পরের দিনটি যেন জুনের সুন্দরতম দিন; মৃদুমন্দ বাতাস ও সুগন্ধে ভরা কবোষ্ণ দিন। আধ-জাগা অবস্থায় ভায়োলেট একটা দুঃস্বপ্ন দেখে কষ্ট পেয়েছিল; স্বপ্নে দেখে তা'র বাবা ও মা বুল্‌বুল্‌টি খোয়ানোর জন্য কেঁদে আকুল হচ্ছেন এবং তারপর একেবারে হঠাৎ তাঁরা চ'লে গেলেন ভয়াতুর ও নিঃস্ব ভায়োলেটকে একা ফেলে। ঘুম ভাঙতে সে টের পায় তা'র বুকের মধ্যে দারুণ ধড়ফড়ানি, চোখের জলে দুগাল ভিজে গেছে। তারপর তা'র চোখ ভ'রে দেয় প্রভাতবেলার উজ্জ্বলতা, মনের মধ্যে ফিরে আসে সেই চিঠিখানা আর এই শনিবারের আসন্ন সব ঘটনা। ঝপ্ করে লাফিয়ে উঠে সে চটপট জামা কাপড় পরে নেয় আর যেন দুঃস্বপ্নের অন্ধকার ঘোরটা তাড়াবার জন্যই সরবে আবৃত্তি করে কবিতার সেই দুটো লাইন যা

একদিন সামান্য শোকে মুহ্যমান দেখে তা'র বাবা তা'কে বলেছিলেন লিখে নিতে :—

"Each day is a little life, Fill its hours
with gladness if you can ; with courage if you can't."

সবই ঠিক মতো হ'ল। কেক্ হ'ল চমৎকার, "ভীল্ লোফ্'ও, অন্ততঃ বাইরে থেকে দেখতে চমৎকার। প্রাতরাশের পর চ্যাপ্টা বাস্কেটের ভেতর ভ'রে নেওয়া হ'ল কেক্ আর লোফ : একটা টিনের পাত্রে কেক্ ও 'রুবার্ব' পাতায় মোড়া একটা জারের মধ্যে লোফ্। একটি গ্লাস, কাঁটা চামচ ও পুরানো ন্যাপ্‌কিন একটা, ধবধবে শাদা তোয়ালে মুড়ে বাস্কেটের এক পাশে গচ্ছিত করা হ'ল।

পিক্‌নিকে যাবার আধুনিক বিশেষ পোশাক ব'লতে যা বোঝায় তা'র কোনও ধারণা পর্যন্ত লেডীকার্কে পৌছয়নি। সুতরাং ভায়োলেট রীতিমতো সুসভ্য বেশেই যায় : পরণে মূল্যবান ভয়েল, মাথায় গতবছর-কেনা বড টুপিতে গোলাপ-বসানো। বেশী প্রশংসা করার নীতি-বিরোধী ক্যাটি পর্যন্ত না ব'লে পারে না : "আহা, কেমন সেজেছো তুমি, কী সুন্দর দেখাচ্ছে! তবে দেখো, একটা কুশন্ সঙ্গে নিয়ো। তোমার পোশাকে যেন ঘাসের দাগ না লাগে।"

সাডে তিনটের সময় এক্কাটা এসে দোরগোডায় দাঁডায়। বাস্কেট আর কুশন্ নিয়ে ভায়োলেট তৈরী। তা'কে হাতে ধ'রে বসিয়ে দেয় হাউঈ গর্ডন। উঁচু, শাদা কলারে ও শাদা-কালো স্যুটে সুসজ্জিত হাউঈ ; লাগাম ধ'রে রয়েছে কিটি কিংকেড্, বছর খানেক যাবৎ হাউঈর সঙ্গে 'ঘোরা ফেরা করছে'। পেছনের সীটে ফেথ্‌কে ইতিমধ্যে তুলে-নেওয়া হয়েছিল, কাজেই অবিলম্বে হৈ চৈ ক'রে হাসতে হাসতে, ওরা এক্কা ছুটিয়ে দেয়। বাঁকটা ঘুরে প্রধান সড়ক দিয়ে চলতে থাকে গাডী। অনেকে তাকিয়ে দেখে দলটাকে। লোহালক্কডের দোকানের সামনে একটি ঘোডা বাঁধা দেখা যায়।

পেছনের সীটের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে হাউঈ মন্তব্য করে, "মনে হয় হেন্‌রী ঘোডা নিয়ে বেরোচ্ছে। জানি না আর কে-কে যাচ্ছে ওখানে। জানো ফেথ্?"

"জেরেমি আর পেগী ত' অবশ্যই। ওরা পেছনকার রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছে, কারণ শহরের ভেতর দিয়ে গেলে দূর হবে। তাছাডা, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দুই

মেয়ে, বেস্ আর জেন্ হার্ডউইক্ও থাকবে। আর থাকবে নিনিয়ানের তিনজন শহুরে বন্ধু,—তাদের নাম আমি জানি না। তা'রা মোটরে আসবে। মনে হয় এ-ক'জনই থাকবে।"

"তাহ'লে ত' বেশ একটা জমায়েত হবে। পিক্‌নিকে অবশ্য বেশী ভীড় না-হওয়াই ভালো।"

হাউঈ আর কিটি গলা নামিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে। তরুণীদ্বয় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখার সুযোগ পায়। ফিকে নীল রঙের লনের ফ্রক ও মাথায় বেতের টুপি ফেথ্‌কে অপূর্ব মানিয়েছে। স্বল্প লালিমা দেখা দিয়েছে তা'র মুখে এবং তা'র চিন্তাশীল চোখ দুটোকে আনন্দ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

"তোমার কী মনে হয়?" সে বলে, "কাল রাত্রে জেরেমি এসেছিলেন। তিনি বললেন সীনার ওখানে যে রবর্ট হ্যালিফ্যাক্স্‌কে দেখেছিলাম, তিনি সত্যই খামারটা কিনছেন। তিনি জেরেমির কাছে গেছলেন। যেভাবেই হোক তিনি জেরেমির কথা শুনেছিলেন এবং ক্ষেতে কী-রকম ফসল হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে যে জেরেমি জানবেন, একথা বুঝেছিলেন। জেরেমি বললেন যে ভদ্রলোক খুব ভালো, প্রকৃতই ভদ্রলোক। সব চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে ওঁর নাকি প্রথমে ইচ্ছা ছিল যাজক হবার, কিন্তু পরে মাটির টানেই ফিরে আসতে হয়েছিল।"

"বাঃ, চমৎকার মিল ত'!" ভায়োলেট বলে। "জেরেমিরও বেশ ভালো একজন প্রতিবেশী হবে। তাঁর আশপাশের চাষীদের সঙ্গে ত' ঐ এক গরু আর ফসলের কথা ছাড়া অন্য কিছু আলাপই তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়। ভদ্রলোকের পরিবারবর্গ কী রকম?"

"ভদ্রলোক অবিবাহিত", ফেথ্ জানায়। আরেকটু রাঙিয়ে ওঠে তা'র মুখটা। ভায়োলেটের কাছে সরে আসে সে।

"জানো ত' মাঝে মাঝে নিজেকে ঘৃণা করি আমি। এক এক সময় মনে হয় তোমাতে আমাতে এতো মন খুলে কথা না-বলাই ভালো। তোমার সামনেও নিজেকে কেমন লাজুক ঠেকে। আচ্ছা, ভদ্রলোক বিবাহিত বা অবিবাহিত, তা'তে কি কিছু আসে-যায়? কিন্তু কি জানো—?" না ব'লে পারে না ফেথ্, "আসলে একটু বোধহয় যায়।"

"সে ত' নিশ্চয়", ভায়োলেট স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। "এ অঞ্চলে অবিবাহিত লোক ত' খুব বেশী নেই। আইবুড়োদের দল ভারী হ'ল। বয়স কতো হবে ভদ্রলোকের?"

জেরেমি বললেন, "বত্রিশ, কিন্তু আরো কম দেখায় না?"

"অনেক কম। সীনার ব্যাপারটা কী?"

কেথ্ মাথা নাড়ে। "সে অবশ্য চেষ্টা করবে, আমার মনে হয়। তবে ফল হবে না। শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্স্ জেরেমিকে বলেছেন যে ঐ খামারে একা যাবার ইচ্ছে তাঁর আর নেই। এতেই ব্যাপারটা আঁচ করা যায়!"

"জেক্ সম্বন্ধে তোমার বাবার কী অভিমত?"

"তিনি একটু চিন্তিতই হয়েছেন। তাঁর এখ্তিয়ারের বাইরে গিয়ে ত' কিছু করা সম্ভব হয় না তাঁর পক্ষে। সত্যই বেশ একটু গোলমেলে ব্যাপার। আমার মনে হয় জেক্‌কে আবার গির্জাতে আসতে বলা ছাড়া অন্য কিছুর চেষ্টা তিনি করবেন না।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকে দুজনে। তারপর ভায়োলেট বান্ধবীকে বলে :

"আমার একটা খবর শোনাবার আছে। তোমাকে না-ব'লে আমার নিস্তার নেই, কিন্তু শুনে খুব হৈচৈ করতে পারবে না, ব'লে দিচ্ছি।"

"নিশ্চয় তোমার বই সম্পর্কে!"

"শোনো। —এখনো কিছু ঠিক হয়নি, তবে আমি একটা চিঠিতে জেনেছি যে ওঁরা উৎসাহ নিয়ে আবার একবার ওটা দেখছেন। এই-ই খবর। ছাপা যে হবেই কখনও, এমন কোনও প্রতিশ্রুতি নেই। তবে ওঁদের একটু পছন্দ হয়েছে বলা যায়।"

"ওঃ, ভী, তুমি কী ক'রে এতোক্ষণ কথাটা চেপে রেখেছিলে? এইটুকু খবরই কি কম? তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে না?"

"তা অবশ্যই হচ্ছে। হয়ত আমাকে বোকা মনে হবে, কিন্তু আস্ত একখানা চিঠি পেয়েই আমার কী উত্তেজনা! আর চিঠিতে সত্যই আমার প্রশংসা আছে। কাজেই আমার মুখে যদি একটা অকারণ হাসির রেশ লেগে থাকে, বুঝতেই পারছ যে কেন। যদিও ..."

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে, শেষ ছোট পাহাড়টার ওপর ওঠাবার জন্য ঘোড়াটাকে চাবকে, হাউন্ড হেঁকে ওঠে, "যাক্, এবার আমরা এসে গেছি!"

জায়গাটি মনোরম, যদিও সর্পিল সারিতে পরপর বসানো কয়লার চুল্লীগুলো থেকে ধোঁয়া উঠে অঙ্গারের গন্ধে সর্বত্র ভ'রে দেয় যখনই হাওয়া আসে বিপরীত দিক থেকে। ফাঁকা জমি ও যন্ত্রপাতির চত্বরটি বসত-বাড়ীর থেকে বিযুক্ত হয়েছে একটি ওক্-কুঞ্জের দ্বারা। বাড়ীর সামনে প্রশস্ত বারান্দা। আগে এখানে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ থাকতেন, তিনি এখন আরো সুন্দর ও আধুনিক ধরনের একটা বাড়ীতে চ'লে গেছেন। কারখানার অপর দিকে সে বাড়ীটা। কিন্তু এ বাড়ীটাও বেশ বড় ও সাজানো-গোছানো। ঘোড়াটাকে এগিয়ে যথাস্থানে নিয়ে যায় হাউঈ। বাড়ীর পেছন দিকে কথাবার্তা ও হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে, লোকজন সব এসে গেছে। গোলাঘরের সামনে একটা মোটর দাঁড়ানো। একটি মেপ্‌ল গাছের নীচে তিনজন যুবক দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে একজন, কোমরে এ্যাপ্রন জড়িয়ে নিয়েছে,—সে আইস্‌ক্রীম তৈরীর যন্ত্রটি চালানোর দায়িত্ব নেবার জন্যে খচসা করছে। কাছেই এক গামলা বরফ আর এক বস্তা লবণ রয়েছে। বাড়ীতে আইস্‌ক্রীম বানানোর অপরিহার্য দুটো সামগ্রী।

"আরে, এই শুনছ" এ্যাপ্রন-পরিহিত যুবক অপর একজনকে বলল, "নিনিয়ানের মতে ঢাক্‌নি তোলার সময় এখনও হয়নি। তাছাড়া, কীভাবে তুলতে হয়, তা আমরা জানিও না। হয়ত লবণ ঢুকে যাবে। গুঁড়োনোর যন্ত্রটাতে একটু হাত লাগাও। জিনিসটা এবার ঘন হচ্ছে।"

এক্কা থেকে নবাগতদের নামতে দেখে ওরা সবাই তাকায়। রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে লুসি আর নিনিয়ান। লুসি এসেই কেথ্‌কে আলিঙ্গন করে। বিবাহ হলেও তা'র স্বাভাবিক তারুণ্যের চাপল্যে ভাঁটা পড়েনি। তবে বিবাহিতা লুসির মধ্যে দেখা দিয়েছে একটা সজীব নারীত্বের রূপ, যা কুমারী লুসির সৌন্দর্যে ছিল না। এখন তা'র কোঁকড়া চুলগুলো একটা গোলাপী ফিতে দিয়ে মাথার ওপরে টেনে বাঁধা; পরনের সাদামাঠা সুতোর পোশাকটা দেখলেই বোঝা যায় দামী ব'লে। নিনিয়ান দীর্ঘকায় সুপুরুষ যুবা, সামাজিক পরিবেশে স্বচ্ছন্দ হবার শিক্ষা আগাগোড়াই সে পেয়ে এসেছে; এ-ছাড়া, তা'র নিজস্ব ক্ষমতাও কম নয় মানুষকে আকর্ষণ করার। এখন বয়োপ্রাপ্তির ছাপটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা'র মুখে-চোখে। অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিনিয়ানও তাদের পরিচয় করিয়ে দেয় মেপ্‌ল্ গাছের নীচে দাঁড়ানো

তিনটি যুবকের সঙ্গে। যুবক তিনজন যথাক্রমে লম্বা চওড়া ও সোনালী-চুল ডন্ উইলসন্; সুদর্শন ও মোটাসোটা ডিক্ ট্রাভার্স; আর, মাইক্ ডর্সে, একহারা, গায়ের রং কিছুটা তামাটে। হাউস্ট একা থেকে বাস্কেটগুলো তুলে নিয়ে আসে, জিজ্ঞেস করে সেগুলোর ব্যবস্থা কী করবে।

"আপাততঃ যেখানে আছে সেখানেই রাখো" লুসি বলে। "সবাই এসে পৌঁছলে পর আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবো। ওঃ, কী চমৎকার আজকের আবহাওয়াটা, বলো! দুঃখের বিষয় কেবল একটাই। জেরেমি আর পেগি আসতে পারছে না। পেগির শরীরটা ভালো নেই।" ফেথ্ ও ভায়োলেটকে আস্তে জানায় লুসি, "কেন তা তোমরা জানো। সৌভাগ্যবতী পেগি!"

ঘোড়ার খুরের শব্দ। সওয়ার হেন্‌রী এগিয়ে আসে। সোলার ধারে একটা কড়ার সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে হেন্‌রী এসে দলে ভেড়ে। তা'কে দেখতে পেয়ে ভায়োলেটের বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে। অবশ্যই কোনও গভীর আবেগের তাড়নায় নয়; দীর্ঘ পরিচয়প্রসূত একটা দরদ যেন উথলে ওঠে। অনেক বছর পর এই একটা পার্টিতে তা'কে সঙ্গে নিয়ে আসেনি হেন্‌রী।

"কী খবর সব?" চটপট একবার চারধারে তাকিয়ে নেয় হেন্‌রী। "কেমন আছো, নিনিয়ান" লুসি, তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে। তা'হলে এই লোকটা ঠেঙাচ্ছেন না তোমাকে ধ'রে?"

কথাটা শুনে লুসি তা'র যুবক স্বামীর দিকে তাকায়। দুজনার মুখে যে হাসি খেলে যায় তা'র প্রেমময় ইঙ্গিতে কোনও লুকোচুরি থাকে না। সে হাসির মাধুরীতে বিমুগ্ধা ভায়োলেটের যেন এক নিরবধি উত্তেজনা! নিনিয়ান তামাসার সুরটা টেনে চলে।

"আরে বলব কী, আমাকেই সাবধানে থাকতে হচ্ছে! জানোই ত' বেঁধবার জন্যে ঘুরেই বেড়াচ্ছে পিন্‌টা! এসো, হেন্‌রী, একবার এই আইসক্রীম বানানেওয়ালা শর্মাদের সঙ্গে আলাপ করো।"

কয়েক মিনিট পরই বেস্ আর জেন হার্ডউইক্ তাদের গাড়ী ক'রে এসে পৌঁছায়। হাতে ধরে তাদের নামানো হয়। যুবকরা ওদের ঘোড়াটা খুলে নিয়ে গিয়ে বেঁধে দেয়। বেশ সুন্দরী—দুটি মেয়ে, স্বভাবও মিষ্টি। কিন্তু লেডীকার্ক গ্রামটি সম্বন্ধে তা'রা যেহেতু আগাগোড়াই কেমন একটু স'রে-থাকা ভাব দেখিয়ে এসেছে, তাই তাদের ওরা ঠিক আপন করতে পা'রত না।

লবণাক্ত বরফ সরিয়ে দেয় নিনিয়ান ও ঢাক্‌নাটা তোলে। আইস্‌ক্রীম জমানোর যন্ত্রটি ঘিরে সরব কর্মচাঞ্চল্য জেগে ওঠে।

"বাজি মাৎ! মনে হচ্ছে ঠিক জমেছে!" সে বলে, "এসো ত', ফেথ্‌, জানি তুমি এ বিষয়ে ওস্তাদ। দেখো ত' ঠিক শক্ত হয়েছে কি-না?"

যন্ত্রের ভেতরকার শাদা চাঁইটা ঝুঁকে প'ড়ে দেখে ফেথ্‌।

"দেখে মনে হয় একেবারে ঠিকই হয়েছে!" ফেথ্‌ বলে। "একটা প্লেট নিয়ে এসো ত', লুসি, আর কয়েকটা চামচ, সবাই একটু চেখে দেখি। শ্রমিকদের মজুরি ত' চাই", ঝুঁকে-পড়া যুবক তিনজনকে উদ্দেশ করে বলে।

"আইস্‌ক্রীম করা জানতাম না", মাইক্‌ বলে। "তৈরীর মতলবটাই আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভক্ষক নিজেই ভক্ষণের দ্রব্য সৃষ্টি করেছে। অর্থনীতির দিক থেকে ঘটনাটা লক্ষণীয়। আপনি বলছেন আমরা সবাই ব'সে প'ড়ে চাখতে পারবো এখন?" বিস্মিতভাবে জানতে চায় সে লুসির কাছে। লুসি তা'কে একটা চামচ দেয়।

"অবশ্যই", লুসি বলে। "মজার অর্ধেকটা এখনই প্রাপ্য। এখন নি'ন সকলে ঠিক এক চামচ ক'রে। তাড়াতাড়ি, নয়ত গ'লে যাবে।"

সকলে চামচ ডুবিয়ে-ডুবিয়ে নিয়ে ও খেয়ে যখন জানাল যে আইস্‌ক্রীম চমৎকার হয়েছে, তখন ফেথ্‌ যন্ত্র থেকে পাখাটা তুলে নিল ও সেটাকে একটা প্লেটের ওপব রেখে দি'ল। তারপর সে ও নিনিয়ান দুজনে মিলে আবার চেঁছে পুঁছে সমস্ত জিনিস যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে, ঢাক্‌নাটা এঁটে, হাতলের গর্তটার মধ্যে কাগজ ঠেসে ঠেসে সেটা বন্ধ ক'রে আরো বরফ ঢেলে দি'ল। তার ওপর যন্ত্রটা মু'ড়ল একটা ক্যানভাসের বস্তা দিয়ে। কাজ সমাপ্ত।

সানন্দে চিৎকার ক'বে ওঠে নিনিয়ান, "এবার আমাদের যাত্রা শুরু। বরফ-যন্ত্রটি আমরা ভাগ ক'রে ক'রে কিছু কিছু দূর বইব, বেশ ভারী আছে ওটা। হেন্‌রী, তুমি আর ডন, প্রথমটা নাও, কী বলো? রাস্তা দিয়ে খানিকটা নিয়ে চলো—নদী পর্যন্ত। পথ ত' তোমাদের জানাই। হাউঙ্গ, তুমি লেমনেডটা নিতে পারবে? পেছনের বাবান্দায় বড় দুধের পাত্রটার মধ্যে আছে। আর মেয়েরা, হালকা বাস্কেটগুলো তোমরা বইতে পারবে? বেশ, এবার যে যা পারো নিয়ে উঠে পড়ো!"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই খাদ্যসম্ভার ধ'রে নিয়ে ওরা অগ্রসর হয় বনের কিনারা ধ'রে এবং ঢালু পথ বরাবর এসে ছোট নদীটার কাছে পৌছয়। তলা দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে নদীটা মাঠের মধ্যে দিয়ে। যুবকরা বয়ে চলেছে বরফ-জমানোর যন্ত্রটা। হঠাৎ হাত-বদল করতে গিয়ে সেটা প্রায় প'ড়ে যাবার উপক্রম হয় এবং সবাই হৈ হৈ চিৎকার করে হাসতে থাকে। বেস্ হার্ডউইক্ হোঁচট খেয়ে তা'র হাতের বাক্স ভর্তি 'রোল'গুলো ছড়িয়ে ফেলে। তবে তেমন কোনও দারুণ বিপদ কিছু আর ঘটে না। ওরা এসে নদীর তীরবর্তী ছায়াভরা একটা লম্বা ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হয় ও হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। কম্বল, কুশন আর প্লেটের বাক্স নিয়ে দুহাত-জোড়া নিনিয়ান এসে পড়ে। শান্ত নিরালা জায়গাটায় অল্পকালের মধ্যেই যেন একটা আরণ্যক বসতির পত্তনি হয়। কম্বলগুলো বিছিয়ে দেয় ওরা, গাছের কাণ্ডের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখে কুশনগুলো আর ভোজের জন্যে কেন্দ্রস্থলে পেতে দেয় নক্শাকাটা টেব্‌লক্লথটা।

"তোমাদের আর সবার কথা জানি না, তবে আমার কিন্তু এখুনি ক্ষিদে পেয়েছে জোর। আজ তেমন ক'রে দুপুরে বাড়ীতে খাওয়া হয়নি।" নিনিয়ান বলে।

পুরুষমহল সমস্বরে সায় দেয়। কাজেই মেয়েরা তাড়াতাড়ি বাস্কেটগুলো খুলতে থাকে; খাবার জিনিস অনেক: 'ভীল-লোফ্', মুর্গীর মাংস ভাজা, আলুর স্যালাড, বীটের রসে মাখানো শক্ত সেদ্ধ ডিম, শশার আচার, রোল, জ্যাম আর দুটো কেক্ ও অন্যান্য রসাল খাদ্য আর তা'র সঙ্গে লেমনেড আর আইস্‌ক্রীমের পাত্র দুটি।

"এবার ভো-জ-ন!" সব কিছু প্রস্তুত হ'লে গায়ের জোরে চিৎকার ক'রে ওঠে নিনিয়ান। জানান দেয় দলের পুরুষদের, যারা বেড়াতে-বেড়াতে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে পড়েছে।

খুশীর খাওয়া। সকলের দেহেই যৌবন-চাঞ্চল্য, অটুট স্বাস্থ্য আর ক্ষুধা। খাবারের সুগন্ধির সঙ্গে মিশে রয়েছে যৌবনোচ্ছ্বাসের দুই বিপরীত রোমাঞ্চকর সন্নিবেশ,—আর তা'তে অনুভূতি হচ্ছে আরো জোরালো। মাথার ওপরে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে তাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে জুন মাসের পড়ন্ত রোদ তাদের কথাবার্তার শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ছোট নদীর কলধ্বনি, আর

মুখে চোখে বনের গন্ধ-মাখা হাওয়া এসে লাগছে। তৃতীয় ডিশ আইসক্রীম খেয়ে অতিভোজনের শ্রান্তিতে এলিয়ে প'ড়ে ডন উইলসন বলল :

"ওঃ, জীবনে এতো কখনো খাইনি আমি।"

"আর এতো পিঁপড়েও কখনো নয়", মাইক বলে তা'র কেক্ থেকে একটা পিঁপড়ে তুলে-ফেলে। "আমায় কিন্তু ভুল বুঝোনা তোমরা। বেশ ক'টা ডেয়ে পিঁপড়েরও ক্ষমতা নেই আমাদের এই ভোজের আনন্দ নষ্ট করবার। আজকের এই পিক্‌নিক্ যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পিক্‌নিক্ শুধু তা-ই নয়, এইটেই হ'ল একমাত্র মৌলিক পিক্‌নিক্—ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরে কলস্বনা নদীর তীরে এইভাবে…। আমি কর্মকর্তা ও কর্মকর্ত্রীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁদের উদ্দেশ্যে এই লেমনেডের পাত্রটি তুলে। নিনিয়ান ও লুসির প্রতি—" গ্লাসটি তুলে ধ'রে সে ঘোষণা করে। "তাঁরা যেন আরো অনেক পিক্‌নিক্ করেন ও প্রতিবারই যেন আমি নিমন্ত্রিত হই!"

হাসির দমক থামলে ডন উইলসন শান্তশিষ্টভাবে নিবেদন করে, "আপনারা বুঝছেন যে এই সূত্রে আমাদের মত আইবুড়ো ছেলেদের বিয়ের প্রশ্নটা উত্থাপিত হতে পারে। আগাগোড়া প্রশ্নটা আমার কাছে পুঁথিগত ব'লেই মনে হয়েছে, যদ্দিন না নিনিয়ান প্রত্যক্ষ ঝম্পদানটি ক'রে ব'সল। এবং তাকে যথাযথভাবে সুখী দেখার পর…"

বাধা দিয়ে নিনিয়ান বলে, "এই, এ কিন্তু তোমার পক্ষে সত্যের দারুণ অপলাপ করা হচ্ছে কমিয়ে ব'লে!"

"যা-ই হোক, আমি যা বলছিলাম, তা'কে এমন খুশীতে ডগমগ দেখে আমাদেরও একথা ভাবতে হচ্ছে যে বিবাহ আমাদের পক্ষেও শুভকর হতে পারে কিনা।"

"আরে থামো", মাইক মন্তব্য করে, "একটু ধীরে, ভাই। তুমি নিশ্চয় আজকালকার চালু গানটা জানো।" জোরালো, স্পষ্ট কণ্ঠে গান শুরু করল সে :

"(তুমি) এটা করো না সেটা ক'রো না
বিয়ে যখন করেছো!
(তুমি) হেথা যেয়ো না সেথা যেয়ো না
বিয়ে যখন করেছো!

(জানি) বাবার ঠাঁই একটা, যেথায়
বধূ দেবেন যেতে—
(সেথায়) হিম-পড়া নেই রাতে!
বিয়ে যখন ক'-রে-ছো!"

পুরুষরা সব খিক্ খিক্ ক'রে হাসে, স্বল্প চমক কাটিয়ে উঠে মেয়েরাও হাসতে থাকে। লুসি একাই যেন বোকা ব'নে যায়।

"ঠিক কী ব'লতে চাইল গানটায় বুঝলাম না", সে বলে। হিম পড়ে না এমন ত' অনেক জায়গাই রয়েছে।"

নিনিয়ান তা'র হাতটা ধরে। "আমার মনে হয় গান যে-জায়গাটার কথা বলছে, সেটির নাম চার অক্ষরে এবং শব্দটি আমরা নির্বিঘ্নে যাজকদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে পারি। তবে যদি কথাটা ওঠেই, তবে বলতে হয় যে তোমার বাবাকে অবশ্য কখনও শব্দটা উচ্চারণ করতে শুনিনি আমি।"

"ইস্! ঐ কথা!" সে বলে। "না, মাইক, এটা মোটেই সত্য হয়নি। আর, সত্যই কোনও স্ত্রী কি তা'র স্বামীকে বলতে পারে…কী কাণ্ড; কী সাংঘাতিক!" লুসি থামে।

পুরুষরা আবার হেসে ওঠে; তবে ভায়োলেট লক্ষ্য করে ওদের হাসির মধ্যে বেশ একটা ভদ্রতাবোধ রয়েছে।

"ঠিক বলেছো, লুসি", মাইক জানায়। "আমার গান এবং গানের গূঢ় রহস্য আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। পরে, পেটটা একটু হালকা হ'লে, ভালো কোনও প্রেমের গান গেয়ে ক্ষতিপূরণ করবো। যতক্ষণ না উঠে দাঁড়াতে পারছি ততক্ষণ ব'সে ব'সে কিছু খেললে হ'ত না?"

"ভালো কথা" নিনিয়ান বলে। "কী খেলবে? সহজ কিছু হোক একটা। যে কারণেই হোক আমার মস্তিষ্ক নামক পদার্থটি এখন তেমন সচল নেই।"

কিছুক্ষণ ওরা 'বাজ্' খেলে, তারপর 'ঠাকুরদার ট্রাঙ্ক' খেলা চলে। যতক্ষণ না ডিক্ ট্রাভার্স তার ভেতর 'বোলতার' চাক ঢুকিয়ে দেয়—তারপর হাসতে হাসতে 'ট্রাঙ্কের' ডালাটি বন্ধ করে সকলে মিলে।

নিনিয়ান উঠে দাঁড়ায়, লুসিকে টেনে তুলে বলে, অতঃপর আমরা কী করবো, বলছি। আমার স্ত্রী আর আমি এখানে থেকে জিনিসপত্র সব পরিষ্কার করবো, তোমরা সবাই বনের ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখোগে। ঝোপঝাড়গুলো মোটামুটি সাফ্ করা আছে, পথও অনেক দেখতে পাবে। যাও, এখন সব

দৌড় লাগাও। তোমরা ফিরে এলে আমরা, পুরুষরা, রিং-ছোঁড়ার খেলা দেখাবো, মেয়েরা ব'সে ব'সে আমাদের তারিফ্ করবে।"

বিস্ময়কর তৎপরতার সঙ্গে যুবক-যুবতীরা জুড়ি বাঁধে। ক্ষণবিলম্ব না ক'রে মাইক এসে দাঁড়ায় ভায়োলেটের পাশে, ডন ফেথের এবং হেনরী ও ডিক হার্ডউইক তনয়াদের। হাউঞ্জি ও কিটি ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছল। একটু কালের মধ্যেই সকলেই ছড়িয়ে পড়ল নানান পথ ধ'রে এবং বনের অভ্যন্তরে ঢুকতে থাকল।

"এই প্রথমবার আমি নিনিয়ানের এখানে এসেছি", মাইক শুরু করে, "সত্যি, খুব সুন্দর এই অভিজ্ঞতা। আপনি কি চিরদিন এই অঞ্চলেই থেকেছেন ?"

"আমার জন্ম লেডীকার্কে। ফেথ্ আর লুসিরও তা-ই। ওদের বাবা আমাদের এখানকার প্রধান যাজক, জানেন বোধহয়।"

"হ্যাঁ। চমৎকার লোক, নিনিয়ানের কাছে শুনেছি। অবশ্য আমি নিজে কখনও ধর্মীয় লোকজনদের সঙ্গে মিশিনি, তবে উনি নাকি একটু স্বতন্ত্র গোছেরই লোক। জ্ঞান চর্চা ওঁর এখনো থামেনি। ওঃ, ভালো কথা, একটা কথা মনে পডল। সম্ভবত গোলার ধারে মোটর গাডীটা দেখেছেন, ওটা আমার।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি", সোৎসাহে ভায়োলেট বলে।

মাইক হাসে। "ভদ্রতার পারিতোষিক হিসাবে ওটা লাভ করেছি আমি। আচ্ছা, যদি ডন আর আমি গাডী ক'রে আসি কোনও রবিবারে, আপনি আর শ্রীমতী ফেথ্ কি গাড়ীটা চডে কিছুটা বেড়াতে সম্মত হবেন ?"

"ওঃ, নিশ্চয়ই, আমাদের খুব ভালো লাগবে, ভায়োলেট বলে, "তবে রবিবারে নয়।"

"রবিবারে হবেই না কেন ?" অবাক্ হয়ে মাইক জিজ্ঞেস করে।

"ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে লেডীকার্কে কেউ গাডী চেপে প্রমোদ-ভ্রমণে বেরোতে পারে না ঐ শাস্ত্রনির্দিষ্ট দিনটিতে। কোনও যাজক-কন্যা ত' পারবেই না।"

জিজ্ঞাসু হয়ে মাইক তাকায় ভায়োলেটের দিকে। "আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে হচ্ছে।"

"কেন? সহজ ব্যাপার। ঐ দিনে প্রত্যেকে দু'বার ক'রে গির্জার যাবে; কেউ কেউ বা তিনবার, চারবারও—'সান্ডে স্কুল' ও 'ইয়ং পিপ্‌ল্‌স্ মিটিং', যদি ধরেন। গির্জা-গমনের মধ্যবর্তী সময়টা সকলে বাড়ীতে কাটায়, বিশ্রাম করে ঘরে ব'সে।"

"কী সর্বনাশ, বিশ্রাম ত' লাগবেই!"

ভায়োলেট হাসে। "সে-কথা ঠিকই বলেছেন", সে বলে। "এখন এই গ্রীষ্মকালে এখানকার লোকেদের কাজ হ'ল ঐ সময়টা হয় বারান্দায়, নয় গাছের ছায়ায় ব'সে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা।"

"রবিবারের সংবাদপত্রটির পর্যন্ত সুযোগ নেই?"

"রক্ষে করো, সে ত' নেই-ই! এ অঞ্চলে অমন সংক্রামক কু-অভ্যাস কখনো ঠাঁই পাবে না। একবার চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু কাগজওলাদের আটক করেছিল একটি কমিটি ঢাকা-দেওয়া ঐ সেতুটার মুখটাতে। ব্যস্ ঐখানেই খতম। শাস্ত্রীয় দিবসে লেডীকার্কে কাগজও ঢুকবে না, এই হচ্ছে কথা।" ভায়োলেটের চোখে দুষ্টুমি ফুটে ওঠে, "অবশ্য স্থানীয় সমাচারের কথা আলাদা। সেটি ঠিকই মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে থাকে এবং প্রতিদিনই।"

মাইক মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে জোরে হেসে ওঠে। "কিন্তু এ ত' খুব আশ্চর্য ব্যাপার। জায়গাটা একবার নিজের চোখে দেখতে হবে আমায়। আর বলাই বাহুল্য, আপনার সঙ্গেও দেখা করতে হবে। একটা জিনিস আমাকে অবাক করছে। আপনি নিজে আছেন এরই মধ্যে, অথচ কেমন আলাদা। এমন নিঃসংকোচ পর্যবেক্ষণ শিখলেন কী ক'রে?"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় ভায়োলেট। "আমার শহরকে নিয়ে ঠাট্টা ক'রতে অবশ্য চাইনি আমি। তা'র মূল্য যাচাই ক'রতে গেলে দুদিক থেকেই ভাবতে হয় আমাকে। হ্যাঁ, দেখার যোগ্য তবু লেডীকার্ক, এসে যদি আপনি দেখতে চা'ন।"

"কোনও শনিবারে কেমন হয়? সে বারটা ত' পুণ্যদিন নয়?"

"শনিবার চমৎকার হবে। ফেথেরও নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে আমারই মতন। দেখুন আমি প্রথমেই জানিয়ে রাখছি যে আমি পাড়াগেঁয়ে, স্পষ্টই বলছি জীবনে কখনো মোটরগাড়ী চড়িনি!"

"চমৎকার!" মাইক বলে। "আমার গাড়ীরই সৌভাগ্য হবে আপনাকে

প্রথম চড়ানোর। সামনের সপ্তাহে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে, তা'র পরের হপ্তায় হ'লে কেমন হয়?"

"আমার কোনও অসুবিধে নেই। ফেথ্‌কে বলবেন আপনি?"

"অবশ্যই। কিম্বা, ডন বলবে। ফিরে গিয়ে ওকে আমি বলবো।"

ফিরে যাবার ডাক আসে। নিনিয়ানের আহ্বানে ভ্রমণকারীদের সবাই সচকিত হয়ে ফেরার পথ ধরে। একমাত্র হাউঙ্গ ও কিটি ছাড়া। একটা বড় বীচ্‌ গাছের লাগোয়া তাদের দেখা যায়, সেখানে গাছটির গায়ে হৃদয়ের চিত্র এঁকে হাউঙ্গ খোদিত ক'রে দিচ্ছিল তাদের দ্বৈত স্বাক্ষর!

পুরুষরা ঘণ্টাখানেক ধরে রিং-ছোঁড়ার খেলা খেলে; মেয়েরা দেখে, গল্প করে। তারপর সকলে মিলে গান গায়, মেয়েরা কুশনের ওপর ব'সে, ছেলেরা গাছে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে। 'বেয়ে যাও, তরী বেয়ে যাও', ও 'আপেল গাছের ছায়ায়' গায় ওরা। ক্রমে চাঁদ দেখা দেয়, আর ওরা উন্মনভাবে পুরানো প্রেমের গানগুলোই বেছে নিতে থাকে, সুন্দরভাবে 'জুয়ানিটা' গেয়ে উঠেছে সবে ওরা, এমন সময় হাউঙ্গ লাফিয়ে ওঠে—

"আরেঃ বাপ্‌", সে বলল, আঁধার হতে শুরু করেছে। এখনি আমাদের যেতে হয়। আমার ঘোড়াটি আবার এমন যদি কোনও আলো-জ্বলা মোটর-গাড়ী সামনে পড়ে ত' সে ভীষণ পাগলামি শুরু করে দেবে। তাড়া করছি ব'লে খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু যাওয়া আমাদের এখনই দরকার।"

ছড়ানো জিনিসপত্র ও বাস্কেটগুলো চট্‌পট্‌ কুড়িয়ে নিয়ে ওরা সব এক সঙ্গে উঁচু রাস্তাটা বেয়ে উঠতে শুরু করে। তারপর প্রত্যেকের কাছ থেকে দ্রুত তবু কিন্তু আন্তরিক বিদায়-গ্রহণের হট্টগোল-পালা। মাইক ভায়োলেটকে আবার জানিয়ে দেয় যে মোটর-চড়ার সম্বন্ধে সে তা'কে লিখে জানাবে। তারপর হাউঙ্গর একাটা যাত্রা করে। বিদায় জানাতে-জানাতে মেয়েরা একার পিছু পিছু কিছুদুর যায় যতক্ষণ না সেটা পাহাড়ের সানুদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হয়। হাউঙ্গ সতর্কভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। কিটি ঝুঁকে প'ড়ে হাউঙ্গর সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা ব'লে চলে, ফেথ্‌ আর ভায়োলেট পেছনে ব'সে পার্টির সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকে। রিং ছোঁড়ার সময় মাইক ডনের সঙ্গে তাদের লেডীকার্ক-ভ্রমণ সম্বন্ধে কথা ব'লে নিয়েছিল এবং ডনও ফেথ্‌কে তা'র মতামত জিজ্ঞেস করেছিল। এখন তারা

একে অন্যকে বলে চলেছে এর পরও অমন একটা প্রস্তাব সামনে আছে ভাবতে ওদের মনে আনন্দ ও উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। যুবক দুজনও বেশ ভদ্র আর আমুদে। তারা ভাবতে থাকে ওরা কি খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাবে, আর যদি করে তাহ'লে সেটা হবে ভায়োলেটের বাড়ী, না ফেথের ওখানে।

হঠাৎ হাউঈ ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে ওঠে। সামনে পাহাড়ের ওপাশ থেকে দুটো বড বড লাল চোখ যেন তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঘোড়াটাও তা দেখতে পেয়েছে এবং তা'র গতিবেগ ক্রমেই কমে আসছে।

"আমার মনে হয় আমি নেমে পড়ি" হাউঈ উদ্বিগ্নভাবে বলে, "ঘোড়াটাকে লাগাম ধ'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি। তোমাদেরও নামা-ই ভালো, কারণ বলা যায় না ও কী করবে এখন। দেখি, কিটি, ঢাকাটা আমায় দাও ত'।"

মেয়েরা তাডাতাডি নেমে যায়, পথের ধারে উঁচু পাডের ওপর উঠে দাঁড়ায়। অতি দ্রুত বেগে লাল চোখজোডা ছুটে আসে। হাউঈ ঘোডার মাথার ওপর ঢাকাটা ফেলে দেয় এবং চেপে ধরে লাগামটা। ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপছিল ঘোডাটার। মোটর গাডীর শব্দ একেবারে কাছে এসে পড়ে এবং হাউঈ সব চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হয়। সজোর এক লাফে ঘোডাটি সামনের দিকে ছুটে যায়, মুখ ঢাকা কাপডটা ঝেডে ফেলে এবং লাগাম ধরা হাউঈকে টেনে হিঁচডে নিয়ে চলে।

"হায়, হায়" কিটি চিৎকার করে "ও ম'রে যাবে! ছেড়ে দাও হাউঈ! ছেড়ে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দেখল ঘোডাটি গতিবেগ বাডানো মাত্র হাউঈ পাশে ছিটকে পডেছে। পেছনে-পেছনে ঘড্‌ঘড্‌ শব্দ ক'রে একটা ভেঙ্গেচুরে এগোয়। প্রাণপণে মেয়েরাও ছুটে আসে এবং রাস্তার ধারে হাউঈকে দেখে একেবারে নিষ্পন্দ প'ডে রয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে তা'র পাশে নতজানু হয়ে ব'সে পডে কিটি।

"ও ম'রে গেছে", অস্ফুট কাতরোক্তি করল সে।

"না, এখনো নিঃশ্বাস পডছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবে চোট লেগেছে। মাথায় আঘাত পেয়েছে। ওঃ, যদি কেউ একজন এসে পডত এখন। কিটি, এসো আমরা ওকে একটু তুলে ধরি, দেখি জ্ঞান ফেরে কি না।" উদ্বিগ্ন স্বরে ভায়োলেট বলে।

হাউঈর মাথাটা উঁচু করতেই তা'র চোখ দুটো একটুখানি পিট্ পিট্ ক'রে খুলে গেলো।

"গে—গেলো কোথায় ঘোড়াটা?" বিড়বিড় ক'রে সে বলে।

"ঘোড়া ঠিক আছে। আমার ওপর ভর দিয়ে একটু চুপ ক'রে থাকো, বিশ্রাম করো। এই, শোনো তোমরা…শুনতে পাচ্ছ?"

দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই হেন্‌রীকে দেখা যায় ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। প্রয়োজনের তাগিদে সব কিছু ভুলে গিয়ে ভায়োলেট হেন্‌রীর কাছে দৌড়ে গেল এবং তা'কে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ঘটনাটি জানাল। তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে নেমে প'ড়ে সে লাগাম ধ'রে তৎপরভাবে এগিয়ে এল যেখানে রাস্তার একপাশে ব'সে রয়েছে কজনা প্রাণী। মাথাটা ঘ'ষতে ঘ'ষতে হাউঈ তখন উঠে বসার চেষ্টা করছে।

"আরে, হেন্‌রী যে। আমি প'ড়ে গেছ্‌লাম, লেগেছেও জোর। ঘোড়াটাকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এক্কাটার কথাও ভাবছি। তুমি একটু দেখবে?…"

"থামো, থামো, উত্তেজিত হয়ো না। তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকো। আমি যত জোরে পারি ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছি, তোমার ঘোড়াটা ধরছি! ও নিশ্চয়ই বাড়ী গেছে! আমাব ঘোড়াটা এক্কার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারি। তোমাদের সকলকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবো। তুমি ঠিক আছো ত?"

"অবশ্যই। কেবল একটু মাথাটা ঘুরছে। এক্কাটার কথা ভাবছি। জানো ত'-নতুন গাড়ী। যাক্, তুমি যতো জোরে পারো ছোটো। ধন্যবাদ তোমায়, হেনরী।"

হেনরী চট্‌পট্ একবার ভায়োলেট ও অন্য সবাইকে দেখে নেয়।

"আপনারা সব তাহ'লে এখানে থাকুন, আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।"

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না-ক'রে লাফিয়ে উঠে হেনরী জোর কদমে ঘোড়া ছোটায়।

চাঁদ ওঠে বটে। কিন্তু মেঘ এসে চাঁদের আলো ঢেকে দেয়। অন্ধকার জমাট হয়ে ওঠে। ওরা সকলে কাছাকাছি ব'সে থাকে। হাউঈ বিশেষ কথাবার্তা বলে না, তবে তা'র মনটা বেশ প্রফুল্লই। চোখ বুজে কিটির কাঁধের

ওপর মাথা রেখে প'ড়ে থাকে সে। অপর মেয়ে দুজন স্পষ্টই দেখতে পায় যে কিটি মাঝে মাঝে হাউঈর কপালে চুমু দিচ্ছে। বোঝা যায় ও-দুজনের প্রেম যথেষ্ট গভীর হয়ে উঠেছে। একবার কেথ্ ভায়োলেটের কানে-কানে বলে : "আজকের এমন সুন্দর বিকেলটার পর এইরকমটা ঘটা বড়ই করুণ, কি বলো ?"

"হ্যাঁ, তবে শেষ ভালোই হবে, আমার বিশ্বাস।"

"কী সৌভাগ্য যে হেনরী এসে পড়েছিল ! আমি, জানতুম যে ও আমাদের খুব বেশী পিছনে ছিল না। ওর সম্বন্ধে একটা কথা ঠিক,—ওর ওপর নির্ভর করা যায়।"

"একথায় সন্দেহ নেই" ভায়োলেট সায় দেয়। আর কিছু বলে না সে।

ভায়োলেট তখন আবার যেন সেই চিঠিখানার উত্তাপ চেপে ধরেছে তা'র হৃদয়ের সঙ্গে। এখানে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে আপন গোপন আনন্দের স্বাদ নিতে কোনও বাধা নেই তা'র। হাউঈ যদি এমন গুরুতরভাবে আহত না-হ'ত, মূল্যবান এক্কাখানা যদি সম্পূর্ণ অক্ষত থাকত, তাহলে এ সময়টা মাঠের নিরালা প্রান্তে এমন নিঃসঙ্গ ব'সে থাকতে ভায়োলেটের ভালই লাগত।

ওদের মাথার ওপর শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড গাছ ; হালকা হাওয়ায় ভেসে আসছে একটা অচেনা গন্ধ।

"I cannot see what flowers are at my feet
Nor what soft incense hangs upon the boughs…"

জুনের হাওয়ায়-ভরা অন্ধকারে শ্বাস টানে ভায়োলেট আর কবিতার ওই কথাগুলো তা'র মনের মধ্যে ভেসে-উঠতে থাকে। গ্রাম্য আঁধারের মাঝখানে সে যেন বন্দিনী তা'র আপন চিন্তালোকে।

রাস্তা নিঝ্‌ঝুম। আর কোনও মোটর গাড়ী আসে না। একটা ঘোড়ার গাড়ীও না। সময় ব'য়ে চলে। অবশেষে যখন মেয়েদের উদ্বেগ চরমে উঠেছে তখন তাদের কানে এলো অগ্রসরমান একটি গাড়ীর চাকার শব্দ। শব্দটা এগিয়ে আসে। দেখা যায় গাড়ীর মাথায়-জ্বলা লণ্ঠনের আলোটা। হেনরীর গাড়ী এসে থামে ; হেনরী হেঁকে বলে, "সব ঠিক আছে ত ?"

হাউঈকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। ঘুমের পর তা'র মাথাটা বেশ পরিষ্কার মনে হয়। সকলে হাউঈকে ধ'রে তোলে, হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে

গাড়ীতে বসায়। পেছনের সীটে তা'র দুপাশে কিটি আর কেথ্ বসে। হেনরী ঘোড়াগুলোর ওপর নজর রাখে। সে জানায় যে সেতুর কাছে সে একাসমেত ঘোড়াটাকে ধ'রে ফেলেছিল, সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে গর্ডনের মাঠে পৌঁছে তবে শান্তি। সেতুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে একার একটা দিকের কিছুটা অংশ ভেঙে গেছে বটে, তবে, হাউঈকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলে, "অন্য কোথাও আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি, যা ভেঙেছে তা সহজেই সারানো যাবে।"

সামনের সীটে হেনরীর পাশে বসা ছাড়া ভায়োলেটের আর কোন গত্যন্তর নেই। বেশ একটু অসুবিধাজনক ব্যবস্থা, কিন্তু নান্যঃ পন্থা।

"এ গাড়ীটা আস্তাবল থেকে নিয়ে এলুম", হেনরী ব'লে চলে। "যে কাণ্ড ঘটে গেল, তারপর ভাবলুম যে মোটর গাড়ী দেখে ভয় পায় না এমন ঘোড়াই আনা দরকার। তাছাড়া আমাদের গাড়ীতে সকলকে ধরতও না। আজ অন্ধকারটাও খুব। লণ্ঠনটা এনে ভালই করেছি।"

গাড়ী চলতে থাকে। কথাবার্তা সামান্যই হয়। কেবল কিটি উদ্বেগ ভরে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে আর হাউঈ খুব আস্তে আস্তে জবাব দেয়। অবশেষে এক সময় হেনরী ভায়োলেটকে সোজাসুজি বলে।—

"শুনছি তোমাদের টুরিস্টদের একজন নাকি বুলবুলটা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ", ভায়োলেট জবাব দেয়। "সেজন্য আমি খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম। পাখীটাকে ভালবাসতাম আমি। আর, ওই শ্রীযুক্ত স্মিথ্ সম্বন্ধেও আমি অবাক্ বনে গেছি। কেমন ভদ্রলোক ব'লে মনে হয়েছিল। সত্যি, এ ঘটনার পর মনুষ্য-চরিত্রে আস্থা আর আমার থাকছে না।"

"অচেনা লোকেদের কথা বলা যায় না। এই মোটরগাড়ীগুলো হওয়ার পর থেকে নানান ধরনের লোকেরাই টুরিস্ট্ সাজছে। সবাই বলছে তোমাদের টুরিস্ট্-ব্যবসাটা বন্ধ করা উচিত।"

"আমরা আমাদের নিয়মকানুন পাল্টে ফেলেছি।" অন্ধকারে ভায়োলেট না-হেসে পারে না তার ঐ ভারিক্কি 'নিয়মকানুন' কথাটার ব্যবহার নিয়ে, যদিও সে জানত এর অন্তর্নিহিত ঠাট্টাটা হেনরী টের পাবে না। "এরপর আমরা কেবল দম্পতী ও স্ত্রীলোকই নেব", সে বলে।

"তা সেটা বরং ভালো", হেনরী বলে।

তারপর আর কোনও কথা বলার থাকে না কারো। গাড়ী এগিয়ে চলে।

গ্রামে পৌঁছে ওরা এসে গর্ডন বাড়ীর সামনে থামল। বারান্দায় আলো জ্বলছে। গেটে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্নভাবে হাউঈর বাবা ও মা।

আড়ষ্টভাবে গাড়ী থেকে নামে হাউঈ। "আমার কিছুই হয়নি" বলতে বলতে ওঁদের দিকে এগিয়ে যায়। "প'ড়ে গিয়ে মাথাটা একটু কেটে গেছে আর সেজন্য একটু সময় যেন লেগেছিল। কিন্তু হেনরীর জন্যে অপেক্ষা ক'রে থেকে আমি একটা ঘুম দিয়ে উঠেছি, এখন আমার আর কিছু গলদ নেই। এসো, কিটি, ভেতরে যাই আমরা, সকলকে ব্যাপারটা বলি। তারপর তোমায় আমি বাড়ী পৌঁছে দোব। হেনরী, তোমায় সহস্র ধন্যবাদ, সকলের হয়ে খেসারত দোব আমি। ফেথ্, ভায়োলেট, শুভরাত্রি। তোমাদের ওইভাবে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম ব'লে দুঃখিত।"

সোজা প্রধান সড়ক ধ'রে গাড়ী ছুটিয়ে চলে হেনরী। ভায়োলেটের ভালো লাগে না। হেনরী ফেথ্‌কে আগে নামিয়ে দেবে ঠিক করেছে, যেমনটা সে দিয়ে থাকত যদি…। ফেথের বাড়ীর গেটের সামনে তা'কে নামিয়ে দেয় হেনরী। ততক্ষণ ভায়োলেট লাগাম ধ'রে থাকে।

"শ্রীযুক্তা গর্ডন নিশ্চয়ই তোমাদের বাস্কেটগুলো দেখবেন। সোমবার ওগুলো নিলেই হবে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে হেনরী। কাল তোমার সঙ্গে দেখা করবো।"

বিদায় জ্ঞাপন সমাপ্ত হয়। হেনরী উঠে গাড়ী ঘুরিয়ে নেয়। আবার চলতে থাকে গাড়ী। স্বল্প কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করে ভায়োলেট যতক্ষণ না তা'রা কার্পেন্টার গৃহে এসে পৌঁছায়। হেনরী রাশ ধরে, কিন্তু গাড়ী থেকে নামবার কোনও চেষ্টাই করে না।

"দেখো, মনে হচ্ছে যেন সেই আগের মতোই তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি", সে বলে।

"হ্যাঁ", বিচলিতভাবে ভায়োলেট জবাব দেয়, "হ্যাঁ, সেইরকমই লাগছে। আজকের পিক্‌নিক্‌টা বেশ হ'ল না?"

"হু, তা হ'ল। শহুরে মানুষগুলি কেমন? কেমন যেন কাঁচা-কাঁচা লাগল। ওরা কি এদিকে আসছে নাকি?"

"হ্যাঁ আমাকে আর ফেথকে ওরা জানিয়েছে, একদিন আসতে পারে। আমাদের মাইকের মোটর গাড়ীতে চড়াবে।"

"বিপজ্জনক!" হেনরী রায় দেয়। "অনেকের মতন আমিও হয়ত একটা মোটরগাড়ী কিনতে পারি, কিন্তু না, বিপদ ডেকে আনছি না আমি। বরং ঘোড়া একটা চাইব সব সময়, ঢের নিরাপদ।"

"আজ রাত্রে ত' দেখাই গেলো।" ভায়োলেট বলে।

তা'র সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয় হেনরীও। "স্বীকার করি আমার মন্তব্যটি করার উৎকৃষ্ট সময় অবশ্যই এখন নয়", হেনরী বলে, "কিন্তু যা বলতে চাই, তা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়। তাছাড়া, একটা মোটর গাড়ীই ত' বিপদটা বাধালে। আর দেখো, ভী, আরো একটা কথা। আমাদের মধ্যে যা ছিল সব চুকে গেছে এবং তা আর নাড়াচাড়া করতে চাইও না। পোড়া আঙুলটা আরেকবার পোড়াবো না আমি। কিন্তু তুমি জানো তোমার গতিবিধি সব সময় আমি লক্ষ্য করবো। আমার উৎসাহের অভাব হবে না। অজ্ঞাত-কুলশীল এইসব শহুরে ছেলেদের ফাঁদে পড়ো না।"

"না, আমি পড়বো না। এই উদ্বেগ তোমার সহৃদয়তারই প্রমাণ।"

"হ্যাঁ, উদ্বেগ আমার আছে", হেনরী বলে, "অনেকদিন ধ'রে তুমিই আমার একমাত্র মেয়ে বন্ধু ছিলে।"

"আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে যে এখনো বন্ধু আছি আমরা। তুমি রাগ করোনি। আচ্ছা, আমি এখন যাই। ক্যাটি নিশ্চয়ই খুব দুর্ভাবনা করছে।"

কিন্তু নামবার কোনও চেষ্টাই হেনরী করে না। কোনও বিশেষ দরদের ভাবও তা'র মুখে ফুটে ওঠে না। বরং একটু পরে, একটা প্রশ্নই উত্থাপন করে সে। সে বলে, "সীনা কী করছে কিছু জানো?"

ভায়োলেট চমকে ওঠে। সীনাকে দেখতে যে-সব লোকের ভালো লাগে, হেনরী কি তাদের একজনা?

"হ্যাঁ, ভাগ্যক্রমে জানতে হয়েছে আমাকে। কিছুদিন আগে ফেথ আর আমি সীনার ওখানে গেছলাম। ওর ধারণা যে ইণ্ডিয়ানা কাউন্টির এক মিঃ হ্যালিফ্যাক্সের কাছে খামারটা বিক্রি হচ্ছে, বিক্রি হ'লে ও শহরে এসে ওর বাপের বাড়ী থাকবে।"

"অবশ্য মিলুদের বাড়ীটি যথেষ্টই বড়, তবে কোনও মেয়ের পক্ষে বিয়ে হয়ে

যাবার পর আর···আর মানে নিজের একটা সংসার থাকার পর, বাপের বাড়ী ফিরে আসা খুবই কষ্টের। · তোমরা যখন গেছলে তখন কেমন মনে হ'ল ওকে?"

ভায়োলেটের কণ্ঠস্বরে তিক্ততা ফুটে ওঠে। "যেমন থাকে তেমন। কোনও তফাৎ কিছু আমার চোখে পড়েনি। আচ্ছা, হেনরী, আমাকে এখন যেতেই হচ্ছে। ক্যাটি বোধহয় ক্ষেপে উঠেছে এতোক্ষণে।"

আর কথা না-ব'লে হেনরী চাবুকের হাতলে ছপ্‌টিটা গুটিয়ে রাখে, লাফিয়ে নামে গাড়ী থেকে ও ভায়োলেটকে নামতে সাহায্য করে।

"ঘোড়া ফেলে আমার সঙ্গে দোরগোড়া পর্যন্ত আসার দরকার নেই। আবার যেন ঘোড়া ছুটে পালিয়ে না যায়। ধন্যবাদ তোমাকে, হেনরী, সব কিছুর জন্যেই ধন্যবাদ।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো হ'ল। তোমার কি মনে হয় সীনা সব কিছু নিলামে বিক্রি করবে, কি বল?"

"বাস্তবিকই আমি জানি না।" ভায়োলেট বলে। "আচ্ছা, বিদায়।"

বারান্দা পর্যন্ত হেঁটে যায় সে। মনের মধ্যে তা'র বিমিশ্র চিন্তার ঝড়। হঠাৎ কানে এলো ফোঁপানিব শব্দ সিঁড়িব কাছটাতে আসতেই। আঙুরলতার পেছনে সাইমনকে কোলে নিয়ে দোলনায ব'সে ক্যাটি ফুঁপিয়ে কাঁদছে। খুব চেষ্টা করে সে তা'র দুর্মেজাজের ঝাঁঝটা গোপন রাখতে সংযত গাম্ভীর্যের তলায়।—

"ওঃ, এতক্ষণে বাড়ী ফেবাব সময হ'ল! ভয়ে-ভাবনায় লোকে যে পাগল হয়ে যাবে! হেনরীর গলা শুনলাম যেন? খবরদার, শুনতে হয় না যেন আর ওর সঙ্গে তোমার মিটমাট হয়ে গেছে। বসো, বলো দেখি কী হচ্ছিল এতোক্ষণ ধ'রে। ওঃ, এখন বোধহয় মাঝরাত্তির!"

"তোমাকে দুর্ভাবনায ফেলার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত, কিন্তু কোনও উপায় ছিল না বিশ্বাস করো। তোমায় সব কথা বলছি, বললে তুমি ঠিক বুঝবে।"

ক্যাটি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকে আর তা'র ঔৎসুক্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভায়োলেট পিক্‌নিকের সমস্ত কাহিনী ও তৎপরবর্তী ঘটনা খুঁটিয়ে বলে। অন্ততঃ কিছু বাদ পড়েনি এই নিশ্চিতি নিয়ে ক্লান্ত ভায়োলেট উঠে

দাঁড়ায় এবং বাড়ীর ভেতরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। তারপর ক্যাটি তা'র শেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে।

"ভীল লোফ্ কেমন লা'গল? ভালো হয়েছিল?"

ভায়োলেট ঘুরে দাঁড়ায়। "কী—আশ্চর্য, ওটার কথা একেবারে ভুলে গেছলাম। অপূর্ব হয়েছিল!" সে বলে, "এর আগে এতো ভালো কখনও হয়নি। আর, জানো ক্যাটি, মুর্গীর মাংস ভাজাও ছিল—হাউঈ-এর মা পাঠিয়েছিলেন। শহুরে ছেলেদের মধ্যে দুজন 'ভীল লোফ্' দিয়ে খাবার জন্যে ও জিনিসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সরবরাহ করেছিল আগাগোড়া। ওরা তোমার ওই লোফ্ খেয়ে ত' অবাক্, বলে যে কখনও অমন জিনিস খায়নি, নাম জানতে চাইল। তবেই দেখো! এর চাইতে বেশী প্রশংসা কি হতে পারে?"

"বেশ, বেশ", ক্যাটি বলে, "তবে মুখে ভালো-লাগা আর মন্দ-লাগা!" সে চেষ্টা ক'রে গলার স্বরে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে। "থাক্ এখন যাও, শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করগে। যাও, যাও সাইমন, ভাগো! ও, আচ্ছা, বেশ যদি ইচ্ছে করে ত' দোলনাতেই শোও, কোনও ক্ষতি নেই।"

পরদিন বিকালে সারা পাড়াটায় যখন রবিবারের কর্মহীন শান্তি নেমে এসেছে, ভায়োলেট কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসে সামনের বারান্দাটায়। এখনই সে শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যামের চিঠিটির জবাব লিখছে না অবশ্য, তবে প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার বাসনা তার রয়েছে। কী জাতীয় কথা সে জানাবে তাঁকে? এমন কি সে বলবে তা'র জীবন ও তার পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে যাতে তাঁর সামান্যও উৎসাহ জাগতে পারে? তাছাড়া, আগে থেকে ছ'কে নিলে চিঠির জবাবটা হয়ত জুতসই হবে ঠিকই, কিন্তু তা'তে কি সেটাকে ভেবেচিন্তে লেখা ব'লে মনে হবে না? অভাব ঘটবে না কি তা'র স্বতঃস্ফূর্ততার!

সে ব'সে-ব'সে ভাবছে, এমন সময় পেছনের রাস্তায় একটা মোটর গাড়ী আসার শব্দ শোনা গেল। অবাক হয়ে সে গাড়ীটির আগমন প্রতীক্ষা করতে থাকে। এসময়ে কি টুরিস্ট্রা আসতে পারে এখানে? জবরদস্ত কালো চশমা পরা একজন ভদ্রলোক গাড়ী চালাচ্ছেন, তাঁর পাশে শিফনের ঘোমটায় আবৃত এক মহিলা বসে। ঘোমটার লম্বা কাপড় মাথার পেছন দিকে হাওয়ায়

উড়ছে। কাগজ-পেন্সিল রেখে ভায়োলেট উঠে দাঁড়ায় ভালোভাবে দেখবার জন্যে। গেটের সামনে এসে সত্যই মোটরগাড়ীটা দাঁড়ায়। ভদ্রলোক নামলেন, ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করলেন নামতে এবং তারপর তাঁরা দেওয়াল বরাবর এগোতে থাকলেন। কালো চশমাটি খুলে ফেলেন ভদ্রলোক। চেঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে ভায়োলেট ওঁদের অভ্যর্থনা করার জন্যে এবং ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে যাবার সময় প'ড়ে যাবারই উপক্রম হয় তা'র। ভদ্রলোক না-ধরলে পড়েই যেতো সে।

"ওঃ, শ্রীযুক্ত স্মিথ!" সে চেঁচিয়ে ওঠে, "আমি জানতাম, জানতাম আপনি ফিরে আসবেন!"

ভদ্রলোক বিস্মিত, অপ্রস্তুত। ভায়োলেটের আকুতিময় মুখটার দিকে থ হ'য়ে তাকিয়ে থাকেন তিনি। তাঁর পাশের নারীমূর্তির মুখেচোখে আরো জোরালো বিস্ময়াতিশয্য।

"ইনি আমার স্ত্রী, শ্রীমতী কার্পেন্টার। এ পথে যে এতো শিগ্‌গির আসতে হবে তা জানা ছিল না, কিন্তু একটা কাজ উপস্থিত হ'ল…"

"আসুন, ভেতরে আসুন", ভায়োলেট উদগ্রীবভাবে বলে। "ওঃ, আপনি যখন এসেছেন আর কোনও ভাবনা নেই। আপনি নিশ্চয়ই আগাগোড়া চেয়েছিলেন ফিরে আসতে, কিন্তু আমার যে কী ভীষণ উৎকণ্ঠা তা বুঝতেই পারছেন। সত্যি, আপনার আজকের এই আসা—" আনন্দে হেসে ওঠে ভায়োলেট, "এ যেন আমার প্রার্থনার ফল। আমি যখন আমারি উকিলের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম…"

"আপনার উকিল? মানে?" শ্রীযুক্ত স্মিথ রীতিমতো ভয় পেয়ে যান।

"হ্যাঁ। সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু দেখুন আমার যা-যা করার ক্ষমতা ছিল, তা না-ক'রে উপায় ছিল না। উকিল শেষকথা হিসাবে যা বলেছিলেন তা হচ্ছে এই যে হয়ত দুঃখিত হয়ে আপনি নিজেই ফিরে আসবেন একদিন। কাজেই দেখছেন…"

স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে শ্রীযুক্ত স্মিথ অত্যন্ত তৎপরভাবে কথাবার্তার গতি আয়ত্তে আনেন।

"দেখুন, শ্রীমতী কার্পেন্টার, মনে হয় আপনি এমন কিছুর সম্বন্ধে বলছেন যা আমাদের কাছে একেবারে অজানা। সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতেই হবে

আপনাকে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে ব'লে ভালই লাগছে এবং সেদিন সেই বর্ষার রাত্রে আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন একথা ভেবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আমার আজকে এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য আমার স্ত্রী বুল্‌বুল্‌টি দেখতে চা'ন, তার গান শুনতে চান।"

একেবারে বিবর্ণ হয়ে যায় ভায়োলেটের মুখ। করুণভাবে সে ওঁদের দুজনের দিকে তাকায় ঘুরে ঘুরে।

"ওই বুল্‌বুল্‌···মানে, বুল্‌বুল্‌টা", বোকার মত বলে সে।

"হ্যাঁ", ভদ্রলোক ব'লে চলেন, "আমার স্ত্রীর কাছে ওটার বিষয়ে এত বলেছি যে তাঁকে একবার স্বচক্ষে দেখতেই হবে, যদি আপনি দয়া ক'রে আরেকবার দেখতে দেন।"

ভায়োলেট বিস্ময়ে হতবাক্‌।

"তাহ'লে···আপনি নেননি ওটা", অনেক কষ্টে কথা কটা বলে সে।

এক মুহূর্তের জন্য শ্রীযুক্ত স্মিথের যেন বাক্‌শক্তি লোপ পায় এবং তারপর তাঁর কণ্ঠস্বরে ন্যায্য রাগের ভাবটা পরিস্ফুট হয়।

"নেননি ওটা!" তিনি বলেন, "বলতে চা'ন যে আপনি আমাকে··· আমাকে চোর ভেবেছিলেন!"

তাঁর স্ত্রী আস্তে এসে তাঁর গায়ে হাত রাখেন এবং প্রথমবার মুখ খোলেন তিনি, "আচ্ছা, ঠিক কী হয়েছিল দয়া ক'রে বলবেন কি আমাদের?"

"যে-রাত্রে শ্রীযুক্ত স্মিথ এখানে এসেছিলেন, সে-রাত্রে ওঁকে পাখীটা আমি দেখাই। ওঁর খুবই ভালো লেগেছিল, কিন্তু দেখে উনি কেমন যেন চুপ ক'রে থাকেন এবং তাড়াতাড়ি ওপরে চ'লে যান। পরদিন ভোরবেলায়ই এখান থেকে চ'লে গেছলেন উনি। এর দু'রাত্রির পর আমি বুল্‌বুল্‌টার গান শুনতে চেয়েছিলাম, মনটা খুব খারাপ লাগছিল। বইয়ের তাকের পেছনে, গত ত্রিশ বছর ধ'রে পাখীটা থাকছে কিন্তু সেদিন দেখি যে সেটা আর নেই। অন্য কোনও টুরিস্ট্‌ও কেউ ইতিমধ্যে আসেননি। তাহ'লে ভেবে দেখুন আমার কী মনে হতে পারে। আমার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করুন।"

"বুঝতে পারছি", শ্রীযুক্তা স্মিথ বলেন। "সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি। সম্পূর্ণ অজানা একজন লোক এলেন রাত্রে, গেলেন পরদিন সকালে আর তারপর বহুমূল্য জিনিসটি গেল খোওয়া। আপনি যা ভেবেছিলেন

তা কিছুই অন্যায় নয়। ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু, জেক্রে, তুমি ওঁকে তোমার পরিচয়টা দাও—"

"আমি ওহিয়োর ল্যাংটন কলেজের একজন অধ্যাপক। এবারের গ্রীষ্মকালটা আমি ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছি ছাত্রের সন্ধানে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে", একটু হেসে ফেলেন তিনি, "আমি প্রকৃতই সজ্জন। কিন্তু নিজের কথা এখন চাপা থাক, আপনার পাখী খোওয়া-যাবার সংবাদটিতে বড়ই কষ্ট পেলাম। সত্যিই ওটা ছিল একটা অমূল্য সম্পদ। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বুঝছি যে আমার পকেট থেকে ওটা বেরোল না ব'লে আপনি কতো হতাশ হয়েছেন।"

ভায়োলেটের মুখভাব পরিবর্তিত হয়। সেই ফ্যাকাশে, আর্ত মুখটায় রং ফিরে আসে, চোখ দুটো জলজল করে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসিও ফুটে ওঠে।

"ব্যাপারটার মধ্যে একটা মজার দিক রয়েছে কেমন বলুন ত'? দেখা মাত্র আমার ওই দম বন্ধ করা বিস্ময় আর তারপর ওই হতাশায় ধপাস্ পতন! উত্তেজনায় আমি ত আপনাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবারই আয়োজন করেছিলাম,—খুবই অবাক্ হয়েছিলেন নিশ্চয়? কিন্তু যাক্, পাখী যদিও আপনি ফেরত দিলেন না আমাকে, তবু আরো মূল্যবান কিছু ফিরে পেলাম আমি। মানুষে বিশ্বাস আবার আমার ফিরে এলো। জানেন, শ্রীযুক্তা স্মিথ, ক্যাটির ও আমার এতো ভাল লেগেছিল আপনার স্বামীকে যে তাঁর সম্বন্ধে খারাপ কিছু কল্পনা করতেও আমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল। আচ্ছা, এখন আপনারা আসুন, বারান্দায় ব'সে ভালোভাবে আলাপ করা যাবে। একই সঙ্গে হুড়মুড় ক'রে সব কিছুই যেন না ব'লে নিলে চলছিল না! আপনাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছি ব'লে আমি সত্যই দুঃখিত।"

ওঁরা গিয়ে বসলে পর সমস্ত ঘটনাটির ও তৎপ্রসূত যাবতীয় মানসিক প্রতিক্রিয়ার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পেশ করা হবে স্মিথ-দম্পতীর শ্রবণার্থে তা'তে অবাক হবার কিছু নেই। সে-কাজটি শেষ হ'লে ভায়োলেট গেল ক্যাটিকে খবরটা জানাতে। ক্যাটি বারান্দায় এসে অতিথিদের সঙ্গে আলাপ শুরু করল।

"বলিনি'কি আমি যে আপনি মশায় পুরোদস্তুর একটি ভদ্রলোক? আর, বড়ই আনন্দ হ'ল আপনার গিন্নীর সাক্ষাৎলাভে। সময়মতো এলেন আপনি

ভালই করলেন, আমরা ত' আপনাকে আইন দেখানোর চেষ্টা করছিলুম। যাই আমি লেমনেড নিয়ে আসিগে, এই ধুলোর মধ্যে গাড়ী চালিয়ে এসে নিশ্চয়ই খুব তেষ্টা পাচ্ছে আপনাদের।"

উক্ত মন্তব্যটি ক'রে ক্যাটি রান্নাঘরে ফিরে যায়।

জলযোগান্তে অতিথিরা যখন যাবার জন্যে উঠলেন তখন তাঁদের কথা-বার্তার সুরে সৌহার্দ্যের ঘনিষ্ঠতা ফুটে উঠেছে।

"আজ আমাদের এখানে আসার আরেকটাও কারণ আছে", শ্রীযুক্তা স্মিথ বলেন, "সে কথা এখনো বলিনি। কয়েক বছর আগে আমাদের একমাত্র মেয়েকে হারিয়েছি আমরা; আমার স্বামী বলেছিলেন যে তাঁর তোমাকে দেখে তার কথা মনে পড়েছিল। বিশেষত, যখন তুমি তোমার ওই বুলবুলটির দিকে তাকিয়েছিলে। সেই কারণেই ও-রাত্রে অতো তাড়াতাড়ি উনি ওপরে চলে গেছলেন নিজের ঘরে। মিলটা আমিও দেখতে পাচ্ছি আর তাই নিজেকে মনে হচ্ছে তোমার খুব কাছাকাছি। আমরা আবার আসবো?"

"নিশ্চয়ই আসবেন!" ভায়োলেট বলে অতি আন্তরিকভাবে। "অনুরাগের সূত্র ত' আমিও পেয়েছি, আমারও মা-বাবা নেই।" ওঁদের সঙ্গে ভায়োলেট গেট পযন্ত হেটে আসে। শ্রীযুক্তা স্মিথ ভায়োলেটকে চুমু খান, স্নেহভরে তা'র হাতখানা ধ'রে রাখেন কিছুকাল শ্রীযুক্ত স্মিথ।

"যখনই এদিক দিয়ে যাবেন, এখানে থামতেই হবে আপনাদের" ভায়োলেট ব'লে চলে। "টুরিস্ট্ হিসেবে নয়, আমার অতিথিরূপে। আমার বড আনন্দ হবে। বলুন, কথা রাখবেন।"

"আর আমার শুভেচ্ছায় পাখীটিকে ফিরে পাও তুমি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন", শ্রীযুক্ত স্মিথ বলেন। এরপর গাড়ীতে স্টার্ট্ দেওয়া—ক্যাট্ ক্যাট্ আর ঘডঘড় শব্দ ও বিদায়-সম্ভাষণ। ওঁরা চ'লে যান।

ধীরে ধীরে ফিরে আসে ভায়োলেট। বারান্দায় ক্যাটি কাচের গেলাস-গুলো তুলছে তখন।

"আহা, ওরা কী ভালো লোক", ভায়োলেট বলে, "এখন ওদের যেন প্রকৃত বন্ধু ব'লে মনে হচ্ছে। শ্রীযুক্ত স্মিথ যে পাখীটা নেননি এই জানতে পেরে বুক থেকে আমার মস্ত একটা ভার নেমে গেল। ও কথাটা যেন আমার পক্ষে ভাবাও আর সহ্য হচ্ছিল না।"

"হুঁ", ক্যাটি জবাব দেয়, "ভদ্রলোককে ভালো ব'লেই মনে করেছি, তাই কথাটা আমারও খুব মনোমত ছিল না। কিন্তু", কালোচোখের ধূর্ত চাহনিতে এবার সে ভায়োলেটকে বিদ্ধ করে, "একটা জিনিস তুমি ভুলে যাচ্ছো নাকি?"

"কেন, কী বলো ত?" ভায়োলেট প্রশ্ন করে।

"এখন," ক্যাটি বলে, "কথা হচ্ছে যে উনি যখন চুরি করেননি পাখীটা, তখন করলটা কে?"

॥ ৫ ॥

মানুষের হাতের তালুর মত ছোট্ট একটা কালো মেঘের টুকরো, লেডীকার্ক গ্রামের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। এর জন্মস্থল ছিল ম্যারী জ্যাক্‌সনের রসনা। সোমবারে ম্যারী এসেছিল। তখন ম্যাগ্‌ পার্ক্‌স্‌ সেদিনকার কাপড়কাচার পর্ব শেষ ক'রে যাবার উদ্যোগ করছে। সে আর ক্যাটি সেদিন অনেক কেচেছিল, ইস্ত্রিও ক'রে ফেলেছিল। ক্যাটি বেশ খোশ্‌মেজাজে রান্নাঘরের টেবিলে কাচা কাপড় চোপড়গুলি গোছগাছ ক'রে রাখছিল।

"বলা উচিত নয়, তবু সত্যি যেন ঝরা তুষারের মতন শাদা—" ম্যারীকে লক্ষ্য ক'রে বলে ক্যাটি।

নীল চিনির ভাঁড় থেকে টাকা বার ক'রে ম্যাগ্‌কে দেয় সে। এখন ওই ভাঁড়ে কেবল খুচরা পয়সা রাখা হয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যাগ্‌ তা'র মজুরিটা নেয়।

"ওই স্মিথ্‌ লোকটি আসার আগে অবস্থাটা তবু একরকম ছিল", সখেদে বলে ম্যাগ্‌।

"আমিও আজ সারাদিন ওই কথাটা ভাবছিলুম" ম্যারী জ্যাক্‌সন্‌ ম্যাগ্‌কে সমর্থন করে। "যদ্দিন জানতুম যে একটা বাইরের লোক চুরি করেছে, তদ্দিন যাহোক তবু সহ্য হচ্ছিল। কিন্তু এখন ত' গাঁয়েরই ওপর দোষটা পড়ছে—এখন অপরাধটা আরো ভয়ানক ঠেকছে।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক," ক্যাটি বলে। "আচ্ছা, ম্যাগ্‌ তুমি তাহ'লে এসো। আসছে সোমবার তোমার সঙ্গে দেখা করবো। ওঃ, এই নাও, একটু শূয়োরের মাংস রয়েছে, খাবে ত' খেতে পারো...।" ম্যাগ্‌ও পাখীটার ব্যাপারে ওই রকমটা ভাবে। ম্যাগ্‌ আস্তে আস্তে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, ক্যাটি ম্যারীর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। "পাখীটা ওর খুব ভালো লাগত।"

"ভালো কা'র না লাগতো ?" ম্যারী বলে ও চেয়ারটা ক্যাটির কাছে টেনে নেয়। "আমার মনে একটা কথা আছে যা তোমাকে আর ভায়োলেটকে জানাতেই হবে। আজ বিকেলে কথাটা হঠাৎ খেয়াল হ'ল এবং তা'তে মাথাটা যেন ঘুরে গেল। তোমরা জানো যে দু-হপ্তা আগে জো আর আমাণ্ডা হিক্‌স্‌-এর বাৎসরিক বিবাহোৎসব হয়ে গেছে ?"

"তা জানি" দোলনা-চেয়ারটাতে ব'সে প'ড়ে ক্যাটি বলে।

"আর মনে আছে তখন আমি 'আংটির' কথা বলেছিলুম ?"

"হ্যাঁ" ক্যাটি বলে, "তুমি আর তোমার সঙ্গে আরো বিশজন বলেছিল সেকথা। যার সঙ্গে আমাণ্ডার দেখা হয়েছে তা'কেই সে ওটা দেখিয়েছে, সুতরাং না-জেনে উপায় ? আহা, বেচারা ! ও যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে ! তেমন কিছু ত' কখনও পায়নি, তাই ওটা নিয়ে একটু না-গাবিয়ে পারেনি। প্রকৃতই হীরে, যদিবা ছোট্ট , তাই ত' শুনলুম।"

ম্যারী আরো কাছে ঝুঁকে পড়ে। "এখন, কেউই বুঝছে না ওটা কেনার টাকা জো পেল কোত্থেকে। ছুতোর হিসেবে ও ত' আর ওয়ালেস্‌-এর ছেলেদের মতন নয়। বাড়ীঘর বা ক্ষেতখামারের কাজ কর্ম বা কোনও বড় রকমের কাজ কিছু ওর জোটে না যাতে দু'পয়সা পাওয়া যায়। ও ত' ওদের ভাড়া-করা মিস্ত্রী, ছোটোখাটো মেরামতের কাজ যা করেছে।"

"সে কথা সত্যি", চিন্তিতভাবে ক্যাটি বলে। "খুচরো কাজটাজই ও করে। এই যেমন আমাদের সাইনবোর্ড-করা। ওই রকমের কাজের জন্য ত' আর ওয়ালেস্‌দের কাছে যাওয়া যায় না। জো ছোকরা লোক ভালো, তবে হাত চলে বড় ধীরে সুস্থে ওর। কাজে যেন জুত নেই।"

"তাহ'লে", ম্যারী বলে কাছে স'রে এসে, "তাহ'লে বলো ও আমাণ্ডাকে হীরের আংটি কিনে-দেওয়ার টাকা কী ক'রে পেল ?'

ক্যাটি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ম্যারীর দিকে।

"কী বলতে চাইছ তুমি ? ওভাবে চোখ দিয়ে ফুঁড়ছই বা কেন আমাকে ? ও ব্যাপারের সঙ্গে আমার বা ভায়োলেটের কী সম্বন্ধ ?"

"সম্বন্ধ হচ্ছে এই আর সেটা বলতেই আমার এতো গড়িমসি—তুমি আর ভায়োলেট যেদিন মিশনারীদের চায়ের নিমন্ত্রণে গেছলে সেদিন যাকে আমি তোমাদের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলুম সে হচ্ছে জো হিক্‌স্‌।

সে একা ছিলো এই বাড়ীতে—কতোক্ষণ ছিল তা ভগবানই জানেন। আর এর দু'দিন পরেই তোমরা জানলে বুল্‌বুল্‌টা নেই। ওই হীরের আংটির কথা ভাবতে ভাবতে এই কথাটা আমার স্মরণ হ'ল এবং দেখলুম দুটোর মধ্যে যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। অবিশ্যি একথা বলতে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগছে, কারণ জো-কে আমি চিরকালই পছন্দ করি…"

"আরে, ছোঃ!" ক্যাটি যেন ফেটে পড়ে। "ওরকম চিন্তা-করাও অন্যায়। জো দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। এরকম বাজে বকবকানি ত কখনও শুনিনি। আরে, জো কখনও একটা পেরেক পর্যন্ত চুরি করবে না। ও হচ্ছে…ও হচ্ছে…" ক্যাটি থেমে যায়। কালো চোখ দুটো ভ'রে ওঠে দুশ্চিন্তায়। "কিন্তু হীরের আংটি কেনার টাকা পাবেই বা কোত্থেকে সে?" আস্তে আস্তে বলে ক্যাটি।

"কথা সেইটাই", ম্যারী বলে। "যদি সে বুল্‌বুল্‌টি নিয়ে থাকে ও কোনওভাবে বিক্রি ক'রে থাকে…"

"ওঃ, তবু বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। কোন্ ভূত ওর ঘাড়ে চেপেছিল যে ও চুরি করবে অমন একটা জিনিস? হতেই পাবে না!"

"কথায় বলে যে নারীর জন্য পুরুষে সব কিছু করতে পারে। আর তুমি ত' জানো, আমাণ্ডা জো'র কাছে কতোখানি। স্ত্রীর প্রতি ওর অনুরাগের বহর দেখে লোকেরা হাসাহাসি করে। বিয়ের পর ওদের দশটি বছর কেটে গেছে, ছেলেপুলে নেই ব'লেই বা এমনটা। কিন্তু তাহলেও", ম্যারী, নিজে নিঃসন্তানা, কেমন যেন আচ্ছন্নভাবে ব'লে চলে, "সব পুরুষই যে ওই রকমটা করে তা নয়। যাহোক, ব্যাপারটা এখন বুঝে দেখো। কী ভাববে না-ভাববে তা তোমার ওপরে নির্ভর করছে। আমি এখন চলি, রান্না প'ড়ে রয়েছে।"

ম্যারীর সন্দেহের কথা ক্যাটি যখন ভায়োলেটকে বলল, তখন ভায়োলেট প্রথমটা হাসল। তারপর প্রত্যক্ষ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করল।

"এই রকমের উদ্ভট কথা কখনো শুনিনি আমি। এখন ম্যারী আবার যেন কথাটা রাষ্ট্র ক'রে না বেড়ান। আহা, বেচারা জো! খুন-করা যেমন, চুরি-করাও তেমন তা'র পক্ষে। আংটি কেনার টাকা ও যেভাবেই পেয়ে থাক না কেন, সে টাকা আমাদের থেকে আসেনি। ওঃ ক্যাটি, এই ভাবে একজনের পর আরেকজনকে যদি সন্দেহ করতে হয় তাহলে ত' সমস্যাটা সত্যই দুঃসহ

হয়ে দাঁড়াবে। এরকমটা আমি কিছুতেই ঘটতে দেব না, তা বুলবুল পাওয়া যাক বা না যাক।"

কিন্তু ওই ছোট মেঘটা জ'মে-জ'মে বড হ'ল, তা'র হ'ল একটি পরিণত আকৃতি, রূপ ও সংজ্ঞা। হীরের আংটি ও জো হিক্‌স্-এর কার্পেণ্টার গৃহে একাকী অবস্থান পাখী চুরির স্বল্প কাল আগে,—এ দু'য়ের মধ্যে যোগাযোগ শুধু ম্যারী জ্যাকসনই লক্ষ্য করেনি। কোণের দিক থেকে শ্রীযুক্তা হামেলও অনুরূপ চিন্তায় সায় দেবার খোরাক পেলেন। দ্বিতীয়জনার গালে একটি ফোঁড়া হয়েছিল এবং যথেষ্ট প্রলেপ ও চিকিৎসা সত্ত্বেও যেহেতু সেটি সারেনি, তাই ঐ দিন গির্জার উৎসবে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি তাঁর বাডীর পেছনদিককার উঠানে গিয়ে বসেছিলেন সন্ধ্যার সময়টা। বাহ্যতঃ অবশ্য তিনি 'রুবার্ব' টেনে তুলেছিলেন, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল গিরিঙা ঝোপের আডাল থেকে লক্ষ্য করা রাস্তা দিয়ে ফিরে-আসা মহিলাদের এবং জানা কে-কে গির্জাতে গেছলেন। অমন একটি সুবিধাজনক জায়গা থেকে বাগানের মধ্য দিয়ে চোখ ফেলে রেখেছিলেন তিনি। কার্পেণ্টারদের রান্নাঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখেছিলেন জো হিক্‌স্‌কে। তিনি জানতেন যে ভায়োলেট ও ক্যাটি দুজনেই মিশনারীদের চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছে—স্বচক্ষে তিনি তাদের একা-একা ফিরতে দেখেছেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু তখন এই ঘটনা সমাবেশে তাঁকে ভাবিত করেনি। দিনমানে দরজার তালা কেউ লাগা'ত না, সুতবাং জো নিশ্চয়ই বাডীর মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল কেউ আছে কিনা জানতে। হয়ত-বা আরেকটা টুরিস্টদের জন্য বিজ্ঞাপন করার ব্যাপাবেই জো গেছে, এই বকম ধারণা করেছিলেন তিনি। স্থানীয় লোকদের কেউ-কেউ বলতেন আরেকটা ওইরকম বিজ্ঞাপনের দরকার আছে।

আমাণ্ডার হীরের কথা শুনেও তিনি যে "দু'য়ে দু'য়ে চার" করে ফেলেননি সেকথা পরে বলেছিলেন তিনি। কিন্তু যখন শহরময় খবরটা ছডিয়ে পডল যে শ্রীযুক্ত স্মিথ পাখী-চুরির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তখন দড়িতে তাঁর কাচা কাপডচোপড শুকোতে দিতে-দিতে ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে ভাবতে হয়েছিল তাঁকে। ছুটে গেছলেন তিনি শ্রীযুক্তা ডান্-এর কাছে। শ্রীযুক্তা ডান্ তাঁর ধোওয়া-কাচার পর্ব কিছু আগেই শেষ করে ফেলেছিলেন,

সুতরাং দুজনে ব'সে তাঁরা অনেক আলাপ-আলোচনা করতে পেরেছিলেন। তাঁদের জো-কে সন্দেহ হয়েছিল। দুঃখও হয়েছিল জো'র জন্য কারণ তাকে তাঁরা পছন্দ করতেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে যদি তাঁদের ধারণা সত্য হয় তাহলে হীরের আংটির রহস্য মীমাংসিত হবে। তাঁরা এই আকস্মিক সন্দেহের ব্যাপারটি একমাত্র তাঁদের স্বামীদের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না, এ সিদ্ধান্তও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

"যদি মিথ্যা হয় তাহলে জো'র সম্বন্ধে এরকম একটা কাহিনী রটানো অত্যন্ত গর্হিত হবে", ধর্মপ্রাণা শ্রীযুক্তা হামেল্ বলেছিলেন। "তবে এ-ও বলবো যে ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না এবং আজ সন্ধ্যেবেলায় আমি একবার ম্যারী জ্যাক্সনের ওখানে যাবো। সে আমাকে কয়েকটা হলদে টোমাটোর চারা দেবে বলেছে। দেখতে হবে সে কিছু জানে কি-না।"

তিন দিন পরে জানল সকলেই। রান্নাঘরে, বাগানে, দোকানে, ডাকঘরে ও নাপিতের দোকানে—একমাত্র গলির ভিতর জো-এর কারখানা ঘরটাতে ছাড়া সর্বত্র, বলাবলি হ'তে থাকে কেবল প্রকৃত ঘটনাটাই নয়, ঘটনার সমর্থনে বানিয়ে বলা চূড়ান্ত অন্যায়কর অনেক কিছুও। কারণ ছোট্ট গ্রামের বাসিন্দারা যেন এক সার্বজনীন স্মৃতিশক্তির দাবী রাখে, ভুলচুকের সুযোগ যাতে সামান্যই থাকে। তাই সাময়িক বিস্মৃতির ছায়াচ্ছন্ন রহস্যলোক থেকে নানাভাবে, চাতুর্য ও নিশ্চিতির সঙ্গে অতীত ঘটনানিচয়কে উদ্ধার ক'রে এনে একটা সংগঠিত রূপ দেওয়া সহজেই সম্ভব হয়।

এখন প্রধান সড়কের অধিবাসীবৃন্দের বেশ ক'জনই মনে করতে পারেন যে, 'মিশনারীদের চা'-এর পরদিবস সকালে জো হিক্‌স্‌কে তাঁরা সেতুর দিকে যেতে দেখেছিলেন এবং তাঁ'র বগলের নীচে ছিল একটা খয়েরী-কাগজের মোড়া ও দড়ি-দিয়ে-বাঁধা ছোটগোছের চৌকো বাক্স। গুজব ছড়াতে থাকল। স্টেশনের একজন কর্মচারী জানালেন যে ওইদিন জো পিট্‌স্‌বার্গ-যাবার একটা টিকিট করেছিল এবং জো-কে কেবল যেন সশঙ্কিত দেখাচ্ছিল।

"মনে আছে", শ্রীযুক্ত ক্লী বললেন, "যে ওকে আমি বলেছিলাম, 'কি জো বড় শহরে চললে?'' এবং ও একটু চ'টেই গেছল আমার উপর, বলেছিল 'টিকিট ত' তা-ই বলে'। মনে হয়েছিল জো ত' এরকমটা করে না। ও ত' সবসময়ে তাজা, মচমচে।"

শহরের আরো তিনজন লোকও জো-র হাবভাবটা মনে রেখেছিলেন। ওই দিন সকালে ট্রেনের অপেক্ষায় তাঁরাও স্টেশনে ছিলেন। গ্রাম্যরীতি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে তাঁদের একজন জো-কে বলেছিলেন, "আরে চললে কদ্দূর, জো?" এবং জবাব পেয়েছিলেন চাপা ধমকানির সুরে যার মর্মার্থ হচ্ছে প্রশ্নটি অবান্তর। সমস্ত প্রমাণ একত্র জড়ো হ'লে যা দাঁড়াল তা হচ্ছে এই: ওই দিন সকালে ( কার্পেণ্টার-গৃহে তা'র একাকী অবস্থানের পরদিন ) বগলের নীচে ছোট বাক্সর মতো একটি বস্তু নিয়ে জো বেরিয়ে পড়েছিল। তা'কে স্বতন্ত্র দেখাচ্ছিল, মুখচোখ লাল হয়েছিল তা'র এবং মেজাজটি মোটেই প্রসন্ন ছিল না। যে-ই তা'কে তা'র যাত্রার উদ্দিষ্টস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সে-ই তা'কে, শ্রীযুক্ত ক্লীর ভাষায়, 'চ'টে-যেতে' দেখেছে। গাড়ীতে উঠেও সে বারান্দা ধরে এগিয়ে যায়, হোমর বার্গার তা'কে পাশে ব'সতে বলেছিল কিন্তু সে রাজী হয়নি। এই জাতীয় খুঁটিনাটি অনেক তথ্য ঘটনা-কালে অস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা হয়েছিল এবং পরে ভুলেও যাওয়া হয়েছিল, এখন আলোচনার ফুটন্ত কটাহ থেকে তুলে তাদের সত্য ব'লে বরণ করা হ'ল। শহর-যাত্রার এক সপ্তাহ পরে জো তা'র স্ত্রীকে হীরের আংটি উপহার দেয়।

কাজকর্মের বড়ই ক্ষতি হ'ত ক্যাটির, তবু রান্নাঘরে ব'সে তা'কে এই সকল সংবাদ শুনতে হ'ত। ম্যারী জ্যাক্‌সন্, শ্রীযুক্তা হামেল্ ও ডান প্রতিদিন নবতর সংবাদ বহন ক'রে এসে জুটতেন ক্যাটির রান্নাঘরে। ম্যারী স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন যে মূল ঘটনা-সংস্থানে যোগসূত্র আবিষ্কারের প্রাথমিক কৃতিত্ব শ্রীযুক্তা হামেলের, কিন্তু তবু উৎসাহ-উদ্দীপক এতো কিছু কানে-শোনার পরীক্ষা-ক'রে দেখার ও মতামত-দেবার রয়েছে যে উক্ত আবিষ্কার নিয়ে খেদ-প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। অবশেষে সকলের মনেই একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন প্রধান হয়ে উঠল: ব্যাপারটার কী নিষ্পত্তি ভায়োলেট করবে?

তা'র আন্তরিক গোপন জগতের মধ্যেই হারিয়ে থা'কত ভায়োলেট অধিকাংশ সময়। বাইরে আসতে হ'ত যখন তা'কে ক্যাটি উপহার দিত কালো মেঘটির প্রতিটি নূতন-নূতন ছায়া। যে ছায়া সারা শহরটাকে বিশেষতঃ জো হিক্‌সকে ঢেকে দিচ্ছে!

ব্যথার্ত হৃদয়ে একদিন সে ব'লে ফেলল "দোহাই, ক্যাটি, আর শুনিয়ো না

আমাকে। আমি একবারে নিঃসন্দেহ যে জো পাখীটা চুরি করেনি। ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে ভাবলেও আমার কষ্ট হয়।"

"বেশ, সেদিন পিটুস্বার্গে কেন গেল ও তাহ'লে? ওই ছোট বাক্সটার মধ্যে ছিলো কী? লোকে ওর সঙ্গে ভদ্রভাবে দু-চার কথা বললেই ও কেন অমন রেগে টং হয়ে যাচ্ছিল? আর হীরে কেনার টাকাই বা এলো কোত্থেকে? জবাব দাও এই সব প্রশ্নের?"

"না, জবাব অবশ্য আমি দিতে পারি না।"

"বেশ, তাহ'লে ওকে ডেকে এসব কথা বলো, ছাখো কী বলবার আছে ওর স্বপক্ষে।"

"না, তা কিছুতেই করবো না। এ সমস্ত নেহাত যোগাযোগের ব্যাপার এবং যদি কখনও আসল তথ্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন এসব ঠিক যথাযথ বুঝতে পারা যাবে।"

"তাহ'লে তুমি ওকে চুরির অপরাধ দিচ্ছ না?"

"কী ক'রে দি' বলো, ক্যাটি? জো একজন ভালোলোক। শ্রীযুক্ত স্মিথকে দোষী ভাবাই অন্যায় হয়েছিল, তা'র চেয়েও অন্যায় হচ্ছে জো হিক্‌স্‌-এর মতো কাউকে সন্দেহ করা। ওঃ, ভেবে আমি কিছুতেই পারছি না যে কী ক'রে বুল্‌বুল্‌টার মতন সুন্দর একটা জিনিস এই এতো গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে! জো কি শুনেছে এসব কথা?"

"গতকাল পর্যন্ত ও কিছু জানেনি, কারণ তখনো বেকি স্লেড্‌ ব্যাপারটা বুঝে নেয় নি। কেউ বোধহয় বেকির ওখানে যায়নি। কিন্তু শ্রীযুক্তা হামেল্‌ বেকির মনোভাবটি জানতে গেছলেন এবং বেকি সব শুনে ত' ভয়ানক ক্রুদ্ধ। জো বেকিকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে থাকে। বেকি বললেন যে সব কথা জো-কে ব'লে এই অপবাদের জন্যে তা'কে দিয়ে মামলা করাবেন। কিন্তু মামলাটা করবে কা'র বিরুদ্ধে?—এই কথাটা আমি ম্যারী জ্যাক্‌সন্‌কে জিজ্ঞেস করলুম। সে বলে যে সমস্ত ব্যাপারটার মূলে শ্রীযুক্তা হামেল্‌ রয়েছেন বলে এখন বরং তার ভালই লাগছে। যাক, এখন তোমার মতলবটা কী? তুমি কী করবে সবাই জানতে চাইছে।"

"ব'লে দাও আমি কিছু ক'রব না, আর আমি চাই যে জো-কে নিয়ে এসব কথাবার্তা বন্ধ হোক।"

ঘোঁৎ ক'রে একটা শব্দ বেরোয় ক্যাটির মুখ থেকে। "দেখো, হুঝিা ওঠাও হয়ত বন্ধ করতে পারা যায়, কিন্তু লোকেদের মুখনাড়া কখখনো নয়! যদি এমন হ'ত যে এ ব্যাপারের সঙ্গে আমরা এমন জড়িত না-থাকতুম, তবে না হয় বলতুম যে 'ওদের কথা ওদেরই মধ্যে থাকুকগে'।

"আমি ওপরে আমার ঘরে চললাম। কিছু লেখবার রয়েছে। যদি কেউ আসে এবং আমার কথা বলে, ত' বলো যে আমি ব্যস্ত আছি।"

"কথা দেখ।" ক্যাটি বলে। "কথাটা যেন সবাই ভাল মনে মেনে নেবে! আশা করি সম্পাদক ভদ্রলোকের চিঠি পড়ে তোমার মাথা বিগড়ে যায়নি।"

হঠাৎ ভায়োলেট দুহাতে জড়িয়ে ধরে ক্যাটিকে, তা'র ঘাড়ের ওপর মাথাটা রাখে যেমনটা ক'রত সে শৈশবে।

"মনে হচ্ছে, ক্যাটি, আমি যেন আজ কারোর সামনে দাঁড়াতে পারব না। সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছি। কেবল মনে হচ্ছে বাবা, মা যদি বেঁচে থাকতেন, বোধহয় তাঁরা ব'লে দিতে পারতেন কী করবো আমি। তাঁদের অভাবটা বড় টের পাচ্ছি আজকে।"

"জানি, জানি! যাও এখন তোমার ঘরে গিয়ে ঢোকো, একটু শান্ত হবার চেষ্টা করো। দেখা-করতে যারা আসবে, তাদের আমি সামলাব। যদি দরকার হয়", জোর দিয়ে বলে ক্যাটি, "ব'লব যে তোমাব মাথার যন্ত্রণা।" সত্যের উপর চূড়ান্ত আস্থা রা'খত ক্যাটি।

ক্যাটির গালে চুমু খেয়ে ভায়োলেট বলে, "তোমার বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ-করাও হবে না তা'তে, কারণ মাথাব যন্ত্রণা সত্যই হয়েছে আমার।"

নিজের ঘরে এসে ভায়োলেট প্রাণ ভ'রে দম টানে—কতকটা দীর্ঘশ্বাস আর কতকটা স্বস্তিতে। তারপব লেখার টেবিলে বসে। ক্যাটির ভাষায় যিনি "সম্পাদক ভদ্রলোক", তাঁকে চিঠি-লেখা তখনো শেষ হয়নি ভায়োলেটের। সেটা শেষ করবে সে এখন। বস্তুতঃ বেশ কয়েকখানা চিঠিই সে লিখেছিল, কিন্তু সেগুলো সব পরিশেষে অতি ক্ষুদ্র টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে চলে গেছল ওয়েস্ট্ পেপার বাস্কেটে। যা ভেবেছিল তা'র চাইতে অনেক শক্ত কাজটা। কয়েকদিন হ'ল একটা আকস্মিক চিন্তা তাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিচ্ছে। স্পষ্টতঃই প্রকাশক-পরিবারটিরই একজন, এই ফিলিপ হ্যাভারশ্যাম্, নিশ্চয়ই যথেষ্ট বয়স্ক হবেন। হয়ত তা'র বাবার চাইতেও বড়। সুতরাং

তা'র পিতৃস্থানীয় কাউকে চিঠি লিখছে সে, এই ধরনের একটা ছবি খাড়া করলে কেমন হয় ? সোজা, সরল অবাধ একখানি চিঠি হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করামাত্র তা'র কলম থেকে চমৎকার ভাষা বেরোতে থাকল।

এক ঘণ্টা খেটে, কিছু যোগ ও রদবদল ক'রে, সম্পন্ন হ'ল চিঠি লেখা। যথেষ্ট দীর্ঘ পত্রখানি সে টাইপরাইটারে কপি ক'রে নেয়। তাড়াতাড়ি প'ড়ে দেখে চিঠিখানি, কারণ বেশী খতিয়ে দেখলে সেটা আর পাঠানো হয়ে উঠবে না, এই ভয় তা'র রয়েছে। খামের মধ্যে পুরে-ফেলার পর, একটা বাদ-প'ড়ে যাওয়া কথা তা'র মনে পড়ল এবং খাম থেকে টেনে বার করল সে চিঠিটা। চিঠির শেষে আপন হস্তাক্ষরে সে পুনশ্চ যোগ করল :

"একটি কথা জানাতে ভুলে গেছলাম যদিও সে-কথা জানাতে ক্যাটির মতো কোনও সঙ্কোচ আমার নেই। আমার বয়স প্রায় পঁচিশ। আমার প্রিয়তমা বান্ধবী, যাজক-কন্যা ফেথ্ লায়াল্, বয়সে আরো একটু বড। গ্রামে কুমারীর সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য ক'রে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কথঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা আছে। তবে আগামী শনিবার শহর থেকে একজন যুবক ও তাঁর বন্ধু আসছেন আমাদের মোটরগাড়ী চডাবেন ব'লে এবং এ অঞ্চলের সব চাইতে ভালো খামারটি কিনেছেন একজন সুদর্শন অবিবাহিত যুবক ! কাজেই কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে !''

খাম আঁটা হয়ে গেলে ওই পুনশ্চটা নিয়ে ভায়োলেটের মন খারাপ হ'ল। বড যেন আন্তরিকতা ও চাপল্য প্রকাশ হয়ে গেছে। তবে তা'র বাবা হ'লে ওই জাতীয় অকপট ভাষণ পডলে হাসতেনই এবং শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যাম্ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে সরলভাবে নিজেদের নিয়ে একটু তামাসাচ্ছলেই কথা বলেছে সে।

"প্রিয় শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যাম্ ( ভায়োলেট এই ভাবে শুরু করে ) : আপনার চিঠি পেয়ে আমার যে কী আনন্দ হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব ! আমার কবিতাগুলির সম্বন্ধে যদি প্রথামতো যৎসামান্য সাধুবাদও আমার বরাতে জুটত, তবে তা'তেই আমি দারুণ খুশী হতাম। সে-জায়গায় পেয়েছি প্রকৃত সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রশংসা—এ যে আমার কাছে কতোখানি তা আপনাকে বোঝা'ব কেমন ক'রে ! এতোবার আপনার চিঠিখানি পডেছি, এতোবার তা'র ওপর আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেছি, যে লেখাগুলো এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবে চিঠিটা মুখস্থ আমার, একেবারে পডা না গেলেও, ক্ষতি নেই।

আমার নিজের বিষয়ে ও আমার জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে আপনি জানতে চেয়েছেন ব'লে আমি অনুগৃহীত। যথাসম্ভব স্বল্প পরিসরে বলছি। আমার পারিবারিক জীবন বিষণ্ণ, সঙ্গীহীন। এক বছর হ'ল বাবা মারা গেছেন; মা-কে হারিয়েছি পাঁচ বছর আগে। আমার প্রপিতামহের তৈরী প্রকাণ্ড পুরানো বাড়ীটাতে আমি বাস করি। তৈলচিত্রের সাক্ষ্য মানলে, আমার প্রপিতামহের সঙ্গে আমার মিল লক্ষ্য করা যায়। বাড়ীটাতে দ্বিতীয় বাসিন্দা ক্যাটি—আর ক্যাটির পরিচয় দেবো কী ক'রে? ক্যাটি স্কটল্যাণ্ডের লোক এবং তা'র কথায় স্কচ্‌টান বেশ বহালই রেখেছে সে। শহরে আমার মায়েদের পরিবারে সে ছিল এবং মায়ের সঙ্গে সে-ও এ বাড়ীতে আসে। ক্যাটির বয়স এখন কতো তা জানি না, কারণ বয়সটা জানতে দিতে তা'র আপত্তি। জন্মদিন-পালনও সে অনেক কাল যাবৎ বন্ধ রয়েছে। জন্মদিনের প্রসঙ্গ যেন তা'কে চটিয়েই দেয়। বেঁটে, মোটাসোটা চেহারা তা'র। পাহাড়ী মেয়ের কালো চোখ পেয়েছে ক্যাটি; গাল দুটো 'ওয়াইন্‌স্যাপ্‌' আপেলের মত। আমি তা'কে খুব ভালোবাসি এবং সে-ও জানি এক কথায় আমার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পেছপা হবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে তা'র কথা মেনে নিতে পারা শক্ত হয় আমার পক্ষেও। যেমন ধরুন, ঘাসে যখন সামান্য শিশির বৈ কিছু নেই তখনো সে আমায় রবাবের জুতো পরাতে চায়।

ক্যাটিকেও অত্যাচার সইতে হয়। অত্যাচারী হচ্ছেন সাইমন নামক একটি বাঘের মতো ডোরা-কাটা বিড়াল। রেশমী লোমের আবরণে ঢাকা অমন বেআক্কেলে ও বদমেজাজী জীব বোধহয় আর নেই। অবশ্য আমি ক্যাটি দুজনেই সাইমনকে বড় ভালোবাসি এবং ওর কিছু একটা হ'লে আমাদের, বিশেষতঃ ক্যাটির দারুণ নিঃস্ব মনে হবে। প্রতিদিন রাত্রে শু'তে যাবার আগে রান্নাঘরে আরাম চেয়ারে ব'সে ক্যাটি তা'র বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ করবে এবং ওই সময় মাঝে মাঝে তা'র কণ্ঠহারটি হয়ে গলায় ঝুলে থাকেন সাইমন। এ কার্যে ক্যাটির ভুলচুক্ কখনও হয় না, যদিও ধোওয়া কাচার দিন হ'লে দেখেছি যে 'এক্সোডাস্‌' বা 'ডিউটেরোনমি'র মাঝখানে পৌঁছেই ওরা দুজন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে!

আমাদের উঠানের শেষেই আপেল-বাগিচা। নীচু একটা পাথরের প্রাচীর উঠান থেকে বাগিচাটাকে পৃথক করেছে। এ অঞ্চলের একটি লোক বাগিচাটা

কিনতে চায়। এ ব্যাপারে এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে আমাকে। যদি আমাকে রুটি-মাখন ও আপেল কুঁড়ির মধ্যে একটা বেছে নিতে হয়, তাহলে প্রথমটাকেই যদিও চাইতে বাধ্য হ'ব জানি, তবু যতক্ষণ পারি বিক্রি ঠেকা'ব। বসন্তকালে আপেল-বাগিচার কী রূপ, আহা! কুঁড়ি ভরা বাগিচা দেখতেই যেন স্বপ্নের মতো, আর তা'র সৌরভ ত' মাদকতায় তুলনা-বিহীন। ওঃ হ্যাঁ, আমার কবিতাগুলির মধ্যে একটি এই বাগিচাকে নিয়ে।

আমাদের একটা বাগানে আছে, বাড়ীর কাছে ফুলগাছগুলো আর শাক-সবজির অঞ্চলটা আস্তাবলের দিকে। আস্তাবলে থাকে আমার বাবার ঘোড়া, প্রিন্স। ঘোড়াটি কালো রঙের। শান্ত জীবটি। তা'র নাকের ওপর একটি সাদা তারকা চিহ্ন।

এখন আমাদের শহরের কথা। ছোট্ট, মজাদাব আমাদের শহরটি! এর সম্বন্ধে প্রকৃত অনুভূতি আপনাকে জানানো সত্যই শক্ত। এখানের প্রত্যেকের ধারণা পাঁচশ' লোকের বাস এ শহরে, যদিও এটা যে একটু বাড়িয়ে বলা তা-ও জানে সকলে। এখানকার বড রাস্তাটি গ্রীষ্মকালে ধুলোয় ভ'রে যায়। ঘোড়া ছোটে আর শাদা মেঘে সারা সডকটা যেন ছেয়ে যায়। শীতকালে এ রাস্তায় বরফ জমে, তখন বড বড স্লেড্ চালিয়ে চাষীরা এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে। তাদের ঘোড়াগুলোর পেটে বাঁধা ঘণ্টা রীতিমতো বাজনা বাজায়।

আমাদের এখানেও 'সামাজিক জাত বিচার' হয়ত মানা হয়, তবে সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের অনুভূতিতে সকলেই অংশ নেয় নির্বিশেষে। একই পাত্র থেকে আমরা পান করি।

আমার মনে হয় গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় এ অঞ্চলের রূপটা সুন্দরতম। তখন এর নিজস্ব শান্তি ও নির্জনতা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না! কাল রাত্রে আমি বাগানের মধ্যে চ'লে গেছলাম জোনাকি দেখতে! ঝাঁক ঝাঁক উড়ে চলেছিল সোনার ঝিকমিক নিয়ে। জানি না শৈশবে আপনি ওর একটা কখনও ধ'রে জারের মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখেছেন কিনা! পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ঘেরা বাডীটার চারপাশ ঘুরে বেড়ালাম ওই রাত্রে। আমাদের রাস্তার পেছন দিকে, প্রকাণ্ড দুই তটভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে একটা ছোট নদী—তা'র কলস্বর টের পাওয়া যায়। রাস্তার পেছনের অংশটাকে এক সময়ে বলা হ'ত 'সবুজ প্রান্তর'। বাবা বলতেন যে তাঁর শৈশবকালে রাত্রিবেলা যারা

ওই প্রান্তর দিয়ে হাঁটত, তাদের সাবধানে পা ফেলতে হ'ত; অনেক গরু ঘুমিয়ে থাকত ওখানে। অবশ্য, তারপর থেকে উন্নতি আমাদের অনেকই হয়েছে। চলবার মতো পথঘাট আমাদের এখন আছে, যদিও অন্ধকার রাত্রে দেখেশুনে চলতে হয় লণ্ঠন হাতে ক'রে। নদী-তীরের গাছগুলিতে অনেক ঘুঘু পাখীর বাস। ঘুঘুর ডাকে ভোরবেলাটা ভ'রে থাকে।

অনেক লম্বা চিঠি হ'ল বটে, কিন্তু মনে হয় যা আপনার জ্ঞাতব্য ছিল তা হয়ত ভালোভাবে জানাতে পারিনি আপনাকে। বলা বাহুল্য শেষপর্যন্ত আপনি আমার কবিতা ছেপে ফেলতেও পারেন, এ আশা আমার আছে। কিন্তু তা যদি না-ও সম্ভব হয় আপনার পক্ষে, আপনার সহৃদয়তাপূর্ণ চিঠি আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং আমি লিখেই যাব।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে
বিনীতা
ভায়োলেট কার্পেণ্টার

কয়েকদিন পরে একটা চৌকো গোছের, নরম কাগজের খাম ভায়োলেটের নামে এলো। পিট্‌স্‌বার্গের ডাকঘরের ছাপ রয়েছে খামের ওপর, তাই সে ভাবল যে লেখক অবশ্যই মাইক্। নিখুঁত চিঠি, কেবল কোথাও-কোথাও একটু ঠাট্টা-তামাসার গোপন মোচড় দু-একটা। মাইক্ জানিয়েছে কথামতো নির্ধারিত শনিবারে ডনকে সঙ্গে নিয়ে আসতে তা'র কোনও অসুবিধা নেই। বিকালের দিকে সে আসবে এবং তারপর যদি ভায়োলেট ও কুমারী ফেথের আপত্তি না-থাকে, সকলে মিলে ওয়েস্ট্‌বার্গ এ যাবে এবং সেখানে রাত্রির খাওয়াটা সেরে নেবে; সে ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে ওখানে যাহোক একটা হোটেল আছে এবং সে-হোটেলের টেব্‌ল্ ক্লথগুলো লাল রঙের হ'লেও পরিষ্কার থাকে। আগে থেকে স্থান সংরক্ষণের জন্যে সে যখন হোটেল মালিককে টেলিফোন করে তখন সে ভদ্রলোক এতই অবাক হয়ে যান যে মনে হয়েছিল তিনি বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। যাহোক, হোটেলে গিয়ে যখন তা'রা পৌছবে তখন নিশ্চয়ই মালিক মহোদয় তাঁর বিস্ময়-ঘোর থেকে সামলে উঠবেন। তাদের খানাপিনার তদারক করবেন। মাইক্ ভায়োলেটের সঙ্গে পুনর্বার দেখা হবার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা করছে। তা'র আশা আবহাওয়াটা ভালই থাকবে।

হয়ত বা সঙ্গে একজন যাজক-তনয়া থাকলে সবকিছু পবিত্রভাবেই সুসম্পন্ন হবে। নিবিড় বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে এইখানেই পত্রের ইতি করে মাইক্।

চিঠিটি পাওয়ামাত্র ভায়োলেট তাড়াতাড়ি একটা সান্-বনেট্ চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে ফেথের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। এ ধরনের গোপন ব্যাপার টেলিফোনে বলা চলে না, কারণ একই লাইনে অংশীদার অনেকে। দেখতে পাওয়া গেল পেছনের বারান্দায়, তখনো ডন্ এর চিঠিখানা তা'র হাতে। অতএব দুই তরুণী—তৎক্ষণাৎ পত্র-বিবৃত বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব'সে গেল। তাদের মুখ লাল হয়ে ওঠে, চোখ জলজ্বল করতে থাকে। তাদের কাছে জীবন হঠাৎ যেন উত্তেজনাময় হয়ে উঠে।

"ওঃ, হোটেলে খাওয়া হবে!" ফেথ্ ফিরে-ফিরে বলতে থাকে। "হেন্‌রী কি কখনো তোমার ডিনারের জন্যে কোথাও নিয়ে গেছে?"

"না" ভায়োলেট বলে। "ওরকম কিছু একটা বোধহয় ভাবেওনি সে কখনো। অবশ্য আমরা অনেক 'স্ট্রবেরি'-মেলায় গেছি, শীতকালে গির্জার ভোজে গেছি, কিন্তু কখনো কোনো হোটেলে যাইনি। ওঃ ফেথ্, আমরা কী প'রব বলোত'? আমাদের দেখে, মানে, যেন খুব…"

"গ্রাম্য ব'লে না-মনে হয়?" ফেথ্ ব'লে দেয়।

"হ্যাঁ। দেখো, মনের দিক থেকে সব কিছু সামলে নেবার ক্ষমতা আমাদের আছে, কিন্তু শহুরে মেয়েরা যেসব বাড়তি গাল গল্প করতে পারে—তা ত' আমরা পা'রব না। যেমন ধরো, পিক্‌নিকে মাইক্ যে-গানটা গেয়েছিল, সেটা ত' কখনো শুনিনি আমি, তুমিও ত' বললে যে তোমারও একেবারে অজানা।"

গম্ভীরভাবে তরুণীদ্বয় তাকিয়ে থাকে দূরের পাহাড়ের দিকে। ভাবতে থাকে তাদের স্বল্পতার কথা।

"যাক্, দুশ্চিন্তা আমরা ক'রব না। বাবা বলেন যে কোনও পুরুষকে যদি তা'র নিজের সম্বন্ধে কথা ব'লতে দাও, তবে তা'র বেশ ভালই সময় কাটবে। এটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নিশ্চয়ই। আর, তাছাড়া ডন্‌কে ভাল হয়ত আমার লাগে ঠিকই, মোটরগাড়ী চাপবার স্বপ্নে বিভোরও হয়ত আমি, হোটেলে খাওয়ার বিষয়েও যথেষ্ট লোভ আমার, কিন্তু তবু ডন্‌কে ঠিক আমার যে…"

"আমারও ওই রকমটা মনে হয়", ভায়োলেট বলে। "অন্ততঃ, এই মুহূর্তে ত' বটেই। আরে, আনন্দটা পুরোদস্তুরই ক'রব আমরা, এমন একটা ভাব দেখাব যেন প্রতি রাত্রেই বন্ধুরা ডিনার খাওয়ালে আমাদের ভালই লাগবে।"

এরপর বেশভূষা নিয়ে জোর আলোচনা চলে কিছুক্ষণ। তারপর গ্রামের ওপর যে মেঘটা ঝুলে ছিল, সেটা আচম্‌কা ওদের ওপর ছায়াপাত করল। ফেথ্‌ জানাল যে তা'র বাপ-মা ও ভায়োলেটের মতো বিশ্বাস করেন জো হিক্‌স্‌ কখনো চুরি করতে পারে না। তবে তাঁরা মানেন যে বাহ্যতঃ ঘটনাচক্রে যা প্রমাণিত হচ্ছে তা সত্যই ভেবে-দেখার মতো এবং জো'র মতো লাজুক ও শান্তশিষ্ট মানুষের পক্ষে অপরাধ নাকচ-করারও অসুবিধা বিস্তর।

"বাবা গিয়ে জো'র সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন না, কারণ সে ত' বাবার গির্জার লোক নয়। হয়ত তা'র নিজ সম্প্রদায়ের যাজক তা করবেন। ইতিমধ্যে বাবা অবশ্য একটু বাড়তি কর্তব্য করবেন জো'র সঙ্গে বন্ধু হিসাবে আলাপ-আলোচনা ক'রে এবং তা'র সুবিধার জন্যে সাধারণ কিছু করার চেষ্টাও করবেন। কিন্তু ওই আংটিই হচ্ছে সমস্যা! একদিন আমাণ্ডা আমাদের বাড়ী এসে মা-কে আংটিটা দেখিয়ে গেছে। তখনো অবশ্য গুজবটা ছড়ায়নি। আহা, বেচারার বড় আনন্দ হয়েছে। মা বলেন আমাণ্ডা যেন একেবারে পাল্টে গেছে। ব্যাপারটা সত্যই খুব বেয়াড়া। রহস্যজনকও বটে।" ফেথ বলে।

"আচ্ছা, আমি চলি। ফেরার পথে বেকি স্লেডের সঙ্গে দেখা ক'রে যা'ব।" ভায়োলেট বলে। "জো'র সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তা'কে আর অপমান করব না, বেকির মাধ্যমে ব'লব ওকে যা বলবার।"

গেটের সামনে দাঁড়ায় ওরা একটুকাল। আর আলাপ। ফেথ্‌ কিছুটা আত্মসচেতনভাবে বলে, "ওঃ, হ্যা, সীনার খামারটা সত্যই বিক্রি হচ্ছে। কাল রাত্রে জেরেমি এসেছিল। আমাদের ব'লল সে। এই মিঃ হ্যালিফ্যাক্স— জেরেমির খুব পছন্দসই হয়েছেন। সে তাঁকে বব্‌ বলে ডাকে। কয়েক হপ্তার মধ্যে গরু ঘোড়া আর বাড়ীর জিনিসপত্রও বিক্রি হচ্ছে। খুবই দুঃখের ব্যাপার। সত্যই 'আমাদের চেনা জায়গায় অচেনা হ'তে হয় আমাদের', তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ, বিক্রি হ'লে বড় কষ্ট হয় আমার। তবে এক্ষেত্রে সীনার জন্য অন্ততঃ সময়কালে ওখানে আমাদের উপস্থিত থাকতে হবে। ওর কেমন লাগছে কে জানে! মাঝে মাঝে বেচারা জেক্-এর কথাও আমি ভাবি। যেদিক থেকেই হোক, ভীষণ একটা কিছু ক'রে ফেলতে পারে ও। ছোট্ট লেডীকার্ক গ্রামটি, কিন্তু নাটকের মালমশলা এখানে যেন উপ্‌চে পড়ছে।"

"আমি তা জানি" কেথ সায় দেয়। "আমরা কতো সময় বলাবলি করি যে এ অঞ্চলে এক জাতীয় ঘটনা নিয়ে অতি বিস্তৃত আলোচনার পর্ব যেই শেষ হবে, তখনি শুরু হবে নতুন একটাকে নিয়ে মাতামাতি।"

"মুশকিল হচ্ছে যে এখানকার লোকজনদের খুব কাছাকাছিই আছি আমরা। থাক্‌গে, ওসব চিন্তা ছেড়ে, আনন্দের কথাই ভাবি এখন। হ্যাঁ, তুমি যা বললে, আমাদের সব চাইতে ভালো টুপিই আমরা প'রব মোটরগাড়ী চড়বার সময়, পিক্‌নিকে যে টুপি পরেছিলাম তা বন্ধুদ্বয়ের দেখা।"

চিন্তিতভাবে হেঁটে চলে ভায়োলেট, জো হিক্‌স্-এর ছোট বাড়ীটা পেরিয়ে গিয়ে বেকি স্লেডের বাসস্থানে উপস্থিত হয়। তিরানব্বই বছর বয়সেও সজীব মুখরা বেকি স্লেড। ভায়োলেট দরজায় টোকা দিতেই বুড়ী তাঁ'র কাঁথার থেকে মুখ তুলে তাকালেন ও সাদর সম্ভাষণ জানালেন ভায়োলেটকে।

"তোমার দর্শনই চাইছিলুম। যে-কথা নিয়ে সারা পাড়ায় ঢিঢি প'ড়ে গেছে, তা নিয়ে আমার মন মেজাজ বিগড়েছে খুবই। এবকম ভয়ানক মিথ্যে কখনও রটতে শুনিনি। যদি জো'র বিরুদ্ধে বলবার জন্যে এসে থাকো তবে বলছি বাড়ী ফিরে যেতে পারো তুমি।"

"কিন্তু সেজন্যে আসিনি আমি। আপনার মতোই আমি অসুখী বোধ করছি। একবারও আমার বিশ্বাস হয় না যে জো চুরি করেছে। আপনার এখানে এলাম এইভেবে যে হয়ত আমার কথাটা জো-কে জানাতে পারবেন আপনি। এ সম্বন্ধে সরাসরি তাঁ'র সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা পাচ্ছি আমি। আপনি কি ওকে বলতে পারবেন?"

সোৎসাহে বেকি বললেন, "নিশ্চয়ই পারবো", তোমার কিছু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। কালকে শ্রীমতী হামেল্ আসার পরে যখন আমাণ্ডা এসেছিল এখানে, তখন ভেবেছিলুম যে খবরটা ওকে খুলে বলি। কিছুটা চেষ্টাও করেছিলুম। আমাণ্ডা কেবল হেসে ছিল। তারপর জো এলো, সে আসবার পথে

ব্যাপারটা শুনেছিল। তা'র সে কী অবস্থা, মুখখানা একেবারে কাগজের মতো শাদা! আর তারপর আমাণ্ডার হাসি গেছল পালিয়ে। সন্ধ্যেবেলায় রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ওদের লক্ষ্য করেছিলুম আমি। পেছনের উঠোনে ওরা দুটিতে ব'সে ছিল খুব নিবিড়ভাবে কাছাকাছি। তারপর খুব সকাল-সকাল শু'তে চ'লে গেছল ওরা। ওঃ, কী নিষ্ঠুর এই অপবাদ-দেওয়াটা। কতো আনন্দই না ওদের হয়েছিল আংটিটা নিয়ে!" প্রখর, জিজ্ঞাসু চোখ তুলে বেকি ভায়োলেটের দিকে তাকা'ন। সাহস করছে কি সে হীরে সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন তুলতে? কিন্তু ভায়োলেট কোনও মন্তব্য করে না।

"ওরা আমার সঙ্গে বড ভাল ব্যবহার করে", বেকি ব'লে চলেন, "মনে হয় যেন ওরা আমার নিজের লোক। নিজের ত' ছেলেপুলে আমার কিছু নেই। আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি জো-এর হয়ে ল'ডব। কিন্তু ভয় হয় যে জো বেচারা ভেঙ্গে পডবে একেবারে। অন্য লোকেদের মতো ঝগড়া করতে ও জানে না। ও মানুষটাই যে আলাদা ধরনের।"

আরো কাছে টেনে নেন বেকি তাঁর চেয়ারটা। "শুধু একটা কথা ভাবছি", ফিসফিসিয়ে বলেন তিনি, "আর তোমার সঙ্গে যখন আমার মিলছে, তখন তোমাকে বলতে পারি। কিন্তু ক্যাটিও যেন ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে।"

"আমি কাউকে বল'ব না", গম্ভীরভাবে শপথ করে ভায়োলেট।

"বেশ, তাহলে শোন। গতকাল যখন ওদের ওখানে গেছলাম ও ওদের সঙ্গে সবকিছু আলোচনা কবছিলাম, তখন আমি বললাম, 'আচ্ছা, জো, তুমি কেন ব'লে দাও না যে কী কারণে তুমি শহরে গেছলে? তাহ'লেই ত' গুজবের মুখ বন্ধ হয়ে যায়", বেকির যেন ঢোক গিলতে কষ্ট হয়, "আর সত্যিই দেখি সে লাল হয়ে উঠল—যেমনটা তোমাদেব এই ক্লেক্ বলেছিলেন, ঠিক তেমনিই। সে বলে যে 'আমি কাউকে কিচ্ছু ব'লব না।' আর আমাণ্ডা দেখি যে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে, মনে হ'ল সে বুঝি জানেই না জো'র শহরে যাওয়ার কথা। আমাণ্ডা তখন ত'ার মা'র কাছে গেছল, দেখো বাপু, জো-কে বিশ্বাস করি আমি ঠিকই এবং বিশ্বাস ক'রবও চিরদিন, কিন্তু ব্যাপারটায় কমন যেন খট্‌কা লাগছে।"

নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না", ভায়োলেট বলে, যদিও এই ঘটনাটা জেনে

সে নিজেও একটু বিচলিত বোধ করছিল, "জো-কে অবশ্য বলবেন আমি যা ব'লে গেলাম। সত্য একদিন বেরোবেই, সেটা যা-ই হোক না কেন!"

বেকি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। "তা জানি", তিনি বলেন, "তবে মাঝে মাঝে আবির্ভাবের আগে অনেক অত্যাচার সইতে হয় সত্যকে। যাক্, তুমি এসেছিলে ব'লে ভাল লাগল। আহা, তোমার বাবা যদি আজ জীবিত থাকতেন! তিনি থাকলে এই লম্বা গল্পটা আর বাড়তে দিতেন না। তিনিও জো-কে খুব ভালবাসতেন।"

"আমিও তা ভাবি। কিন্তু দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। সত্য প্রকাশ হবেই হবে!"

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় ভায়োলেট। যন্ত্রণার যেন কোনও শেষ নেই। যদি বা শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে জো বুল্‌বুল্ চুরি করেনি, তখন প্রশ্ন থেকে যায়—কে তাহ'লে চুরি করল? হায়, তার ওই অপরূপ সম্পদটি হারাতে হ'লো তা'কে আর তা থেকে এতো গণ্ডগোল, প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন অবিশ্বাসের ছায়াপাত!

সপ্তাহ কেটে যায়। গোলাপের কুঁড়ি ফোটার সময় শেষ হয়ে গেছে, বাগানের এক প্রান্তে আঙুরগুলো লালচে হয় উঠতে শুরু করেছে, শাক সবজি বেশ জাঁকিয়ে ফলছে, আর গ্রীষ্মের ক্লান্তিকর উত্তাপ লেডীকার্কের অপরাহ্ন-গুলিকে কেমন একটা আচ্ছন্নতায় মুড়ে দিচ্ছে; তা'রই মধ্যে চলেছে জো হিকস্ বিষয়ক আলোচনা অবাধগতিতে। এখন যে জো তা'র আস্তানার বাইরে আসেনা একবারও, এতে তা'র মন্দটাই লোকচক্ষে প্রতিপন্ন হচ্ছে। ঘোমটায় মুখ ঢেকে আমাণ্ডা তর্ তর্ ক'রে হেঁটে যায় পথ দিয়ে—যায় হয়ত বা ডাকঘরে, বা দোকানে, আর ফিরে আসে 'যেন পেছনে কুকুরে তাড়া করেছে'। উপমাটা ম্যারী জ্যাক্‌সনের। ভায়োলেট বুঝতে পারে সকলের অভিমত হচ্ছে সে নিজে যেন একটা বিহিত করে ব্যাপারটার। মনে হয়ত দু-একটা এজাতীয় প্রশ্ন তার উদয় হয়েছে, কিন্তু তবু কিছু করতে পা'রত না সে। কিম্বা, ক্যাটির কথামত চুরির ব্যাপারে এই সন্দেহটার কথা শ্রীযুক্ত হান্ট্‌লীকে জানানোও সম্ভব হচ্ছিল না তা'র পক্ষে। স্মিথ দম্পতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই সে শ্রীযুক্ত হান্ট্‌লীকে টেলিফোন করেছিল। শুনে তিনি

বেশ আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন এবং ভায়োলেটকে জানিয়েছিলেন বিজ্ঞাপনটা এতো অল্পকাল দেওয়া হয়েছিল যে তা'র জন্য তাকে কোনও খরচা দিতে হবে না। তিনি বলেছিলেন যে পাখীটা অবশ্যই ফিরে পাওয়া যাবে, কারণ পাখী চুরিটা নেহাতই একটা স্থানীয় সমস্যা।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে জমিদার হেন্‌ড্রিক্‌সের সঙ্গে দেখা করল। ভেবেছিল যে অন্ধকারে কেউ টের পাবে না তা'র যাওয়া। কারণ যদি কথাটা জানাজানি হয়ে যায় যে ভায়োলেট জমিদারের সঙ্গে দেখা করেছে, তাহ'লে জো'র অপরাধটা চরমভাবে স্বীকৃত হবে। তাই ভায়োলেট সন্তর্পণে পেছনের রাস্তা দিয়ে গিয়ে পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। জমিদারকে ভায়োলেট পছন্দ করে, তাঁর বিচার-বিবেচনার ওপর তার আস্থা রয়েছে, আর তিনি ছিলেন তা'র বাবার একজন বিশিষ্ট বন্ধু।

জানলার খড়খড়িগুলো সতর্কভাবে নামিয়ে দিয়ে, জমিদার বললেন, "দেখো, ভা'লেট, গল্পটা দ্বিতীয়বার আমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্ততঃ বিশ দফা ভাষ্যে গল্পটা শুনেছি আমি।"

"আপনার কী মনে হয়?" উদ্বিগ্নভাবে ভায়োলেট বলে।

"ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে, নিঃসন্দেহে গোলমেলে! তোমার কি জো-কে সন্দেহ হয়?'

"না।"

"আমারও হয় না। আমি অবশ্য মুখ ফুটে বলিনি কথাটা। অনেক সময় ভুল অবশ্য আমারও হয়েছে। আমার যা ধারণা তা হচ্ছে এই যে জো আমারই মতো নির্দোষ এবং তাকে চোরের মতন না-দেখিয়ে দেখাচ্ছে একটা ভয় পাওয়া খরগোশের মতন, এতে কথাটা এতদিনে চাপা পড়া উচিত ছিল। তবে জানো অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি এই রকমেব শান্তশিষ্ট লোকগুলো কখনো কখনো শয়তানের মতো একগুঁয়ে হয়। জো'রও তাই হচ্ছে। সে যেহেতু কোনও অন্যায় করেনি, সে ভাবছে কেনই বা কোনও জবাবদিহি করবে সে। এবং তা'তে কোনও দোষও আমি দেখি না।"

"সবাই বলছে আমায় গিয়ে জো'র সঙ্গে দেখা করতে ও তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে। আমি ত' তা পারি না, শ্রীযুক্ত হেন্‌ড্রিক্‌স্।"

"না, না! তুমি চুপচাপ থাকো আরো কিছুকাল। আমি তোমায় বলছি,

ভা'লেট,—জমিদার হিসেবে এই নিয়মটা আমি আগাগোড়া মেনেছি,—যখন কোনও ব্যাপারে দারুণ হৈ চৈ ক'রে লোকে আমার কাছে আসে, তখন আমি কী করি জানো? আমি আগে ব্যাপারটাকে থিতোতে দি'। এখন, জো'র প্রসঙ্গেও কর্তব্য হচ্ছে তা'ই। আমি চোখ-কান খোলা রাখব, তেমন কিছু পেলেই তোমাকে জানাবো। বুঝলে?"

"ওঃ, বড নিশ্চিন্ত হলাম!" ভায়োলেট বলে। "এই আমার নিজেরও মনের কথা, এখন আপনি আমাকে আরো সাহস দিলেন।"

ভায়োলেট উঠে পডল। জমিদার বললেন, "দাঁডাও, যেয়োনা। আমরা একটু গল্প করি এসো। আজ রাত্রে কোনও বিয়েতে দাঙ্গাবাজি কিম্বা কোনও বেডা-তোলার কলহ আমাকে সামলাতে হবে ব'লে মনে হয় না। আজ বেশ নির্ঝঞ্ঝাট আছি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। শুনছি যে তোমার আর হেন্‌রীর মধ্যে অমিল হয়ে গেছে। ঠিক?"

"হ্যাঁ।"

"হুঁ, বুঝলাম। নিশ্চয় তুমিই ঘটিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"বটে? কারণ অবশ্য নিশ্চয় তোমার আছে। আজকাল আমি হেন্‌রীর কথা ভাবছি। কবার দেখেছি সন্ধ্যের দিকে পাহারাদারদের ঘরের কাছ দিয়ে তাকে ঘোডা ছুটিয়ে যেতে। আমার ধারণা সে নিশ্চয়ই আমাদের ওই নবীনা বিধবাটির সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। এতো শিগ্‌গির নিশ্চয়ই নয়!"

"সীনা?" ভায়োলেটের মুখ থেকে যেন ছুটে বেরোয় নামটা। "না, না, তা কখনো হতে পারে না!"

"আমারও তাই বিশ্বাস। তবে কোনও যুবককে যদি সন্ধ্যের দিকে ওইভাবে বেরোতে দেখা যায়, তখন ধারণা হয় যে কোনও একটি বিশেষ জায়গার উদ্দেশ্যে চলেছে সে। তুমি কি জানো যে সীনা খামারটা বেচে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ, হ্যালিফ্যাক্স্‌ নামে এক ভদ্রলোককে।"

"চমৎকার ছেলেটি। বেশ দেখতে। কতকগুলো দলিলপত্রের ব্যাপারে ও আমার কাছে এসেছিল। মনে হচ্ছে সীনা বোধহয় নিলামে বিক্রি করাবে বাড়ীর যাবতীয় আসবাব পত্র।"

"ওঃ, তবে হয়েছে ঠিকই", ভায়োলেট চেঁচিয়ে ওঠে, "বোধ হয় ওই

ব্যাপারেই হেন্‌রী যাচ্ছে,—যদি সীনার ওখানেই যায় ও। নিলামের আগে গোহালকড়ের দোকানের জন্যে হেন্‌রী কিছু কিছু নিতে চাইতে পারে!"

"হ্যাঁ, তা হতেই পারে। তবে যন্ত্রপাতি দেখবার প্রশস্ত সময়টা হচ্ছে দিনের বেলা। যাক্‌, তোমায় বলছি আমি, ভা'লেট, হেন্‌রীর সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি হওয়াতে আমার ভালো লেগেছে। স্বীকার করি হেন্‌রী ছেলেটি এমনিতে চমৎকার। কোনও নেশা বা বদ অভ্যেস কিছু নেই। কেবল ওই হচ্ছে···মানে, আমি তোমার বাবার মতো ভাবছি তোমার জন্যে। একবার তোমার বাবা তোমাদের দুজনের সম্বন্ধে বলেছিল, 'বাধা অবশ্যই দেবো না মেয়েকে আমি', সে বলছিল, 'যদি ভায়োলেটের ভালো লাগে ওকে। তবে আমার মনে আনন্দ নেই। ভায়োলেটের যোগ্যতা আছে অনেক ভালো কোনও পুরুষকে লাভ করার, আরো অনেক বেশী রুচিসম্পন্ন কাউকে···' এই ভাষায় বলেছিল সে। আমি বুঝেছিলাম কী বলতে চেয়েছিল।"

"কিন্তু বাবা ত' কখনও এরকম কিছু আমাকে বলেননি" সবিস্ময়ে বলে ভায়োলেট। "যাক্‌, আপনি আজ বললেন, খুব ভালো হ'ল। আমি অবশ্য আমার সিদ্ধান্তের জন্য কখনই অনুতপ্ত বোধ করিনি, তবু কখন কখন এমনও হয়েছে যে···"

"আমি জানি", জমিদার বললেন। "সন্ধ্যে বেলাটা বড একলা লাগে। কিন্তু দুঃখ কীসের! তোমার এখনো বয়স আছে। নিশ্চয়ই কেউ দাঁড়াবে এসে পাশে।" বৃদ্ধের সদয় জ্ঞানগর্ভ চাহনি সামনে উপবিষ্টা তরুণীর বরদেহের মাধুরী লক্ষ্য করে। "আরো অনেক রুচিসম্পন্ন, অনেক সংস্কৃতিসম্পন্ন কেউ'— এই কথা বলেছিল তোমার বাবা।"

আবার পাশের দরজা দিয়ে বেবিয়ে অন্ধকার রাস্তায় নামে ভায়োলেট। অনেক কিছু চিন্তা করছে সে। বিস্তর চিন্তা, দুশ্চিন্তা। জমিদার সীনা সম্বন্ধে আরো একটু জানিয়েছেন। তাঁর মন্তব্যে যদিও খোলাখুলি কিছু বলেননি, তবু তিনি যে জেক্‌ সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন তা বোঝা গেছল। তিনি জানতে চেয়েছিলেন ভায়োলেট হেনরীর ওই সান্ধ্য অভিসারের বিষয় কিছু জানত কিনা। ওঃ, সীনা নিজের চারপাশে কী জটিল অনুরাগের জাল রচনা করে চলেছে। আর যেহেতু হেন্‌রী একদিন তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল, চেয়েছিল তা'র পাণিগ্রহণ করতে, সেই হেতু ভায়োলেটও

কেমন যেন নিজেকে লিপ্ত মনে করে ঘটনাচক্রে। মনে হয় যেন তার গায়েও কিছুটা নোংরা ছিটকে এসে পড়েছে। জমিদারের কথা মনে হলেই তা'র প্রত্যয় হয় যে হেন্‌রী সীনার কাছেই যায়। কিন্তু তার অছিলা অবশ্যই কিছু একটা আছে। জনের মৃত্যুর পর এতো শীঘ্র নিশ্চয়ই নারী-পুরুষের সংশ্রবটা প্রত্যক্ষভাবে জাহির করা যায় না। না, সে চিন্তাটা সত্যই ভয়াবহ। সীনার চরিত্র ভায়োলেট জানে; হেন্‌রীর যাওয়া সম্বন্ধে বিশ্বাস্য কোনও অজুহাত অবশ্যই বানানো হয়েছে। হঠাৎ হেন্‌রীর জন্যে দারুণ, মাতৃসুলভ এক করুণা ভায়োলেটকে যেন অধীর ক'রে তোলে। সীনা আরো একটা মাছিকে আটকে রেখেছে!

কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনের উদ্বেগে ছট্‌ফট্‌ করার সময় ভায়োলেটের ধারণা হ'ল যে মাকড়সার জালে আটক মাছির ভূমিকা ঠিক মানায় না হেন্‌রীকে। সে হিসাবে হেন্‌রী যথেষ্ট শক্তিমান্‌, একগুঁয়ে এবং তেজী। হঠাৎ ভায়োলেটের মনে পড়ে সীনার প্রকৃতি সম্বন্ধে তার আর কেথের আলোচনার কথা। বোধহয় ঠিকই ধরেছিল তা'রা। হয়ত সীনার যা প্রয়োজন এবং সে যা অজান্তে কামনাও করে, তা হচ্ছে পুরুষের আধিপত্য। তার মতে যেখানে এই আধিপত্য পাওয়া যেতে পারে সেখান থেকে তা গ্রহণে সে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু যা-ই হোক না কেন, হেন্‌রীর জন্য কি সত্যই করুণা হয় না?

যে শনিবার শহর থেকে যুবকদ্বয়ের আসবার কথা সেদিন সকালে ভায়োলেট একখানা চিঠি পেল। খামের কোণায় প্রকাশকদের নাম অঙ্কিত। ডাকঘরে দাঁড়িয়ে খামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে ভায়োলেট এবং শ্রীযুক্ত হাওয়ার্ড অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তা'কে লক্ষ্য করেন। কথা অবশ্য কেউই কিছু বলে না। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হচ্ছে না ভায়োলেটের। সে ভেবেছিল তাঁর প্রশ্নের জবাব পাওয়ার পর শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যাম একবারই মাত্র চিঠি লিখবেন—কবিতাগুলি সম্বন্ধে চরম মতামত জানিয়ে। এতো সত্বর চিঠির জবাব পাবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

পেছনের রাস্তা দিয়ে সে দ্রুত হেঁটে চলে, পাছে কথাবার্তায় সময় নষ্ট করতে হয়। বাড়ী পৌঁছে সোজা গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। দম বন্ধ হয়ে

আসছে তা'র উত্তেজনায়। কী লেখা আছে ওই চিঠিতে না-জেনে স্থির থাকতে পারছে না সে। ব'সে পড়তে থাকে সে চিঠিখানা—

"কুমারী কার্পেণ্টার সমীপেষু—

আমার দিক থেকেও বলা খুব শক্ত ঠিক কতোখানি আনন্দ আপনার চিঠিখানি আমায় দিয়েছে। আমি আজীবন শহুরে মানুষ; শৈশবে আর পরবর্তীকালে ছুটির সময়ে গ্রীষ্মকালটা সাগর-সৈকতে কাটিয়েছি। আমি নৌকা বা মাছধরা দেখেছি বটে, কিন্তু নিদাঘ সন্ধ্যায় জোনাকি-জ্বলা সোনালী মেঘ বাগানের ওপর ভেসে বেড়াতে দেখিনি কখনো! একটা জোনাকিও বোতলে আটক করার সুযোগ আমার হয়নি। আপনার বাড়ী ও শহরের যে বর্ণনা আপনি দিয়েছেন, তা পড়তে-পড়তে আমার জানলার পাশে ট্রলির ঘড়্ঘড়্ খট্খট্ শব্দ আর দমবন্ধ করা গরম বাতাস যেন অস্তিত্বহীন মনে হয়। অন্য এক সুন্দর, শান্তিময় জগতে যেন তুলে নিয়ে গেছে কেউ আমায়। অবশ্য আমি এখন যা বলছি তা বলার অধিকার আমার নেই এবং স্পষ্টই জানাতে চাই সম্পাদক হিসাবে এই পত্র আমি লিখছিও না,—বরং, কীট্সের ভাষায় শহরে দীর্ঘকাল নির্বাসিত ব্যক্তিটির মতো বলছি,—আপনার পারিপার্শ্বিক ও আপনার জীবন সম্বন্ধে আরো বেশী জানাবেন কি আমাকে অনুগ্রহ ক'রে? বুঝছি এই অনুরোধ কতকটা অযৌক্তিক মনে হবে আপনার, তবু আমার আশা যে এটা আপনি রাখবেন।

একান্তভাবে আপনার
ফিলিপ হ্যাভারশ্যাম

দ্বিতীয়বার চিঠিখানা পড়ে ভায়োলেট, তারপর ডেস্কের একটা খোপের ভেতর রেখে দেয়। তা'র মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। তাহ'লে তা'র চিঠিখানা পছন্দ করেছেন উনি, যে চিঠিখানা নিয়ে কতো খুঁতখুঁতানিই না তা'র ছিল! এখন ওঁর ইচ্ছা যে আরো একখানি চিঠি সে লিখুক। মনে মনে একবার ভায়োলেট শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যামকে কল্পনা করে; দীর্ঘদেহ, একহারা চেহারা; মুখখানিতে জ্ঞান-তপস্যার ছাপ প্রস্ফুট, হয়ত বা তা'র বাবার মতো একটা সুন্দর গোঁফও আছে। ভদ্রলোক হয় অবিবাহিত, নয় বিপত্নীক। কারণ, তিনি তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের কথা বলেছেন। আর, তার কাছে সব

চাইতে উল্লেখযোগ্য যে কবিতা ভালো লাগে তাঁর। দুপুরের খাওয়া খেতে খেতে ভায়োলেট তাঁর কথা ভাবে। তারপরেও গত-বছর গ্রীষ্মে কেনা গোলাপী ভয়েল ও এ বছরের বড়, গোলাপ-বসানো টুপিটা প'রে সুসজ্জিতা হ'য়ে মোটরগাড়ী চড়ার জন্য প্রস্তুত হবার সময়েও ভাবতে থাকে। চিঠিটা পড়ে মনে হয় তিনি যেন তা'র সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান করার বাসনা রাখেন। এ-কথাটা ভাবতে একটু অদ্ভুত লাগে বটে, কিন্তু এতে কেমন যেন এক অজানিত আনন্দের শিহরণ রয়েছে। সত্যই তাঁর কাছে খোলাখুলিভাবে, সহজে পাড়ার যাবতীয় ঘটনার কথা লিখতে ভাল লাগবে ভায়োলেটের। অকপটে যদি জানাতে পারা যায় তা'র নিজের কথা-গুলোও : নানা বিষয়ে তা'র বক্তব্যগুলো, যা বলবার মতো কাউকে সে পায় না এখন। তাঁর চিঠিতে এমন একটা কিছুর স্বাদ পেয়েছে যাতে তা'র মনে হচ্ছে বিশ্বাস ক'রে সব কথা বলা যেতে পারে তাঁকে। আর, তা পারলে কতো বড ভারই না নেমে যাবে তা'র বুক থেকে! "ওঁর কাছে চিঠি লিখলে ভালই হবে আমার", চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে সে, "খুবই ভাল হবে।"

সদর দরজায় ঘণ্টাধ্বনি শুনে রক্তিম মুখ ও উজ্জ্বল চাহনি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে সে মাইককে অভ্যর্থনা জানাতে। মাইক্ জানতে পারে না, তা'র উপস্থিতিই ওই অব্যক্ত আনন্দের উৎস নয়। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভায়োলেটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

"কী খবর।" ভায়োলেট বলে, "কোনও···কোনও গণ্ডগোল হ'ল নাকি?"

"ঠিক তা'র উল্টো", হেসে জবাব দেয় মাইক্। "গণ্ডগোল কোথায়? আমরা উপস্থিত, দিনটি আজ চমৎকার এবং মোটরগাড়ীর যন্ত্রটি একেবারে নির্দোষ কাজ করছে। আপনি কি ঘাব্ড়ে গেলেন নাকি?"

"না, আনন্দিতই হয়েছি! আমি এখুনি ক্যাটিকে ব'লে আসি যে আমরা বেরোচ্ছি। এক মিনিট অপেক্ষা করুন।"

ক্যাটি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়; খতিয়ে দেখে মাইক্‌কে। তারপর বেশী দেরী না করে বাড়ী ফেরার উপদেশ দেয়। ক্যাটির দেখতে বেশ মজা লাগে মাইক্ যখন ভায়োলেটকে ধুলো-ঢাকার পোশাক প'রতে সাহায্য করে এবং স্বহস্তে একটা চওড়া শিফনের ঘোমটা বেঁধে দেয় তা'র টুপির ওপর দিয়ে।

"এসব আপনার কাজে লাগবে", মাইক্ বলে, "রাস্তায় ভয়ানক ধুলো! আপনার বান্ধবীর জন্যও ব্যবস্থা রেখেছি। আচ্ছা, তাহ'লে চলি ক্যাটি", উদ্বিগ্ন ক্যাটির উদ্দেশ্যে বলে সে, "তোমার মনিবের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।"

পেছনের সীটে বসে ফেথ্ আর ডন্। ভায়োলেট টের পাচ্ছে ওদের কথাবার্তা তেমন জমছে না। যথাসম্ভব চেষ্টা ক'রে, মাথা ঘুরিয়ে তা'র কথায় শ্রোতা হিসাবে ওদের দুজনকে আকৃষ্ট রাখতে চায় সে। কিন্তু ফেথের জবাবগুলো কেমন যেন খাপছাড়া গোছের হ'তে থাকে, হাসিতেও তা'র যেন একটা ভয়-ভয় ভাব ধরা দিচ্ছে। পিক্‌নিকে অনেকে ছিল ব'লে ফেথের এই আত্মসচেতনতা, যা'র কথা সে নিজেই বলেছিল একদিন, চোখে পড়েনি। শেষ কালে মাইক্ সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকায় ফেথের দিকে ও ভায়োলেটকে বলে, "আজ বিকালে আমরা দুজনেই বিশেষ বন্ধু পরস্পরের। ওঁদের দুজনকে ছেড়ে আমার দিকেই নজরটা রাখলে ভালো হ'ত না-কি? ওঁরা নিজেরাই যা পারবেন তা-ই হোক না করণীয় ওঁদের! ওঁদের আনন্দ-দান আপনার করতেই হবে, এমন ত' নয়।"

ভায়োলেট হাসে। "বোধগম্য হয়েছে" বলে সে। "ঠিক আছে, সর্বরকমে আপনার প্রতিই মনোযোগ দিচ্ছি অতঃপর। প্রথম কথা শুনুন, বড্ড ভালো লাগছে আমার এই গাড়ীটা! এ যেন বিশ্বাস করা যায় না! আচ্ছা কতো জোরে চলেছি এখন আমরা?"

"ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বা একটু বেশীই হবে", সগর্বে জানায় মাইক। "অবশ্য এতোটা জোরে চ'লব না আগাগোড়া, একটু দেখাচ্ছিলাম। বলুন, ঘোড়ায়-চাপার চাইতে এতে বেশী উত্তেজনা, নয় কি?"

ভায়োলেট ভেবে দেখে। "হ্যা, তা বটে—উত্তেজনা বেশী। তবে যদি আমাদের ঘোড়া প্রিন্সের সঙ্গে তুলনা করি,—। দেখুন প্রিন্সকে আমি নিজে বুরুশ দিয়ে সাফ্ ক'রে দি, তা'র নাকে হাত বুলিয়ে দি। সে আমার গায়ে মুখ ঘষে, আমার হাত থেকে আপেলের চিনি-মাখানো টুকরোগুলো খায়, সুতরাং যদিবা সে উত্তেজনা জোগাতে পারে কম, স্বীকার করতেই হবে সে অনেক বেশী আদরণীয়।"

মাইক্ হাসে। কিন্তু ভায়োলেটের মনে হয় সে-হাসিতে কোথায় যেন একটা হতাশাব ক্ষীণ খেদও লুকিয়ে রয়েছে। সে তাই তাড়াতাড়ি বলে,— "তা ব'লে এমন নয় যে মোটর গাড়ীটা আমার পছন্দ নয়! এমন মজা জীবনে

কখনও উপভোগ করিনি! এইভাবে হুহু ক'রে এগিয়ে-চলা—আশপাশের মাঠ-ঘাট গাছপালা সব পেছনে পালাচ্ছে, হাওয়ায় আমার ঘোমটাটা উড়ছে—ওঃ, এর মতো সুন্দর আছে কী! আর, আর",—না-ব'লে পারে না ভায়োলেট. "নিজেকে কেমন আধুনিক ব'লে মনে হচ্ছে।"

এবার মাইক সামান্য একটু হাসে বটে, কিন্তু সে যে তুষ্ট হয়েছে তা বোঝা যায়।

"আপনার ভালো লাগছে জেনে আনন্দিত। আর দেখুন, আধুনিক মনে হওয়াটা মোটেই খারাপ নয় যদি না বেয়াড়া আধুনিকগণ্য কিছু কাজ ক'রে ফেলেন। সে জিনিস আমি অনেক দেখেছি। এখন একটু পরিবর্তন চাই।"

ফেথ্ সচেষ্ট হয় বটে, কিন্তু কথাবার্তা তেমন জমে না ওদের দুজনের মধ্যে। তবে মাইকের সঙ্গে ভায়োলেট দিব্যি গালগল্প চালাতে থাকে। যখন ভায়োলেট তা'কে জিজ্ঞেস করল এতোদিন করেছে কী মাইক্—সেই পিক্‌নিকে তাদের দেখা-হওয়ার পর থেকে এতো দিন,—তখন মাইক্ মুখ বিকৃত ক'রে বলল, "বাবার কারখানায় কাজ করেছি আর এতোটুকু ভালো লাগেনি তা করতে।"

"কিসের কারখানা?"

"সেই ত' কথা! বলতে লজ্জা করছে। আচার-তৈরীর। আমার ঠাকুর্দার বাবা জার্মানীর লোক। তাঁর ছিল একটা আচারের দোকান। তিনি জালা-ভর্তি আচার, জারক ইত্যাদি বানাতেন নিজে হাতে। খুব নাম হয়েছিল তাঁর জিনিসের। সুতরাং তস্য পুত্র একটি কারখানার পত্তন করলেন এবং কালে সেটি বেশ বড হ'ল। তারপর বাবা সেটির ভার নিলেন এবং এখন রীতিমতো বডই কারখানাটা। আমি হচ্ছি পরবর্তী পুত্র, সুতরাং ব্যবসায় ঢুকতে হবেই আমাকে আর ওই আচার ফাচার আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না!"

মাইকের কণ্ঠস্বরে প্রকৃত বীতরাগ ফুটে ওঠে। তাই হাসি পেলেও হাসতে পারে না ভায়োলেট। "আপনাদের নিশ্চয় ওই বিখ্যাত 'ডর্সেস্ পিক্‌ল্‌স্' নয়? অবশ্য আপনাদের হওয়াইত স্বাভাবিক। আমরা ওই জিনিস ব্যবহার করি, নামটা প'ড়ে দেখেছি আমি। খুব সুন্দর খেতে, আপনার ত' গর্ব বোধ করা উচিত, লজ্জা কেন? আর ব্যবসা না-ক'রে করবেনই বা কী?"

"সেটাই হচ্ছে মজা। এমন নয় যে আমি উকিল বা ডাক্তার হতে চেয়েছি, কিম্বা, অন্য কোনও উপজীবিকা আমার কাম্য। আমি আসলে কিছু তৈরী করতে চাই, গ'ড়ে তুলতে চাই। এখুনি এক কথায় আমি রাজী হ'ব কোনও ছুতোরের সাকরেদ হয়ে কাঠের কাজ শিখতে। হাতে-কলমে শিখতে চাই। কলেজে এঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি, সুতরাং পরে কাঠের কাজ ছেড়ে বড় বড় গাড়ী, সেতু এসবও তৈরী করবো আমি। কোথায় আচার!" বিরক্ত ভাবে বলে সে।

"এ কথা ঠিক", ভায়োলেট সায় দেয়, "যদি এই রকমই আপনার ইচ্ছে, তবে এ-ই করুন। এখুনি অন্যটা শুরু ক'রে দি'ন। আপনার বাবা নিশ্চয়ই অবুঝ হবেন না।"

"না, বাবা বুঝবেন না। আর আমারও তাঁর বিরুদ্ধে যাবার সাহস নেই। তিনি আমার হাত খরচার টাকা বন্ধ ক'রে দেবেন এবং টাকা সত্যিই আমি ভালোবাসি। খুবই ভালোবাসি। একথা জেনে হয়ত আমাকে ছোট মনে হ'তে পারে, কিন্তু নিজের সঙ্গে শঠতা অন্ততঃ করছি না আমি। কাজেই আমাকে ওই আচারেই লেগে থাকতে হবে।

"আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ছুতোর, সত্যিকারের ছুতোর", ভায়োলেট বলে। "লেভীকার্কের অনেক বাড়ীরই মিস্ত্রি ছিলেন তিনি। ও কাজে মনে হয় খুব আনন্দ পাওয়া যায়। শক্ত, সুন্দর জিনিস সৃষ্টি-করা, স্রষ্টার মৃত্যুর পরও যা বেঁচে থাকবে। এ অমরত্ব মন্দ নয়, কি বলেন?"

মাইক্ চকিতে একবার দেখে নেয় ভায়োলেটকে। তারপর চুপচাপ। গাড়ী এগিয়ে চলে। কিছু পরে পেছনের সীট থেকে ডন্ চেঁচিয়ে ওঠে "ওহে, দেখো সামনের দিকে চেয়ে! ওয়েস্টবার্গ এসেছে না?"

সত্যিই এসেছে। ওরা দেখতে পায় লাল আর খয়েরী রঙের ছাদ, পাহাড়ের পেছন থেকে জেগে-ওঠা গির্জার সরু চূড়াটা। শহরের বড় রাস্তাটা দিয়ে ওদের গাড়ী চলতে থাকে। হোটেলটি যদিও শহুরে লোকের চোখে নেহাতই সাদা-মাঠা গোছের, তবু তরুণীদ্বয় তা দেখে বেশ জবর ব'লেই ভাবে। ও দুজনের এই-ই প্রথম হোটেলে আসা। হাত ধ'রে ওদের যখন মোটর গাড়ী থেকে নামিয়ে আনা হ'ল এবং একদঙ্গল বাচ্চা ছেলে যখন উদগ্রীবভাবে দেখতে থাকল ওদের ওই "বিনা ঘোড়ার গাড়ীটা" তখন রীতিমতো উত্তেজনা। হোটেলের

মালিক ওদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর ওরা ওদের ধুলো-ঢাকা পোশাক খুলে বাইরের বারান্দায় ব'সে থাকে কিছুক্ষণ এবং সর্বজনের দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে। কিছু সময় কাটল। হোটেলের খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেল ওদের এরপর, এবং জানলার ধারে একটা টেবিলে ব'সল ওরা। টেবিলের ঢাকাটা লাল ঢ্যারাকাটা নয়, পরিষ্কার ধবধবে। আহার্যের আমদানী থেকে মনে হ'ল রীতিমতো খানদানী ভোজই একটা হবে।

ভায়োলেট ফেথ্‌কে লক্ষ্য করে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল ফেথ্‌কে। তা'র শান্ত, শাদা চোখ, মাথায় সোনালী চুলের বিড়ে খোঁপা আর সলজ্জভাব সবে মিলে অপূর্ব এক সৌন্দর্য মূর্ত হয়েছে তা'তে। ভায়োলেট বারবার তা'কে কথা বলাবার চেষ্টা করে এবং পরিশেষে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলোচনা উত্থাপন করে। সে ভাবল এবার অবশ্যই তা'র বান্ধবী উচ্ছল হয়ে তা'র বিদ্যা জাহির করবে, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। বড়সড় চেহারার খোশ-মেজাজী ডন্‌; স্বভাবে ডানপিটে ভাবটা টিকে আছে এখনো। সে অবশ্য আগাগোড়া ঠাট্টা-তামাসার ঢঙ বজায় রেখে বিফল হাসাহাসির চেষ্টা করতে থাকে এবং মাইক্‌ও তা'র সঙ্গে যোগ দেয়। ভায়োলেট যথেষ্ট পারদর্শী না-হলেও ওদের সহ-যোগিতায় নিযুক্ত করে নিজেকে, কিন্তু ফেথ্‌কে চূড়ান্ত অসহায় মনে হয়। একটা জিনিস শেষ পর্যন্ত সম্মিলনীর চরম ব্যর্থতা খানিকটা রোধ করে—খাদ্যসামগ্রী অতি উচ্চাঙ্গের: যুবক দুজন দারুণ ক্ষুধায় গোগ্রাসে আহার্যগুলির সদ্ব্যবহার করে এবং ঘুরে ফিরে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। এতো ভালো খাবার তা'রা আশা করেনি মোটেই। কিন্তু দুজনের কেউই একবার ব'লল না, "আবার একদিন আমরা এখানে আসব।" ভায়োলেট এটুকু লক্ষ্য না-করে পারে নি।

খাওয়ার শেষে ফলমূল আনীত হ'ল যখন, ফেথের সমস্ত মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। ভায়োলেটেরও যেন ধকলটা আর সহ্য হচ্ছে না। খুব চেষ্টা ক'রে সে স্বাভাবিক কথাবার্তা চালাল টেবিল থেকে ওঠার আগে। তা'কে স্বীকার করতে হ'ল সে সত্যই ডন্‌ ইচ্ছা করলে প্রকৃত বুদ্ধিমানের মতো কথা বলতে পারে। কিন্তু ডন্‌ তা'র সেই হালকা, ফাজলামি-ভরা বাচন ভঙ্গীটাই আবার তুলে নি'ল।

ফেরার পথে ডন্‌ই পেছনের সীট থেকে চেঁচিয়ে সামনের সীটে পৌঁছে

দিচ্ছে তা'রা কথা। মাইক্ মেন থাকে। ভায়োলেটের বিরক্তি বোধ হয়। "ওর যে ভাল লাগছে না, সেটা না বোঝালেও চলত", সে ভাবে পার্শ্ববর্তী সহযাত্রীর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে। "আসুন আমরা গান করি", ডন্ ও ফেথের দিকে চেয়ে বলে সে।

অতঃপর নৈশ বাতাস তাদের গানের সুরে মথিত হ'তে থাকে। মাঝে মাঝে সামান্য বিরতিমাত্র।

"এই হচ্ছে" ভায়োলেট ভাবে, "ওইটের ওষুধ !"

বাড়ী পৌঁছে ফেথ্ মাইক্‌কে ধন্যবাদ জানায় মোটর গাড়ী চড়ানোর জন্য ; ভায়োলেটকে শুভরাত্রি জানিয়ে সে আর ডন্ শাদা গেট দিয়ে বাড়ীর মধ্যে চ'লে যায়। সেখানেও অবশ্য বিদায় গ্রহণের পর্বে তেমন কোনও বাহুল্য থাকে না। বাইরে থেকে ওরা শুনতে পায় ফেথের মৃদু কণ্ঠস্বর এবং ডনের গম্‌গমে, "ওঃ, চমৎকার কাটল বিকেলটা।" তারপর শিষ দিতে দিতে ডন্ ফিরে এলো।

"কুমারী ফেথ্ নিনিযানের লুসির মতো নয় একেবারেই।" মাইক্ বলে।

ভায়োলেটের কথায় অস্পষ্ট ঝাঁঝ, "তা হয়ত নয়, একই রকম সুন্দর প্রকৃতির।"

"তা'ত নিশ্চয়ই", মাইক জবাব দেয়।

কার্পেণ্টার-সদনে পৌঁছে ভায়োলেট তা'র ধুলো-ঢাকা পোশাক আর ঘোমটাটা খুলে ফেলল এবং সেগুলো ফেথের মতন গাড়ীর মধ্যে রেখে দি'ল। মাইক তা'কে বারান্দা পর্যন্ত নিয়ে আসে। তা'র নগ্ন বাহুতে মাইকের হাতের চাপ। সিঁড়ি দিয়ে দুজনে উঠে আঙুরলতার আড়ালে এসে মাইক কথা বলল। তখন আঙুরের গন্ধে বাতাস ভরপুর।

"কুমারী ভায়োলেট্—নাকি 'কুমারী'টা বাদ দেবো ?—আমার শিগগিরই আরেকবার এখানে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে,—একা! আসব কি ?"

"আপনি আবার আসতে চাইছেন ?" চূড়ান্ত বিস্ময়ে কথাক'টা যেন ভায়োলেটের মুখ থেকে পিছ্‌লে বেরিয়ে আসে।

"আমি সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"হ্যাঁ' নিশ্চয়ই আসবেন যদি আপনার ইচ্ছে হয়।"

"আমার অবশ্যই ইচ্ছে করছে। খুবই আগ্রহ। আসছে শনিবার অনেক কাজ, দু হপ্তা পরে এলে কি আপনার সুবিধা হবে?"

"তা আসতে পারেন, আমার অসুবিধা হবে না।"

"আমি একটা পিক্‌নিক্‌ বাস্কেট নিয়ে আসব এবং বনের মধ্যে একটা বেশ ভালো জায়গা খুঁজে নেওয়া যাবে। নিনিয়ান আর লুসিদের ওই পিক্‌নিক্‌ আমার খুব ভালো লেগেছে। আরেকটা পিক্‌নিক্‌ চাই।"

"ফেথ্‌কে সঙ্গে নিয়ে ডন্‌ কি আসতে চাইবেন না?" সাগ্রহে ভায়োলেট জিজ্ঞেস করে?

"মনে হয় না" মাইক্‌ জবাব দেয়, একটু হেসে। "তবে যদি আপনার মনে হয় ত' আমরা আবার ওয়েস্ট্‌বার্গেও যেতে পারি ডিনার খেতে। কোনটা ভাল হবে ভেবে দেখবেন।"

"আচ্ছা, দেখবো," ভায়োলেট বলে, "তবে পিক্‌নিক্‌ করতে হলে খাবার জিনিস আমিই আনবো। ক্যাটির আর আমার বাস্কেট ভরাতে খুব ভালো লাগে।"

"সে ত' খুবই আনন্দের কথা," মাইক বলে, "তবে এ যেন ডিনার খেতে নিজেকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে আমার পক্ষে। থাক্‌, সে আমরা পরে ঠিক করব। তাহলে দু হপ্তা পরে আসা যেতে পারে, কেমন?"

"আপনার যদি সত্যই ইচ্ছা থাকে।"

এবার মাইক্‌ জোরে হেসে ওঠে। "নিজের মনকে যে আমি জানি এটুকু আপনাকে মেনে নিতেই হবে!"

ভায়োলেট হেসে ফেলে। করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

"আজকের আনন্দের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে!" সে বলে।

"ধন্যবাদ আপনাকে!" মাইক্‌ বলে।

মাইক্‌ ফিরে যায়। গাড়ীর হর্ণটা দুবার ক্যাঁক্‌ ক্যাঁক্‌ ক'রে ওঠে এবং তারপর হুস্‌ ক'রে গাড়ীটা চলে যায়।

আঙুরলতার পেছনে দোলনার ওপর ধপ্‌ ক'রে ব'সে দম ফেলে ভায়োলেট। "ওঃ, আর আমি কিনা ভাবছিলুম উনি বিরক্ত হচ্ছিলেন!" সবিস্ময়ে নিজেকে শোনায় সে।

অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে ভাবতে থাকে ভায়োলেট—কী ক'রে ফেথ্কে সে জানাবে যে মাইক্ আবার আসতে চাইছে আর ডন্ চাইছে না? দুজনে একসঙ্গে শহরে পুরুষ দুজনের সঙ্গে যাওয়ার মধ্যে, সে বিষয়ে পরিকল্পনা আর কথাবার্তা বলার মধ্যে কেমন একটা আকর্ষণ ছিল, কিন্তু এখন ত' ব্যাপারটা হবে অন্যরকম। ফেথের খাতিরে চিঠি লিখে বারণ ক'রে দেবে কি সে মাইক্কে? না সেটা কারোর প্রতিই সুবিচার করা হবে না, ফেথের প্রতি ত' নয়ই। কিন্তু বান্ধবীর কথা ভেবে ব্যথিত হয় সে। নিজের কথা তা'র ভাববার যেন কিছুই থাকে না। মাইক্কে আকর্ষণীয় বলা যায় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলতেই হয় তাকে। সাময়িকভাবেও যদি কোনও যুবক তা'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তা'তে ভালো লাগার অবশ্যই আছে। আর, আবার মোটর গাড়ী-চাপার কথা ভাবতে আনন্দই লাগে তা'র। এতে তার চারদিকে সৃষ্ট অনেক সমস্যার হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পাবে সে। রয়েছে সীনা, আর তরুণ জেক্ আর হেন্‌রী! রয়েছে বেচারা জো হিক্স্, চারপাশে সন্দেহ যাকে ঘিরে রেখেছে; আর, রয়েছে আমাণ্ডা যা'র হীরের আংটির আনন্দ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আর, তারপর অপহৃত বুল্‌বুল্ পাখী ত' রয়েছেই! কী আশ্চয এই সেদিন বাগানে আপেলের প্রথম কুঁড়ি-দেওয়ার পর থেকে ক'টা দিনের মধ্যে এতো কিছু ঘটে গেল!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভায়োলেট! ক্যাটিকে সংবাদটি জানানোর জন্য রান্নাঘরের দিকে যায় তাডাতাড়ি ক'রে।

"তুমি যে এসেছো তা টের পেয়েছি", ক্যাটি বলে। "যাক্ সুস্থভাবে যে ফিরে এসেছো, এতে আমি সুখী। তোমাদের ওই নতুন ফাঁদা যন্তরের কারসাজিতে বাপু আমার আস্থা নেই। ওঃ, ওতে চডা আর প্রাণটি যেন হাতে ক'রে বেরোন! ছোঁড়া দুটো কেমন?"

"অতি সুন্দর, ভদ্র। খাওযাটাও হয়েছে চমৎকার।"

"হুম্" ক্যাটি বলে, "দেখো একথা বলোনা যে হোটেলের রান্নাবান্না বাড়ীর মতনটা হতে পারে!"

"হ্যাঁ, আরে সে ত' জানা কথাই", ভায়োলেট চট্‌পট্ শুধরে নেয় নিজেকে, "তা ব'লে কি আর তোমার রান্নার সঙ্গে তুলনা করবো? তবে হ্যাঁ, হোটেল হিসেবে বেশ ভালোই।"

"ওই ছাখো!" ক্যাটি বলে, "আমাকে নিয়ে গাবিয়ে বেড়াতে হবে না তোমাকে। আরে, আমি ত' ব'সে-ব'সে খালি ভাবছি কেমনটা কা'টল তোমাদের। নাও, এবার হট্ যাও, সাইমন। আমার কাঁধের ওপর আজকাল রাত্তিরে বেশ গরম থাকে ও, তবু সে ওইখানটাতে গিয়ে শোবে। কুলঙ্গীর মাথায়ও এই গরমে বেচারা ঘুমোতে পারে না। যাক্, চলো এখন গিয়ে শুয়ে পড়ি, কালকে আবার রবিবার!"

নিজের ঘরে এসে ধীরে ধীরে অনাবৃত করে ভায়োলেট নিজেকে এবং তারপর বিছানার ধারে ব'সে চুল আঁচড়াতে থাকে। চুল আঁচড়ানো শেষ ক'রে সে গিয়ে ডেস্কে বসে, দেরাজ থেকে টেনে নেয় ফিলিপ হ্যাভারশ্যামের চিঠিখানা এবং সেখানে দাঁড়িয়ে রূপবতী শ্বেতাঙ্গিনী পুনর্বার আগাগোড়া পাঠ করে চিঠিখানা। আলো নিভিয়ে দেবার আগে তিন তিনবার চিঠিখানা পড়ে সে।

## ॥ ৬ ॥

স্লেডীকার্ক সম্বন্ধে ভায়োলেটের বাবা প্রায়ই বলতেন যে সেখানে মুখরোচক আলোচ্য কোনও বিষয় একটার বেশী ডুটো একসাথে একই সময়ে কদাচ পাত্তা পেত। নতুন যে-ব্যাপারটা যখন উঠল তাকে পুরো আসর ছেড়ে দিতে হবে। অতএব সীনা ঘটিত সমস্যা গুরুত্ব লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই জো হিক্‌স্ সংক্রান্ত কথোপকথন ধামাচাপা প'ড়ে গেল।

বস্তুতঃ জো-র সম্বন্ধে বলার বাকী কিছু আর তখন নেই। পুরানো সকল খবর নিয়ে পাড়ার প্রত্যেকে বিস্তর নাড়াচড়া করেছে, আর নতুন কোনও খবরও কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। জো-কে দেখলে মনে হ'ত যেন তাড়া-খাওয়া খরগোস। লোকচক্ষে যাতে তা'কে না-পড়তে হয় সর্বদা সেই চেষ্টা সে করে। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে চাকরি করার ইচ্ছা হয়েছিল তা'র। আমাণ্ডা আর তা'র ছোট্ট হীরেখানা দেখিয়ে বেড়াত না, তার পরম আনন্দ প্রতি-বেশীদের ঘরে যাতায়াতও, বন্ধ করতে হয়েছে তা'কে। হিক্‌স্-দম্পতী সম্বন্ধে একটা ব্যাপার লক্ষিত হচ্ছে এবং মূল্য সেটার যা-ই হোক, মুখে মুখে ফিরছে কথাটা। প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হওয়ার আগেই হিক্‌স্‌দের একতলায় সব কটা আলো যায় নিভে, একটা আলো জ্বলে কেবল ওদের শয়নকক্ষে এবং কিছু পরে সেটাও আর জ্বলে না।

তিরানব্বুই বছরের বুড়ী কুমারী বেকি স্লেড্ উক্ত নৈশ ঘটনাটি লক্ষ্য করতে করতে স্বগত মন্তব্য করেন, "আহা, বেচারা দুজন, শান্তি পাবার আর কোনও পথই ওদের সামনে নেই।"

সীনা ও তা'র খামার-সংক্রান্ত সমস্ত খবরাখবর নিয়ে উৎসুক আলোচনার যেন অন্ত থাকে না এখন। যাঁরা ইতিমধ্যে রবার্ট হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাঁদের ওকে ভালই লাগে। এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে সীনা মিল্

গৃহে ফিরে এসে তা'র বাপ-মার সঙ্গেই থাকবে। তা'র বাড়ীর জিনিসপত্তর ও খামারের যন্ত্রপাতি নিলাম হওয়াটা ও-অঞ্চলের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হবে। যেহেতু হার্ভেরা বিয়ের আগেই জন্‌কে আসবাবপত্র ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে দিয়েছিলেন, সীনার পক্ষে তাই তা'র প্রাপ্য অংশ বিক্রি করাটা মোটেই অযৌক্তিক হচ্ছে না। তার আবার বিয়ে করার সম্ভাবনা উল্লেখ করে যখন তা'কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কিছু জিনিস সে রাখবে কি-না নিজের জন্যে—তখন জবাবে সে বলেছিল যদি পুনর্বার বিয়েই সে করে, তা'হলে এমন একজনকে করবে যে তা'কে নতুন আসবাবপত্র কিনে দিতে পারবে। পুরানোগুলোর প্রতি তা'র দারুণ বীতরাগ।

একদিন সকালে ভায়োলেটের টেলিফোন এল। অপর প্রান্তে সীনা।

"নিলামের কথা শুনেছো?" সীনা জিজ্ঞেস করে।

"হ্যা। ফেথ্ আর আমি যাব ঠিক করেছি নিলাম দেখতে। জানি অবশ্য ভীড বেশ বড রকমেরই হবে তোমার ওখানে। আমি কি তোমায় কোনও সাহায্য করতে পারি?"

"পারো, সেইজন্যেই ফোন করা। আমি ঠিক করেছি প্রত্যেককে দুপুরে খাওয়াব।"

"বলছো কী সীনা! সে যে তোমার ক্ষমতার বাইরে!"

"না, পারবো আমি। ডেভ্ রাইট্ যাচ্ছে নিলামওলাদের কাছে। সে বলল যে এখনো অনেক জায়গায় অমনটা হয়ে থাকে। কিছুই নয়, কাগজের ঠোঙায় দুটো স্যাণ্ড্উইচ্ আর কয়েকটা বিস্কুট ভ'রে দেওয়া প্রত্যেকের জন্যে। আমি সব মনে মনে ছ'কে রেখেছি। ঝল্‌সানো শূয়োরের মাংস আমার প্রচুর আছে। কিছু সেঁকে নেব, আর পাউরুটি ও বিস্কুটের জন্যে কোনও ভাবনা নেই। আমার পক্ষে একটু বেশী পরিশ্রম করাই ভালো। দোকান থেকে শতখানেক ঠোঙা আমি যোগাড করব। তা'তেই যথেষ্ট হবে।"

"উহু, হবে না—যদি লোকে জানতে পারে যে তুমি বিনামূল্যে দুপুরে খাওয়াচ্ছ—" ভায়োলেট বলে, "আর জানতে বোধহয় এখনই শুরু করেছে লোকে।"

সীনা হাসে। "তোমার কাছে গেলেই বোধহয় ভালো করতাম, কিন্তু কাজ অনেক। আগের দিন মা আসছেন, দুজনে সব বন্দোবস্ত করতে হবে।

যে কথা জানতে চাইছিলুম তা হচ্ছে নিলামের দিন সকালে তুমি আর ফেথ্‌ কি আসতে পারবে? আমরা চারজনে মিলে স্যাণ্ড্‌উইচ্‌গুলো বানিয়ে ফেলবো আর ঠোঙায় ভ'রে দেবো। আসবে?"

"বা রে, নিশ্চয় আসবো! আমার ত' খুবই ভালো লাগবে এবং আমি জানি যে ফেথেরও লাগবে।"

"তুমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলবে? জনের সঙ্গে ওর সম্বন্ধটা জানি। ও কি রাজী হবে মনে হয়?"

"তা'তে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমি এখনই যাচ্ছি, ওর সঙ্গে দেখা করছি। তুমি আমাদের ব'লে ভালো করলে, সীনা। সেদিন সকালে কখন যা'ব আমরা? ছ'টা? সাতটা?"

"সাতটা হলেই হবে। দুপুরের আগেই গরুভেড়া আর যন্ত্রপাতি সব বেচা হবে, সুতরাং তোমরা সব কিছুই দেখতে পারবে। মনে হয় বব্‌ হ্যালিফ্যাক্স বেশ মোটারকমের সওদা করবেন। তবে তিনি বলেন যে তাঁর নিজের গরু, ঘোড়া কতকগুলো রাখতে চা'ন। আচ্ছা, এখন এই পর্যন্ত। ধন্যবাদ, ভায়োলেট।'

শনিবারে মোটর-চড়ার পর থেকে ফেথের সঙ্গে কথাই হয়নি আর ভায়োলেটের। রবিবার দিন গির্জার করণীয় কাজ শেষ হবার পর কথাবলার সুযোগই ছিল না। ইতিমধ্যে আর আলাপের জন্য সচেষ্ট হয়নি ফেথ্‌। এ-জাতীয় নীরবতা কখনই বরদাস্ত করা যায় না, সুতরাং তা'র নতুন দায়িত্ব ঈশ্বরের আশীর্বাদ ব'লে মেনে নিয়ে ভায়োলেট গেল যাজক-গৃহে। ফেথ্‌ পিয়ানোয় বসেছে, ভায়োলেট বাজনা শুনতে পায়। তাই ঘুরে পেছন দিক দিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে যায়। বাগানের পাঁচীলের ওপর বসানো তাঁর মৌমাছির বাক্সগুলোর তদারকি করছেন শ্রীযুক্ত লাথাল, ভায়োলেটকে দেখতে পেয়ে তিনি মৃদু হেসে তাকালেন তা'র দিকে।

"আরে, ভায়োলেট যে! বড় ভালো লাগল। না, না, খুব কাছে এসো না, যদিও জানি তুমি আমার এইসব মজার বন্ধুদের ভয় পাও না। এই চাকটায় মৌমাছিরা বাসা বাঁধবে মনে হচ্ছে, কাজেই আমিও প্রস্তুত হচ্ছি, এবং তা'তে আমার মহা আনন্দ। পদ্যটা জানো ত':

জুনে এক-চাক মৌমাছি

গ'ড়ে দেবে রূপোর চাম্‌চি!

পান্টা উদ্ধৃতিটা জোগায় ভায়োলেট :

জুলাই মাসে চাক ভরেছি
মাছির অধম মৌমাছি।

"বাঃ, বেশ, বাপ-মা ঠিকই মানুষ করেছে তোমায়।" হেসে বলেন শ্রীযুক্ত লায়াল।

"এই ব্যবসা ছাড়তে পারবো না কখনো আমি, উহুঁ। তুমি যাও, ভেতরে চ'লে যাও। ম্যারী বেবিয়েছে, কিন্তু ফেথ্ আছে।" গলার স্বরটা একটু নামিয়ে নেন তিনি,—"বুল্‌বুল্‌টার কোনও হদিশ মিলল ?"

"কিছ্ছু না। আমি চেষ্টা করছি কিছুকাল ওটাকে ভুলে থাকতে।"

"সেটা বুদ্ধিমতীর কাজ। আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে জিনিসটার একদিন পাত্তা মিলবে। হতাশ হয়ো না।"

"ধন্যবাদ, শ্রীযুক্ত লায়াল। আশা ত্যাগ করবো না আমি।"

পেছনের বারান্দা দিয়ে সে হল ঘরে ঢোকে ও ফেথের নাম ধ'রে ডাকে। পিয়ানো থেমে যায়, ফেথ্ বেরিয়ে আসে।

"ওঃ, ভী, সত্যই তোমায় দেখে আনন্দ হচ্ছে। বাইরে যখন মৌমাছি, এসো এখানেই বসি আমরা। সাধারণতঃ আমি ওদের ওদিকটা যাই বটে, কিন্তু যদি আবার গায়ে, হাতে এসে বসে একটা! বাবার সহ্য হয়। আহা, সে কী দৃশ্য! বাবা ব'সে থাকলেন যতক্ষণ-না ওর একটা দিক মৌমাছিতে একেবারে ছেয়ে দি'ল। তখন আমরা নতুন বাক্সটা ধরলুম আর ওদের আস্তে আস্তে গা থেকে ঝেড়ে নামিয়ে দিলেন তিনি বাক্সর মধ্যে। জানো ত', কিছুক্ষণ বসলে পর ওরা কেমন যেন বোকা ব'নে যায় আর ঘুমও পায় ওদের।"

"ওকে কামড়ে দিয়েছিল কি ?"

"না একটা হুলও ফোটায়নি! বাবার বেশ জমে ওদের সঙ্গে, ওরা বেশ বোঝে বাবাকে। যাক, এখন বলো, ভী, কী খবর ?"

"খবর একটা আছে যৎসামান্য। সীনা টেলিফোন করেছিল। সে চায় যে নিলামের দিন আমরা গিয়ে তাকে সাহায্য করি।"

সমস্ত পরিকল্পনাটি সাগ্রহে শুনল ফেথ্। তারপর আক্ষেপ ক'রে উঠল, "আহা ব্যাপারটাই দুঃখের, নয়ত এরকম কাজে মজা কি কম লা'গত ?"

"এখানে আসার পথে ঠিক ওই কথাই আমি ভাবছিলাম। তবে যাক্ মনের ভেতরটা আমাদের যেমনই বোধ হোক, সময় বেশ ভালোই কাটবে। মজার জিনিস বলা হয়ত যায় না এটাকে, কিন্তু যতটা পারি উপভোগ্য ক'রে তুলব। মনে হয় গ্রামের প্রতিটি লোক হাজির হবে।"

"জেরেমিও নিশ্চয় সাহায্য করবে। পেগীর পক্ষে ত' বেশী কিছু করা এখন সম্ভবই নয়। এ্যাপ্রন্ আমরাই নিয়ে যাবো। সবচাইতে ভালো যা এ্যাপ্রন্ আমাদের আছে। শাদা নেবে, না রঙীন?"

নিলামের যাবতীয় খুঁটিনাটির আলোচনা শেষ হ'লে, ফেথ্ প্রশ্ন করে। খুবই ইতস্ততঃ করছিল সে, তা'র স্কার্টের একটা ভাঁজ নিয়ে মুড়তে থাকে সে।

"আচ্ছা, আবার এখানে আসা নিয়ে মাইক্ কি তোমায় কিছু বলেছে।"

"হ্যাঁ।"

"আমার মনে হয় তুমি বুঝেছো যে ডন্ বলেনি কিছুই। সত্যি, ভী, তখন বড় হতাশই হয়েছিলুম। ডন্‌কে যে আমার খুব একটা ভালো লাগে তা নয়; তা লাগে না। আমার আর তা'র মধ্যে মিল সামান্যই। মিল থাকাও সম্ভব নয়। কিন্তু আমার লজ্জা একজন পুরুষকে সামান্যভাবেও আকর্ষণ করতে পারিনি। আমি যেন শীতল হয়ে যাই। বলার কিছু খুঁজে পাই না। ডন্‌কে নিজের সম্বন্ধে কথা বলানোর চেষ্টাও করেছি আমি, ফল হয়নি। নিশ্চয়ই প্রশ্ন করার মধ্যেই আমার গলদ ছিল। ওঃ, নিজেকে কী অপমানিত মনে হচ্ছে! আমি আশা করেছিলাম এই গ্রীষ্মে আরো অনেকবার আমরা চারজনে মিলে আনন্দ করব। মাঝে মাঝে কিছু একটা করা গেলে কতো সুন্দরই না হ'ত। আমাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে ছোট ছোট ঢেউ উঠত-বা দু-একটা। আর দেখো, সব গেলো আমার জন্যে।"

চেয়ারের হাতলের ওপর আশ্রয় নেয় ফেথের হালকা সোনালী চুলের মাথাটা, তা'র কাঁধ দুটো চাপা কান্নার ধাক্কা সামলে কেঁপে কেঁপে ওঠে। স্নেহে আর করুণায় ভায়োলেট মুহ্যমান হয়ে পড়ে। কাছে স'রে আসে সে।

"ছিঃ, ফেথ্। না, এতোটা কষ্ট তুমি পেয়ো না। তুমি সুন্দরী, কী মিষ্টি তোমার স্বভাব, কতো গুণ তোমার! ঠিক পুরুষটির সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি'ক এই যা।"

"কখনো হবে না", চাপা, কান্না-জড়ানো স্বরে বলল. ফেথ্। "আমার কেবল বয়সই হবে,—বয়সই হবে আর সারা জীবন গান শিখিয়েই কাটবে আমার।" মাথাটা অতিকষ্টে তুলল সে। "যাক্, মাইক্ কি বলে? ওকে কি সত্যই ভালো লেগেছে তোমার?"

"ও বেশ ভদ্র, কিন্তু...ওই পর্যন্তই। ও যে আবার আসতে চাইল, এতে এমনই অবাক হয়েছিলাম আমি যে 'না' বলার কোনও ভালো একটা অছিলাও বানাতে পারিনি। মনে হয় গ্রামের ভেতরে আসতে ওর ভালো লাগে। দোহাই, ফেথ্ তুমি এভাবে দুঃখ করো না।"

ফেথ্ চোখ মুছে হেসে ওঠে। "হা ভগবান, আমার যে কী হয়েছে জানি না! আমি অত্যন্ত সুখী একটি মেয়ে। আমি সঙ্গীতের প্রেমে পড়েছি। সঙ্গীত নিয়ে অনেক দিন থাকলে, ভালই কাটবে জীবনটা। মনে হয় জনের মৃত্যুতে নাড়া খেয়েছি আমি। আর, ওইদিন নিজেকে এমন 'ঠান্‌দি' বলে মনে হয়েছিল যে সত্যই খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। যাক্, আমার জন্যে ভাবতে হবে না।" চোখ দুটোতে দুষ্টুমি ছল্‌কে ওঠে তা'র। "শোনো, আমি কী করবো বলছি। আমি জমিদার হেন্‌ড্রিকের ওপরই লক্ষ্যটি নিবদ্ধ রাখবো। তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলা আমার হাতের মধ্যে। আর তিনিও এক সময়ে বাবার কাছে বলেছিলেন আমার সঙ্গ খুবই আনন্দের। কাজেই দেখছো, আমিও কোনও-কোনও লোককে মজাতে পারি!"

শেষ পর্যন্ত দুজনেই খুব খানিক হা'সল। তারপর সীনার বাড়ী যাওয়ার বিষয়ে বন্দোবস্ত পাকা হ'ল। ছটার সময় ওরা বেরোবে, তাহলে ঠিক সাতটার সময় পৌছবে। গাড়ী চালাবে ভায়োলেট। যদিও বেশ সানন্দেই তাদের বিদায় গ্রহণের পালা শেষ হয়, তবু বাড়ী ফেরার পথে ভায়োলেটের মনটা ভারাক্রান্ত বোধ করে তার বান্ধবীর কথা ভেবে। পুরুষদের সম্বন্ধে ফেথের ওরকম অতিরিক্ত লজ্জা কমা দূরে থাক, বেড়েই যাবে ক্রমশঃ। তা'র দরকার কেবল আপন রূপ-গুণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, কিন্তু কী ক'রে সম্ভব হবে তা? ওই সচেতনতা কি জন্মগত, নাকি আহরণ করতে হয়? হতভাগী ফেথ্! কতো সুন্দর, কত প্রিয়ই না সে, যারা তা'কে জানে তাদের কাছে। আর এমনও ত' নয় যে কোন পুরুষেরই তা'কে ভালো লাগেনি। জন হার্ভে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কয়েক বছর আগে

ফেথ্‌ খানিকটা মজা ক'রে এবং খানিকটা ভয়ে-ভয়ে এখবরও ভায়োলেটকে গোপন করেনি যে শহরে যে বিখ্যাত শিল্পীর কাছে পিয়ানো-চর্চা করতে যেত সে, তিনি হঠাৎ একদিন তা'র কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলেন যে তাঁকে সুযোগ দিলে তিনি নিশ্চয়ই ভার নিয়ে তাকে নামজাদা বাজিয়ে ক'রে তুলতে পারেন! সে অবশ্য অনতিবিলম্বে শিক্ষক পাল্টে ফেলেছিল এবং ঘটনাটি তা'কে তা'র নারীত্বের মাধুরী সম্বন্ধে নূতনভাবে আশ্বস্ত করার বদলে, মানব-চরিত্রের প্রতিই আস্থাহীন করেছিল। সত্যই, কতো অদ্ভুত, পেঁচানো ও অপ্রত্যাশিত পথেই না নারী আর পুরুষ পরিশেষে প্রণয়ের ফাঁদে ধরা দেয়—যদি ধরা তা'রা কখনো দেয়।

ভায়োলেট যখন বাড়ী পৌছল তখন ক্যাটি একটি খবর নিয়ে তৈরী। খবরটি ম্যারী জ্যাক্‌সনের আগমনপ্রসূত।

"হেনরী নাকি হপ্তাখানেক ধরে প্রায় সন্ধ্যেবেলায় সীনার ওখানে যাচ্ছে। সীনাকে জিনিসপত্রের লিস্ট্‌ তৈরী করতে সাহায্য করছে। হেনরীর মা বললে যে সীনা নাকি ওকে বলেছিল। এখন, হেনরী ওখানে গেলে পর, সীনা ওর দিকে সতৃষ্ণ চাউনি বর্ষণ করেন কি না তা অবশ্য ওরা দুজনেই জানে। তোমার কি রকম ধারণা?"

"লিস্ট্‌ তৈরী করবার ব্যাপারে হেনরী অবশ্য যোগ্য ব্যক্তি, কারণ দোকানে ওই কাজই ত' সে করে।" সহজ জবাব দেয় ভায়োলেট।

"হ্যাঁ, সেটা অবশ্য একটা কথা। আর হেনরীর যদি স্ব-ইচ্ছায় না হয়, তবে তা'কে বাগানোর সাহস করবে কোন মেয়েমানুষ? তবে ওই মাগীর কথা বলা যায় না। ওর অসাধ্য কিছু নেই।"

"এটা কী হচ্ছে ক্যাটি? সীনার প্রতি বড্ড নিষ্ঠুর হ'চ্ছ। সময়টা ওর খুবই খারাপ যাচ্ছে।"

"কিন্তু চোখজোড়া সর্বদাই এদিক-ওদিক করছে ওনার", ক্যাটি রায় দেয়। "ওর চাহিদা না-মিটলে, ব্যাটাছেলে মাত্রেরই ভয়। এই হচ্ছে আমার বিবেচনা।"

ভায়োলেট ক্যাটির মতে কতকটা সায় দিয়ে চ'লে যায় সেখান থেকে। কিন্তু তা'র মনে তখন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কিছু রয়েছে। শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যামের চিঠির উত্তর দিতে কতদিন দেরী করবে সে? তিনি যখন পত্রপাঠ জবাব

দিয়েছেন, তা'রও শীঘ্র লেখা উচিত এবং লেখার জন্য সেও যথেষ্ট উৎসুক। সন্ধ্যার পর সেদিন ডেস্কে বসল সে।

প্রিয় শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যাম্ (সে শুরু করল):

প্রথমটা খুবই বিস্ময়কর লেগেছিল যে আপনি আমাদের এই ছোট্ট শহরটি সম্বন্ধে জানতে চাইবেন। কিন্তু এ ইচ্ছা বুঝতেও আমি পারি। কয়েক বছর আগে বাবার সঙ্গে আমি একবার ন্যু ইয়র্কে গেছলাম এবং সেখানে গিয়ে বাবা ঘুরে ফিরেই আবৃত্তি করতেন মাথ্যু আর্নল্ডের এই লাইনটা·· ···'this strange disease of modern life with its sick hurry' ইত্যাদি। বাড়ী ফিরে এসে খুশী হয়েছিলাম আমরা। সুতরাং একথা মনে রেখে, আমি আমাদের মন্থরগতি গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে আরো সবিস্তারে বলার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়েই আরম্ভ করি। ক্ষেত খামারের অঞ্চলেই পড়ে আমাদের শহরটা। লম্বা বড় রাস্তাটার শেষে দু'দিকেই হচ্ছে কেবল মাঠ আর মাঠ। বসন্তকালে এখানে দেখা যায় খয়েরী রঙের চষা মাটির আশ্চর্য রূপ আর নতুন গমের সজীব সবুজ (বিশেষণটি আইজ্যাক ওয়াট্স্-এর)। প্রখর নিদাঘে দর্শন লাভ হয় পাকা ফসলের কটা-সোনালী বরণ, আর না-কাটা খড়ের মধ্যে দিয়ে বাতাস যখন খেলে যায়, তখন ঝলকে ওঠে শত শত রূপোলী ঢেউ। আর শরতে,—কী বলব। কোন ঋতুটা যে আমি সব চাইতে ভালোবাসি, জানি না। আমার প্রিয়তম কাজটি হচ্ছে প্রিন্সকে এনে গাড়ীতে জুতে দেওয়া আর ধীরে, নিরুদ্দিষ্টভাবে গ্রাম্য পথ দিয়ে ঘোরা। আরো একটা জিনিসও উল্লেখ্য: এখানকার ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্ব দিকে তাকালে চোখে পড়ে দূরে ঢেউয়ের মতো উঁচুনীচু একের পর এক প্রকৃত পাহাড় চূড়ার সারি।

শহরের মধ্যে এলে, প্রধান সড়কটা দেখা যাবে 'কব্‌স্ হিল' থেকে শুরু হয়ে মাইলখানেক কিঞ্চিৎ ঢালুভাবে নেমে গিয়ে ছোট নদীটার ঢাকা, কাঠের সেতু পর্যন্ত গেছে। (নদীটার ডাকনাম এখানে 'নদী')। সেতুর বাঁ ধারে একটা পুরানো ভাঙ্গাই-কল, যেখানে বহুকাল যাবৎ চাষীরা তাদের শস্য ভাঙ্গায়। ধুলোয় ভ'রে থাকলেও, সুন্দর, সুগন্ধময় জায়গা একটা! শহরের লোকেরা

ওখান থেকে ভুষিও নিয়ে আসে ব্রাউনব্রেড বানানোর জন্য। এ কাজটা আমার বেশ ভালো লাগে। কলটার পাশেই একটা বাঁধ দিয়ে নদীর জলটা নিয়ন্ত্রিত করা হয়, বাঁধের ওপর দিয়ে সবসময় তাই বেশ পুরু জলের চাদর গড়িয়ে যেতে দেখা যায়। ঠিক যেখানটাতে নদীটা সবচাইতে গভীর এবং জলের তোড় প্রবলতম, সেখানে একটা দর্শনীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে, যার নাম 'মিলরস্ রক্'। তীরের কাছ থেকে ওঠা একটা বিকটাকার পাথরের চাঁই—লোকে বলে তা'র জোড়া মেলা ভার। বাচ্চা ছেলেদের পক্ষে এটি একটি বিপজ্জনক প্রলোভন এবং প্রত্যেককে শৈশবে এর বিষয়ে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়। দু-একজন গুরুজনের কথা অগ্রাহ্য ক'রে এর ওপর থেকে প'ড়ে গিয়ে মরেছে, কিম্বা, "গভীর গর্তটার" মধ্যে ঝাঁপিয়ে সলিল-সমাধি লাভ করেছে। যে-সব ছেলে যথেষ্ট দক্ষ সাঁতারু হয়ে ওঠে, তারা অনেক সময় তাদের ওস্তাদির সগর্ব পরীক্ষা দিতে ওই পাথর থেকে ঝাঁপ খায়, কিন্তু তাদের পক্ষেও কাজটা আদপেই নিরাপদ নয়। তবে দেখতে পাথর-স্তূপটি মনোরম, স্বীকার করতেই হবে : আদ্যিকালের ওই ভাঙ্গাই-কল, ওই বাঁধ, আর ওই প্রকাণ্ড পাথর, আর একটু নামলেই ওই ঢাকা সেতুটা।

নির্লিপ্তি ও উত্তেজনার এক অপূর্ব মিশ্রণে তৈরী আমাদের গ্রামীণ মানসিকতা। যে কোনও দিন "প্রধান সড়ক" বরাবর হেঁটে যান, দেখবেন দিনের কাজকর্ম শেষ ক'রে বাড়ীর গিন্নীরা সব সামনের বারান্দায় এসে ব'সে তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন—ওই বারান্দাগুলো আবার রাস্তার একটু ভেতরেই, প্রায় ফুটপাথের ওপর নেমে-আসা, যাতে দৃশ্য কিছু অদেখা না-থেকে যায়,—এবং তাঁদের দেখলে মনে হবে দোকানের সামনে বেঁধে-রাখা ঘোড়াগুলির মতোই যেন তাঁরা উদাসীন। কিন্তু, কোনও একজন মহিলা আসুন একটি তাজা খবর নিয়ে,—খবরটি হয়ত তিনি ফোনের বারোয়ারী লাইনে কান-পেতে জোগাড় করেছেন—আর দেখবেন সারা গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়েছে হিল্লোলিত খবরটি। অন্যত্র যা ঘটে এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় না। খালি খুন আর আত্মহত্যা ছাড়া। খুন এখানে কখনও হয়নি আর আত্মহত্যা একটি মাত্র ঘটেছিল বহু বছর আগে, আমার ঠাকুর্দার আমলে। "প্যাপী" হব্‌স্ লোকটার নাম। লোকমুখে যা শুনেছি, লোকটা ছিল অতি ভয়ানক ধরনের একটি লম্পট। কোত্থেকে খানিকটা বিষ জোগাড় করে সে খেয়েছিল। লিখে

গেছল সামান্য ক'টা কথা : 'বেঁচে-থেকে আর কোনও মজা নেই।' কিন্তু অন্য সবই ঘটে, চুরিও। আজকাল আমাকে বিশেষতঃ অবহিত হ'তে হয়েছে এই চুরির বিষয়ে।"

এই পর্যন্ত এসে থামে ভায়োলেট। অনেকক্ষণ জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে বাইরের দিকে। তারপর বুল্‌বুল্‌-চুরির সমস্ত বৃত্তান্তটি লিপিবদ্ধ করে।

"কিন্তু তবু ছোট বড দুঃখ বা শোকাবহ ঘটনা সত্ত্বেও এক ধরনের শান্তি এখানে বিরাজ করে সত্যই ( চিঠি শেষ করে সে এই ভাবে )। সে-শান্তি আছে, কারণ আমরা মাটির খুব কাছাকাছি থাকি, সাধারণ জিনিসেই আমাদের সন্তুষ্টি। আর দিনমানে যতো টানাপোড়েনই চলুক না, রাত্রিগুলি এখানে শান্ত, স্তব্ধ। এখন ঝুল-বারান্দার আঙ্গুরলতা থেকে সৌরভের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে এবং তা'তে অন্ধকারের সত্তায় যেন যুক্ত হয়েছে এক অপূর্ব সৌন্দর্য আর মায়াময়তা।

এ চিঠির দৈর্ঘ্যের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি, তবে এটা লিখতে আমার ভালোই লেগেছে। আপনার ইচ্ছা হ'লে অবশ্যই জবাব দেবেন ( একটু ভাবে সে এইখানটায়, কিন্তু পরক্ষণে সাহস ক'রে বাকীটা লিখে ফেলে ), আপনার চিঠি পেলে আমি খুব খুশী হব। আপনার জীবনে নিশ্চয়ই অনেক শোনার-মতো, উত্তেজনাময় কাহিনী থাকবে।"

"আচ্ছা, ভদ্রলোকের বয়সটা", খামের ওপর ঠিকানাটা লিখতে গিয়ে সে ভাবে।—এবার আর প্রকাশকদের ঠিকানায় নয়, রাস্তার নাম ও বাড়ীর নম্বর তিনি জানিয়েছিলেন,—"বয়সটা ভদ্রলোকের কতো হবে ? কে জানে!"

নিলামের দিনটি বেশ রৌদ্রকরোজ্জ্বল। ঘড়িতে এ্যালার্ম বাজতেই ভায়োলেট উঠে পড়ে। চটপট প্রাতরাশ খেয়ে, জামাকাপড় প'রে, ছ'টা বেজে কয়েক মিনিটে আস্তাবলের উদ্দেশ্যে চলল সে। রাত্রে খুব শিশির পড়েছিল, এখনো ঘাসে-ঘাসে মাকড়সার জালের মতো শিশিরের সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন ছড়িয়ে রয়েছে। বাগিচার ধার দিয়ে 'মাডোনা' আর 'টাইগার লিলি' ফুটেছে অগুণ্‌তি ; আস্তাবলের চারধারে থোকা-থোকা 'হোলিংক্'। সারা বাগানটায় সবুজের সজীবতা। বড আতা গাছের নীচ দিয়ে যাবার সময় ভায়োলেটের

মনে হ'ল সেটা এক টুকরো সবুজ বাতাসের মতন। আহা, কী মাধুরী এই প্রভাত বেলার—ভায়োলেট ভাবে। ভাবে যে এ-কথাও সে শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যামকে লিখলে পা'রত। শুধু রাত্রির স্তব্ধতার কথা নয়, রাত্রির প্রশান্তির পর গ্রাম্য প্রভাতের এই সোহাগ-ভরা উন্মীলনের কথাও। টেনে-টেনে দম নেয় সে দাঁড়িয়ে, আর কান পেতে রাখে শব্দ-সাড়ার জন্যে। কেবল শ্রীযুক্ত উইলিয়ম্সের হাতুড়ি পেটার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ভোর হ'তেই তিনি কাজ শুরু করে দিতেন। আর শোনা যাচ্ছে প্রধান সড়ক দিয়ে চলন্ত গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ, যা একটু পরেই মিলিয়ে গেল। লোকজনের শব্দ-সাড়া সাধারণতঃ একটু পরেই আরম্ভ হবে। এই সময়টা,—ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা, সারা পাড়াটা নিঝ্ঝুম।

কায়দামাফিক প্রিন্সকে বগির সঙ্গে জুড়ে দেয় ভায়োলেট। ওই সময় আদর ক'রে সে প্রিন্সের সকল গুণপনাও ব্যক্ত করে পশুটির কাছে। তারপর ক্যাটির দিকে হাত নেড়ে ফেথের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। ক্যাটি ম্যারী জ্যাক্সনের সঙ্গে পরে যাবে নিলামে। ফেথ্ গেটেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ সকালে ফেথ্ বেশ প্রফুল্ল ও সপ্রতিভ, যেন কখনো ত'ার চোখে এক ফোঁটা জলও আসেনি বা মনে কোনও ছেলেমানুষী ভয়ও বাসা বাঁধেনি। গাড়ী চলতে থাকল। দুই বান্ধবীতে ব'সে আলোচনা করতে থাকে নিলামের উত্তেজনা, সীনা, হেন্‌রী, শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্স অথবা জেক্‌কে নিয়ে।

বান্ধবীদ্বয় সীনার ওখানে পৌছলে তাদের গাড়ীর দিকে এগিয়ে এল জেক্। তা'কে আগেকার চাইতে অনেক রোগা দেখায়; সস্তা, চক্‌চকে স্যুটে রীতিমতো শুঁট্‌কোই মনে হয় তরুণ জেক্‌কে। তা'র চোখদুটো লাল, বেশ ক' রাত্রি যেন ঘুমোয়নি। আব মনের ভেতরকাব কোন আগুনের তীব্রতা যেন রয়েছে তার চাউনিতে।

গাড়ী আসার শব্দ পেয়ে সীনা দৌড়ে এল। সত্যই, তা'র ভাবসাব নিয়ে লোকের মনে যতো প্রশ্নই উঠুক-না কেন, তা'র রূপ প্রশ্নাতীতভাবে প্রকট। ঠোঁট দুটি টক্‌টকে লাল, গালের রং গোলাপী, গায়ের রং শাদা, চুল কালো। ফেথ্ ও ভায়োলেটের কুমারীসুলভ কৃশকায় চেহারায় দৈহিক আকর্ষণের ইঙ্গিত সামান্য পরিস্ফুট মাত্র, কিন্তু সীনার পীনোন্নত পয়োধর ও গুরু নিতম্ব তা'র প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীকে কামপ্রদ করে তুলছে।

"তোমরা ঠিক সময় এসেছো" সীনা অভিনন্দন জানায়। "জেক্, তুমি ভায়োলেটের ঘোড়াটা গোলায় ওখানে বেঁধে দাও ত", জেকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একটু হাসে সীনা। "দেখো, ওটাকেও যেন আবার নিলামে না চড়ায়!" জেক্ও খুব হাসে, হাসে আর চোখ দিয়ে যেন গিলে খায় সীনাকে। "এসো, তোমরা ভেতরে এসো" সীনা বলে। "এখন আমাদের অনেক কাজ, আগেই বলে দিচ্ছি। একশ' কুড়িটা ঠোঙার ব্যবস্থা করেছি যাতে কম না হয়। সব দেখে শুনে মা ত' বলছে যে আমার মাথা খারাপ, কিন্তু নিলামওলার এতে ভীড় বাড়বে। ও বোধহয় কথাটা সবাইকে জানিয়েও দিয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে লোকেরা সকালে আসবে এবং শেষ অবধি থাকতে পারবে। নেহাত মিছিমিছি করছি না, কি বলো?"

প্রশান্ত রান্নাঘরের মধ্যে নিয়ে এল সীনা ওদের দু'জনকে। মিলার-পত্নী শ্রীমতী হ্যারিস্ সেখানে একটা লম্বা টেবিল ঢাকছেন শাদা কাগজ ও শাদা অয়েলক্লথ দিয়ে। পাউরুটির টুকরোয় ও শূয়োরের মাংসে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে এবং রান্নাঘরের ছোটছোট টেবিলগুলো ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খাওয়ার লম্বা টেবিলটার কাছে। জেক্ সীনার-তৈরী মাখনের জারগুলো নিয়ে আসে। ওরা এ্যাপ্রন প'রে কাজ শুরু ক'রে দেয়। প্রত্যেকেই দক্ষ কর্মী, কাজেই অব্যবস্থা হ'ল না একটুকুও। শ্রীমতী হ্যারিস্ পাউরুটির টুক্রোগুলো মেলে ধরেন, ফেথ মাংস দেয় দু-টুকরোর মধ্যে এবং ভায়োলেট ঠোঙার মধ্যে স্যাণ্ড্উইচ্ ভ'রে দেয়। সীনা বিস্কুট ক'খানা দিলে, জেক্ গিযে পেছনের বারান্দায় একটা ব্যাবেলের মধ্যে রেখে আসে ঠোঙাটা।

"ভেবেছি বাড়ীর বাইরে আপেলের মাখন-তোলার কেটলীটাতে কফি বানাবো", সীনা বলে, "যারা গরম পানীয় পছন্দ করবে তাদের জন্যে। আর দুধ, ঘোলও যথেষ্ট রয়েছে আমার ভাঁড়ারে, অন্যদের জন্যে। সমস্যা হচ্ছে কাপ নিয়ে। আমার বেশ ক'টা আছে, হেনরী বলেছে দোকান থেকে টিনের কাপও কতকগুলো নিয়ে আসবে। ওঃ, ঐই আসছে হেন্‌রী", জানলার দিকে তাকিয়ে জানায় সে। "আরে, ওর পেছনেই আসছেন বব্ হ্যালিফ্যাক্স্! আর জেরেমিও!" ক্রমশঃ সীনার গলা চড়তে থাকে। "পেগী বোধ হয় আসছে না, তাই জেরেমি চট্ ক'রে মেঠো রাস্তা দিয়ে চ'লে এসেছে।"

স্পষ্টই বোঝা গেল যে এই নিলাম নিয়ে যদি দুঃখের কিছু থেকেও থাকে

সীনার, তবে ঘটনাটির সংশ্লিষ্ট ছোট বড় নানান উত্তেজনার মধ্যে সে-দুঃখ একেবারে চাপা প'ড়ে গেছে। সদ্য-আগত যুবকদের অভ্যর্থনা করতে গেল যখন সীনা, চোখদুটো রীতিমতো জলজল করছে তা'র, গালের লালিমা আরো ঘন হ'ল।

"তোমাদের সঙ্গে এখনো শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্সের পরিচয় হয়নি", সীনা বলে। অতিথিরা সকলে ঘরের মধ্যে আসেন। "এই হচ্ছে ভায়োলেট কার্পেন্টার, আর এই হচ্ছে ফেথ্ লায়াল, জেরেমির বোন। আর ইনি হচ্ছেন, শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্স্।" সীনা পরিচয় করিয়ে দেয়।

ভায়োলেট ও নবাগত ভদ্রলোক পরস্পরকে সম্ভাষণ করে। তিনি তারপর তাকা'ন ফেথের দিকে। শাদা এ্যাপ্রন্-পরিহিত ফেথ্‌কে একেবারে ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে। সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে সলজ্জভাবে মাথা তুলে তাকাতেই মুখের চারধারে ছড়িয়ে পড়ে ফেথের সোনালী চুলগুলো। আর তখন, ভায়োলেট একটা জিনিস লক্ষ্য করল যা ব্যস্ততার মাঝখানে ঘরের অন্য কেউ দেখতে পেল না। সে দেখল ফেথের আর হ্যালিফ্যাক্সের চারচোখ এক মুহূর্তের জন্য যেন মিলিত হয়ে রইল এবং চিরাচরিত ভদ্রতার আলাপেও দুজনের ঠোঁট কেমন যেন কেঁপে গেল। মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য। তার পরই ফেথ্ তা'র কাজে ডুবে গেল, শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্স চলে গেলেন জেরেমি আর হেনরীর সঙ্গে অন্য ঘরগুলো থেকে আসবাবপত্র টেনে নিয়ে বাইরের উঠানে রাখতে। দ্রুত ও নির্ভুল অনুভূতি নিয়ে ভায়োলেট ঠিকই লক্ষ্য করেছে মুহূর্তটি। ভায়োলেটের মনে পড়ে তা'র বাবা প্রায়ই একটু হেসে বলতেন:

"কে ভালবাসিয়াছে কভু, যদি ভালবাসা নাহি আসে প্রথম দর্শনে?"

কথাটা সেক্সপীয়রের, নাকি, মার্লোর? ঠোঙার মধ্যে স্যাণ্ডউইচ্ ভ'রে যেতে থাকে ভায়োলেট। তা'র মন আনন্দ ও বেদনার এক বিহ্বল অনুভূতিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

বড ব্যারেলের একটা ভর্তি হয়, আরেকটা ভরা হতে থাকে। লম্বা, হাড্ডিসার আর বিশেষভাবে নোংরা নিলামওলা ডেভ্ রাইট্ একগালে দোক্তার ঢ্যালাটি ঠুসে এসে ঢোকে এবং সোজা রান্নাঘরে যায়। ভাবটা এমন যেন সেদিনটা সব তারই রাজত্ব!

"বেশ, বেশ, কাজ ত' দেখছি আরম্ভই হয়ে গেছে এখানে, কী বলো? দেখুন শ্রীমতী হার্ভে, স্যাণ্ডউইচ্‌গুলো এতো চমৎকার দেখাচ্ছে যে আপনি অনুমতি করলে ত' দু-একটা মুখে ফেলে দেখতে পারি।" কয়লার বাল্‌তির মধ্যে ঠিক টিপ্‌ ক'রে দোক্তার পিচ্‌ ফেলে। "হুম্‌, হুম্‌! হ্যাঁ। বেশ হয়েছে। লাঞ্চের খবরটা ছড়িয়ে দিয়েছি, সুতরাং ভীড় বেশ হবে। যতো খদ্দের, ততো টাকা।" সে বলে। "লোক কম হ'লে, যা পাবে তা'তেই ছাড়ো। লোক বেশী আসুক, ভালো দর না-পেলে ছাড়বে না। বাড়ীর সব জিনিসই কি নিলামে ওঠাবেন?" জিজ্ঞেস করে সে।

"প্রতিটা বাঁশ-বাখারি অবধি", সীনা ছোট্ট জবাব দেয়।

"হুম্‌" ডেভ্‌ বলে, বসার ঘরের দিকে যেতে যেতে। সে ঘরে জিনিস সরানোর কাজে লেগেছে যুবকরা, "এখানে দেখছি বেশ কিছু ভালো পুরানো জিনিস রয়েছে। যাক্‌, আপনার যথাকর্তব্য আপনি নিশ্চয়ই জানেন?"

"মনে হয় জানি", ঈষৎ কর্কশভাবে বলে সীনা। পরক্ষণেই ডেভের দিকে চেয়ে একটু হাসেও।

"কিছু মনে করলেন নাকি?" তাড়াতাড়ি বলে ডেভ্‌, সীনার দিকে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে তাকিয়ে। "এঁদের মধ্যে কোন্‌ জন হ্যালিফ্যাক্স্‌?" সে জিজ্ঞেস করে।

তাঁর নাম শুনে নূতন মালিক রান্নাঘরে এসে নিলামওলার সঙ্গে করমর্দন করেন।

"ভাবছিলুম আমরা দুজনে একটু গোলাবাড়ীর দিকে গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে দেখি", ডেভ্‌ বলে "এখনো ত' পুরো জমায়েত হয়নি। শুনলুম যন্ত্রপাতি কিছু নিচ্ছেন আপনি। এখন শ্রীমতী হার্ভে যদি আপত্তি না করেন, নিলামের আগে আমরা একটা রফা ক'রে ফেলতে পারি।"

"আমি চাই যে সব জিনিসই নিলাম হোক্‌", দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানায় সীনা।

"তবে তাই হোক" ডেভ্‌ বলে, "কিন্তু একটু ঘুরে দেখলেও ত' আর ক্ষতি নেই।"

ওরা বেরিয়ে যায়। সীনা ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"শুনেছি ডেভ্‌ রাইটের ওপর নাকি নজর রাখতে হয়", সে বলে। "ও

নাকি ওর পছন্দসই লোকদের কাছে জিনিসের দাম খুব নামিয়ে দেয়। এখানে ওই কায়দাটা যেন আবার না-খেলে।"

"না, মনে হয় না তা করবে।" ভায়োলেট বলে। "ও ত' সমস্ত জিনিসের বিক্রি দামের ওপর কমিশন পায়, তাই না? কাজেই, এইভাবে নিজেকে ঠকাবে কেন?"

"হ্যাঁ, সত্যিই ত'! এ কথাটা ত' কখনো ভাবিনি। হেন্‌রী হিসেব রাখবে নিলামের সময়, ওকে নিশ্চয় বিশ্বাস করা যায়?"

"আমারও তাই বিশ্বাস" ভায়োলেট একটু গম্ভীরভাবে বলে।

জেরেমি ও হেনরী জেকের সাহায্যে বসবার ঘর থেকে আসাবাবপত্র বার ক'রে লনের ঘাসের ওপর এনে রাখে। এখন তা'রা বৈঠকখানাটা ধরেছে। ভায়োলেটের কাছে দৃশ্যটি বড করুণ ঠেকে। বংশ-পরম্পরায় বিশ্বস্ত, নিবিড বন্ধুর মতো এতোদিন ছিল যারা, তাদের এখন জোড়া-জোড়া সন্ধানী চোখের ও সম্ভাব্য নতুন মালিকের লোভার্ত দর কষাকষির সামনে উলঙ্গ হাজির করা হবে। সত্যই মর্মান্তিক দৃশ্য! দরজার ফাঁক দিয়ে সে দেখে—একটা পাথর বসানো টেবিল, একটা দোলনা চেয়ার আর একটা বড ডেস্ক্ এনে বাইরে রাখা হচ্ছে। সে জা'নত ডেস্কটা জনের। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভায়োলেট। নিজের কাজ করে চলে সে।

সকাল ন'টা। গাডী আর ঘোডসওয়ার এসে-এসে রাস্তাটায় যেন ধুলোব ঝড় তুলেছে। গোলার পাশে লম্বা বেডাটাতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঘোডা-গুলোকে; লোকজন সাজিয়ে-রাখা দ্রষ্টব্য যন্ত্রপাতিগুলো দেখছে অথবা গোলা-বাড়ীতে ঢুকে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে গরু ও ঘোডা বাছাইয়ে মন দিচ্ছে। মেয়েদের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম; তারা বাডীর ভেতর এসে ঢুকছেন, লনের ওপর রাখা আসবাবপত্র দেখছেন, কেউবা রান্নাঘরের দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে কথা বলছেন কক্ষস্থ কর্মীদের সঙ্গে।

"করেছো কী, সীনা! এই এতো লোককে খাওয়াচ্ছ—সত্যি তোমার দরাজ দিল্ আছে!" খাওয়ার তোডজোড লক্ষ্য ক'রে একটি চাষী বউ মন্তব্য করে।

"দেখো, আসল কথা যদি শুনতে চাও, তবে এই খাওয়ানো জেনো নেহাত লৎকাজটি নয়। নিলামে যাতে বেশ ভীড় হয় সেই চেষ্টা করছি।"

একটু লজ্জা পায় বউটা। সে আস্তে আস্তে লনের দিকে স'রে পড়ে ও ঘাড় ফিরিয়ে ব'লে যায়, "তা দেখে মনে হচ্ছে অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে!"

অভিষ্ট সিদ্ধ সত্যিই হচ্ছে। নানারকমের গাড়ী, বগি, স্প্রিং ওয়াগন, ফার্ম ওয়াগন, গড়গড়িয়ে আসছে রাস্তা কাঁপিয়ে। আসার যেন বিরাম নেই। হিসাবের খতিয়ান নিয়ে হেনরী এসে রান্নাঘরে ঢুকে সীনার সঙ্গে কথা বলে।

"এবার আমি গোলাবাড়ীর দিকে এগোই। ডেভ্ এইবার আরম্ভ করবে মনে হচ্ছে। কিছুর ওপর রেখে ত' আমায় লিখতে হবে, কী নেব বলো ত'? ডেভ্ও একটা টেবিল চায়, সামনে রেখে দাঁড়াবে। জেকের সাহায্যে এখান থেকে একটা-কিছু নিয়ে যাই।"

"স্বচ্ছন্দে, যেটা হয় নিয়ে যাও", সীনা বলে, "আর দেখো, হেনরী, হিসাব-পত্র যেন ঠিকমতো রাখা হয়।"

সীনা হেনরীর দিকে তাকায়, সে-তাকানিতে কিছু বিশেষত্ব রয়েছে, ছেনালীর চাউনি নয়, কেমন যেন প্রার্থনার আবেশ সে-দৃষ্টিতে। কিন্তু হেনরীর মুখভাব একেবারে অপরিবর্তিত থাকে। সে-মুখে অবশ্য ক্রোধ ফুটে ওঠে না যেমনটা ভায়োলেট দেখেছিল যখন সে হেনরীর বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। বর্তমানে সে-মুখে রয়েছে প্রস্তরের দার্ঢ্য।

"হ্যাঁ, তা করার চেষ্টা অবশ্যই আমি করব।" সীনাকে জবাব দেয় হেনরী। তারপর রান্নাঘরের টেবিলটা জেকের সাহায্যে কায়দা ক'রে বা'র করে নেয় দরজা দিয়ে। হাতের খাতাটা সে টেবিলটার ওপর রেখে দেয়। টেবিল নিয়ে তুজনে চলে গোলাবাড়ীর দিকে।

এর কয়েক মিনিট পরই খুব জোরে ঘণ্টা-নাড়ার শব্দ শোনা যায়। তারপরই ভেসে ওঠে ডেভ্ রাইটের কণ্ঠস্বর: জোরালো, ক্যাড্‌কেডে, অভ্যস্ত কণ্ঠস্বর, শেষ কথাগুলোর উচ্চারণ কেমন যেন কর্কশ মনে হয়।

"নিলাম সুরু হচ্ছে। এবার নিলাম সুরু হচ্ছে। আসুন, আসুন, সবাই সামনে এগিয়ে আসুন। প্রথম নিলামে তুলছি এই মইটা। দেখুন, কী সুন্দর! প্রায় নতুনই বলা যায়। এ সুযোগ হারাবেন না। কে দর বলবেন, বলুন, দর দি'ন! কী দর পাচ্ছি আমি? দশ ডলার? একী! আমরা ত' এখানে দানছত্তর খুলিনি! নিলাম হচ্ছে। নি'ন, এগিয়ে এসে দর বলুন! ...বেশ, এইটে যখন প্রথম মাল, দশ ডলারই ধরলুম না-হয়। বাড়ুন,

বাড়ুন পাঁচে বাড়ুন। পনের ডলার ডাক হ'ল, বেশ! এই ত' বেশ, বাড়ুন, বাড়ুন পাঁচে···বাঃ! শেষ লাইনের শাদা জামা-পরা ভদ্রলোক। কুড়ি ডলার ডাক পেলাম। কুড়ি, কুড়ি·· বাড়ুন, বাড়ুন পাঁচে বাড়ুন। কুড়ি, কুড়ি আরও পাঁচ, আরোও পাঁচ! আচ্ছা, পঁচিশ, পঁচিশ ডাক পেলাম! দ্বিতীয় লাইনে যিনি দাঁড়িয়ে! পঁচিশ ডাক পেয়েছি, বাড়ুন, বাড়ুন পাঁচে বাড়ুন, পাঁচে বাড়ুন···তিরিশ বলুন, তিরিশ, তিরিশ, পাঁচে বেড়ে তিরিশ বলুন···তিরিশ বলুন, তিরিশ বলুন! এই চল'ল, চ'লল, গেলো! খয়েরী শার্ট-পরা ভদ্রলোক নিলেন। হেনরী, নামটা ওঁর টুকে নাও। পঁচিশ ডলারে বিক্রি হ'ল।"

ডেভ কাঠের হাতুড়িটা শেষবারের মতো ঠুকলো সজোরে টেবিলের ওপর; আবার সুরু হ'ল তা'র বক্তৃতা ও হাঁকাহাঁকি।

"দেখুন আপনারা, অনেক লাভ করলেন উনি ওটা নিয়ে, কিন্তু প্রথম বিক্রি, এখন থেকে আপনাদের ডাকতে হবে। এবার চমৎকার জিনিস এটা, ভালো দর দিতেই হবে। নি'ন, একবার চোখ মেলে দেখে দর বলুন ঠিক ক'রে। দেখুন ফসল কাটার যন্ত্রটা! যেন আনকোরা নতুন! এখানে একরম জিনিস কমই আছে। ভালো ক'রে দেখে-শুনে দরদাম বলুন। ডাকুন! পঁচিশ থেকে সুরু, কে ধরবে?···"

প্রথম বিক্রির হৈ চৈ শেষ হ'লে মেয়েরা আবার কাজে মন দেয় রান্নাঘরে। ডেভ্ রাইটের সুতীব্র চেঁচানি ও সুর-ক'রে ডাকাডাকিতে তাদের বিরক্তি লাগে না, বরং বেশ অভ্যস্তই হয়ে যায় ওরা এবং দিব্যি নিজেদের কথাবার্তা চালাতে থাকে। কেবল সীনা কথা ব'লতে-ব'লতেও কান খাড়া রেখে ডেভের কথাগুলো শুনছে।

"ঐ শোনো!" সে ব'লে ওঠে, "বব্ হ্যালিফ্যাক্স্ ফসল কাটার যন্ত্রটা কিনলেন! জেক্, জেক্, কোথায় তুমি? শোনো। সব চাইতে বড় বড় দুটো বাল্‌তি নিয়ে যাও, ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে এসোগে। তারপর তামার কেট্‌লীর নীচে আগুনটা জেলে দাও, কফি-তৈরী আরম্ভ করবো। আমার মনে হয় ঝর্ণার জলেই কফি সবচেয়ে ভালো হয়", সকলের উদ্দেশ্যে বলে সে। "এই পাম্প্‌টা মাঝে-মাঝে জং-ধ'রে যায়। গির্জার ভোজে যেমন করে, আমিও তেমন ক'রে কফি ব্যাগের মধ্যে রেখে সেলাই-ক'রে দিয়েছি। মনে হয় যা আছে যথেষ্ট হবে।"

ঠিক তখনি ক্যাটি আর অ্যালী জ্যাক্‌সন্ এসে পড়ল। সে-সঙ্গে গোলা-বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়াল আরো কয়েকটা গাড়ী শহরের মহিলাদের নিয়ে। ছোট ছোট গুঞ্জন, পুরুষদের কথাবার্তা, ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি, বিনা প্রয়োজনে আগত এবং উত্তেজনায় হৈচৈ-কারী পাঁচ সাতটা বাচ্চা ছেলের অকারণ চেঁচানো মিশে যাচ্ছে নিলামওলার ওই সুর-ক'রে ডাকাডাকি ও তা'র রঙ্গ-তামাসার প্রত্যুত্তরে সমবেত লোকদের হাসির সঙ্গে। ভীড়ের স্বাভাবিক প্রাণোচ্ছ্বলতা এখানে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে নিলাম ডেকে জুয়োখেলার আনন্দোপভোগে, আর অনেকের ক্ষেত্রে নির্জন ক্ষেত-খামারের বাইরে এসে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পাওয়ার উত্তেজনায়।

প্রকাণ্ড কেটলীটার নীচে অগ্নি এবার জ্বালানো হ'ল। গম্‌গমে আঁচ উঠল তাড়াতাড়ি। দু-ব্যারেল ভর্তি স্যাণ্ডউইচ তখন বারান্দায় এনে রাখা হয়েছে এবং এতক্ষণ কাজে ব্যস্ত মেয়েরা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। সীনা জেকের সাহায্যে নিজের সব ক'টি কাপ এবং হেন্‌রীর আনা তিন ডজন টিনের কাপ এনে রাখে কেটলীর পাশে টেবিলের ওপর।

"প্রত্যেকের কুলোবে না" সীনা বলে, "কাপ কম আছে। সুতরাং একজনের হয়ে গেলেই কাপটা ফেরত নিতে হবে। ক্রীম আর চিনি দেব একেবারে শেষকালে, নয়ত এখনি মাছি হবে খুব।"

বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ প্রকাণ্ড কেটলীটাতে টগবগিয়ে ফুটতে থাকে কফি এবং গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়। সীনা গোলাবাড়ীর দিকে যায়, কখন দুপুরে খাবার বিরতিটি হবে সে-কথা ডেভ্ রাইটের কাছ থেকে জেনে নিতে।

"আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করবো?" জেক বলে।

"না, তুমি এখানে থাকো, আগুন যাতে ঠিক থাকে দেখো", সীনা বলে। "কী রকম চলছে আমি একটু দেখে আসি।" লাল-শাদা ডোরা-কাটা বেশটি সামলে নেয় সীনা, চুলটা ঠিক করে এবং জেকের দিকে চেয়ে একটু হাসে। হাসিটা যেন উপস্থিত অন্যান্য মহিলা ক'জনকেও উপলক্ষ্য ক'রে। সে-মহিলাদের কেউ বসেছেন নিলাম-না-হওয়া চেয়ারগুলোতে, কেউবা সঙ্গে ক'রে আনা কাগজ বা কুশন পেতে। তাঁদের মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ চোখে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায় সীনার অপস্রিয়মাণ, আন্দোলিত দেহলতাটির প্রতি কটাক্ষ ক'রে।

কিন্তু সেখানে সীনার মা উপস্থিত রয়েছেন ব'লে কেউ কোন মন্তব্য করেন না।

কেথ ও ভায়োলেট কাপে কফি ভরার ভারটা নিয়েছে, কারণ সীনা স্বয়ং তদারক করতে চাইছে স্যাণ্ডউইচ্-বিতরণ। ওরা দুজন টেবিলের কাছে ব'সে বিশ্রাম নিচ্ছে। জেরেমি এসে ওদের পাশে ব'সে পড়ল ঘাসের ওপরে। তা'র কেনার জিনিস বলতে একটিই রয়েছে এবং সেই ম্যাণ্টেল্ ঘড়িটি নিলামে চ'ড়াতে বিকাল হবে। চওড়া কাঁধ জোয়ান ছেলে জেরেমি, রোদে পোড়া মুখ, চোখ দুটোতে খুশীর ঝিলিক। ওরা তিনজন ছোটবেলা থেকে পরস্পরের বন্ধু, তাই এই অবসরে সহজ গালগল্প সুরু ক'রে দিল।

"পেগী আছে কেমন?" কেথ্ জিজ্ঞেস করে।

"আছে মহানন্দে, তবে শরীরটা ভালো নেই", জেরেমি বলে। "এখোন তাকে এখানে নিয়ে আসা খুব ভালো মনে করিনি, একা রেখে আসাটাও যুক্তিযুক্ত নয়, তাই ভোরে গিয়ে লুসিকে নিয়ে এসেছি আমি। সারা দিন থাকবে আমাদের বাড়ী। রাত্রে নিনিয়ানের নিমন্ত্রণ, সে এসে লুসিকে নিয়ে যাবে। মনে হয় ওরা দুটিতে কাঁথা সেলাই নিয়ে বসবে।" জেরেমির কণ্ঠস্বরে সলজ্জ অহঙ্কার।

"সত্যি! কী মজা, আমিও তাহ'লে যাবো, ওদের সাহায্য করবো।"

"আচ্ছা, একটা কথা শোনো" জেরেমি বলে, "দেখি তোমাদের মতটা কী। শ্রীযুক্ত রস্ নিনিয়ানকে বলেছেন আগামী বছর তিনি মিঃ হার্ডউইক্‌কে অন্য কোনও খনিতে পাঠিয়ে দেবেন এবং নিনিয়ানই হবে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্। বেশ ভালো হবে না? জলে হাঁসের মতই নিনিয়ান সত্যই ধাতস্থ করে নিয়েছে,—খনির শ্রমিকদের সঙ্গেও ওর বেশ ভাব। আমি ওকে বলেছি যে কয়লার প্রতিটি টুকরোর সঙ্গে যেন ওর জানাশোনা। সত্যি, যার যা কাজ, তা যদি ভালো লাগে ত' কী আনন্দের কথা।"

"চাষের কাজে নেমে তুমি কি কখনো কোন আক্ষেপ করেছ, জেরেমি?" ভায়োলেট জিজ্ঞেস করে।

"আমি? না, কখনো না। জানি আমি স্কুলে যেতাম না বলে বাবার খুবই আঘাত লেগেছিল, কিন্তু জমির প্রতি আকর্ষণটা ছিল আমার রক্তে রক্তে। পুরানো টান। বব্ হ্যালিফ্যাক্স্ বললেন যে তাঁরও ঠিক এই রকম। তিনি

দু'বছর কলেজে পড়েছিলেন। যাক্ তাঁকে প্রতিবেশী হিসাবে পেয়ে খুবই ভালো হ'ল আমার। জেক্ ছোকরা যদি থাকে ত' তা'কে উনি রেখে দেবেন। আমার মনে হয়", কণ্ঠস্বর নামিয়ে নেয় জেরেমি, "বর্তমান ব্যবস্থাটা যত শীঘ্র পাল্টানো যায়, ততই মঙ্গল। ওঃ, ওই বোধ হয় ওরা আসছে!"

সীনা ফিরে আসছে। আশপাশের পুরুষদের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ভীড়ের দিকে লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে নানা কথা ব'লতে ব'লতে ও ডেভ্ রাইট্কে রসিকতার জবাব দিতে দিতে লাস্যময়ী সীনা এদিকে ফিরে আসছে। ফেথ্ ও ভায়োলেট লাফিয়ে উঠে তাদের কফি-তোলার হাতা দুটো তুলে নেয়; শ্রীমতী হ্যারিস্ আর জেক্ স্যাণ্ডউইচের ব্যারেল দুটোর কাছে দাঁড়ায়; সীনা তাড়াতাড়ি কাঠের টেবিলটার ওপর নিয়ে আসে ক্রীমের বড় কলসীটা এবং চিনির পাত্র। তারপর দুপুরের খাওয়া সুরু হয়।

প্রথমে পুরুষরা একটু ইতস্তত: করে। মেয়েদের দেওয়া হলে পরে, পুরুষরা অবশ্য খুব হট্টগোল ক'রে সারবন্দি দাঁড়িয়ে যায় ও তাদের ঠোঙাগুলি নিতে থাকে।

"দেখতেই পাচ্ছেন কফি বানানো হচ্ছে", সীনা হেঁকে বলে, "আর যাঁরা ঠাণ্ডা কিছু খেতে চা'ন, তাঁদের জন্য গোয়ালবাড়ীতে ঘোল আর দুধ এবং গেলাস রয়েছে। গেলাসগুলো একটু ধুয়ে নিলেই চলবে।"

জন পঁচিশেক লোক তক্ষুণি ছুটল ঢালু পথটা ধ'রে গোয়ালবাড়ীর উদ্দেশ্যে। বাকী সবাই ব'সে গেল কফি খাবার জন্য। উনুনের ওপর বিরাট কেটলীটাতে ঘোর খয়েরী রঙের কফি ফুটছে টগ্‌বগিয়ে।

"দেখবেন, খুব গরম আছে!" কাপ ভ'রে দিতে দিতে ভায়োলেট ও ফেথ্ হুঁসিয়ার ক'রে দেয়। জেরেমি আর বব্ হ্যালিফ্যাক্স্ কাপগুলো পরিবেশন করছে।

ডেভ্ রাইট দিব্যি খোশ মেজাজে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খেতে থাকে।

"হুঁ, এরকম নিলাম আমার ভালো লাগে", সবাইকে শুনিয়ে বলে সে। "জিনিসপত্তরও ভালো-ভালো, দরও উঠছে ভালো-ভালো। সকলেই সন্তুষ্ট, যায় নিলামওলা পর্যন্ত! এর আগের নিলামটাতে চিল্লানোই সার হয়েছিল, সেটাতে ছিলুম বলেও আমার লজ্জা করে। আর এখানে এসে আমি গর্বিত।

নিলাম ত' বটেই, আবার প্রত্যেকেরই বেশ পিক্‌নিক হয়ে গেল। এই যে, শ্রীমতী হার্ভে, ষাঁড়টা কোথায় ? সেটাকে ত' দেখছি না কোথাও।"

হঠাৎ নিস্তব্ধতা বয়ে যায় বাতাসের মতো। সবাই চুপ। এই মুহূর্তটায় সকল স্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে জড়ানো জন হার্ভের স্মৃতি সকলের মনে পড়ে।

"আমি বেচে দিয়েছি। গোপনে।" সীনার জবাব স্তব্ধতাকে চকিত করে।

ঠিক এই সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়ানো ছেলেদের মধ্যে দুজন অনেক ধমক ও তাড়া খেয়েও থামেনি। তাদের একজন এসে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে ফেথের হাতের ওপরে আর ফেথের হাতে ছিল কফি-ভর্তি হাতাটা। ফুটন্ত কফি ফেথের হাতের ওপর ছিটকে পড়ে ও কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত পুড়িয়ে লাল ক'রে দেয়। ফেথ্‌ চিৎকার ক'রে ওঠে না বটে, কিন্তু অনেকেই চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ভায়োলেট, জেরেমি ও বব্‌ হ্যালিফ্যাক্স্‌ ছুটে আসে তা'র পাশে। ক্যাটি চেঁচিয়ে উঠে "শিগ্‌গির সোডা নিয়ে এসো!"

সীনা দৌড়ে যায় সোডা আনতে। ক্যাটির তত্ত্বাবধানে ফেথের দগ্ধ হাতের ওপর একটা পুল্‌টিস দেওয়া হয়।

"খুব জোর পুড়েছে", জেরেমি ফিরে ফিরে বলতে থাকে। "আপনারা একটু স'ড়ে দাঁড়ান। ভীড় করবেন না। বসো, ফেথ্‌, এই চেয়ারটায়। কীরকম লাগছে তোমার ?"

ফেথ্‌ হাসার চেষ্টা করে, কিন্তু যন্ত্রণায় তা'র মুখ শাদা হয়ে যায়। সহ্য করার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ তা'র জলে ভ'রে ওঠে। ওষুধ হিসাবে কী দেওয়া হবে, তা-ই নিয়ে তুমুল তর্ক বেধে যায়।

"আপেলের মাখম" এক মহিলা চেঁচাতে থাকেন, "বলছি যে তোমরা ওখানটায় আপেলের মাখম প্রলেপ দাও...।"

"আলকাৎরা" একটি লোক চিৎকার করে। "একটা ন্যাক্‌ড়া আলকাৎরায় ভিজিয়ে ওর ওপরটায় দাও। জ্বালাটা বন্ধ ক'রে দেবে।"

"আমি ওকে এখুনি বাড়ী পৌঁছে দে'ব", ভায়োলেট শান্তভাবে জেরেমিকে বলে।

"না, আমি, বরং ওকে নিয়ে যাই," জেরেমি বলে, "ওর ডাক্তারের

কাছে যাওয়া দরকার। বব্, তোমার গাড়ীটা কি নিতে পারি? আমি ত' হেঁটে এসেছি।"

"নিশ্চয়!" বব্ চেঁচিয়ে বলে. "যা দরকার আমাকে বল। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে! আমি যাচ্ছি, গাড়ীটা নিয়ে আসছি।"

ভায়োলেট রাস্তা পর্যন্ত আসে ফেথের সঙ্গে, পেছন-পেছন সীনা ও জেক।

"সীনা, আমি দুঃখিত আমার জন্যে সব নষ্ট হল!" কম্পিত স্বরে কোনও রকমে ফেথ্ বলে।

"না, না, কিছ্ছু না। দুজন ভদ্রলোক এখন কফি তুলে দিচ্ছে। আশা-করি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। স্যাণ্ডউইচ্-তৈরীর জন্য ধন্যবাদ।"

"হ্যাঁ, ভায়োলেট, একটা কথা," জেরেমি বলে, "যদি আমি ফিরতে না-পারি, আমার হয়ে 'ম্যাণ্টেল্' ঘড়িটার দর দেবে তুমি? পেগি ওটা চায়। পাঁচ পর্যন্ত আমি উঠতে পারি, তবে মনে হয় কমেই মিলবে।"

বব্ হ্যালিফ্যাক্স্ ফেথ্কে গাড়ীতে তুলে দে'ন, তা'র হাঁটুর ওপর একটা ধুলো আটকানোর ঢাকা দিয়ে দেন, হাতটা রাখার জন্য একটা শাদা তোয়ালে বিছিয়ে দে'ন।

"ভাবতেই খারাপ লাগছে, আমারই এখানে এমনটা ঘ'টল!" তিনি বলেন, "আজ সন্ধ্যাবেলায় কি আপনাদের বাড়ী গিয়ে একটু খোঁজ নিতে পারি আপনি কেমন আছেন?"

ফেথ্, অসঙ্কোচে তাঁর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, "অবশ্যই", তারপর গাড়ীটা চলতে থাকে।

ভায়োলেট ও হ্যালিফ্যাক্স ফিরে যায় এক সঙ্গে।

"হাতটায় বেশ একটা ক্ষত হবে" হ্যালিফ্যাক্স্ বলেন "পোড়ার মতো খারাপ আর কিছু নেই।"

"ওর পক্ষে সব চাইতে কষ্ট হবে এখন কিছুদিনের মতো সঙ্গীত চর্চা বন্ধ রাখা। ও পিয়ানো বাজায়,—খুব সুন্দর বাজাতে পারে।" বান্ধবীর প্রশংসা করতে চায় ভায়োলেট।

"তাই নাকি? আমার সঙ্গীতে অনুরাগ আছে। তবে কিছু বাজাতে পারি না, মাউথ্ অর্গান ছাড়া", একটু আনমনেই যেন বলেন হ্যালিফ্যাক্স। "যাক্, নিলাম বোধহয় আবার সুরু হচ্ছে।"

জেড্‌ রাইট্‌ হাতের পেছনটা দিয়ে মুখ মোছে, গলায়-বাঁধা লাল রুমালটা দিয়ে কপালের ও টেকো মাথাটায় ঘাম মুছে নিল। একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয় যে খাওয়া-পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। তারপর তেড়ে বাজায় তা'র হাত-ঘণ্টাটা এবং সকলকে গোলাবাড়ীর দিকে যেতে ইঙ্গিত করে। তখনো দুটো গরু নিলাম হতে বাকী। পরিত্যক্ত ঠোঙাগুলো সাফ ক'রে নেয় সীনা, ভায়োলেট তা'কে সাহায্য করে। শ্রীমতী হ্যারিস্‌, ক্যাটির সাহায্যে কাপগুলো আর গোয়ালবাড়ী থেকে-আনা গেলাসগুলো ধুতে থাকেন। কাজ করতে-করতে তাঁরা আলোচনা করেন নানারকমের পোড়ার বৃত্তান্ত, নিলাম ও নিলামওলার কথা এবং ঈশ্বরের লীলা-বৈচিত্র্য।

"সত্যই বুঝি না", শ্রীমতী হ্যারিস বলেন, "কেন সীনার এমনটা হ'ল। কী সুন্দর জোয়ানটা ছিল জন হার্ভে। একটা বদ নেশা ছিল না, প্রাণে দয়ামায়াও ছিল। আর এখন সব ফক্কা, কে বলবে যে সে কখনো ছিল! বাপের বাড়ীতে সেই পুরোনো ঘরে গিয়ে আবার থাকতে হবে সীনাকে। কিন্তু নিজের সংসার যার একবার হয়েছিল, সে কি পারবে ও ভাবে থাকতে? সেই কথাই ভাবছি।"

"হ্যাঁ, সত্যিই," ক্যাটি বলে, "বড্ড লাগবে ধাক্কাটা ওর। জীবনটাই ত রহস্যে ঢাকা, যা আসে বিনা প্রতিবাদে আমাদের মেনে নিতে হবে। উপায় কী", শ্রীমতী হ্যারিসের দিকে তাকায় একবার ক্যাটি, "সীনার রূপ আছে, যৌবনও আছে। কিছু দিন পরে ও যদি আবার…"

অপরজন সায় দে'ন, "হুঁ, তা হতে পারে।'

হঠাৎ জেককে দেখা যায় দোরগোড়ায়।

"সীনা কোথায়?" উত্তেজনায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে জেকের।

"আমি জানি না" শ্রীমতী হ্যারিস নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেন। "যাওনা, বাইরে গিয়ে দাঁড়াওনা একটু পুরুষদের মধ্যে। এখানে ত' তোমার কোনও কাজ নেই।"

জেকের রক্তচক্ষুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রীমতী হ্যারিস পুনরায় আলাপ চালাতে থাকেন, "এ ব্যপারটা আমি অবশ্য সীনাকে বলেছি। এই ছোঁড়াটাকে নিয়ে তা'র বিপদ হবে। দেখছেন ত' ছেলেটা সীনার জন্যে একেবারে পাগল, অথচ সীনা ওকে জুতোর সুখতলাও জ্ঞান করে না।"

"দেখলে কেমন যেন পাগল-পাগল মনে হয় ছোঁড়াটাকে।" ক্যাটি সায় দেয়।

গরু ঘোড়া সব কটি বিক্রি হয়ে গেলে ভীড় কমতে থাকে। রাস্তা দিয়ে অনেক ওয়াগন, গাড়ী ও ঘোড়সওয়ারকে চ'লে যেতে দেখা যায়। যে সকল পুরুষ তখনো রয়েছেন তাঁরা উঠানে গিয়ে দাঁড়ান মেয়েদের মধ্যে। উঠানে আসবাবপত্র নিলাম হচ্ছিল একটার পর একটা। বেলা তিনটে নাগাদ 'ম্যাণ্টেল' ঘড়িটা ভায়োলেটের করতলগত হয় দুই ডলারে। সে সেটা রান্নাঘরে রেখে আসে ; জেরেমি এসে দাম দেবে ও নিয়ে যাবে। ভায়োলেট হেনরীকে জানায় যে ওই ঘড়িটা তা'র নিজের জন্য নয়। হেনরীকে কেমন অবসন্ন ও রুগ্ন মনে হচ্ছে ভায়োলেটের। সে নিজেও অবশ্য যথেষ্ট পরিশ্রান্ত এবং ফেথের খবরের জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করছে। তাই ক্যাটিকে ব'লে ও সীনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে জেক্‌কে ব'লল গোলা থেকে প্রিন্সকে খুলে আনতে। জেক্ তক্ষুণি চ'লে গেল এবং অভ্যস্ত, দক্ষ হাতে প্রিন্সকে গাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দি'ল চট্‌পট্। ভায়োলেট জেক্‌কে দেখে কেমন যেন একটা সহানুভূতি অনুভব করে তা'র জন্য।

"বাঃ, চমৎকার, জেক! সহস্র ধন্যবাদ। শুনলাম শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্স চা'ন যে তুমি এখানে থাকো ও তাঁকে সাহায্য করো। চাকরী নিলে তোমার বেশ ভালোই হবে, কী বলো ?"

হঠাৎ ম্লান হয়ে যায় জেকের মুখটা। "কী করবো জানি না।" তারপর আরো জোরে বলে, "এখনো আমি মনস্থির করিনি।"

পরিচিত মাঠঘাট দিয়ে যেতে যেতে ভায়োলেট ভাবতে থাকে ওই দিনটার কতো রকমারী, সূক্ষ্ম ঘটনাবিন্যাস। নিলামে মজা যথেষ্টই ছিল, তবু আজকের ঘটনা শুধু নিলামই নয়। সকালে সে আর ফেথ্ যখন আসে, তখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সহজ উত্তেজনা-আহরণ। কিন্তু সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ঘটেছে। সে-বিষয়ে তা'র সন্দেহ নেই। ভাগ্য এক রহস্যময় জাল বুনে চলেছে যেন! বব্ হ্যালিফ্যাক্স্ আর ফেথের যে চাউনি সে দেখেছিল, তা কি সম্ভব হ'ত কখনো, যদি-না বব্ দেখতেন ফেথকে ওই ঘরোয়া বেশে তাঁরই রান্নাঘরে ? পরে ফেথ্ কি কিছুতে পারতো অমন নিঃসংকোচ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে, যদি না দুর্ঘটনাটি ওইভাবে তা'কে যন্ত্রণায় অধীর আর অপর জনকে উদ্বেগাতুর কমনীয় করে তুলত ?

অতএব দুটি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে এই নিলামের এক অবদান থাকবে। হয়তবা তা'র ভুল হতে পারে, কিন্তু নিজের বোধশক্তির ওপর আস্থা যেন উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে তা'র। হতভাগিনী ফেথ্, তা-ই বটে! প্রতিষ্ঠিত নারীত্বের প্রত্যয় নিয়ে সে তা'র বান্ধবীর জন্য করুণাবোধ করছিল, আর এখন? হতভাগিনী নয় আর ফেথ্, বরং হতভাগিনী ভায়োলেট!

যাজক-গৃহের সামনে এসে থামে সে। খোঁটার সঙ্গে প্রিন্সকে বেঁধে রেখে বাড়ীর ভিতরে দ্রুত হেঁটে যায়। জেরেমি ঠিক তখনি যাচ্ছিল, শ্রীযুক্ত লায়াল তা'কে বিদায় জানাচ্ছে সদরে দাঁড়িয়ে।

"এই যে, ভী," জেরেমি ব'লল, "আমি চল্‌লাম। তুমি এঁদের কাছ থেকে সব শোনো। আমি রাত্রে ফোন করব, বাবা!"

"খুব বিশ্রী রকমের পুড়েছে" বারান্দায় ব'সে শ্রীযুক্ত লায়াল বলেন। "বাড়ী ফিরে ফেথের অবস্থা এমন খারাপ হয়েছিল যে ডাক্তার ফ্যারাডেকে আসতে বলি। তিনি হাতটায় ওষুধ লাগিয়ে ওকে একটা ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। বললেন যে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোলে পর ওর অনেক ভালো লাগবে, যন্ত্রণাও অনেকটা কমে যাবে। তবে পোড়া ঘা-টা লক্ষ্য রাখতে হবে। ওঃ, এই যে ম্যারী এসেছে।"

শ্রীযুক্তা লায়াল এসে দাঁড়ান। তাঁর শান্ত মুখটাতে উদ্বেগের ছায়া।

"কী কাণ্ডটা ঘটালে!" তিনি সখেদে বলেন। "সত্যই খুব খারাপভাবে পুড়েছে। ভালোর মধ্যে হচ্ছে যে গান-শেখা এখন কিছুকাল বন্ধ থাকবে। আর, সেটা আমি চাইছিলামও। সঙ্গীত-চর্চা নিয়ে, অহর্নিশ ব্যস্ত থাকার দরুন এই গরমকালটা তা'র একটুও বিশ্রাম হচ্ছিল না! তুমি কিন্তু প্রায়ই আসবে, ভী—একা-একা ও বেচারা কী যে করবে!"

"দোলনা-চেয়ার ব'লে একটা বস্তু এখনো আছে আর ভালো বইও দুর্লভ নয়", শান্তভাবে শ্রীযুক্ত লায়াল জানান। সকলে হেসে ওঠে।

"নিলামের বৃত্তান্ত বলো। স্যাণ্ডউইচ্ কেমন হ'-ল?"

যথাসম্ভব সরস ক'রে যাবতীয় কিছু বলে ভায়োলেট। তারপর বিদায়-নেবার জন্য গাত্রোত্থান করে।

"শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্স্ ছিলেন ওখানে। বলতে শুনলাম যে আজ রাত্রে এখানে আসবেন ফেথকে দেখতে। দুর্ঘটনাটায় উনি খুবই বিচলিত হয়েছেন।

তাঁর বাড়ীতেই হয়েছে ব'লে যেন নিজেকে তিনি দায়ী মনে করছেন।" কথা শেষ করে একটু হাসে ভায়োলেট।

সপ্রতিভ হয়ে ওঠে শ্রীযুক্তা লায়ালের চোখ দুটো। "ভালো হ'ল তুমি জানিয়ে রাখলে,—মানে, ওঁর আসার কথাটা। একটা কেক্ ক'রে ফেলবো। এখন ত' আধখানাও নেই বাড়ীতে।"

"সুতরাং ম্যারী!" শ্রীযুক্ত লায়াল চোখের কোণে কৌতুকের হাসি নিয়ে স্ত্রীর দিকে তা'কান।

"কী যে বল", ম্যারী বলেন, "টাটকা কেক্ খাবে না এমন ছেলে নিশ্চয় কেউ নয়। খাওয়া দাওয়ার পর ফেথ্ নিশ্চয়ই নীচে নামতে পারবে। এখন ত' সে ঘুমোচ্ছে।"

ভায়োলেটের সঙ্গে গাড়ী পর্যন্ত এলেন শ্রীযুক্ত লায়াল, প্রিন্সকে খোঁটা থেকে মুক্ত ক'রে দিলেন।

"জেক্ ছোক্‌রাকে কেমন দেখলে?" শান্তভাবে প্রশ্ন করেন তিনি।

"কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল তা'কে, তবে সে বোধ হয় খুব উত্তেজিত ছিল। জেরেমি আমাদের বলছিল যে জেক্ যদি থাকে ত' মিঃ হ্যালিফ্যাক্স্ তা'কে রেখে দেবেন।"

"বেশ" শ্রীযুক্ত লায়াল বলেন। "তা'তে সমস্যার সমাধান হবে। হ্যালিফ্যাক্স্ চমৎকার লোক, জেকের পক্ষে ভালোই হবে। যাক্, অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।"

প্রধান সড়ক দিয়ে ডাকঘরের দিকে যেতে যেতে ভায়োলেটের ভাবতে অবাক্ লাগে যে বান্ধবী ফেথের এই অস্পষ্ট তবু সুনিশ্চিত প্রণয়ের ইঙ্গিতটা তা'কে পুরোপুরি সুখী করছে না কেন। অবশ্যই ঈর্ষার পাষাণ তা'র বুকে চাপেনি। কারণটা সেই পুরোনো নৈঃসঙ্গ। ফেথ্ যদি কখনো প্রেমে পড়ে ও বিয়ে করে, আর তা'র কোনও হিল্লে না হয় তখন তা'র অবস্থাটা যে কী হবে, সে-কথা কখনও ভায়োলেট আগে ভাবেনি।

রাস্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ব'সে রয়েছেন শ্রীযুক্ত গর্ডন। ডাকঘরে পৌঁছানোমাত্র তিনি ভায়োলেটকে ডাকলেন ও গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালেন একখানা চিঠি হাতে ক'রে।

"আজ এই একখানাই তোমার চিঠি," তিনি বলেন, "তবে আজকাল কিছু

কিছু ত' আসছে তোমার। দেখো," রহস্যময় ইঙ্গিতে মন্তব্য করেন,—"যৌবন একবারই আসে।"

খামের কোণে প্রকাশকদের নাম নেই বটে, কিন্তু ন্যাইয়র্কের ডাকঘরের ছাপটা রয়েছে। শ্রীযুক্তা গর্ডন তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ভায়োলেট খামখানা পাশে রেখে প্রিন্সের মুখ ঘোরায় গলিটার দিকে। প্রিন্সকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে ও তা'র জাবের চৌবাচ্চাটি পূর্ণ ক'রে ভায়োলেট বাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে আসে চিঠিখানি হাতে ক'রে। তখন সূর্যাস্তের শেষ আলো ঢ'লে পড়েছিল বাগানের ঘাসে আর ফুলে। সকাল বেলার সেই সজীবতা নেই বটে, কিন্তু গন্ধময়, শ্লথ উত্তাপের সঙ্গে মিশে রয়েছে দেয়ালের কাছে ফোটা লিলিগুলির সৌরভ। সকাল জাগিয়ে তোলে কর্মশক্তি,—ভায়োলেট ভাবে,—আব বিকাল, ইন্দ্রিয়।

ক্যাটি তখনো ফেরেনি। তা'র দেরী হবে ফিরতে। "ম্যারী জ্যাক্‌সন্‌কে ত' জানো!" ক্যাটি সকালে বলেছিল, "পিণ্ডান্তে পিণ্ড শেষ না ক'রে সে উঠবে না।" ভায়োলেট তাই নিস্তব্ধ বাড়ীটার ভেতব দিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসল শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যামের চিঠিটা পড়তে। স্থির, ছোট ছোট অক্ষর, বেশ ক' পাতার চিঠি।—

"প্রিয় শ্রীমতী কার্পেণ্টার,

আবার বলতে হয় আপনার চিঠি পেয়ে আমার যে কী আনন্দ তা প্রকাশ করতে অপারগ আমি। মনে হচ্ছে যেন আপনাদের শহরটা নিবিড়ভাবে জেনে ফেলেছি—'কব্‌স্‌ হিল' থেকে 'মিলার্‌স্‌ রক্‌ পর্যন্ত, সব কিছু। ভাঙ্গাই-কল, বাঁধ, ঢাকা-দেওয়া সেতু আর চারপাশের মাঠ—এসব যেন চিত্রার্পিত দেখেছি আমি। আপনি যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে: আপনাদের শহরটা যেন মনে প্রাণে অনুভব করেছি। আমার ভালোই লেগেছে। আমাব কাজকর্ম সম্বন্ধে আপনাকে জানানোর যে অনুরোধ করেছেন সেটার পক্ষে মোটেই প্রশস্ত নয় আজকের এই রাত্রিটা, নিজের সামান্যতায় লজ্জা অনুভব করছি। আপনার সুন্দর চিঠির জবাবে আমার দুষ্কর্মের ইতিবৃত্ত বলা অবশ্যই উচিত নয়, তবু তা জানাবার ইচ্ছা আমার রয়েছে এবং আশা করি আপনি সব বুঝবেন।

মিড্‌ল্‌ ওয়েস্টের এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা, মিস্‌ এ, প্রতি বছর বাইবেল-ব্যাখ্যা

বিষয়ক একখানা বই করেন আমাদের জন্ম। মাত্র দুদিন আগে প্রথমবার তিনি আসেন তাঁর প্রকাশকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। যোগ্য সঙ্গী পেলে ন্যুইয়র্ক শহরটা ঘুরে দেখার ইচ্ছাও তাঁর ছিল এবং আমাকে সেই সঙ্গী হ'তে হয়েছিল। সুতরাং গতকাল আপিসের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখাশোনা শেষ হ'লে, আমরা বেরিয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা নিজেই তাঁর ভ্রমণের ছকটা বানিয়েছিলেন। শহর-পরিক্রমার অন্তর্গত করণীয়গুলির একটি ছিল প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বাসের ছাদে ব'সে ফিফ্‌থ্‌ এ্যাভিন্যু দিয়ে বেড়ানো, ( আন্দাজ নিশ্চয়ই করতে পারছেন ), সেখান থেকে 'গ্র্যাণ্ট্‌স্‌ টুম্‌'; 'বেড্‌লোস্‌ আইল্যাণ্ডে' যাওয়া ও সেখানে গিয়ে 'স্ট্যাচু অভ্‌ লিবর্টির' মাথায় চড়া এবং সবশেষে 'অ্যাকুয়ারিয়াম' দর্শন ও সেখানে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী প্রত্যেকটি মৎস্য-নিরীক্ষণ। আমার ন্যায়পরায়ণতা মেনে নিয়ে বিশ্বাস করুন তাঁকে যথাসম্ভব আনন্দ দানের চেষ্টা আমি করেই চলেছিলাম। দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত, কী ভাবেই না চেষ্টা করেছিলাম আমি! কিন্তু 'নিউ টেস্টামেণ্টে'র প্রতিটি শব্দের গ্রীক, হিব্রু ও উত্তর সেমিটিক জাতীয়দের প্রতিশব্দ দেওয়ার ক্ষমতা যদিও নিঃসন্দেহে ভদ্রমহিলার আছে, তবু তাঁর বিশ্ববোধে হাস্যরসের সামান্য প্রবেশও বুঝি বন্ধ!

গতকালের চাইতেও গরম পড়েছে আজকে। সকালটা আজ আমাদের কেটেছে 'ওযানামেকার্স এম্পোরিয়াম্‌'-এ, বিকালে 'মেট্রোপলিটান ম্যুজিয়ামে'র প্রতিটি ইঞ্চি আমরা দেখেছি!

রাতের খাওয়ার সময় মনে করলাম হয়রাণির শেষ বুঝি সমাগত এবং সেই কারণেই নিজেকে কিছুটা সরস ও প্রগলভ্‌ করেছিলাম। দুবার অন্ততঃ ভদ্রমহিলা হেসেছিলেন। কিন্তু আমার বিদায় ভাষণ শুনে তিনি অবাক। বললেন, "সে কী, এখনো কাল ত' রয়েছে!" তাঁর যে-ইচ্ছাটি তখন তিনি আমাকে বিজ্ঞাপিত করলেন, সেটা হচ্ছে এই যে পরদিন সকালে সব চাইতে বড় গির্জাগুলির একটাতে যাবেন তিনি, বিকালে চায়না টাউনের ভেতর দিয়ে হাঁটবেন এবং রাত্রে, অভিজ্ঞতার চরম উপলব্ধি লাভের জন্য উপস্থিত হবেন বহুশ্রুত 'জেরি ম্যাক্‌অলি মিশনে'। "আশা করি আমার প্রস্তাবে সম্মত হবেন আপনি।" এই ব'লে তিনি উপসংহার টেনেছিলেন।

এর পরই ঘটনাটা ঘ'টে গেল। আমি নিজেকে বলতে শুনলাম, "নিকুচি করেছে সম্মত হওয়ার!"

অবাক্ তাঁর মতো আমিও হয়েছিলাম। আমার বয়সে এটুকু বাক্‌সংযম থাকবে না আমার! ভদ্রমহিলা তৎক্ষণাৎ লিফ্‌টের দিকে ছুটলেন এবং যেকসুর ক্ষমা ভিক্ষা করতে করতে আমিও পিছু পিছু গেলাম। চেয়ে থাকলাম: ভদ্রমহিলার বজ্রাহত মুখ, আর লিফ্‌টের খাঁচাটা নিঃশব্দে ওপরে উঠছে।

ঘটনাটির জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। হয়ত এবার তিনি তাঁর বইগুলো উঠিয়ে নেবেন, অন্য প্রকাশক গ্রহণ করবেন, কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগছে যে আমি এমন সময় তাঁকে আঘাত দিলাম যখন তাঁর কাছে—চরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল শহর দেখাটা। কথাটা এখন বুঝতে পারছি। মনে হয় তাঁর সমস্ত আনন্দ আমি পণ্ড ক'রে দিয়েছি। ফেরার পথে দোকানে থেমে ভদ্রমহিলার জন্য এক ডজন গোলাপ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি, কার্ডটাতে যেন আমার রক্ত মাখিয়ে দিলাম কিছুটা, কিন্তু তা'তে কি কোনও ফল হবে!

ক্ষমা করবেন, এসব কথা আপনাকে লিখলাম ব'লে। কিন্তু আপনি আমার কাজের বিষয় জানতে চেয়েছিলেন, আর এই আমার গত দুদিনের কাজ। শান্তি!"

ক্যাটি এসে পড়ল। নিলাম নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলল কিছুক্ষণ। খেতে ব'সে ভায়োলেট একবার বেশ জোরে হেসে উঠল। দরজা দিয়ে মুখ গলিয়ে ক্যাটি জিজ্ঞেস করে:

"আরে, হলো কী তোমার?"

"কিছ্ছু নয়," মৃদু কণ্ঠে বলে ভায়োলেট।

"আজকে হাসির খোরাক ত' কিছু পাইনি!"

"আমিও না।"

"হুম্!" ক্যাটি বলে, "ভাব দেখে ত' তা মনে হচ্ছে না।" আবার রান্নাঘরে ঢুকে যায় সে।

শুয়ে পড়ার আগে আদ্যোপান্ত চিঠিখানা আবার পড়ল ভায়োলেট এবং ঘুমানোর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সেটা নিয়ে ভাবতে থাকে।

চিঠির একটা দিক হাস্যকর। চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারে না সে। তবু শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যাম্ ও কুমারী-এ, দুজনের প্রতিই পরিপূর্ণ সহানুভূতি জাগে মনে। ভদ্রলোক মানুষটি চমৎকার, সে ভাবে। বুদ্ধিমান, মানবিকতাবোধ-সম্পন্ন এবং দয়াবান। তা'র মনে হয় সে আর ওই ভদ্রলোক যেন এখন প্রকৃত

বন্ধুত্বের পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। চিঠিতে কতখানিই না প্রকাশ করা যায়। দু-তিনবার ব্যক্তিগত আলাপের ফলেও এর চাইতে বেশী বোধহয় তা'রা জা'নত না পরস্পরকে। বরং অপরিচিত ব'লে তাদের কথাবার্তা হ'ত চিরাচরিত ধরনের ও মাপাজোখা। তা'র চেয়ে যেমনটা...

চিঠির একটা কথা নিয়ে সে বিশেষ ভাবছিল। "আমার বয়সে" কথাটা ভদ্রলোক লিখেছেন। তা'তে মনে হয় বয়সটা বেশ কিছু। প্রথমটা ভায়োলেট তাঁকে ভেবেছিল ষাট, কিন্তু চিঠিপত্রে এমন একটা সজীবতার সাক্ষ্য রয়েছে যাতে মনে হয় ততোটা হবে না। হয়ত বা পঞ্চাশ, এবং এখনো অবিবাহিত। তাড়াতাড়ি জবাব দেবে, সম্ভবতঃ কাল সন্ধ্যার মধ্যেই, ভায়োলেট স্থির করে।

কিন্তু পরদিন সকালে ডাকঘরে গিয়ে শ্রীযুক্ত হাওয়ার্ডের কাছ থেকে হুবহু গতকালকের মতো আরেকখানা খাম পেয়ে সে খুবই আশ্চর্য হ'ল। পোস্টমাস্টারমশাই তা'কে লক্ষ্য ক'রে দেখছেন এবং সে তাঁর দৃষ্টির সামনে লজ্জায় রক্তিম হচ্ছে। বাড়ী ফিরে এসেই সে তা'র ঘরে ঢুকল নূতন খবর পড়বার জন্য।

"আমার উপাখ্যানটির অপরাংশ আপনাকে বিজ্ঞাপিত ক'রে আপনার বিরক্তি উৎপাদন যখন করেইছি, তখন তা'র শেষটাও বলা উচিত। প্রথমতঃ, গোলাপগুলি কাজ করেছিল! সেগুলো পেয়েই ভদ্রমহিলা আমাকে ডেকেছিলেন (তাঁর পক্ষে নিরাপদ হবে মনে ক'রে আমি তাঁকে আমার টেলিফোন নম্বরটা দিয়েছিলাম।) ওঃ, ভদ্রমহিলা যেন ভালো ক'রে কথা ব'লতে পারছিলেন না। বোঝা গেল যে জীবনে কেউ কখনও তাঁকে ফুল দেয়নি'ক এবং ফুল পেয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তিনি। টেলিফোনে খুব ভালোবাসার আদিখ্যেতা দেখান চলল, তিনি বললেন যে ইতিমধ্যে তিনি বুঝতে পেরেছেন যথেষ্টই করেছি আমি তাঁর জন্যে, আর তাঁর রবিবাসরীয় কর্মসূচী সার্থক করবার জন্য নাছোড়বান্দা হলাম। রবিবার দুজনের বেরোন হ'ল, আর শুনুন কী আশ্চর্য ঘটনা। 'জেরি ম্যাকাউলি মিশন' বস্তুটি আমার পক্ষে ছিল সবচেয়ে দুষ্পাচ্য। আপনি হয়ত এর কথা শুনেছেন। ওটির অবস্থান হচ্ছে চায়না টাউনের প্রান্তে বস্তি এলাকার ভেতর। কাজকর্ম হচ্ছে নিষ্কর্মা হতচ্ছাড়াদের নিয়ে। যখন গিয়ে ঢুকলাম আমরা, তখন মিশনটি গরমে

ও দুর্গন্ধে ভরপুর। ধর্মীয় নবজাগরণের প্রাথমিক মহড়াটি শেষ ক'রে, একটি লোক দাঁড়িয়ে নিজ কাহিনী শোনা'ল এবং সাহায্যের জন্য হাত পা'তল। সে তা'র নাম ব'লল, কিন্তু এমনিতেই আমি তা'কে চিনে নিতাম। সে আমার কলেজের এক বন্ধু! অতি করুণ তা'র জীবন কাহিনী, মদ্যাসক্তি ও হা-ঘরে হওয়া।

এই সাক্ষাৎকারের পর আমি তা'র কাছে গেলাম আলাপ করবার জন্য। মিস্ এ আমার বন্ধুত্বের ইতিহাসটি জেনে খুবই বিচলিত বোধ করছিলেন। আমিও বড কম বিচলিত হইনি, কিম্বা বিল্‌ও। সবচেয়ে বেশী হয়েছিল সে। তা'কে আমার সঙ্গে আসতে বলেছিলাম। সুতরাং মিস্ এ-কে তাঁর হোটেলে নামিয়ে দিলাম। এবার বিদায় গ্রহণে সত্যই আন্তরিকতা ফুটে উঠল। তাঁর জন্য সেদিন অনেক কিছু দেখেছিলাম। আমার আস্তানায় এসে বিল্ গরম জলে স্নান ক'রল এবং তা'কে পোশাক-পরিচ্ছদ দিলাম প'রতে। আকৃতিতে দুজনে প্রায় সমান। তারপর ভোর পর্যন্ত চ'লল কথা-বলা। মনে হয় এখন থেকে ও সৎপথে থাকবে; আমি নজর রাখব ওর দিকে এবং ওকে একটা চাকরী জোগাডে সাহায্য করবো। সমস্ত জিনিসটাই মনে হয় অবিশ্বাস্য, কিন্তু বাস্তবিকই ঘটেছিল। এরকম কোনও কাহিনীর পাণ্ডুলিপি আমার টেবিলে এলে গাঁজাখুরি ব'লে সেটা অবশ্যই আমি নাকচ করতাম। তবু এই কাহিনী ত' সত্যই! যতো রহস্যময় ঠেকে জীবনকে, যতো অবাক্ হই অবিশ্বাস্য ঘটনাচক্রের উৎপত্তিতে, ততো জীবনের প্রতি বিশ্বাস আর তার চাইতেও বৃহত্তর কোন মূল্যবোধ আমার বেড়ে যায়।

আগের চিঠিতে আপনাকে আমার বলা উচিত ছিল আপনার বুল্‌বুল্-চুরির বিষাদ সুন্দর কাহিনী আমাকে কী গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্য আমাকে আপনার সঙ্গে সমভাবে দুঃখী ব'লে জানবেন। কিন্তু আশা ছাডবেন না। যদি শহরের মধ্যেই থাকে একদিন নিশ্চয়ই বেরোবে। চুরি সম্বন্ধে নূতন তথ্যাদি যেন সময়মতো আমি সব জানতে পারি। আহা, আমি যদি ডিটেক্‌টিভ হতাম, আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম। এই রহস্যের সমাধান করতে পারলে কতো বড় জয়লাভই না হতো!

ভালো কথা, দেবার মতো কোনও ফটো কি আপনার আছে? পেলে আমার খুব ভালো লাগত।"

॥ ৭ ॥

অনেকটা নিশ্বাস ফেলার নৈঃশব্দে যেন জুন পাল্টে জুলাই আসে। গাঁয়ের বাগানে-বাগানে মটরশুটির লতাগুলো তার বা দড়ি পর্যন্ত বেড়ে উঠে তাদের সুগন্ধ ও বর্ণাঢ্য রূপ ছড়িয়ে দিয়েছে, চেরীফল পেকেছে; মাসের দু তারিখে মুর্গীর ডিমের মতো বড় বড় আলু ফলানোর জন্যে বাজি জিতে শ্রীযুক্ত গর্ডন সগর্বে ডাকঘরের জানলায় তার নতুন আলু সাজিয়ে রেখেছেন; প্রায় সকল রান্নাঘরের তাকে গ্লাস ভর্তি জেলি রোদে দেওয়া হয়েছে; সীনা মিল্ পরিবারে ফিরে গেছে, এবং হাউঈ গর্ডন কিটি ম্যাক্নিল্‌কে একটি হীরের আংটি দিয়েছে, তাদের শীঘ্রই বিয়ে। বুল্‌বুল্ নিয়ে আর কিছু শোনা যায়নি, তবে জো আর আমাণ্ডা নাকি গির্জা যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছে। রবার্ট হ্যালিফ্যাক্স্‌কে দুইদিন যাজক-গৃহে ঢুকতে দেখা গেছে: একবার নিলামের দিন সন্ধ্যাবেলা আর ওই সপ্তাহেই আরেক দিন। মনে হয় শ্রীযুক্ত লায়ালের সঙ্গে তার কাজ ছিল।

"বোধহয় ইণ্ডিয়ানার গির্জা থেকে এখানকার গির্জাতে যোগদানের বিষয়েই কথাবার্তা" ম্যারী জ্যাক্সনের কাছ থেকে খবরটা শুনে ক্যাটি মন্তব্য করে।

"হতে পারে", অন্যমনস্কভাবে ভায়োলেট বলে।

ফেথের হাতটা এখনো সারেনি, তবে দ্রুত আরোগ্য হচ্ছে। ভায়োলেট অনেকবার গেছে আর লক্ষ্য করেছে ফেথের চোখদুটিতে এক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য। কারণটা সে জানতে পারেনি।

মাইকের দ্বিতীয় আগমনের জন্য নির্ধারিত দিনটির আগের দিনে সে টেলিফোন ক'রে জানায় যে ছোটখাটো এক দুর্ঘটনায় পড়েছিল সে এবং তা'র গাড়ীটা সারাতে হপ্তাখানেক লাগবে। অন্য কোনও তারিখ কি ঠিক করা যায়? ভায়োলেটের সুবিধা হ'লেই যেন জানায়।

একদিন রাত্রে নিনিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিল ভায়োলেট জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দুজনে পিক্‌নিক্‌ করাটা সঙ্গত হবে কি-না। নিনিয়ানের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো ভায়োলেটের দিকে চেয়ে হেসেছিল।

"মাইক প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক, তার শিষ্টাচার জ্ঞান সম্বন্ধে উদ্বেগের কোন কারণ নেই। তবে যাদের সঙ্গে ও মেলামেশা করে তা'রা বড্ড চালু। লুসির সঙ্গে বিয়ে হবার আগে তা'রা অবশ্য আমারও সঙ্গী ছিল। গোলমাল পাকাতে ওস্তাদ তা'রা। কিন্তু মাইক্‌ সত্যই প্রকৃত ভদ্রলোক।"

"আমাদের বন্ধুত্ব এমন কিছু নিবিড় হয়নি" ভায়োলেট তাড়াতাড়ি জানায়।

"না হওয়াই ত স্বাভাবিক" নিনিয়ান হেসে সায় দেয়।

ভায়োলেট তাই মাইক্‌কে ছোট্ট একটু চিঠি লিখে জানায় যে পিক্‌নিক্‌ যখন তার পছন্দ এবং গ্রীষ্মকালে লেডীকার্কে সহজ, সামাজিক প্রমোদ ব'লতে যখন ওই একটিই আছে তখন মাইক্‌ যেন চার তারিখে বীচামের জঙ্গলে য়ুনিয়ন চার্চের বাৎসরিক সম্মেলন উৎসবে আসে। হয়ত এ উৎসবে গ্রাম্যতার প্রভাব প্রকট, তবু ওইদিন এখানকার অনেক তরুণ তরুণী গিয়ে মেলে ওখানে এবং জঙ্গলটাও খুব মনোরম। তাছাড়া ভায়োলেটের দলটি সন্ধ্যায় তার বাড়ীতেই এসে জড়ো হয়। নিনিয়ান ও লুসি অবশ্যই সেখানে যাবে। মাইক্‌ কি আসবে?

পত্রোত্তরে মাইক্‌ বিনীতভাবে জানায় যে ভায়োলেটের সঙ্গে একা যাবারই ইচ্ছা ছিল তা'র। তবে চার তারিখে শহর থেকে দূরে থাকতে পারলে আনন্দই পাবে সে। সে আসবে এবং সঙ্গে অনেক বাজি নিয়ে আসবে। বাজি পুড়িয়ে সন্ধ্যাটা বেশ কাটবে। বাজি পোড়ানোর খবরটা শোনাবার জন্য তখুনি ভায়োলেট উত্তেজিত ভাবে টেলিফোন করে ফেথ্‌কে প্রথমে ও তারপরে ফেথের মারফত অন্যান্যদের সংবাদটি পরিবেশন করা হয় যে পিক্‌নিকের পর প্রথামতো কার্পেণ্টার-গৃহে তাদের সান্ধ্য জমায়েতে বাড়তি আকর্ষণ হিসাবে থাকবে বাজি পোড়ানোর উৎসব।

"তুমি কি মিঃ হ্যালিফ্যাক্স্‌কে বলবে?" ভায়োলেট ফেথকে জিজ্ঞেস করে। "আমার মনে হয় এই হচ্ছে ভদ্রলোককে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সুন্দর সুযোগ।"

ফেথ্‌ আন্তরিক উত্তেজনা চেপে রেখে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে।—"হ্যাঁ,

তা ঠিক বলেছ। আমি জেমেমিকে বলবথ'র সব ব্যাপারটা। জেমেমি আর পেগি ওকে তাদের সাথে পিক্‌নিকে নিয়ে আসছে। এখন পেগির শরীরটা বেশ ভালোই আছে, তাই সে আসতে চাইছে। ওঃ, বাজির কথাটা ভাবলে রীতিমতো উত্তেজনা হচ্ছে! ওঃ, ভায়োলেট, কেমন অদ্ভুতভাবে কতো কিছু বেশ সম্ভব হয়ে ওঠে! তাই না?"

এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির জবাবে নিম্নস্বরে কিছু বলে বটে ভায়োলেট, কিন্তু এখন সে মিঃ হ্যালিফ্যাক্সের বা মাইকের কথা ভাবছে না, যদিও ফেথের সন্দেহটা তা-ই। কারণ আরো একটা কিছু ঘটে গেছে—জুন-জুলাইয়ের মধ্যে,—খুব সূক্ষ্ম একটা কিছু যা গ্রামীণদের শ্যেনদৃষ্টিকেও ফাঁকি দিয়েছে। অবশ্য শ্রীযুক্ত গর্ডন জানতে পেরে গেছেন যে এখন লেডীকার্ক ও ন্যুইয়র্কের মধ্যে নিয়মিত পত্রের আদান-প্রদান চলেছে, কিন্তু তিনিও বুঝতে পারেননি কীভাবে পাল্টে যাচ্ছিল সেই পত্রগুলোর অন্তর্নিহিত রূপ।

অ্যাল্‌বামে তা'র ফটোগুলো দেখে দেখে একখানা বেছে নেয় ভায়োলেট। গত বছর গ্রীষ্মকালে ফেথ্‌ সেখানা তুলেছিল। ছবিতে বাগানের মধ্যে একটা নীচু দেয়ালের সামনে সে দাড়িয়ে আছে, হাসি হাসি মুখটা উঁচু করা, কপালের ওপর নেমে এসেছে একটা অবাধ্য চুলের থোকা, তা'র পরনে আছে পিঙ্ক্‌ ভয়েলের ফ্রক, লেস্‌-বসানো গলাটা খোলা—যে জামাটা হেনরীর শেষ আসার দিন সে পরেছিল ক্যাটির তাড়নায়,—এবং তা'র হাতে রয়েছে একটা ফুল-বসানো টুপি। সে ও ফেথ্‌ একটা চায়ের নিমন্ত্রণ থেকে ফিরেছে তখন।

ছবিখানি সত্যই একটি সুন্দরী মেয়ের: উজ্জ্বল একজোড়া চোখ, মুখে মধুর হাসিটি মাখা আর টোল-খাওয়া চিবুক। ছবিটি বেশ ভাল করে দেখে ভায়োলেট; তার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হ'তে থাকে। —যে-পত্রে শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যাম্‌ তাঁর সেই লেখিকা-মনোরঞ্জনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা'র জবাবে লেখা চিঠির খামেব মধ্যে রেখে দেয় সে ছবিখানা।

ভায়োলেট তা'র চিঠিতে প্রথমতঃ জানায় যে ওই তিনটি দিন গরমে ও বিরক্তিতে নাজেহাল শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যাম্‌কে কী ক্লান্তিকব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তা সে বুঝতে সক্ষম। কারণ অমন 'কুমারী এ' লেডীকার্কেও একটি আছেন। তিনি হচ্ছেন কুমারী হেস্টিংস্‌, যি'ন বাইবেলের ভাষ্যকার না হলেও রবিবারে 'মেয়েদের বাইবেল ক্লাস' নিয়ে থাকেন, হাতে 'পেলুবেট'

একটিও ধারণ ক'রে। স্থানীয় W. C. T. U.'র সভাপতি তিনি; ব্রহ্মচারিণী, নীতিপরায়ণা ও আপাদমস্তক বেরসিকা এই ভদ্রমহিলা প্রয়োজন হ'লে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য আগুনে পুড়তেও পারতেন, কিন্তু হাসাতে তাঁকে পা'রত না কোনও ঠাট্টাই। ভায়োলেট নিজেও এই "ধর্মধ্বজী নির্বুদ্ধিতা"র (তা'র বাবার ভাষায়) আগাগোড়াই বিরক্ত বোধ করেছে, কিন্তু তবু সে এও বোঝে যে কুমারী এ বা কুমারী হেস্টিংস্-এর চরিত্রে কোথায় যেন করুণ কিছুও রয়ে গেছে। ভায়োলেট তাই কতকটা অজান্তেই শ্রীযুক্ত হ্যাভারশ্যামের ধৈর্য ও সদয়তার প্রশংসা করে এবং শহর-পরিক্রমার যে অপূর্ব পরিণতি 'জেরি ম্যাকাউলি মিশনে' ঘটেছিল, তা নিয়ে তার সঙ্গে সমান আনন্দ ও উত্তেজনা ভোগ করে।

সূক্ষ্ম পরিবর্তনটি প্রকাশ পেল এ চিঠির উত্তরে: পত্রলেখকের নাম যেখানে আগে থাকত, "ভবদীয় ফিলিপ হ্যাভারশ্যাম্", সেখানে এখন হ'ল "বিশ্বস্ত-ভাবে আপনার", "ফিলিপ এচ্"; এবং আর মাত্র দুখানি চিঠির পরেই সে-নাম রূপান্তরিত হয়ে গেল শুধু "ফিলিপে"।

অপর পক্ষেও প্রতিবার পত্রলেখিকার মুখাবয়বে লালিমা বৃদ্ধি পেতে থাকে ও অনুরূপ রূপান্তর সম্পন্ন হয়: "ভায়োলেট কার্পেণ্টার" থেকে "ভায়োলেট সি" এবং পরিশেষে, "ভায়োলেট"।

চার তারিখের ভোর হওয়া মাত্রই এখানে-ওখানে বাচ্চা ছেলেরা পট্‌কা ফাটা'তে শুরু করল। কিন্তু অচিরে পট্‌কার শব্দের সঙ্গে এসে যোগ হ'ল একটা তীব্র, আকস্মিক বজ্রপাত সহ ঝড়ের শাঁ শাঁ শব্দ। সারা শহরে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার ঝড়ও বয়ে গেল, কারণ চার তারিখের ওই বাৎসরিক "উৎসব" ও বনভোজন ওখানকার সামাজিক জীবনের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বৃষ্টি হ'লে সব কিছু পণ্ড হবে। একদল লোক জানালেন দিনটিতে যাতে আবহাওয়া ভালো থাকে সেজন্য তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন, যদিও প্রেস্‌বিটেরিয়ান গির্জার যাজক শ্রীযুক্ত লায়ালের মত ছিল যে প্রকৃতির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে মানুষিক পরামর্শ অনুচিত, সেটা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হাতেই ছেড়ে দেওয়া মঙ্গল। এই দিনটিতে বিশ্বাসীদের প্রার্থনা-বলেই হোক কিম্বা সর্বশক্তিমানের শুভেচ্ছায়ই হোক, বেলা ন'টা নাগাদ আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। দুপুরে খট্‌খটে রোদে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শহর ও

আশপাশের পথঘাট। বাঁচাযের জঙ্গলে, যেখানে ঝোপঝাড় ভেজে তখনো বৃষ্টির জল ঘেসো জমি ভিজিয়ে দিতে পারেনি, প্রখর রবিকর যথেষ্ট আলো, তাপ ঢেলে দি'ল।

কার্পেণ্টার-গৃহে ক্যাটি দারুণ খোশমেজাজে। যে কোনও পিক্‌নিক্, ছোটখাটো হ'লেও, ক্যাটিকে যেন রন্ধন-যুদ্ধে আহ্বান করত। এই বাৎসরিক উৎসবের মত বৃহৎ ব্যাপারে ক্যাটির সমস্ত সুপ্ত ক্ষমতা যেন জেগে ওঠে। রান্নাঘরের টেবিল বোঝাই হয়ে গেল খাদ্য বস্তুর জমায়েতে: ভাজা মুর্গী, 'ভীল্ লোফ্', 'রুবার্ব' পাতায় ঢাকা আলুর স্যালাড, ডিম, ঝাল-দেওয়া বীট, চেরীর পিঠে, দুবকম কেক্ এবং এ ছাড়া মাখন-মাখানো রোল আর জ্যাম্ ত' আছেই। ভায়োলেট আর ক্যাটি দুজনে মিলে দুটো বাস্কেট ভ'রে ফেলে, বড়টা ভায়োলেট ও মাইকের জন্য, আর ছোটটা ক্যাটির জন্য। ক্যাটি তা'র ক'জন সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে খাবে।

ঠিক আড়াইটের সময় মাইক্ এলো। লিনেনের স্যুটে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে তা'কে। ভায়োলেট তা'কে অভ্যর্থনা জানায়; দুজনের চোখেই প্রদীপ্ত উৎসাহ।

"খুবই ভালো লাগছে আমার এখানে" মাইক্ বলে। "বাজী কয়েক বাক্স এনেছি। সেগুলো পিক্‌নিকে না নিয়ে যাওয়াই ভালো। বাচ্চা ছেলেটেলে কেউ হয়তবা নষ্ট ক'রে দেবে। বাজীগুলো কি বাড়ীর ভেতর নিয়ে আসবো?"

"হঠাৎ ফাটবে না ত' কোনওটা?" উদ্বিগ্নভাবে ক্যাটি জিজ্ঞেস করে আড়াল থেকে।

"না, তা হবে না" মাইক হেসে বলে। "রীতিমতো আগুন ধরিয়ে দিলে তবেই ফুটবে ওগুলো, না-হ'লে একেবারে ফুটবেই না। নিনিয়ান ফোটাতে জানে। সে আজ রাত্রে থাকলে ভালো হয়। তাহ'লে নিয়ে আসি?"

"অবশ্যই" ভায়োলেট বলে, "বাসন-কোসনের তা'কে রাখা যায় না, ক্যাটি?"

"বারুদের মধ্যে আমি নেই, ব'লে দিলুম", ক্যাটি বলে, "তবে যদি নিরাপদ মনে করো, ত' রাখতে পারো।"

চার-চারটে বাক্স ভর্তি বাজী। আনন্দে ভায়োলেট চেঁচিয়ে ওঠে।

"ওঃ, কী চমৎকার, এবে খুব ভালো করেছো মাইক! সকলেরই বড় মজা লাগবে। বাজী আমরা বিশেষ দেখতেই পাই না, খালি যা ওই ডাকঘরের সামনে থেকে মিঃ গর্ডন যে দু-তিনটে রকেট ছাড়েন। ওঃ আজকের এই সন্ধ্যাটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

"সে সম্বন্ধে আমিও নিশ্চিত", মাইক্ বলে।

ওরা যখন বীচামের জঙ্গলে পৌছাল তখন বনভোজন পুরোদস্তুর শুরু হয়ে গেছে। গাছের তলায় রঙীন তোয়ালে বিছিয়ে মেয়েরা যে-যার জায়গা স্থির ক'রে নিচ্ছে, সেখানটায় রেখে দিচ্ছেন তাঁদের বাস্কেট ইত্যাদি। পুরুষরা কোট ও কলার খুলে ফেলে একে একে অগ্রসর হচ্ছেন খেলার মাঠের দিকে, যেখানে বেস্‌বল, 'কুয়োট্' খেলা ও নানাবিধ দৌড়-ঝাঁপের আয়োজন রয়েছে। নিনিয়ান ও লুসী, জেরেমি ও পেগি, কেথ্ ও বব্ হ্যালিফ্যাক্স ইতিমধ্যে হাজির হয়ে সামনের দিকেই একটা ছায়াঘন জায়গা বেছে নিয়ে মাইক ও ভায়োলেটের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হ'ল; এবং তারপর পুরুষরা বাস্কেট ব'য়ে ব'য়ে নিয়ে গেল ঝোপের অপর প্রান্তে, যেখানে প্রতিবছর মেয়েরা তাদের একটা বিশেষ জায়গা ক'রে নেয়।

"যাও, পুরুষরা, এখান থেকে যাও", লুসী বেশ গিন্নীপনার স্বরে বলে। "এখন মেয়েরা সব গোছগাছ করবে, খানা বানাবে। আরে সর্বনাশ, কতো খাবার গো! যাও তোমরা, খাবার সময় হ'লে আমরা ডাকব।"

"চ'লে এসো হে" নিনিয়ান বলে। "এখন ওদের আড্ডা জমবে, সুতরাং আমাদের স'রে থাকতে হবে। পরে আমি আইসক্রীম তৈরী করবোখন।" সে উঠে বলে, "বিলি কিংকেড তা'র বরফ-বানানোর মেশিন নিয়ে এসেছে।"

"যথেষ্ট মাত্লামিও নিয়ে এসেছে", জেরেমি বলে। "দেখো না কেমন প্রতিটি জেনানাকে দেখেই টুপি খুলে সেলাম জানাচ্ছে! যতো হুইস্কী পড়বে, ততো ওর ভদ্রতা বৃদ্ধি পাবে।"

"আহা, আমার ক্ষেত্রেও যদি তাই হ'ত!" মুচ্‌কি হেসে মাইক্ বলে এবং সকলে হেসে ওঠে। তাড়াতাড়ি ফিরে দেখে মাইক্ তা'র মন্তব্য মেয়েদের কাছ পর্যন্ত শোনা গেছে কিনা।

কয়েক মিনিট পর হাউঈ ও কিটি এলো। উত্তেজিত ভাবে ওদের অভিনন্দন জ্ঞাপন-করা ও তারপরে নতুন আংটি পরীক্ষা করা শেষ হ'লে, হাউঈ চ'লে যায়

পুরুষদের গোষ্ঠীতে। মেয়েরা আবার গোল হ'য়ে ব'সে আর্টি বোনে ও তার প্রশংসায় মুখর হয়।

"আমি ভেবেছিলুম বিয়েটা সেপ্টেম্বরে হবে, কিন্তু আমার অসুবিধা না-হ'লে আগস্টের শেষ সপ্তাহেই বিয়ে করা হাউঈর ইচ্ছা। অবশ্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করার কোনও কারণ হয় না; হাউঈর ত' চাকরি রয়েছেই দোকানে। নদীর ওপারে স্কাডার্ বাড়ীটা ভাড়া নিতে পারে ও। তোমাদের আর বলব কী, আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছি।"

"সত্যি, বিয়েতে যে কী আনন্দ", না-ব'লে পারে না লুসী, "যদি প্রেম থাকে।"

কিটি গলার স্বরটা একটু নামিয়ে নেয়। "যে রাত্রে, লুসী, তোমার বাড়ী থেকে ফেরার পথে গাড়ী থেকে ছিট্‌কে প'ড়ে গেল হাউঈ আর একেবারে অনড় হয়ে প'ড়ে থাকল, সেই রাত্রে বুঝলাম আমি সত্যই তা'র প্রেমে পড়েছি। তখনই আমি প্রথম অনুভব করলাম। মনে হ'ল ও যদি না বাঁচে ত' আমিও বাঁচতে পারবো না। ও, হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছে হাউঈ। হেনরী সম্বন্ধে। চিরদিন সে আমাদের সঙ্গে থেকেছে......।" ভায়োলেটের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ হয়ে সে থেমে যায়।

"সে যদি আসে ত' নিশ্চয়ই বলবো তাকে" ভায়োলেট সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠে। "ওকে দেখা যায় কি-না লক্ষ্য রাখতে হবে।"

"তারপর হচ্ছে সীনা" একটু ইতস্ততঃ ক'রে পেগী বলে "তা'র কথাটা কি ভেবেছো? গত বছর সে আর জন্ ছিল আমাদের মধ্যে।"

সামান্য যে স্তব্ধতার সৃষ্টি হয়, তা ভেঙ্গে দেয় লুসী। "আমার মনে হয় সীনাকেও আমাদের ডাকা উচিত। তোমাদের কি মনে হয় সে আসবে?"

ফেথের কণ্ঠস্বর কেমন যেন ঠাণ্ডা। "বোধ হয় আসবে।"

কিটি বলে, "আমি তাহ'লে হেনরীকে খুঁজবো। আর, পেগী, তুমি সীনার সঙ্গে আলাপ করো না কেন? ওদের দুজনকেই পেলে আমাদের ভালো লাগবে—চিরদিন যেমন লেগেছে।"

গাছের সারির পেছনে সূর্য নেমে যাচ্ছে আর মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ছে কালো ছায়া, খেলার মাঠ থেকে পুরুষদের ডেকে-নেওয়া হয়। লাল-মুখ, হাস্য

সুখের সবাই এসে যোগ দিল নিজ নিজ দলে। দশজন যুবক-যুবতী অনেক হাসি ঠাট্টার মধ্যে টেবিল-ক্লথের চারপাশে ব'সে গেল এবং আহার্য-সংহারে প্রবৃত্ত হ'ল। অন্য সবার জোড়া বেঁধে বসার পর শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্সের পাশে বসতে বাধ্য হয় লজ্জারুণা কেথ্ আর ইচ্ছা থাক বা না থাক সীনা আর হেনরীও বাধ্য হয় পাশাপাশি বসতে। সীনার টকটকে রঙ একটু ম্লান হয়নি, তা'র একমাথা চুল পাখীর ডানার মতো চক্চক্ করছে পড়ন্ত সূর্যের আলোয়। একজনের পর আরেকজন, এই ভাবে তা'র চোখজোড়া পুরুষদের দেখে চলেছে, সব চাইতে বেশী দেখছে মাইক্কে ও রবার্ট হ্যালিফ্যাক্সকে। চোখের দৃষ্টিতে সীনার সেই স্বাভাবিক নির্ভয় ও নগ্ন আহ্বান। ভায়োলেট লক্ষ্য করে হেন্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় চোখ নামিয়ে নিচ্ছে সীনা আর হেন্রী সীনাকে খুব কমই জবাব দিচ্ছে। এমনিতে হাসি তামাসায় যোগ দিলেও হেন্রী খাবার সময় অত্যন্ত চুপচাপ থাকে।

হঠাৎ ঝোপের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ভায়োলেট, "দেখেছেন, মিঃ হ্যালিফ্যাক্স্ ওই যে জেক্। ওই যে রাস্তার ওপর। একেবারে একলা একলা ঘুরে বেড়াচ্ছে বেচারা।"

হ্যালিফ্যাক্স্ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান।

"এ ত' মোটেই ভালো নয়", তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রকৃত উদ্বেগ ফুটে ওঠে। "আমি ওকে পিক্নিকের কথা বলেছিলাম, কিন্তু ও বললে যে কখনো কোনো পিক্নিকে ও আসেনি। রীতিমতো রাগত ভাবেই কথাটা বলেছিল। তবে বোধহয় মনে-মনে আসবার ইচ্ছে ওর ঠিকই ছিল। আমি কি ওকে কিছু খাবার দিয়ে আসবো?"

তখনি একটা প্লেট্ বোঝাই করা হ'ল খাবারে এবং সেটা নিয়ে বনের মধ্য দিয়ে হনঃনিয়ে এগিয়ে গেলেন শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্স্। সবাই দেখল যে তিনি জেক্কে ধ'রে ফেলেছেন। মনে হচ্ছিল জেক্ যেন প্রথমটা গররাজী হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে খাবারটা নিয়ে একটা গাছের তলায় ব'সে পড়ে।

"হতভাগ্য", ফিরে এসে বলেন হ্যালিফ্যাক্স্। "ওর এইসব ভাব-সাব কাটলে বেচারা একটু সুস্থ হ'ত। কিছুদিন যাবত খাওয়া-দাওয়াও খুব কমিয়েছে। হয়তবা আমার রান্নার গুণেই!"

"সত্যই, বড় করুণ অবস্থাটা", ভায়োলেট ব'লে, "পিক্নিকে অমন একলা

ঘুরে বেড়ানো। তবে এটা ঠিক ওকে যদি আমরা ডাকতুমও, কিছুতেই ও এসে খে'ত না আমাদের সঙ্গে ব'সে। ভয়ানক লাজুক।"

"আসলে একটি বজ্জাত", সীনা ফেটে পড়ে, "আমি চাই, বব্ (বেশ সহজেই নামটা ধরে ডাকে সীনা) ওর ওই নিত্যি শহরে আসাটা বন্ধ হোক। দিন দিন একটি বদমাস তৈরী হচ্ছে!"

"ব'লে দেখতে পারি", হ্যালিফ্যাক্স আস্তে বলেন, "তবে কোনও কাজ হবে কি-না জানি না। শ্রমিক হিসাবে ও প্রথম শ্রেণীর, কিন্তু ক্ষেতের কথাবার্তা ছাড়া ওর কাছে অন্য কথা বলার সুযোগই নেই আমার। ছেলেটা অদ্ভুত প্রকৃতির।"

"তাতে সন্দেহ নেই" সীনা জোবালোভাবে বলে। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর হেড-অফিসে গণ্ডগোল আছে।"

দলের এক প্রান্তে নিনিয়ানের চিৎকার শোনা যায়, "আইসক্রীম"। যেন অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায় সে। "এখন বলো তোমাদের কা'র কী গন্ধ লাগবে। আইসক্রীম নানান গন্ধের হবে,—লুসীর বেশ ক'টা পাত্র রয়েছে। আর, দেখছি যে বিলি কিংকেডের মেজাজটাও বেশ শরীফ্। এখন বলো কে-কে ভ্যানিলা চাও।"

পুরুষরা কাতরোক্তি ক'রে, মেয়েরাও হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠে। মাইক্ সকলের বক্তব্যটা ব্যক্ত করে।

"একটু দয়া করো, নিন।" সে বলে। "কেক্ আর চেরীর পিঠে সহযোগে এই খাওয়া শেষ করে কী ক'রে তুমি আইসক্রীম নামটা নাও?"

নিনিয়ান হাসে। "তাহ'লে বলি শোনো। আমি বিলিকে দিয়ে ছোট এক বাক্স জমিয়ে নেবো, সেটা ভায়োলেটের বাড়ী নিয়ে যাবো এবং বাজী-পোড়ানোর পর সদ্ব্যবহার করবো। কেমন?"

"আর সে-সঙ্গে চালাবার মতো কেক্ও আমাদের ঢের রেয়েছে", লুসী বলে।

"যদি কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে আমার আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়", মাইক্ প্রতিবাদের সুরে বলে, "তবে সেটা নিশ্চয়ই এখানকার হাওয়ার গুণে!"

"হাওয়া সত্যিই গুণী এখানে", নিনিয়ান হাসে। "সময়মতো তোমাকে বলবো এখানকার সেই সব নরনারীর কথা যাঁরা আশী-নব্বুই-এও দিব্যি

ঝকমারি রঙীন দেখাতে লাগল। তারপর শ্বাসরোধী উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষমান নরনারীর সামনে মাইক তা'র প্রথম 'ভূত-বাজী'তে অগ্নিসংযোগ করল এবং দারুণ শব্দ ক'রে সরু আলোর রশ্মি মাটি থেকে উঠে গগন বক্ষে ধাবিত হ'ল, সপ্তবর্ণ ছোট-ছোট বৃত্তে ভেঙ্গে পড়ল এবং পরিশেষে সোনালী ঝিকিমিকি ছড়িয়ে নিভে গেল। অপূর্ব বাজী, সকলেই স্বীকার করে এবং হাততালি দেয়। কিন্তু সবব উল্লাস ক্রমে থেমে যায় এবং বিস্ময়াবিষ্ট এক আনন্দাতিশয্য দর্শকদের মূক ক'রে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে আকাশে, যেখানে একের পর এক রকেট উঠছে আর ফেটে পড়ছে রূপকথার রং বৃষ্টি ক'রে। ছোট ছেলেরা এসে রাস্তায় ভীড় করেছে, বয়স্করাও যোগ দেন। এই আশাতীত প্রমোদেব স্বাদ পেয়ে সকলেই মুগ্ধ।

অবশেষে এক লম্বা বিরতি।

"এই রে, মনে হচ্ছে সব শেষ হয়ে গেছে" সখেদে বলে হাউঈ।

"না, না, এখনো হয় নি। ওই ত্যাখো।"

মাইক্ ও নিনিয়ান অত্যন্ত যত্ন সহকারে কিছু একটা যেন দেখে-দেখে বারবার এগোচ্ছে আব পেছোচ্ছে। তারপর ঘটল বিস্ময়কর এক ঘটনা। লোহার বেড়ার ওপব জেগে উঠল একটা ছোট নায়াগারা জলপ্রপাত। আঁৎকে ওঠে কেউ, কেউ চিৎকার করে, কেউ বা হুল্লোড়ে অধীব হয়। তারপর যখন রঙীন জলের স্রোতে সব ক'টা ঢেউ ম'রে যায়, তখন লন্ আব রাস্তা থেকে বাহবা আর করতালিধ্বনি যেন কান কালা ক'বে দেয়। মাইক্ এই আতিশয্যে রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়ে।

"কী মজা!" সে ভায়োলেটকে বলে, "স্বপ্নেও ভাবিনি যে ব্যাপারটা এইরকম অভিনব হয়ে উঠবে!"

"সত্যই অপূর্ব!" ভায়োলেট আন্তরিকভাবে জানায়। "আগে কখনও এখানে এমনতর কিছু হয়নি। শুধু একবাব ভাবো কতো লোককে তুমি আজ আনন্দ দিলে। কী ক'রে যে তোমায় ধন্যবাদ জানাবো!"

"তা বোধহয় খুব শক্ত হবে না", মাইক্ অর্থপূর্ণ স্বরে বলে, আর ভায়োলেট যেন শুনেও শোনে না।

ভায়োলেট শুনতে পায় হেন্‌রী নিনিয়ানকে বলছে যেতে যেতে, "অনেক টাকা খরচ হয়েছে!"

"অনেক" নিনিয়ান বলে। "তবে তা'তে ভাববার কিছু নেই। যথেষ্ট আছে ওর।"

"ও, আছে বুঝি?" যেন অবাক্ হয়ে গেছে হেন্‌রী।

"তা' আছে", ব'লে নিনিয়ান বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায়। সে আর লুসী আইসক্রীম-পরিবেশনে ভায়োলেটকে সাহায্য করবে।

চাঁদ উঠেছে। ওরা সকলে পাত্‌লা চাঁদনীর আলোয় সিঁড়ির ওপর কিম্বা লনে ব'সে আইসক্রীম খেতে থাকে। কারোরই খিদের অভাব নেই। খাওয়া ও কথাবার্তা দিব্যি চলে। তারপর বাজীর ভস্মাবশেষ সাফ ক'রে ফেলে পুরুষরা এবং মধ্যরাত্রি নাগাদ সকলে এসে গেটে জড়ো হয়ে, ধন্যবাদ ও বিদায় জ্ঞাপন শেষ করে। কে যেন হঠাৎ গাইতে আরম্ভ করে, "মধুর দিনের অবসানে" গানটা, এবং একটু পরেই সকলে যোগ দেয় গানে। উচ্চাঙ্গের একটি গান হ'ল, কারণ দলে কয়েকটি ভালো গাইয়ে রয়েছে। সমবেত সঙ্গীতটা তাদের নিজেদের এতোই ভালো লাগে যে তা'রা গোড়া থেকে আবার গায় গানটা। উন্মন নিদাঘ রজনীতে তাদের সেই গানের রেশ মিলিয়ে যেতেই রাস্তার পাশের বারান্দাগুলি থেকে অজস্র করতালি শোনা যায়। তারপর গাড়ীর চাকার শব্দ আর পদধ্বনি আস্তে আস্তে শেষ বিদায় সম্ভাষণের সঙ্গে স্তব্ধ হ'য়ে আসে। মাইক্ ও ভায়োলেট ধীরে ধীরে বারান্দায় ফিরে এসে দাঁড়ায়।

"আমি আর একটু থাকলে কি আপত্তি করবে?" মাইক্ জিজ্ঞেস করে।

"নিশ্চয়ই না। থাকো।" ভায়োলেট বলে কেমন যেন শঙ্কিতভাব নিয়ে।

দুজনে কাঠের দোলনায় বসে। দোলনা আস্তে আস্তে দোলায় তাদের।

"আজকের দিনটা আমার কাছে এক আনন্দঘন দিন আর তার মধুরতম মুহূর্ত এখন এসেছে", মাইক ব'লে চলে, "তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। তোমার হয়ত মনে আছে সেদিন ব্রিজ তৈরী, স্কাইস্ক্রেপার-বানানো ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা বলেছিলাম?"

"হ্যাঁ, মনে আছে", ভায়োলেট জবাব দেয়।

"সে-সব ইচ্ছে আমি ছেঁটে বাদ দিয়েছি। আকাশ-কুসুম, আর বড্ড দেরীও ক'রে ফেলেছি। কলেজী পড়া আমি শেষ করিনি। ছাত্রও নই, কাজেই প্রকৃত এঞ্জিনিয়ার কখনই হতে পারবো না। আর ছোটখাটো কোন

কাজও আমি করবো না জানি। অতএব, ওই আচারের ব্যবসাই শক্তি এবং ওতেই লেগে থাকবো।" একটু হাসে মাইক্। "আর ছাত্র না হলেও একটু চেষ্টা করলেই ভাল ব্যবসায়ী হবার যোগ্যতা আমার আছে। আগামী হপ্তা থেকে বাবা আমাকে বিক্রির ব্যাপারে বাইরে পাঠাচ্ছেন, তাই বেশ কিছুদিন আর এদিকে আসা হবে না আমার। এতে আমার খারাপ লাগবে যদিও", সে বলে।

"বাঃ, সত্যই মাইক্ তুমি খুবই বুদ্ধিমান", ভায়োলেট বলে, "নিজেদের ব্যবসায়েই লেগে থাকছ। এ সুযোগ কজনেরই বা আসে?"

"তা ঠিক, এবং আগে যতটা খারাপ লাগত, এখন আর ততোটা খারাপ লাগছে না এই মতলবটা। আমরা এখন ব্যবসা বাড়াচ্ছি, অন্য অনেক খাদ্য দ্রব্যও তৈরী করছি। যাই হোক, মানুষের জন্য মুখরোচক খাদ্য বানানো ত' খারাপ উপজীবিকা নয়। অবশ্য, খাদ্যগুলো ভালো যদি হয়। কী বলো, ভায়োলেট?"

"ঠিক কথা।"

"এক-এক সময় মনে হয় আরো বিদ্যাচর্চা হ'লে ভালো হ'ত। কিন্তু বই-পড়া লোক ত' আমি নই, জানোই। অথচ তোমার বাড়ীর ভেতর এলে—তোমার সঙ্গে কথা বললে ত' বটেই—আমি বেশ বুঝি তুমি বইয়ের জগতে থাকো। তোমার সম্বন্ধে একটা গোপন তথ্য আমি জানি, আর জানি ব'লে, একটু ভয়ও পাই।"

"কী এমন সেই তথ্যটি", ভায়োলেট বলে, যদিও আন্দাজ করতে পারে কী, এবং একটু অস্বস্তি বোধ করে।

"তুমি কবিতা লেখ। নিনিয়ান আমাকে বলেছে।"

"এই কথা।" ঈষৎ রাগতঃ ভাবে ভায়োলেট বলে। "ওঃ কী ক'রে ফেথ্ ওদের বলল। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কাউকে বলবে না……"

"ফেথ্ বলেনি।" ও আর লুসি ব্যাপারটা ধরেছিল। তোমার একটা বইয়ের মধ্যে ওরা এক টুকরো কাগজ পায়। বইটা ওদের পড়তে দিয়েছিলে। হাতের লেখা দেখে নিনিয়ান বোঝে কবিতাটা তোমার স্বরচিত আর কবিতাটা ওর দারুণ ভালো লাগে। ও অবাক্ হয়ে যায়। কাজেই বুঝছো কেন আমি ভয় পাই।"

"ভয় পাবার কি আছে", আন্তরিকভাবে বলে ভায়োলেট। "আমি সেই বাচ্চা বয়স থেকে কবিতা লিখতে ভালোবাসি। এখনও ভালোবাসি। এর জন্যে আমাকে একটা স্বতন্ত্র কিছু ভাবা কি নিছক বোকামি নয়?"

"তা আমি জানিনা", মাইক বলে। "এর জন্যে হয়ত দুজনের মাঝখানে একটা ব্যবধান গ'ড়ে ওঠে, কিন্তু আমি চোখের সামনে দেখতে চাই একটা সোজা, সুন্দর রাস্তা, যাই হোক, যত শিগ্‌গির পারি এখানে আবার আসবো, তুমি যদি আপত্তি না করো। কেমন?"

"আচ্ছা", ভায়োলেট বলে একটু ইতস্ততঃ ক'রে। "তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে ভালোই লাগে।"

"ধন্যবাদ", মাইক বলে। "শুনে ভালো লাগল। বলাই বাহুল্য তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আমার এখানে আসা, তবু এ পুরোনো শহরটাও আমার ভালো লাগে। কী যেন একটা আছে এখানে আর তোমাদের জীবন যাত্রায় এমন কিছুর স্বাদ আমি পাই যাতে একটা শান্তির স্পর্শ আছে। চিরদিনই আমি অশান্ত। ওই যে গেটের সামনে জড়ো হয়ে সকলে মিলে গাওয়া মন মাতানো 'মধুর দিন' গানটি বিদায় কালে চমৎকার মানিয়েছিল; কিন্তু আমার যে পরিচিত বিশ্ব তা'তে ওটা বোকামি বৈ কিছু নয়। এখানে তফাৎ একটা সত্যই অনুভূত হয়।" একটু থেমে কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলে, "আশা করি, গানের প্রতিশ্রুতিমতো আমিও একজন বন্ধু হয়ে গেছি।"

আবেগকম্প্র ভায়োলেট তা'র হাতখানি বাড়িয়ে দেয়।

"নিশ্চয় হয়ে গেছো!" ভায়োলেট বলে।

মাইক্ হাতটা চেপে ধরে উঠে দাঁড়ায়। "বেশ! এই যথেষ্ট—বোধ হয় এতোটার যোগ্যও আমি নই। আমি ত' আচার বিক্রি ক'রে ফিরবো,—মাঝে মাঝে মনে করো আমাকে। ভালো কথা, আচার কি তোমার ভালো লাগে?"

"খুব" ভায়োলেট বলে।

"আমি কিছু পাঠাবো। চিরাচরিত রীতির বদলে আমি মিষ্টি লোকের কাছে টক্ আচার পাঠাবো।"

বিদায়কালে কথাটা নিয়ে দুজনেই হাসে। গেটের কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাইক্ হাত নাড়ে, তারপর গাড়ীতে স্টার্ট দেয়। মাইকের গাড়ী উধাও হয়।

সদর বন্ধ ক'রে ভায়োলেট সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে, মনটা কেমন ভারী যেন তা'র। আবার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত—বেছে নেওয়ার প্রশ্ন। মাইককে বেশী জানেনি বটে, কিন্তু মাইক্ নিজের মনোভাব স্পষ্টই প্রকাশ করেছে। সামান্য উৎসাহ পেলেই একদিন সে প্রেম নিবেদন করবে, তারপর আনবে বিয়ের প্রস্তাব। তা'র নারী হৃদয়ে এটুকু সে নিশ্চিতভাবে জেনেছে। কিন্তু তবু তাকে কেউ কামনা করেছে, এ জেনেও আনন্দে উৎফুল্ল হ'তে পারছে না সে। এখন ত নয়ই। ডেস্কের চিঠি-রাখার দুটো খুপরীই ভ'রে-ওঠা ফিলিপ হ্যাভারশ্যামের চিঠির দিকে তাকিয়ে মাইকের কথা ভেবে উৎফুল্ল হতে পারে না সে। সে সব কিছু মনে মনে আলোচনা করে। মাইক্ সত্যই ভদ্রলোক, নিনিয়ান ঠিকই বলেছে। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন চালাক সে বটে, যদিও স্বভাবটা তা'র হাল্কা। তা'র সঙ্গে থাকলে মজা লাগে। এক কথায়, বেশ লোকটি! আর, রীতিমতো পয়সাওয়ালা লোকও সে এক'দিন হবে। এখনিই ত' অবস্থা তা'র বেশ ভালো। লম্বা একটা শ্বাস টানে ভায়োলেট। সে বিষয়ী প্রকৃতির নয় সত্য, তবু পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য থাকার একটা আনন্দ আছে। কখনও কখনও তা'র মনে হয়েছে অর্থ ই সকল মঙ্গলের মূলে, অনর্থের মূলে নয়। আপেল বাগিচা বিক্রির কথা মনে হলেই কথাটা ভেবেছে সে। প্রকৃত আশীর্বাদ বহন করে নিয়ে আসার ক্ষমতা অর্থের রয়েছে। এটুকু মানতেই হয়।

কিন্তু এসব কথা মেনে-নেবার পরও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয় তা'কে আবার। নিঃসন্দেহে মাইকের সঙ্গ আনন্দদায়ক, কিন্তু গভীরতর জীবনবোধের ক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত উত্তেজনায় মনের উদ্দেশে মনের ছুটে যাওয়ার আগ্রহ মাইকের ক্ষেত্রে সে বোধ করবে না অথচ এই অনুভূতির আকর্ষণ ভায়োলেটের কাছে দুর্দম। এই অনুভূতির সঙ্গে প্রকৃত প্রেমের মিলনে তার হৃদয়ের পরমতম আকাঙ্ক্ষা মিটাবে। তা ছাড়া নয়। মাইকের সাহচর্যে সে কখনও অনুভব করবে না সেই দুরন্ত জলকল্লোল কিম্বা শুনবে না বুলবুলের গান। কিন্তু অতোটা চাওয়া কি তা'র ঠিক? সুখ ত' অনেক ধরনেরই হ'তে পারে।

শোওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় ভায়োলেট। স্তব্ধ অন্ধকারে শুয়ে সে ভাবতে আরম্ভ করে মাইকের কথা: ভবিষ্যতে যদি মাইকের সঙ্গে তা'র বিয়ে হয়, কী সুখ লভ্য হবে তা'র। ঘুম আসে না ভায়োলেটের। অবশেষে বিছানা

থেকে উঠেই পড়ে সে, আলো জ্বালে, ফিলিপের শেষ চিঠিখানা বার ক'রে পুনর্বার পড়ে সেটা। আবার আরো একবার পড়ে।

চার তারিখের ঘটনাগুলি আলোচনা করবার জন্ত পরদিন ফেথ এলো। ফেথের মুখেচোখে কেমন একটা ঔজ্জ্বল্য, ভায়োলেট লক্ষ্য না ক'রে পারে না।

"মনে হয় মিঃ হ্যালিফ্যাক্সের কাল বেশ ভালই লেগেছিল", একটু চিন্তা ক'রেই যেন বলে ভায়োলেট।

"ওঃ তা'তে কোনও সন্দেহ নেই", ফেথ জবাব দেয়। "নিজ মুখেই ত বললেন। খামারটা ওঁর খুব ভালো লেগেছে আর, আর এই গ্রাম্য সমাজটাও। হ্যাঁ, ভদ্রলোক সঙ্গীত ভালোবাসেন! অবশ্য নিজে ঠিক কিছু জানেন না সঙ্গীতের, কিন্তু সঙ্গীতপ্রিয়। যার ভালো লাগে, তা'কে শুনিয়েও সুখ, কী বলো?"

"অর্থাৎ উনি তোমাদের বাড়ী গেছেন এর মধ্যে?" না-ব'লে পারে না ভায়োলেট।

"হাঁ, বেশ কয়েকবার। তবে নেহাত সকলের সঙ্গে দেখা করতে আসা।" ফেথ্ বেশ গুছিয়েই বলে কথাটা। "হাঁ, ভী, শোনো, একটা প্রশ্ন রয়েছে আমার। এই রবিবার রাত্রে গির্জাতে তুমি কি কোনও গান গাইতে পারবে? জানই ত সন্ধ্যায় গিজাতে যাতে জমায়েতটা বেশ ভালো হয়, বাবা সেজন্ত খুব চেষ্টা করছেন। আজকাল অনেক নতুন লোক আসছে—গাঁয়ের ভেতর দিক থেকে অনেক নতুন মানুষ আসছে গির্জাতে। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করো নি?"

"হ্যাঁ, করেছি। দেখে খুব অবাক্ও হয়েছি।"

"এখন, বাড়তি গান দু একটা বেশ ফল দেয়, নিশ্চয় জানো। কিন্তু আমি আমার দলটিকে এ হপ্তার জন্যে এক ওই প্রভাত-গীতি ছাড়া আর কিছু তৈরী করাতে পারলাম না। কাজেই আমি ভাবলুম যে তুমি যদি গাও……"

"একা-একা! জানোই ত' একক কণ্ঠের গান আমি সুবিধা করতে পারি না। তবে, মিনি ডিলিং আর আমি, দুজনে একটা দ্বৈত সঙ্গীত গাইতে পারি। আমাদের দুজনের গলা বেশ ভালই মেলে। দেখি, কোন একটা গান বেছে নেব, আর ওর সঙ্গেও যোগাযোগ করি।"

"সহস্র ধন্যবাদ। যখনি বলবে তোমাদের সঙ্গে বাজিয়ে রিহার্সাল দে'ব আমি। গির্জাতে যখন অর্ঘ্য-গ্রহণ হবে, তখন আমি বাজাবো, আর তারপর তোমাদের বিশেষ গানটি হবে। বেশ নতুনত্ব হবে আর গির্জার কাজটাও একটু বেশীক্ষণ পর্যন্ত টানা যাবে। কিছু নতুন করলেই বাবার ভাল লাগবে।"

দুজনেই টের পায় তাদের কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ ভাব রয়েছে। বব্ হ্যালিফ্যাক্স সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলতে চায় না ফেথ্, মাইক্ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলেই কায়দা ক'রে এড়িয়ে চলে ভায়োলেট। ইতিপূর্বে পরস্পর তা'রা যে প্রাণ খুলে কথা বলেছে তা'র বিষয়বস্তু ছিল ধোঁয়াটে আশা বা উদ্বেগ, কিম্বা, অপার্থিব প্রেমের কল্পনা। কিন্তু প্রকৃতই যখন রক্তমাংসের পুরুষ দেখা দি'ল দৃশ্যপটে, তখন দুজনেই গোপনতা অবলম্বন করতে শুরু করল।

সেদিন বিকালে বৈঠকখানায় ব'সে ভায়োলেট তা'র পুরানো গানের বই ঘাঁটতে থাকে, ফেথের অনুরোধমতো কোনও গান যদি খুঁজে পায়। দারুণ গরম সারা পাড়াটাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হঠাৎ মাড-দেওয়া পেটি কোটের খস্ খস্ শব্দ ভায়োলেটকে চমকে দেয়ঃ ক্যাটি দৌড়ে এসে ঘরে ঢোকে, তা'র মুখ লাল, কালো চোখ দুটো ধক্ ধক্ করছে।

"ভা'লেট, খিড়কির দরজায় একজন এসেছে, শুধু তোমার সঙ্গেই কথা বলতে চায়। কে জানো? জো হিক্স্! বোধ হয় পকেটের মধ্যে পাখীটাও রয়েছে ওর,—নয়ত এসেছে কেন? আমার মতে ওর ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হয় যে সত্যি অপরাধ করেছে ও। কথা বলার সময় কী রকম তোতলামি, কী আম্‌তা আম্‌তা ভাব। আমি অন্ততঃ দশবার ম্যারী জ্যাক্‌সন্‌কে বলেছি যেখানে এতোই ধোঁয়া, আগুনও নিশ্চয় আছে। আর দেখো হাজির......"

"ক্যাটি," ভায়োলেট ব'লে ওঠে, "যদি আমার সঙ্গেই দেখা করার জন্য এসে থাকে, এখানে পাঠিয়ে দাও ওকে।"

"এইখানে?" ক্যাটির দুশ্চিন্তার হেতু অবশ্য পরিকল্পনার সামাজিক অভব্যতা নয়, আসলে বৈঠকখানায় কথাবার্তা হ'লে শুনতে পাবে না সে, এতেই তার হতাশা।

"ওকে এই বৈঠকখানায় নিয়ে আসাটা খুব যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না", যেতে-যেতে বিড়বিড় ক'রে বলে ক্যাটি।

দারুণ আনন্দে উদ্বেল হয় ভায়োলেট। মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। যদিও সকলের কাছে বেশ জোর দিয়েই বলেছে সে যে চুরির ব্যাপারে জো নিরপরাধ, তবু নিস্তব্ধ নৈশ অন্ধকারে জো-র সম্পর্কিত তথ্যাদি বিচার ক'রে বহুবার সন্দেহের নানান উঁকি ঝুঁকি তার মনেও দেখা দিয়েছে। সত্যই কি চুরি করেছে জো? ও ব্যাপারে তার সঙ্গে কোন কথা না বলে ভায়োলেট কি বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে? ভায়োলেটের সদয় মনই কি ওই সম্পদ পুনরুদ্ধারের পথে শেষ পর্যন্ত অন্তরায় হচ্ছে? অন্ধকারে ব'সে ভেবেছে অনেকবার ভায়োলেট। এখন, নিজে থেকেই জো তা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নিশ্চয়ই সে দোষ স্বীকার করবে! যদি, সকলের যা সন্দেহ তা-ই ক'রে থাকে সে—অর্থাৎ পিট্‌সবার্গে পাখীটি বন্ধক রেখে এসে থাকে,—তা'হলেও এখনো পাখীটা পাওয়া যেতে পারে। কিম্বা, যদি বেচে দিয়েও থাকে, তাহলেও হয়ত সন্ধান-করা সম্ভব হবে। বুকটা যেন লাফিয়ে ওঠে ভায়োলেটের।

জো এসে উপস্থিত হয়। ছোট খাটো, সাদামাঠা চেহারার মানুষটি। কেমন যেন ভয়-ভয় ভাব; থেকে-থেকে মুখের মাংস কুঁচ্‌কে উঠছিল উত্তেজনায়।

"এসো, জো," ভায়োলেট সাদর অভ্যর্থনা জানায়, "আমার সঙ্গে কথা বলবে?"

পেছন দিকে তাকায় জো। "এই দরজাটা বন্ধ করা যায় কি, ভায়োলেট? আমি গোপনে কথা বলতে চাই।"

সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বন্ধ করে ভায়োলেট বৈঠকখানা আর হলের মধ্যকার দরজাটা। "এখন আমরা একেবারে একা, জো; বসো, বসে বলো কী তুমি বলতে চাও।"

চেয়ারের কানার ওপর বসে জো। কিছুক্ষণ যেন তা'র জিবের জড়তা কাটতে চায় না।

"ভয় পেয়োনা, জো। যা-ই হোক, আমার কাছে বলতে লজ্জা বা ভয় পাবার কিছু নেই।"

জো অতিকষ্টে ঢোক গেলে। "ব্যাপারটাই ত' তা-ই, ভায়োলেট। আগেই তোমার কাছে আসতে চেয়েছি, কিন্তু দারুণ লজ্জা করেছে। খালি ভেবেছি যে কী ক'রে কথাগুলো নিজ মুখে জানাবো। এই খালি ভেবেছি। কিন্তু যখন ঘটনাটা এতোদূর গড়া'ল যে প্রতিটি লোকই দেখছি আমার বিরুদ্ধে

এখন, আর সহ্য করতে পারলাম না। তাই এলাম, যা-ই তুমি আমাকে ভাবোনা কেন, বলতে তোমাকে হবেই আমায়।"

বক্তার প্রতিটি বাক্য যেন ভায়ালেটের অন্তর্লোক আলোড়িত করতে থাকে। তাহ'লে জো-ই! অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য।

"এসে তুমি ঠিকই করেছো। যা বলতে চাও বলো।"

"দেখো, তোমার মতো একজন তরুণীর কাছে পুরুষ হয়ে কথাটা বলাই আমার পক্ষে কষ্টকর। মানে খুব ভদ্র ভাবে হয়ত বা ব'লে উঠতেও পারবো না। আমাকে ক্ষমা করো যদি কোনও অভদ্রতা প্রকাশ পায়, তবে চেষ্টা করবো আমি যতদূর পারি।"

জো-র দৃষ্টিতে মিনতি ফুটে ওঠে। তা দেখে ভায়োলেটের আন্তরিক আনন্দের স্রোতে যেন ভাঁটা পড়ে। এইভাবে যে জো শুরু করবে তা সে আশা করে নি।

"বেশ, জো, এখন বলো।"

"শোনো তবে", জো বলে, "ব্যাপারটা এইরকম। তুমি জানো যে আমার আর আমাণ্ডার বিয়ে হয়েছে আজ দশবছর, কিন্তু সন্তান হয়নি আমাদের। আমাণ্ডা ত' প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। সাধারণতঃ ওর মুখ চোখে কিছু ফুটে উঠতে দেয় না ও। কিন্তু বাত্তিরে কাঁদত। ব্যাপ্‌টিজ্‌মের দিন মাথা ধরেছে ব'লে বা অন্য কোনও অছিলায় গির্জায় যেতে চাইত না ও কিছুতেই। অবশ্য আমি বুঝতাম সবই।"

আবার ঢোক গেলে জো এবং বলতে থাকে।

"সুতরাং আমি ভাবতাম যে দোষ হয়ত বা আমারই, আমি ত' তেমন একটা মরদ নই। এখন, গত মে-মাসে আমি একটা বিজ্ঞাপন দেখি—পিট্সবার্গের একজন ডাক্তার কেবল পুরুষদের চিকিৎসা করে এমন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তা'তে একটা জিনিস ছিল,·· মানে সেটা ঠিক আমার সঙ্গে মিলে যায় · অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছিল···কাজেই আমি ভেবেছিলুম যেভাবেই হোক ওই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা আমার করতেই হবে। আমাণ্ডার জন্যেই।"

"সে ত' নিশ্চয়", ভায়োলেট বলে। গলা যেন বন্ধ হয়ে আসছে তা'র।

"কাজেই আমি স্থির করেছিলুম যে ও বাপের বাড়ীতে গেলে আমি

যাবো। ওকে জানাবো না কখনই। জানতুম টাকাকড়ি কিছু খরচা আছে, তাই একদিন বিকেলে তোমাদের এখানে এসেছিলুম টুরিস্টদের সাইনবোর্ডের টাকাটা নিতে। রান্নাঘরের দরজাটা খোলা ছিল, তাই আমি কড়া নেড়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলুম এবং ডাকলুম। কিছুক্ষণ সাইমনকে নিয়ে দোলনা চেয়ারটায় ব'সে থাকলুম। আর তারপর কেউই এলো না দেখে উঠে পড়লুম। পরদিন ভোরের ট্রেনে চ'লে গেলুম পিট্স্বার্গে। আমার দোকানে একটা ছোট বাক্স ছিল যাতে আমি পেরেক রাখতাম, সেই বাক্সে ক'রে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে গেলুম। রেস্টুরেন্টের খরচা বাঁচাতে চেয়েছিলুম। সেই বাক্সটাই মুড়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম। বুঝতে পারছো, ভা'লেট ?"

"হ্যাঁ" ভায়োলেট বলে। কণ্ঠস্বর কেমন যেন শোনায়।

"সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে দুপুর পর্যন্ত আমি সেই ডাক্তারের ঠিকানা তল্লাস ক'রে ফিরলুম আর যখন পেলুম খুঁজে তখন ডাক্তার সেখানে নেই! সত্যই আমি একেবারে মুষড়ে পড়েছিলুম। আমি ডাক্তারের সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করি কাছের একটা ছোট দোকানে! দোকানীটা বললে যে ডাক্তার চ'লে গেছে, কোথায় গেছে সে জানে না। সে আরো বললে যে প্রকৃত ডাক্তারই নয় লোকটা। দোকানী আমাকে তা'র দোকানের ভেতর ব'সে খেয়ে নিতে দি'ল। তারপরই আমি সোজা স্টেশনে গিয়ে ফিরতি ট্রেন ধরি। এই হচ্ছে আমার কাহিনী।"

"কিন্তু, কেন, জো, তুমি সকলকে এই কাহিনীটা বলোনি সরাসরি—যখন দেখলে যে লোকে তোমাকে সন্দেহ করছে ?"

"বলবো কী ক'রে ?" সলজ্জভাবে বলে জো, "বলা মানেই ত আমার শহরে যাবার কারণও বেরিয়ে যাবে। এ পাড়া ত' জানোই। নিজেরা যতদিন না আসল কথাটা জানতে পারবে, ততদিন সন্দেহ করা ওদের বন্ধ হবে না। আর, আমিও একথা কাউকে জানাবো না।"

"তুমি ঠিকই বলেছো", ভায়োলেট ধীরে কথা বলে, "কিন্তু তোমার বদনামটা দূর করতেই হবে কোনও উপায়ে। আমার সাধ্য থাকলে আমিই এ কাজের দায়িত্ব নেব। আচ্ছা, জো, যদি বলা যায় যে তুমি স্পেশালিস্টের কাছে গিয়েছিলে তা'তে লোকে বিশ্বাস করবে ঠিকই, আর বেশী ক'রে খুলে বলতে হবে না তোমাকে।"

জো সবিস্ময়ে ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় ভায়োলেটের দিকে।

"ব্যস্, এই ত' চমৎকার পথ বাৎলে দিয়েছো! ওঃ, আমার মগজে এটা একবারও আসেনি! নাঃ, কথ্খনো নয়! সত্যি, কুমারী ভায়োলেট ওইভাবে কথাটা যদি তুমি চালু ক'রে দাও। স্পেশালিস্ট! এই কথাটা যদি প্রথমে আমার মনে আসত, তাহলে অনেকে গণ্ডগোলের হাত থেকে বাঁচতে পারতুম আমরা। তবু ভাবছি…"

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জো। তা'র মুখে ফুটে ওঠে এক স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য। জো-র হাসি-হাসি মুখটা দেখে ভায়োলেট বোঝে যে অমন মুখখানা দিয়ে কোন নারীর ভালোবাসা জাগাতে পারাই স্বাভাবিক।

"গণ্ডগোলের জন্য কোনও দুঃখ নেই আমার। বরং মনে হয় এমনটা হয়ে ভালোই হয়েছে। কাহিনীর অবশ্য একটুখানি এখনো না-বলা রয়েছে। অবশ্য পুরুষ হয়ে তোমার মত মেয়েকে রুচিসম্মত ভাবে ব্যাপারটা বলতে পারব কিনা জানি না। আমাণ্ডা বলে যেন বাইবেলের ঘটনার মত অলৌকিক কিছু আবার ঘটেছে! তাব মতে আমাদের প্রতি অবিচারের জন্যে ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। এখন, সেটা যে অসত্য তা বলছি না, কিন্তু হয়ত বা এইভাবেও ঘ'টে থাকতে পারে। সারা পাড়া যখন আমার সম্বন্ধে ওই কুৎসিত কথা রটাচ্ছিল, তখন আমরা স্বামী-স্ত্রী খুব কাছাকাছি স'রে এসেছিলুম—অমন নিবিড আমরা কখনো হইনি।…কী ক'রে বোঝাবো জানিনা, ভায়োলেট, কিন্তু এই প্রথম আশা হচ্ছে আমাদের! বোধ হয় বুঝতে পারছো কী বললুম", জো বলে।

"নিশ্চয় পারছি, জো। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে তোমাদের কথা ভেবে!"

"আনন্দ? তা হতেই পাবে! আমাণ্ডা ত' এক ওই হীরে পেয়েছে, তা'রপর আবার 'আশা', সে বলে যে এখানকার চাইতে স্বর্গও শ্রেষ্ঠ নয়। আর এখন যদি আমার নাম থেকে বদনামটা কেটে যায় —"

"আংটি!" ভায়োলেট চেঁচিয়ে ওঠে। "ওটার কথা ভুলেই গেছিলাম। ওইটের জন্যই লোকে তোমায় সন্দেহ করেছে, জো। বুল্বুল্-চুরির পরই ওই আংটি-লাভ!"

"না, সে রকম কিছু করি নি আমি।" জো বলে। অতি সুন্দর, একটা

সাদা সাটিনের গদি-দেওয়া ছোট্ট বাক্সটা আংটি সমেত তোমার পাখীচুরির এক মাসে আগে, ওটা আমি আমার একটা মোজার মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম। দশ বছর ধ'রে জমাতে হয়েছিল আমাকে ওই আংটির জন্যে। একটা প্যাঁট্‌রার মধ্যে জমানো টাকা রেখেছিলুম আমি চিলে কোঠার ভেতরে। আমাণ্ডা কিছু জানতে পারেনি কখনো। পঞ্চাশ ডলার হ'লে, হ্যারিস্‌ভিলে গিয়ে ওটা আমি কিনে আনি। ওটা এখনো দেখো নি তুমি ?"

"না, তবে আশা আছে শিগ্‌গিরই দেখবো। এটার কথাও তুমি সকলকে জানাও না কেন? অনেক সুবিধা হ'ত তোমার।"

জো র মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে। "অতশত বিতং দিয়ে কী দরকার আমার, কী প্রয়োজন অমন নতজানু হয়ে ওদের বিশ্বাস উৎপাদন করার! সত্যই টাকাটা আমি সৎপথে উপায় করেছি। আমি আংটি কিনেছিলাম, দাম দিয়েছিলাম এবং নিজের স্ত্রীকেই সেটা উপহার দিয়েছি। ওদের যা খুশী বলুক ওরা। এ আমার একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ কাউকে জানাবো না।"

হঠাৎ ভায়োলেটের মনে পড়ে জমিদার হেন্‌ড্রিকের জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি : এই সব শান্তশিষ্ট লোকগুলোও ভয়ঙ্কর রকমের জেদী হয়। জো-র ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে।

আবার জো-র মুখভাব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। "আমাদের মনে আশা জাগার আগে আমার মনোভাব এরকম ছিল। এখন বুঝছি যে নামটা আমার দোষ মুক্ত করতেই হবে।"

সদর দরজা পর্যন্ত ভায়োলেট এগিয়ে দেয় জো-কে এবং বিদায়কালে দুজনে যথেষ্ট হৃদ্যতা নিয়ে করমর্দন করে। ভায়োলেট চ'লে যেতে দেখে জো-কে ; ছোট্ট কাঁধটি নিয়ে জো এগিয়ে যাচ্ছে বুক উঁচু ক'রে। আহা, বেচারী জো! পাড়ার লোক তা'কে বাস্তবিকই বধ্যভূমিতে পাঠাতে চাইছিল, কিন্তু এখন সহজেই সে নির্বিঘ্নে বাড়ী ফিরে আসতে পারবে।

ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে দিয়ে হেঁটে ভায়োলেট উপস্থিত হয় রান্না-ঘরে। সেখানে ক্যাটি আর ম্যারী জ্যাক্‌সন্ চা খাচ্ছিল।

"কী ব'লে গেলো ?" ক্যাটি যেন ফেটে পড়ে।

"বুল্‌বুল্‌টা ফেরত এনেছিল ?" ম্যারী চীৎকার ক'রে ওঠে।

ভায়োলেট রান্নাঘরের টেবিলের সামনে বসে। ম্যারী জ্যাক্‌সন্‌কে এ মুহূর্তে এখানে পেয়ে খুবই সুবিধা হয়েছে তা'র।

"না, তা আনেনি, কারণ চুরি ত' সে করেনি। তবে এসে ও ব'লে গেলো ওর শহরে যাওয়া আর আংটি কেনা সম্বন্ধে সব কথা।"

সমস্ত কাহিনী, যেমনটি জো-র কাছ থেকে শুনেছিল, বলে ভায়োলেট। কেবল একটি পরিবর্তন, সিদ্ধান্ত অনুসারে। যখন ভায়োলেট 'স্পেশালিস্ট' কথাটা উচ্চারণ করল, তখন ক্যাটি ও ম্যারী একসঙ্গে ব'লে উঠল, "হ্যাঁ, তা হতে পারে, ওর হাঁপানির জন্যে। মাঝে মাঝে জো-র হাঁপানি হয়", ক্যাটি বলে।

ম্যারীর লম্বা নাকটা যেন শক্ত হয়ে ওঠে। "তবে কোনও পুরুষমানুষের রোগও হতে পারে। আর তাহ'লে বোঝা'ই যায় ও স্টেশনে কেন অমন রাগ আর বদমেজাজ দেখাচ্ছিল। একটু লাগবেই ত' ওর। আচ্ছা, ভায়োলেট, ওর অসুখটা কী সে-কথা কিছু বললে ও?"

ভায়োলেট ইতস্ততঃ করে। "ও সম্বন্ধে কিছু বলতে ওর যেন কেমন বাধ-বাধ ভাব।"

"হুঁ, তা হবেই" ক্যাটি বলে। "পুরুষদেব রকমটাই হচ্ছে ওই। নিজেদের যে কোনও দোষ থাকতে পারে তা মানতেই চায় না! যাক্‌, আর আংটির কথা কী বললে?"

জো-র গোপন কথাটি বাদ দিয়ে, ভায়োলেট যখন সকল বৃত্তান্ত ওদের অবগত করাল, তখন ম্যারী জ্যাক্‌সন্‌ আর পারল না। তা'র চোখের কোণ ভিজে উঠল।

"সত্যি, কী দারুণ অন্যায় আমরা জো-র ওপর করেছি, আব জিনিষটা শুরু করি আমিই। ভগবান আমায় ক্ষমা করুন। তবে যতোটা পারা যায়, এ অন্যায়ের প্রতিবিধান আমাদের করতে হবে। আমি একটা জিঞ্জারব্রেড উনুনে দিয়ে এসেছি, সেটা হ'লে আমি বড এক ডিশ রুটি নিয়ে আমাগুাকে দিয়ে আসবো, আর ওর আংটিটা দেখবো, আর ওর সঙ্গে এবং জো-ব সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করবো। শ্রীযুক্তা হামেল্‌ ও শ্রীযুক্তা ডান্‌কেও সত্য ঘটনাটা জানিয়ে যাবো আমি। পুরুষ মহলে জানানোর ভার উইলিয়মের, সে ঠিক পারবে। জীবনে কখনো এমন লজ্জিত বোধ করি নি, তবে আমার যতোদূর ক্ষমতা আছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্তও আমি করবো।"

ম্যামী জ্যাক্সনকে ওই রকম [illegible]তে ও অনুতপ্ত হতে দেখে ক্যাটি ও ভায়োলেট পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

"তা হ'লে", ক্যাটি বলে, "বুল্‌বুল্‌-এর ব্যাপারে আমরা যেমন ছিলুম একেবারে প্রথমে, তেমনই থাকলাম।"

ভায়োলেট ঘাড় নাড়ে। "আমি আবার সব বই টেনে নামাবো। জানি কোন ফল হবে না, তবু কিছু করতে ত' হবে।"

"বেশ, তাহ'লে এসো, আমি তোমায় সাহায্য করি", ক্যাটি বলে।

অনেকক্ষণ পরিশ্রম করল তারা কিন্তু বৃথাই। শূন্য সেলফ্‌ই কেবল তাকাল ওদের মুখোমুখী। পড়ে থাকে শুধু দাদুর সেই হলদে হয়ে-যাওয়া চিঠিখানা: "প্রকৃত প্রেমের আবির্ভাবে মনে যেন গান গেয়ে ওঠে বুল্‌বুল্‌"—বইগুলো যথা-স্থানে রেখে দিতে গিয়ে ওই কথা ক'টা ঘুরে ফিরে ভায়োলেটের মনে পড়ে।

সে-রাত্রে ক্যাটির মাথায় একটা মতলব এলো। "আচ্ছা, আমরা একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরস্কার ঘোষণা করি না কেন?" উত্তেজিত ভাবে সে বলে। "আগে এ কথা ভাবিনি কেন? জিম্‌ পিটর্স তা'র ঘোড়া চুরি গেলে ত, তাই করেছিল। ঘোড়া ফিরেও পেয়েছিল। তুমি নিউবার্ট ছোকরাদের দিয়ে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে নাও, শ্রীযুক্ত গর্ডন ডাকঘরে সেটা টানিয়ে দেবেন। বলো, কেন করবো না!"

"কিন্তু পুরস্কারের টাকা কোথায় পা'বো?"

"কেন, 'এলুম-গেলুম'দের টাকা! এ মাসটা বেশ ভালই খদ্দের হবে, আর ব্যাঙ্কে কতো জমেছে, তা-ও নিশ্চয় জানো।"

ভায়োলেট ভেবে দেখে, চোখ দুটো জলজল করে তা'র।

"তুমি ঠিকই বলেছো, ক্যাটি। তা-ই করবো আমরা।"

সপ্তাহকাল কাটতে না কাটতে জো হিক্‌স্‌ সারা পাড়ার চোখে নির্দোষ সাব্যস্ত হ'ল। কেউ মুখ ফুটে কিছু বলল না বটে, তবে জো-র সঙ্গে পথে দেখা হ'তে অনেক পুরুষলোকই তা'র সঙ্গে করমর্দন করলেন। আর, খাবার নিয়ে প্রতিবেশীরা আমাণ্ডার কাছে এতো আসা-যাওয়া শুরু করলেন যে বেকি স্লেডের-ভাষায় "যেন কেউ মরেছে!" এমন আদিখ্যেতাই প্রকাশ পেল।

আমাণ্ডার মুখে তা'র অন্তরের মাধুরী যেন মূর্ত হয়ে ওঠে, সকলের ধারণা জো-র পুনপ্রতিষ্ঠালাভই তা'র স্ত্রীকে অমন সুন্দর করেছে। ভায়োলেট ভাবল

যে যখন প্রকৃত তথ্যটা পরে জানা যাবে, তখন হিক্‌স্‌দের নিয়ে কথোপকথনের অনেক নূতন ঢেউ পাড়াটাকে উত্তাল ক'রে দেবে। তবে সেই আলোড়ন ভরা থাকবে বিস্ময় ও আনন্দে।

একটা পুরানো গান বেছে নেয় ভায়োলেট, তা'র মায়ের একটি প্রিয় গান। সে ও মিনি ডিলিং ফেথে্‌র সাহচর্যে গানটা তৈরী করে। ভারী অদ্ভুত ও মিষ্টি ধরণের গানটা, 'ত্রমেরাই'র বাজনার সঙ্গে গাইবার জন্য একটি সান্ধ্য প্রার্থনা। বিশেষভাবে যত্ন নেয় ভায়োলেট উচ্চাবণে, এমন ভাবে ওরা তৈরী হয় যাতে গানের কথাগুলি যথাযথ পৌছায় শ্রোতাদের কানে গিয়ে।

রবিবার রাত্রে গির্জার অভিজ্ঞতা ভায়োলেটের কাছে খুব ভালো লাগে। ওই দিন সন্ধ্যায় গির্জায় যাবার সময় কবির চোখ দিয়ে সে দেখেছে সূর্যাস্তের রূপ : পশ্চিম দিগন্তে, নদীর পরপারে পাহাড়গুলির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছিল শেষ সোনালী রশ্মির রেখা। আকাশে ঘনায়মান অন্ধকারের বার্তা যেন শুনতে পেয়েছিল সে : একটি মাত্র তারা ফুটেছিল, আব সারা পাড়ায় বিস্তৃত ছিল রবিবারের স্তব্ধতা। গির্জার পিছন দিকের অব্যবহৃত পুরানো কবরখানা, নিঝ্‌ঝুম প'ড়ে ছিল ঝোপঝাড় আর শ্যাওলায় আবৃত হয়ে। সেখানকাব পাইন গাছ থেকে একটা রবিন্‌ পাখী গোধূলির শেষ গানটি গেয়ে চলেছিল।

কোনও রকম ধর্মীয় অলঙ্কবণহীন ওপবকার বড ভজনালয়ে একশ বছর ধ'রে উপাসনা হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে সেখানে বেশ লোকজন এসে গেছে। গাইয়েদের সাবিতে দাঁড়িয়ে ভায়োলেট ধর্মকামীদের সমাবেশটি দেখে। হেনরী সান্ধ্য উপাসনাব যোগ দিতে এসেছে সময়মতো, সে সামনের দিকে তাকিয়ে বসেছিল গম্ভীর ভাবে। গিজাব পিছনেব দিকে বেশ কয়েকজন অল্পবয়স্ক নবনারী, আসন গ্রহণ করেছে, তাদেব অধিকাংশই দম্পতী, বয়স্করা সামনের দিকে বসেছেন। লম্বা, খোলা জানলাগুলি দিয়ে হাল্‌কা হাওয়া এসে ঢুকছে গির্জার মধ্যে, আর বাইবের ঘাসে একটানা ডেকে চলেছে অজস্র ঝিঁঝিঁ পোকা।

প্রথম স্তবটির শুরুতেই ভায়োলেট চম'কে ওঠে। মাইক্‌কে দেখে সে প্রবেশ করতে। এক মিনিট একটু দাঁড়িয়ে একটা খালি বেঞ্চে গিয়ে মাইক্‌

ব'সে পড়ে। তা'র দৃষ্টি স্পষ্টতঃ নিবদ্ধ ভায়োলেটের ওপর—বালিতে-মাথা-গুঁজিয়ে থাকা উটপাখীর মতো তা'রও বোধ হয় ধারণা যে চোখ দুটো তা'র কেউ দেখতে পাবে না।

ওঃ, আজই কেন ও এলো! ভায়োলেট ভাবে, এখন দ্বৈত-সঙ্গীত গাইতে গিয়ে ঘাব্‌ড়ে যাব যে আমি!

মুখ চোখ রাঙা হয়ে ওঠে ভায়োলেটের, বেড়ে যায় বক্ষের কম্পন। অর্ঘ্যদানের সময় উপস্থিত হ'ল। অর্গানের রিডে ফেথের আঙুল জাগিয়ে তু'লল 'ব্রমেরাই' বাজনার সেই প্রাচীন, আচ্ছন্ন-করা স্বর। নির্দিষ্ট গানটি গাইবার জন্যে উঠে দাঁড়াল ভায়োলেট ও মিনি। কথাগুলি স্পষ্ট ও মধুর উচ্চারণে ঝাঁপিয়ে পড়তে থা'কে গির্জা কক্ষের স্তব্ধতার উপর।

রাত্রি যখন ঘনিয়ে আসে, প্রভু,<br>
( আমি ) ঘুমের কোলে আপনারে দিই সঁপে,<br>
রইল যা সব তুমিই দেখো, প্রভু।<br>
জানি না'ক জেগে উঠে হাসব না-কি কাঁদব,<br>
জানি না'ক প্রাণের কূলে আর কভু কি জাগব,<br>
তুমিই জানো, প্রভু।<br>
শিশুরে তোমার, হে পিতা জানাও আশীর্বাদ;<br>
( আমি ) ঘুমের কোলে আপনারে দিই সঁপে।

ওরা ব'সে পড়ে। কক্ষস্থ সকলে স্তব্ধ। ফেথ এসে বেঞ্চে ওদের পাশে বসে। দীর্ঘ এক মিনিট স্তব্ধতা অব্যাহত থাকে, তারপর শ্রীযুক্ত লায়াল উঠে দাঁড়ান ও তাঁর উপদেশ শুরু করেন।

ভায়োলেট নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করছে সেই অনিবার্য মুহূর্তটির জন্য যখন গির্জার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্স দাঁড়াবেন ফেথের পাশে আর তা'কে বাড়ী যেতে হবে একা-একা। তুচ্ছ জিনিস বটে, তবু দেখলে লজ্জা লাগবে, অতীত ঘটনার কথা ও পুরানো বন্ধুত্বের সমাপ্তি পুনর্বার মনকে পীড়া দেবে। আশীর্বাদ-পর্ব শেষ হ'লেই অধিকাংশ যুবক মন্দির থেকে আস্তে আস্তে স'রে প'ড়ে নীচের তলায় বাইরের দরজায় গিয়ে অপেক্ষা করবার জন্যে।

কেউ দাঁড়ায় কেবল দর্শক হিসাবে, তবে বেশীর ভাগের উদ্দেশ্যই মেয়েদের জন্য দাঁড়ানো ও তাদের বাড়ী পৌঁছে দেওয়া। ভায়োলেট ফেথের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে দেখল রবার্ট হ্যালিফ্যাক্স দরজা দিয়ে বেরোচ্ছেন। হেন্‌রী রয়েছে তাঁর সঙ্গে। হেন্‌রীই স্পষ্টতঃ রবার্টকে গ্রাম্য রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেছে। মাইক্‌ তার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত মেয়েদের দল তা'র কাছে এসে পড়ে। এতক্ষণ ফেথের চোখ ও চিন্তা অন্যত্র ছিল, হঠাৎ সে ভায়োলেটের হাতটা ধরে।

"আরে, ওই দেখো মাইক্‌ এসেছে!" ফিসফিস ক'রে বলে সে।

"জানি। মানে, আসতে দেখেছি। কিন্তু আমি ঠিক এখানে ওর আগমন আশা করি নি।"

মাইক্‌ ওদের কাছে এগিয়ে আসে। দুজনকেই একসঙ্গে সম্ভাষণ জানায়।

"আজ সন্ধ্যেবেলায় কোনও কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে পড়ল আপনাদের গির্জায় অনুষ্ঠানের কথা, তাই ভাবলাম যে চলে আসি। আপনার হাত কেমন আছে, কুমারী ফেথ?"

"প্রায় সেরেই গেছে। ধন্যবাদ।"

"গান ভালো লাগল, ভায়োলেট, আজকের সন্ধ্যায় তোমার কোন কাজ থাকে ত আমি চলে যাই।" ভরসা নিয়ে তাকায় সে ভায়োলেটের দিকে।

"না, কোন কাজ নেই", ভায়োলেট বলে, "আমি ভাবছিলাম গিয়ে বারান্দায় বসে কিছুটা চিন্তা করব। ইচ্ছে হ'লে তুমিও আসতে পারো।"

"ধন্যবাদ। আমার ভালোই লাগবে।"

বাইরের দরজায় এসে দাঁড়ায় ওরা। ভায়োলেট টের পায় তা'র হাত থেকে মুক্ত হচ্ছে ফেথের হাত। ঠিক সেই সময়েই সে শুনতে পায় নিম্নস্বরে কথা বলে, অন্ধকারের ভিতর থেকে রবার্ট হ্যালিফ্যাক্স বেরিয়ে আসছেন। তারপর তিনি ও ফেথ এক সঙ্গে এগিয়ে যান। ফেথ শুধু একবার ফিরে ছোট্ট একটু বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নেয়। কার্পেণ্টার-গৃহের সদরে পৌঁছে মাইক্‌ ভায়োলেটকে বলে;—

"মনে হয় তোমার বন্ধু আর হ্যালিফ্যাক্স পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত।"

"তা-ই ত' মনে হয়।"

"বেশ ছেলেটি।"

"ওদের একটা আদর্শ মিলন হবে, আমার ধারণা।"

"কী ক'রে বলছো?"

"ওদের পছন্দের মিল—এই আর কী।"

"প্রেমের ব্যাপারে তা-ই মুখ্য, মনে করো?"

"অবশ্যই। কেন, তুমি করো না?"

"আমি ত' সেটাই জানতে চাই," মাইক্ বলে। তারপর ওরা দুজন ব'সলে পর, মাইক্ বেশ গুরুত্বপূর্ণভাবে মন্তব্য করে, "আজ খুব সুন্দর গানটা গেয়েছো। অনেকেরই মর্ম স্পর্শ করেছে, সে-সঙ্গে স্বয়ং আমারও। মেয়েদের অনেককে দেখলাম রুমাল ব্যবহার করতে, আর তোমার ক্যাটির ত' দু গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছিল।"

"ওঃ, এই কথা," ভায়োলেট বলে। "তা ক্যাটির ক্রন্দনের কারণটা অবশ্য ওই গান নয়। সেটা সাইমন, আমাদের বিড়াল। আজ চার দিন, চার রাত্রি হ'ল সাইমন্ উধাও। ক্যাটি প্রায় পাগল হয়ে গেছে। আমিও যথেষ্ট বিচলিত।"

মাইক্ হাসে। "বিড়ালে বিচলিত!" সে বলে। "আমার পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।"

"কিন্তু ও যে আমাদের পোষা! আট বছর ধ'রে ও আছে, যেন আমাদের পরিবারেরই একজন।" শুধু আন্তরিকই নয়, ব্যথার্তও হয়ে ওঠে ভায়োলেটের কণ্ঠস্বর।

"আমি দুঃখিত" মাইক্ তখনই বলে। "আমার পরিচিত জিনিসের মধ্যে বিড়াল পড়েই না। আশা করি সাইমন্ অবশ্যই ফিরে আসবে। ভায়োলেট, তোমার আর কোনও প্রতিভা আছে যা এখনো জানি না আমি? তুমি কবিতা লেখো, তুমি গান গাও ——"

"তেমন কিছু গাই না।"

"না, না,—চমৎকার গাও। তোমার গলা খুব সুন্দর। কিন্তু আর কিছু?"

"আছে," দুষ্টুমির সুরে বলে ভায়োলেট। "ক্যাটির ছাত্রী হিসাবে আমি রন্ধন কার্যেও পারদর্শিতা অর্জন করেছি।"

মাইক্ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। "যাক্, এতক্ষণে তোমাকে আমি ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে পেলাম। এই স্তরে তুমি সর্বদা থাকলেই আমার পক্ষে সুবিধে হয়। আগে যেদিন এখানে এসেছিলাম, সেদিন একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ইতস্ততঃ করতে হয়েছিল। এখনও করা উচিত নয়, তবু না করে পারছি না। তোমার মনের রাজ্যে অন্য কেউ কি রয়েছে?"

জবাব আসতে এতো দেরী হয় যে মাইক্ উদ্বিগ্ন ও লজ্জিত বোধ করে।

"জিজ্ঞেস করতে দোষ কি," অবশেষে ভায়োলেট বলে, "কিন্তু, যদিও বুঝছি কথাটা অদ্ভুত শোনাবে, আমি সত্যই উত্তর দিতে পারবো না।"

"ঠিক আছে। এখানকাব কেউ নয়, তাই কি?"

"না, না," ভায়োলেট এমন জোর দিয়ে বলে যে মাইক হেসে ফেলে।

"আচ্ছা। তা হ'লে অন্য কথায় যাওয়া যাক।"

কিন্তু বিদায়-নেবার জন্য যখন মাইক্ উঠে দাঁড়াল তখন ফিরে গেল সে সেই পুরানো প্রশ্নে, যা স্পষ্টতঃ তা'র মন জুড়ে রয়েছে।

"একটা কথা আমি যথার্থই বলতে পারি তোমাকে" ভায়োলেটের হাতটা ধ'রে সে বলে, "আমাদের বন্ধুত্ব পরে যে দিকেই যা'ক না কেন, এই গ্রীষ্মে তোমার সঙ্গে পরিচয় চিরদিনই আমার আনন্দের কারণ হয়ে থাকবে।"

কথাটা ব'লেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল মাইক্ গেট দিয়ে।

## ॥ ৮ ॥

ফিলিপ হ্যাভারখ্যামের প্রতি ভায়োলেট কার্পেণ্টার—

"প্রিয় ফিলিপ : বৃহস্পতিবার যে বইগুলি নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছেছে তাদের জন্য আমার যে আনন্দ তা কী ক'রে ভাষায় প্রকাশ করবো! আমাদের শাখা রেলওয়ে লাইন নদীর ধারে এসে শেষ হয় এবং সমস্ত মালপত্তর জরুরী প্যাকেট ও দৈহিক দুর্বলতা হেতু, কিম্বা, নিজেদের গাড়ী না-থাকার জন্য সেতু পেরিয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে আসতে অক্ষম কিছু কিছু আরোহী পরিবাহিত হয় একটি কালোরঙের ছ্যাক্‌রা গাড়ীতে। গাড়ীর চালক জোসিয়া হাণ্ট্‌, আমাদের এ অঞ্চলের স্বনামধন্য পুরুষ! আমাদের দরজায় এসে সে দেখা দি'ল, বই-এর প্যাকেট নামিয়ে দিয়ে তা'র প্রথামতো দাঁড়িয়ে থা'কল প্যাকেটের ভেতরে কী আছে তা দেখবার জন্য। কাজেই আমি প্যাকেট খুললাম, বলা বাহুল্য তা'রই সোৎসাহ সাহায্যে। "বুঝছি না ওর মধ্যে কী আছে" জোসিয়া বারবার বলতে থাকে। "বেশ ভারী আছে, কিন্তু জোর নাড়া দিলেও ভেতরে কোন শব্দ হয় না।" শেষ পর্যন্ত যখন মোড়কগুলি খুলে ফেলা হ'ল, তখন এক মুহূর্ত সে একটু দেখল এবং তারপর বিরক্তিভরে স'রে দাঁড়িয়ে তাকাল তা'র পিছনের শেলফ্‌গুলির দিকে। "বই! তোমার কি যথেষ্ট ছিল না নিজের?" "কখনই না!" আমি বললাম। "কখনই যথেষ্ট থাকে না, জোসিয়া।"

"হুঁ:" সে বলল, "আমি ভেবেছিলুম যে ভালো খাবার জিনিস কিছু থাকবে। তবে, দ্যাখো, যার যেমন অভিরুচি,—গরুকে চুমু খেয়ে সেই বুড়ীটা যা বলেছিল।" এরপর সে চ'লে, একটু হতাশ হয়েই। আর আমি! ওঃ, আমি কৃপণের মতো কেবল দেখতেই থাকলাম চোখ ভ'রে বইগুলোকে-একটা একটা ক'রে ধ'রে, নামগুলো প'ড়ে, বাঁধাই-এর ওপর হাত-বুলিয়ে। বইয়ের

বাইরের মলাটও আমার ভালো লাগে, আপনার লাগে না? সম্পাদক হিসাবে লাগা উচিত আপনার। আমার পছন্দমতো বাছাই করতে গেলে এর থেকে ভাল বাছাই আর হতে পারে না। এখন ওগুলো শেল্‌ফে রাখা আমার পক্ষে অসহ্য আমি রেখেছি পড়ার টেবিলের ওপর যাতে সবগুলো এক সাথে দেখতে পাই। কী ঐশ্বর্য! আপনার ঔদার্য সীমাহীন! আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমার মধ্যে আমি একজন না দুজন, প্রতি মুহূর্তে ওদের নিয়ে আনন্দোৎসবে মাতছি, আসার পর থেকেই প্রতি মুহূর্তে। বলা বাহুল্য, আমার এ আনন্দ অনন্তকাল বেঁচে থাকবে।

কোন বইখানা আমার সব চাইতে ভাল লেগেছে, জানেন? জর্জ হার্বার্টের কবিতার ছোট্ট বইটা। অবশ্য আগে ওঁর কবিতার কিছু কিছু দেখেছি, কিন্তু যে-কারণেই হোক, এই শ্রেষ্ঠ রচনাখানা আমার বাবার ছিল না। এখন পরম আনন্দে বইখানা পড়ছি আমি। আপনার দাগ-দেওয়া কবিতাগুলো আমারও প্রিয় কবিতা। খুব আশ্চর্য মিল। যখনই নিজেকে খুব একলা ঠেকেছে খাওয়ার টেবিলে পর্যন্ত 'সাথী হিসাবে' বই একখানা নিয়ে গেছি। এতে ক্যাটি চ'টে যায়। 'খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে, আর, বই পড়ছ তুমি! সত্যই দেখলে আমার হাসি পায়।' কিন্তু দু-একটা ব্যাপারে আমি আমার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই চলি। সুতরাং এখন প্রতিদিন আমাদের হোটেলের খদ্দের চ'লে গেলে পর আমি যখন একটু বেলা-ক'রে প্রাতরাশ নিয়ে বসি, তখন আমার নিত্য সহচর শ্রীযুক্ত হার্বার্ট। সময়টা নৈশ ভোজনের হয় না ব'লে, আশা করি, উনি দুঃখিত হ'ন না, আমার ওঁকে কিন্তু প্রভাতের কবি ব'লেই মনে হয়। এ বিষয়টা কি আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন?

মধুর দিবস, কী সুন্দর, কী শান্ত, কী-উজ্জ্বল।'

আর সব চেয়ে যা আমার ভাল লাগে, 'The flower' কবিতার সেই পংক্তিগুলো:

'আমি ত' আবার আঘ্রাণ লই শিশির, বৃষ্টির,
আরবার ডুবি কাব্যেতে আমি, হে মোর আলোক ধন,
এ কি কভু হ'তে পারে—
আমি সেই লোক যারে
সারারাত ধ'রে প্রহার করেছে তোমার প্রভঞ্জন!'

প্রভাতের দ্যোতনাই কি ধরা পড়ে না?

অতএব আপনাকে এই অপূর্ব উপহারটির জন্ম আবার সহস্র ধন্যবাদ জানাই।

বাড়ীতে একটা ভয়ানক মানসিক যাতনার কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি আমরা সবেমাত্র। আমাদের বিড়াল, সাইমনের কথা আগে লিখেছি,—তা'কে গত বুধবার রাত্রে নিত্যকার মতো ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে ফিরে আসে না। আগে কয়েকবার ও অবশ্য কিছু সময় বাইরে থেকেছে, কিন্তু যখন চারদিন, চাররাত্রি গেল এবং ওর কোনও পাত্তা মিলল না, তখন আমরা ধরে নিলাম যে ও মারা গেছে। আমি নিজেও খুব দুঃখিত হয়েছিলাম, কিন্তু ক্যাটির দুঃখে যেন কোনও সান্ত্বনাই ছিল না। পাথরের মতো থম্‌থমে হয়ে থাকত তা'র মুখটা, কিন্তু আমি অনেকবার দেখেছি যে রান্নাঘরের জানলায় দাড়িয়ে সে চোখ মুছছে। ভাবত কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না ওইখানে। শনিবার রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে আমি একবার ওর ঘরে ঢুকেছিলাম। দরজাটা আধ-বন্ধ ছিল, আব ও আমাকে টের না পেলেও, আমি ওর কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। 'হে ঈশ্বর' সে প্রার্থনা করছিল, 'সাইমন্ যেন নির্বিঘ্নে ফিরে আসে! বড ভালো একটা প্রাণী ও, আর কতো আশা আমাদের ওর ওপরে। হে ঈশ্বব, যদি শুধু ওকে নির্বিঘ্নে ফেবত পাঠাও, তাহ'লে যতোদিন বেঁচে থাকবো, প্রতিদিন রাত্রে আমি বাইবেলের দুটো অধ্যায় পাঠ করবো।'

এই নিয়ে এখন আমি হয়ত একটু হাসতে পারি, কিন্তু তখন হাসার কোনও সুযোগ ছিল না। কিছুদিন ধ'রে আমি ভোবে উঠছিলাম, উঠে বান্নাঘরে আসতাম। তখন ক্যাটি খিড়কিব দরজাটা খুলত! এই কাজটিতে যথেষ্ট ভয় ও উত্তেজনা ছিল, আশা ও আতঙ্কেব চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। আজ সকালে কম্পিত হাতে ক্যাটি তালাটা খুলে দরজাটা ফাঁক করতেই দেখি আমাদের চোখেব সামনে সিঁড়িব ওপব ব'সে রয়েছে সাইমন। এর আগে যখনই সে বাইরে থেকে এসেছে, তখনই দেখা গেছে যে হয় তা'র কানটা ছিঁড়েছে, নয় থাবায় রক্তারক্তি, কিম্বা, ল্যাজ থেকে কিছু লোম খোওয়া গেছে। কিন্তু এইবার দেখলাম প্রতিটি লোম যথাস্থানে বয়েছে, বেশ মাজা, চক্‌চকে আছে চেহারাটি আব তা'র রহস্যময় চোখ দুটো যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'তোমবা ধারণাও করতে পাববে না এবার আমি কোথায় গিয়েছিলাম!' আমরা সত্যই পারি না।

ক্যাটি খপ্ ক'রে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। ও ক্যাটির গালে থাবার স্পর্শ দিয়ে আদর করল। তারপর বাড়ীতে যতো দুধ ক্ষীর আছে ক্যাটি উজাড় ক'রে দিল সাইমনের সামনে, এক বাক্স সার্ডিন মাছ রাখল ওর মুখের সামনে। আমি তাড়াতাড়ি পিছন ফিরলাম পাছে আমার দুর্বলতাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। সাইমনের হারিয়ে যাওয়া এবং তার চাইতেও বেশী ক্যাটির দুঃখে এতই বিচলিত হয়েছিলাম যে ওই আকস্মিক স্বস্তিলাভে আমি রীতিমতো আবেগে কাঁপছিলাম। ক্যাটির শ্যেন দৃষ্টিতে আমার অবস্থা ধরা পড়েছিল এবং সে হেঁকে বলেছিল, 'আরে, ছি ছি, একটা বিড়ালকে নিয়ে এতোটা সত্যই হাস্যকর! আমি জানতুমই যে ঠিক সময়টি হবে, আর ও ফিরে আসবে। যাও নিজের কাজ করোগে, আমি ততক্ষণ তোমার প্রাতরাশ ঠিক করি।' খেতে খেতে শুনলাম ক্যাটি সাইমনকে বক্তৃতা শোনাচ্ছে!

কী বোকার মতোই না এসব কথা লিখলাম! কিন্তু আগেই বলেছি যে আমাদের সংসারে ঘটনা বলতে এই রকমের সামান্য, ছোটখাটো ব্যাপারই। অবশ্য শহরে যে কোনও বড় ঘটনাও ঘটতে পারে। যাই হোক, পত্রোত্তরে আপনার জীবনের অনেক মহত্তর ঘটনার কথা জানিয়ে আমাকে আনন্দিত করবেন। প্রসঙ্গত আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। আপনার বয়স কতো? প্রথমে আপনাকে ষাটের কোঠায় ফেলেছিলাম, কারণ আমার চোখে সম্পাদক মাত্রেই আদ্যিকালের জ্ঞানবৃদ্ধ কোনও ব্যক্তি। কিন্তু ক্রমেই আপনার বয়সের অনেকটা অধঃপতন ঘটিয়েছি। ঠিক করেছি কি? আর, আমার ফটোর বদলে আপনার কোনও ফটো কি আমাকে পাঠাবেন?

আন্তরিকভাবে আপনার,

ভায়োলেট"

ভায়োলেট কার্পেন্টারের প্রতি ফিলিপ হ্যাভারশ্যাম—

"প্রিয় ভায়োলেট! আপনার অন্য চিঠির মতো শেষ চিঠিখানাও আমার খুব ভালো লেগেছে। স্বীকার করতেই হয় যে আপনার উল্লিখিত সাধারণ ঘটনাগুলির মধ্যে আমি নাটকীয়তার সন্ধান পাই। পড়তে পড়তে সাইমনের অন্তর্ধান নিয়ে আমার রীতিমতো স্নায়বিক উত্তেজনা হয়েছিল; এখন তা'র

নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের কথা জেনে আপনাদের মতোই আমিও পুলকিত। ক্যাটি সম্বন্ধে এতো জেনেছি যে যদি ব্রডওয়েতে-ও তা'কে দেখি, ত' অবশ্যই চিনতে পারবো। ব্যাপারটা 'হাস্যকর', ক্যাটি যেমন বলেছে; কিন্তু সত্য। এ-ও স্বীকার করবো যে ক্যাটির প্রার্থনাটি আমার কাছে নেহাত মজাদার মনে হয় নি!

আমি খুবই আনন্দিত যে বই-বাছাইয়ের ব্যাপারে আমি উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছি, এবং সব ক'খানা বইই আপনার পছন্দ হয়েছে। জর্জ হার্বার্ট চিরদিনই আমার প্রিয় কবি, তিনি যে আপনার সঙ্গে প্রাতরাশে বসছেন, তা'তে খুশী হলাম। তবু ঈর্ষাও জা'গল খানিকটা। পরিবেশগুণে প্রাতরাশ কী অপূর্বই না হয়ে উঠতে পারে!

আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। জ্ঞানে কিম্বা বয়সে যথেষ্ট বয়োপ্রাপ্ত আদপেই নই আমি। আরো আগেই এটা জানানো উচিত ছিল আমার। বারো বছর পূর্বে কলেজ থেকে বেরিয়েই আমি বর্তমান প্রকাশক সংস্থায় চাকরি নিই, আমার পদবীর জন্যে চাকরি লাভ সহজ হয়েছিল। কারণ আমাদেরই কোনও পূর্বপুরুষ সংস্থাটির পত্তন করেছিলেন। প্রথমে কর্মী-হিসাবে আমি সর্বঘটে ব্যবহৃত হতাম, যতদিন না প্রধান সম্পাদক, শ্রীযুক্ত গাইল্সের সঙ্গে আমার প্রকৃত পরিচয় ঘটল। গোড়া থেকেই তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কারণ তার সাহিত্য বিচারেও যেমন নির্ভরযোগ্য জ্ঞান, তেমনি সুন্দর রুচিবোধ। মাঝে মাঝে মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁর সহকারী হিসাবে নিজেকে আমি গর্বিত মনে করি।

আপনার পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমাদের বৈঠকের কথা বোধহয় বলা হয় নি; বলেছি কি? প্রথমে ওটা আমার টেবিলে আসে এবং রাত্রে পড়ব ব'লে ওটা বাড়ী নিয়ে যাই। কর্তব্য কর্ম হিসাবেই পাঠ শুরু করেছিলাম,—এবছর আমাদের বরাতে বেশ কিছু অতি-সাধারণ কবিতার পাণ্ডুলিপি জুটেছে। কিন্তু তারপর, কী গভীর মনোনিবেশে কবিতাগুলো পড়তে শুরু করি তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। 'কল্পিত প্রেম' প'ড়ে আমি বই রেখে দিয়ে অনেকক্ষণ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আর ভেবেছিলাম। বিছানায় শুয়ে প'ড়েও শান্তি পাই নি, উঠে আবার পাঠ করেছিলাম কবিতাগুলো।

পরদিন ওগুলো গাইল্সকে দিয়ে যথাশীঘ্র দেখতে বললাম। যখন

আলোচনা হ'ল ওগুলো সম্বন্ধে, তিনি বললেন যে কবিতাগুলিতে এক অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষ্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগে বিশেষজ্ঞের মতামত দরকার। তাঁর ভালো লেগেছিল শহরতলী বিষয়ক ব্যালাড্‌গুলো। 'কুমারীর উক্তি' প'ড়ে খুব হেসেছিলেন তিনি: 'যা হোক কেউ জুটলে বাঁচি' এই যুক্তি তাঁর হাসির কারণ, তবে আপনার অন্য কবিতার মতো এটাও মনে রেখাপাত করে, একথা তিনিও স্বীকার করেছিলেন।

একটা কথা শুনলে মজা লাগবে আপনার। তিনি বলেছিলেন যে কবি কোনও বয়স্কা মহিলা হবেন,—তাঁর ভাষায়, কোনও 'অভিজ্ঞা নারী।' আমি বলেছিলাম মহিলার বয়স বেশী হতেই পারে না। এমনই তীব্রতা ছিল আমার সেই ঘোষণায় যে প্রধান-সম্পাদক চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আরে, ফিলিপ, চটছ কেন? যদি লেখিকার বয়স পঁয়তাল্লিশ হয়, তা'হলে বইটির প্রকাশের সুযোগ লোপাট হবে না।' তারপর বললেন যে পাণ্ডুলিপির জবাবে ব্যক্তিগত পত্র লিখতে হবে এবং আমাকে অতঃপর সে সম্বন্ধে যাবতীয় ভার নিতে হবে। কাহিনীটা হচ্ছে এই রকম। বিশেষজ্ঞের মতামত পেতে দেরী হয়েই থাকে, তবে আপনার ক্ষেত্রে দেরীটা বড বেশীই হচ্ছে। কারণ, যে দুইজনকে গাইল্‌স সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করেন, তাঁরা এখন দুইজনাই ছুটিতে—একজন ক্যালিফোর্নিয়ায়, একজন য়ুরোপে। তবে তাঁরা এই মাসেই ফিরছেন। হয়ত বা আপনার সংকলনের দু-একটা কবিতা বাদ যাবে এবং আপনার কাছে থেকে নূতন কবিতা না-পাওয়া পযন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই যে প্রকাশিত হবেনই আপনি! তা'তে আপনার মতো আমিও আনন্দোন্মত্ত হ'ব!

আমার কাজকর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। আমাকে সত্যই খুব খাটতে হয়। সারাদিন অফিস, রাত্রে পাণ্ডুলিপি পাঠ। মাঝে মাঝে ডিনার, থিয়েটার আর ব্যবসায়িক খানাপিনার নিমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও আজকাল বুঝতে পারি নিজেকে যেন খুবই একা মনে হয়। আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি নদী তীরে গেছিলাম: জেরেসি পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। গ্রীষ্মকালে রাত্রে প্রায়ই এরকম করি—জলো হাওয়ায় দম টানবার জন্যও বটে, আবার ন্যুইয়র্কের আলোকিত ঘরবাড়ীগুলোর রূপ দেখবার জন্যও বটে। পাথর আর লোহার উঁচু-উঁচু,

আবছায়া, ধোঁয়াটে মূর্তিগুলোর পটভূমিতে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ বিন্দুর ঝিকিমিকি কেমন যেন একটা অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। রহস্যময়। কী ভাবে দিনের কর্কশ বাস্তব অন্ধকারে এমন মোহন রূপান্তর লাভ করে। 'আর এর শিক্ষা হচ্ছে এই যে…', আমি ঠিক জানি না, কিন্তু কিছু বোধহয় আছে।

ব্যবসায়িক কারণে এবার বসন্তকালে আমাকে ছবি তোলাতে হয়েছিল। সেই ছবির একখানা পাঠালাম। ফটোর পিছনে আত্ম-পরিচয়। একটা পুরানো জিনিসের দোকানে কয়েকদিন আগে ছোট্ট ফটো-ফ্রেম পেয়েছি একটা—ভিনিসীয় কারুকার্য,—আপনার ছবিটা চমৎকার মানিয়েছে সেই ফ্রেমে। ছবির জন্য আবার ধন্যবাদ। তাড়াতাড়ি জবাব দেবেন। জানি বেযাড়া রকমের লোভী প্রমাণিত হচ্ছি,—কিন্তু কী করবো!

বিশ্বস্তভাবে আপনার,

ফিলিপ"

ছবিখানা অনেকক্ষণ চোখের সামনে ধ'রে থাকে ভায়োলেট। জীবনে অনুভূত এক ভাবাবেগের অনুভূতি তা কে আলোড়িত করতে থাকে, এই হচ্ছে ফিলিপের মুখাবয়ব, যা কখনও সে ভেবেছে ষাট, কখনও পঞ্চাশ, কখনও বা চল্লিশ বছর বয়সের কোনও লোকের। চল্লিশের কম ভাবতে সাহস হয় নি তা'র। এখন ফটোতে হাজির তিনি, তা'কে দেখছেন। যুবক! আর কল্পনাতীত ভাবে সুদর্শন। চোখ দুটো সপ্রতিভ, সুন্দর নাক, মুখশ্রী মধুর, স্বল্প হাসির আভাস, থুতনিটা স্পষ্ট। এই সকল বিশেষণ হয়ত বহু যুবককেই মানাবে, কিন্তু এদের সমন্বয়ে ছবিতে যা দেখল তাতে তার ব্যক্তিত্ব বিশেষ ভাবে প্রতিভাত, আর মনে হচ্ছে যেন ছবির ঠোঁট দুটো কথা ব'লে সব কিছু প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে!

'ও, ফিলিপ', চুপিসারে ডাকে সে, 'এই হ'চ্ছ তুমি!'

তারপর হঠাৎ তা'র মনে পড়ে 'আত্ম-পরিচয়ে'র কথা। ফটোটা উল্টে দেখে সে:

বয়স—৩৩

উচ্চতা—৬ ফুট ১ ইঞ্চি

ওজন—১৬৫ পাঃ

চোখ—ধূসর ; চুল—কটা
মেজাজ—মোটামুটি ভালো
প্রতিভা—বলার মতো কিছু নেই
মনোভাব—আশাবাদী

ভায়োলেট হাসে, লজ্জাও পায়। শেষের দাগ-দেওয়া কথাটা, সে বোঝে, নেহাত না-ভেবেই লেখা হয় নি।

পরের কয়েকদিন খুব গান গায় ভায়োলেট এবং এতো সামান্য সব ব্যাপারে হাসাহাসি করে যে, ক্যাটি তরুণীর এই স্ফূর্তির কারণ হিসাবে সাব্যস্ত করে মাইকের কার্ড-সমেত উপস্থিত প্রকাণ্ড আচারের বাক্সটিকে। এই দ্বিতীয় উপহারটি জোসিয়া হাণ্টকে তুষ্ট করে। বাক্স খুলতে সাহায্য ক'রে সে একশিশি আচার উপহার পেল বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য। ক্যাটি চেষ্টা করে যথেষ্ট অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে ভায়োলেটের দিকে দেখবার। তরুণী মনিবের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে সে বলে :

"ভালো আচারের মতো মুখরোচক আর কিছু নেই জানবে, আর যা এসেছে তা একবছর খেলেও ফুরোবে না। আর, আচার তৈরীর ব্যবসা দেখে নাক সিঁটকাবার কিছু নেই। নিনিয়ান বললে যে ওদের বিরাট কারখানা, আর এই মাইক্ই একমাত্র ছেলে। ভারী মিষ্টি ছেলেটি, বড় ভালো।"

ভায়োলেট অস্পষ্ট ভাবে কী যেন জবাব দেয়। ক্যাটি সেটাকেই স্বাভাবিক মনে করে।

ভায়োলেট নিজের মন যদি কখনও লেডিকার্কে নিবদ্ধ রাখতে পারে তবে তা শুধু বুল্‌বুলের জন্যে পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞাপন নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কারণ রহস্যের সমাধান দূরে থাক, প্রতি সপ্তাহেই যেন তা আরো গোলমেলে হয়ে উঠ্‌ছে। বুল্‌বুল্‌টা যে এই শহরেই কোথাও রয়েছে তা'তে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আছে কা'র কাছে? কে নিয়েছে সেটা? নূতন আনন্দের হিল্লোল সত্ত্বেও মাঝে মাঝে হারানো বুল্‌বুলের শোকে অধীর হয়ে ওঠে ভায়োলেট। সে যতদূর জানে—এবং জানাটা তার পক্ষে স্বাভাবিকও, লোকে আর কাউকে সন্দেহ করেনি। পাড়ার লোক এখন ব্যস্ত রয়েছে

তাদের অমূলক সন্দেহের অপরাধ স্খালন করতে : জো ও আমাগুাকে তা'রা সর্বরকমে তোয়াজ করে চলেছে।

"কতো টাকা আমরা পুরস্কার হিসাবে দিতে পারি ?"

মাঝখানে নীল চিনির পাত্রটি রেখে, দুজনে রান্নাঘরে বসে ভাবছে।

"শেষের ক'টা হপ্তা বেশ খদ্দের আমদানী হয়েছে" ক্যাটি বলে, "আর বেশ প্রকৃত ভদ্দরলোক সব। অবিশ্যি মিঃ স্মিথ বা আরো দু'এক জনের মতো অতোটা রুচিবান নয় তবে মোটামুটি বেশ ভালো। আর প্রত্যেকেই প্রাতরাশও খেয়েছে। কাজেই টাকাও হয়েছে। এখনই ব্যাঙ্কে পাঠানোর মতো বেশ কিছু জ'মে গেছে।'

একটার পর একটা সাজিয়ে রেখে রৌপ্য মুদ্রাগুলি সে গোণে, ভায়োলেট ফিরে গোণে আবার।

"সাড়ে চৌদ্দ" ক্যাটি জানায়, "আর গত মাসের থেকে ছ'টা ডলার-নোট রয়েছে দেরাজের মধ্যে। এখন, বলো কী করবে ? দশ দি'তে পারি কি আমরা ?"

ভায়োলেট ভয়ানক গম্ভীর হয়ে যায়।

"যদি পুরস্কার দিতেই হয় তবে সেটা বড় অঙ্কের হওয়া দরকার—ধরো, কুড়ি। যাতে বেশ সোরগোল প'ড়ে যাবে, খুব আলাপ-আলোচনা শুরু হবে। যাতে যার কাছে বুল্‌বুল্‌টা আছে সে সেটা ফেরত দিতে চাইবে। এখন কথা হচ্ছে,—অতোগুলো টাকা নেওয়া কি উচিত হবে ?"

"দেখো, এরই জন্যে ওই বাগিচার ব্যাপারে কোনও গণ্ডগোলে পড়তে কিন্তু আমি চাই না," ক্যাটি বলে, "তবে পাওনা কারো কিছু নেইক, আর বাগানে সবজিও ফলছে। দোকান থেকে খুব কিছু একটা নিতে হবে না। আমিও প্রাতরাশের জন্যে তিন টুকরোর জায়গায় দুটুকরো মাংসেই সারতে পারি, বাকীটা বিস্কুট আর জেলি দিয়ে ভরালেই হ'ল।"

দু হাতের মধ্যে চিবুকটা রেখে ভায়োলেট ব'সে থাকে আর ভাবে।

"ঠিক আছে," সে হঠাৎ বলল, "কী করব বলছি, শোনো। ঠিক করেছিলাম এবার শরতে একটা গরম কোট কি'নব আর—"

"সেটার প্রয়োজন তোমারই, তোমার প্রতিবেশীদের নয়!" ক্যাটি স্মরণ করায়।

"একটা নতুন ভেলভেটের কলার দি'লে আমার পুরোনোটা এখনো একটা শীত দিব্যি চলবে। যদি সম্ভব হয় বুলবুলটাই ফেরৎ পেতে চাই আমি, প্রভূত পরিমাণ নতুন জামা কাপড়ে আমার কোনও আকর্ষণ নেই।"

"আচ্ছা, আচ্ছা", একটু গর্‌রাজী হয়েই ক্যাটি বলে, "বেশ, তবে তা-ই করো, দেখো কী হয়। আমার মত যদি শোনো, কেউ এসে বলবে না কখনো যে 'এই নাও তোমার পাখী, দাও টাকা'—বলতে লজ্জা পাবে। একটা মিথ্যে গল্প বানাবে যে অমুক জায়গা থেকে পেয়েছি পাখীটা। আর, তোমার কোটের বিষয়ে, তুমি যে-কায়দায় পরো ওটা, বেশ মানিয়ে যায়। কথায় ব'লে, "টুপি যখন পুরোনো' কায়দা ক'রে পরো।"

ভায়োলেট একগাল হেসে উঠে পড়ে। "প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। আমি ভাবছি এখন বেবোবো, নিউবার্ট ছোক্‌রাদের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে আজকে একবার দেখা করবো। ক'টা বিজ্ঞাপন বানাতে বলবো?"

"ডাকঘরের জন্যে একটা আর 'জেনারেল'-এর জন্যে একটা। হেনরীকে বলবে না-কি ওর লোহালক্কডেব দোকানে একটা ঝোলাতে?"

"দরকার হবে মনে হয় না।"

"না বলাই ভালো। ওর কাছ থেকে দূরে থাকাই তোমার পক্ষে ভালো। সেতুর শেষে কিম্বা ভেতরেও একটা দেওয়া যায় কি?"

"নিউবার্টদেব জিজ্ঞেস ক'রবখন। ওরা ঠিক বলতে পারবে।'

প্রখর গ্রীষ্মের বিকাল। তবু শাদা ছাতি মাথায় ভায়োলেট চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়ে ও প্রধান সড়ক ধ'রে সোজা হাঁটতে থাকে নিউবার্ট "ছোকরাদের" উদ্দেশ্যে। ওদের ওই নামেই সকলে চিনত। তারা মিলের উল্টো দিকে, সেতুর শেষে একটা ছোট বাড়ীতে একঘরে হয়ে রয়েছে। জুতো ও ঘোড়ার জিন মেরামত ক'রত তা'রা আর উপ্‌রি রোজগার ক'রত নানারকমের "বিক্রির জন্য" ও "সাবধান, কুকুর আছে" বিজ্ঞাপন তৈরী ক'রে। ভায়োলেট চলতে থাকে আর আশেপাশে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—"খুব গরম লাগছে, না?" "কেমন গরম প'ড়েছে, ভায়োলেট?" "আচ্ছা গরম, কী বলো?"

ভায়োলেট নিউবার্টদের ওখানে এসে পৌঁছায়। দরজা খোলাই রয়েছে। কর্মরত, ঘর্মাক্ত কলেবর দুজন লোক তা'র দিকে তাকিয়ে একসাথে ব'লল : "এসো, ভা'লেট, খুব গরম আজকে, না?"

ভায়োলেট হাসে, ওরা হক্‌চকিয়ে যায়। "আমার গরমই ভালো লাগে" সে বলে। তারপর দু' ভায়ের একজন বিল্‌ একটা চেয়ার থেকে মালপত্তর নামিয়ে নিয়ে সেটা তা'র জামার হাত দিয়ে সাফ্‌ করে ভায়োলেটকে ব'সতে ইঙ্গিত করে। ভায়োলেট বসে তা'র আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। পাখী-চুরির রহস্যে ওদের উৎসাহ ভায়োলেটকে অবাক্‌ করে। বিল্‌ ভায়োলেটকে সে-সম্বন্ধে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে: কোথায় ছিল বুল্‌বুল্‌; কে জা'নত সেই গোপন জায়গাটা; সেদিন কতোক্ষণ ক্যাটি ও সে বাড়ীর বাইরে ছিল।

"আমরা এ-নিয়ে অনেক ভেবেছি, আমি আর এড্‌" বিল্‌ ব'লল। তারপর স্বরটা নামিয়ে যোগ ক'রল: "আর বোধ হয় জেনেও ফেলেছি কে নিয়েছে।"

উত্তেজনায় ভায়োলেট যেন লাফ দিয়ে ওঠে, "জেনেছো!"

"তা জেনেছি। এখন আমরা একটু খতিয়ে দেখবো। বাকী কথাগুলো তুমি ওর কাছ থেকে জেনে নাও, এড্‌।"

"বেশ," এড্‌ বলে, "আমরা ঘটনাটা এইভাবে দেখেছি। এই অঞ্চলের ছেলেদের অনেকেই পাখীটা দেখেছে?"

"হ্যা, তা দেখেছে।"

"আচ্ছা, তোমাদের একটা ছোঁড়া ছিল না—মাঝে মাঝে এসে কাজ কর'ত, ঘাসটাস সাফ্‌ ক'রত বা আস্তাবল পরিস্কার ক'রত?"

ভায়োলেট ইতস্ততঃ করে। "হ্যা ক'রত বটে। অলিভার কোট্‌স্‌ ছিল কিছুদিন।"

"আর সে জানত পাখীটা কোথায় আছে?"

"মনে হয় জা'নত। কিন্তু তেমন ত'..."

এড্‌ তা'র একটা গাঁট-ওলা আঙুল উঁচিয়ে ধরে। "ঠিক আছে। এখন আমরা আরেকটু এগোই। দু বছর আগে 'ইউ, পি, উৎসবে যেদিন বেন্‌ লস্টিং এসেছিল মাতাল হয়ে, আর গুলি ছুঁড়ে হৈ হৈ হট্টগোল বাঁধিয়েছিল,—মনে আছে? মনে আছে সেই অবসরে অলিভার কোট্‌স্‌ ক্যাশ বাক্স থেকে একটা ডলারের নোট চুরি করেছিল?"

"একী বলছেন, মিঃ নিউবার্ট, এটা বলাও নির্দয়তা। উত্তেজনাবশতঃ সে নিয়েছিল, পরে দোষ স্বীকার ক'রে ফেরতও দিয়েছিল। অলিভার প্রকৃতই সৎ ছেলে! না ওর বিরুদ্ধে কোনও নালিশ নেই আমার, কখনো না!"

"বেশ, এখন আর একটুকু চিন্তা করো। একটা বাইসাইকল্ কেনার সখ ওর দারুণ হয়েছিল এবং সেই জন্যে টাকাটা ও নিয়েছিল। তুমি ওর বাপকেও জানো। ওর বাপ ব্যাটা ভয়ানক কিপ্টে, কড়া ও ভীষণ। শুনেছি ওই ঘটনার পর সে জানিয়েছে যে অলিভার ছোক্‌রাকে কখনো বাইসাইকল্ কিনে দেবে না। কাজে কাজেই, বুঝছো?"

"না" ভায়োলেট বলে। "বুঝছি না। একেবারে নির্দোষ ছেলেটি। শপথ ক'রে বলতে পারি আমি। আর, তাছাড়া ওই বুল্‌বুল্ দিয়ে কী হবে ওর?"

বিল্ যেন সন্তুষ্ট হয়। "বেশ, সেটাও ভেবে দেখেছি আমরা। তুমি জানো শ্রীযুক্তা কোট্‌স্-এর ভগিনী থাকেন শহরে। তাঁর স্বামী খুব বড় একটা চাকরি করেন। পুলিশ, না কী যেন।"

"হ্যাঁ।"

"আর অলিভার ছোকরা স্কুল খোলার আগে প্রতিবার গ্রীষ্মে যায় ওদের ওখানে। অন্য সময় ওর বাপ ওকে দারুণ খাটায়, কিন্তু হপ্তাখানেক ও গিয়ে ঠিক শহরে কাটিয়ে আসে। জানো? ওর মা সে ব্যবস্থা ক'রে দেয়।"

"হ্যাঁ," ভায়োলেট স্বীকার করে, "আমি জানি।"

"বেশ। এখন আমরা জিনিসটা দেখছি এইভাবে। পাখীটা যদি সে পেয়ে থাকে, সে সেটাকে একটা স্যুটকেসে ক'রে নিয়ে শহরে কোথাও বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারে। অলিভার বেশ চালাক-চতুর ছেলে এবং প্রতি বছর এক হপ্তা ক'রে সে শহরে কাটিয়েছে। এখন ধরো জো হিক্‌স্ এর কথাই। সে যদি বুল্‌বুল্‌টা নি'ত, সে কিছুতেই একটা বন্ধকী দোকান খুঁজে পে'ত না, এ কথা আমি হলফ্ ক'রে বলতে পারি। তা'র যেরকম ভয়-ভয় ভাব আর মুখে কথাও ফোটে না। কিন্তু অলিভার ওস্তাদ ছেলে, এবং বাইসাইকল্ তা'র চাই-ই। সর্বত্র সে এ-সম্বন্ধে ব'লে বেড়িয়েছে। এমন কি এখানেও। সুতরাং বুঝে নাও।"

"কিন্তু একী সাংঘাতিক কথা।" ভায়োলেট যেন ফেটে পড়ে। "সামান্য কোনও প্রমাণও ত আপনাদের নেই। আর, যা আপনারা বললেন তা সবই যদি সত্যিও হয়,—অবশ্য তা নয়ক—তাহ'লে বাইসাইকল্ কেনার টাকা কোত্থেকে ছেলেটা পেয়েছে কী করে বলবে?"

নিউবার্ট-যমজ দুজনের মুখে সন্দেহের ছায়া পড়ে। "খালি ওই একটা জিনিসই আমরা এখনো ঠিক করতে পারি নি", এড্ বলে বিলের দিকে চেয়ে।

"যা বললেন, আশা করি আর কারো কাছে ঘুণাক্ষরেও তা প্রকাশ করেন নি!"—ভায়োলেটের কণ্ঠস্বরে মিনতি ফুটে ওঠে।

"যেদিন থেকে শোনা গেল যে জো হিক্স্ চুরির দায় থেকে মুক্ত, সেদিন থেকেই আমরা ব্যাপারটা নিয়ে শুধু ভেবেছি। তাকে সেদিন দেখেছিলাম বগলের নীচে ছোট বাক্সটা নিয়ে সেতুর ওপর দিয়ে স্টেশনের দিকে যেতে এবং কেবল সেই কারণেই মনে হয়েছিল কথাটা বলা আমাদের কর্তব্য। তবে মনে হয় তার কাহিনীটা সত্যিই।"

"অবশ্যই সত্যি। আর দয়া করে অলিভার ছোক্‌রার সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলবেন না। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি। এখন শুনুন বিজ্ঞাপনের কথাটা।"

ভায়োলেট পুরস্কারের অঙ্কটি জানালে ওদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যায়।

"কী কাণ্ড!" এড্ বলে, "এ ত' একটা ঘোড়ার পুরস্কার, গান-করা, ছোট্ট একটা পাখী ত' কোন্ ছার! ওঃ, এর ওপর তোমার আকর্ষণ খুব বেশী, তাই না?"

"তা আছে" ভায়োলেট বলে।

কী কথা লেখা হবে ঠিক হ'ল। সংখ্যায় হবে তিনটে, তা'রা সিদ্ধান্ত করল। একটা ডাকঘরে, একটা 'জেনারেল স্টোরে', আর একটা মিলে।

"আমরা লাগিয়ে দোব বিজ্ঞাপনগুলো?"

"ওঃ, তা দিলে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।"

"ঠিক আছে, কাল হয়ে যাবে" বিল্ বলে। "আমাদের অন্য কাজ এখন একটু হাল্‌কা আছে, সুতরাং এটা এখনই ধরবো। পঞ্চাশ সেণ্ট্ এক-একটার দরুন, কেমন?"

"আচ্ছা। আমি এখনি দামটা দিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের ধন্যবাদ। আর…" যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে ভায়োলেট, "আমি যা বলেছি তা মনে থাকবে ত'?"

"আরে, ওই নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা করো না", এড বলে, "বিজ্ঞাপন যখন

পড়ছে, কিছু একটা ঘটবেই। দেখো, ঠিক ঘটবে। কেউ নিশ্চয় স্বীকার করবে।"

ভায়োলেট চ'লে যায়। অস্বস্তিবোধ হয় তা'র। নিউবার্ট যমজদ্বয় নামকরা গল্পবাজ, এবং পাড়ায় পরচর্চা ত' অবশ্যম্ভাবী। অন্যলোকের ব্যাপারে নাক-গলানো এখানে অতি স্বাভাবিক। যে ছেলেটির কথা ওরা ভাবছে, তারজন্য রীতিমতো আশঙ্কিত হ'ল ভায়োলেট। ওদের সন্দেহ যে ওদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে, এমন কিছু শপথ ওরা করেনি। কাজেই জো হিক্‌সের মতো অন্যায় সন্দেহের ভার সহ্য করতে হবে অলিভারকেও হয়ত বা। যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে প'ড়ে, সে ভাবতে থাকে বিজ্ঞাপনের কথা না মনে এলেই ভালো ছিল। তবে এটাও ঠিক যে প্রকৃত দোষী যখন বুল্‌বুল্‌টা ফেরত দিতে আসবে ও পুরস্কারের টাকা চাইবে তখনই ত' সুনিশ্চিতভাবে সন্দেহ-মুক্ত হবে নির্দোষ ব্যক্তি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাস্তাটা পেরোয় ভায়োলেট। মিলের গা বেয়ে বেয়ে-চলা নদীটি একটু দেখে নেয়।

নদীর দৃশ্যটি মনোরম। একটু এগিয়ে একটা বাঁক থেকে ঘুরে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে অপরূপ নদীটি। তা'র দু'তীরে ঘন সবুজের জঙ্গল। এদিকে, মিলের কাছে হু হু ক'রে বাঁধের ওপর দিয়ে বইছে জল। "মিলারস্ রক্" এর পাদদেশে আছড়ে পড়ছে প্রচুর ফেনা কেটে। ভায়োলেট দাঁড়িয়ে প'ড়ে দেখতে থাকে: পড়ন্ত সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সফেন জলটাকে কেমন বহুবর্ণ ক'রে দিচ্ছে, তা'রই পাশে সেতুর রোদে জলে রং চটা, ধূসর চেহারা আর পুরানো মিলের ছাদে নিষ্প্রভ, গোলাপী আলোগুলো। মিলটাকে চিরদিন সে ভালোবেসেছে এবং এখন এক আকস্মিক খেয়াল বশতঃ ঠিক করল সে মিলের ভিতরে গিয়ে ক্যাটির রুটির জন্য কিছু ভুষি নেবে। সাধারণতঃ শুক্রবার ক্যাটি রুটি তৈরী করে।

মিলের ভিতরে ঢুকে একটু কাল সে চুপ ক'রে দাঁড়ায়। কানে আসে যন্ত্রপাতির একটানা, প্রচণ্ড গুঞ্জন। গন্ধ আসে তাজা শস্যের। সারা গা শাদা গুঁড়োয় ঢাকা, শ্রীযুক্ত হ্যারিস্ আবির্ভূত হলেন হঠাৎ ও ভায়োলেটকে দেখে হাত নাড়ালেন।

"ভুষি চাই?" যন্ত্রের শব্দ ছাপিয়ে ওঠে তাঁর গলা, "চমৎকার টাটকা ভুষি রয়েছে।"

ভায়োলেট ইঙ্গিতে সম্মতি জানিয়ে, টাকার থলিটা খুলতে যায়। কয়েক মিনিট পরই তাকে খয়েরী রঙের ঠোঙাটি এনে দেন শ্রীযুক্ত হ্যারিস্।

"ঠিক আছে। তোমায় কিছু দিতে হবে না। সীনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?"

"হুঁ, মনে হ'ল একবার যাই।"

"বেশ। ওর ভালো হবে এতে। খুবই অস্থির হয়েছে ও।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু দামটা আমি দে'ব..."

কিন্তু আবার হাত নাড়িয়ে শ্রীযুক্ত হ্যারিস্ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভায়োলেট বেরিয়ে পড়ল। সোজা হেটে চলল 'মিল হাউস'-এর দিকে। বাড়ীটা একটু এগিয়েই। বারান্দায় ব'সে দোলা-খাচ্ছিল সীনা, তা'র চোখ দুটি সামনের দিকে রাস্তার ওপর নিবদ্ধ। ভায়োলেটকে দেখে সানন্দে লাফিয়ে উঠল সে।

"এসো, ভী! তোমাকে নিউবার্টদের ওখানে ঢুকতে দেখলাম, কিন্তু কখন বেরোলে জানতে পারিনি।"

"মিলে গেছিলাম, কিছু ভুষি নিতে।" ভায়োলেট হাসে।

"তুমি ও হেনরী!" অদ্ভুতভাবে বলে সীনা। "ওঃ, লোকটি ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিত। প্রতিটি শুক্রবার দোকান বন্ধ হ'লে ও আসবে ভুষি নিতে। ওর মা বোধহয় শনিবারে ব্রাউন ব্রেড বানা'ন। এসো, বসো। কী খবর বলো। কিন্তু বলবে আর কী, এ যেন মরা পাড়া একটা। তোমার চৌঠা জুলাইয়ের উৎসবই বোধহয় এই গ্রীষ্মের শেষ।"

"তাই মনে হচ্ছে", ভায়োলেট বলে, "অন্ততঃ যদ্দিন-না শস্য তোলার সময়টা প্রায় এসে পড়ে।

"তা ঠিক। সেটা হচ্ছে আগস্ট মাস। আমি ভেবেছিলাম এবছর খামারে একটা বড় রকমের উৎসব করবো, প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করবো। জন্‌ও রাজী হয়েছিল। আর এখন..."

"ওঃ, সীনা, তোমার জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয়! কতো নির্জন, কতো একা-একা যে তোমার লাগে তা বুঝি। ইচ্ছে করে তোমার জন্যে অনেক কিছু করি। আমি একটা কথা ভেবেছি, তা'তে হয়ত একটু বৈচিত্র্য আসতে পারে আমাদের জীবনে। তুমি জানো যে কিটিকে আমরা তা'র বিয়ের

আগে কিছু জামাকাপড উপহার দে'ব। এখন, আমরা যদি প্রতি সপ্তাহে একত্র হয়ে উপহারগুলোর ওপরে কিছু এম্ব্রয়ডেরি ক'রে দি' ত' কেমন হয়? বেশ ভালো হয় না?"

"কিছু না-করার চেয়ে ভালো" একটু রুক্ষভাবেই ব'লে সীনা, এবং তারপরই কণ্ঠস্বর পাল্টে নেয়। "ওভাবে বলতে চাইনি কথাটা, ভী। হ্যাঁ, ভালোই হবে। আমি ভালো কুরুশ-কাঠি দিয়ে বুনতে জানি, আমি বরং ওকে বেশ বড় রকমের কিছু একটা বুনে দে'ব।"

"আমি অবশ্য এম্ব্রয়ডেরিই করবো। তোয়ালেতে, কিম্বা, বালিশের খোলে," ভায়োলেট বলে, "ফেথ্ রাজী হবে জানি, হয়ত বা লুসি আর পেগীও আসবে। তুমি আমার বাড়ী আসতে পারো, একেবারে গলির মধ্যে, কিটি টেরও পাবে না আমরা কী করছি। তাছাড়া, ও এখন খুব উত্তেজিত আছে, ব্যস্তও খুব; কাজেই লক্ষ্য করবে না আমাদের। আমি অন্যদের সঙ্গে কথা ব'লে তোমাকে জানাবো। আস্‌ছে সপ্তায় মঙ্গলবার তোমার অসুবিধে নেই ত'?"

"যে কোনও দিন," সীনা বলে। "সময় আর কাটতে চায় না। খামারের কাজের-তুলনায় কাজও অনেক কম। ভায়োলেট?"

"বলো।"

"ওই জেক্ গদভটিকে নিয়ে আমি বড বিপদে পড়েছি। সহ্যের শেষ সীমায় পৌচেছি আমি। ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করতে হবে, করতেই হবে।"

"সীনা। কী করে ও? কী হয়েছে?"

"কী করে? প্রতিটি রজনীতে এখানে আসেন তিনি—এই করেন! বাড়ীর সামনে লক্কড ছ্যাক্‌বাটা বেঁধে রেখে, এই বারান্দায় উঠে আসে ছোক্‌রা, যেন শয়তানে তাডা করেছে! শোনো, ভেবো না, যে ছেলেটি ভালো আছে, আমি ব'লে দিচ্ছি। ওর তাকানি বেয়াডা, কাজকর্মও বেয়াডা।"

"কিন্তু কী চায় ও তোমার কাছে?"

"কী মনে হয় তোমার?" বিরক্ত স্বরে বলে সীনা। "আমাকে চুমু-খাবার চেষ্টা করে এবং আরো কীই না ক'রত যদি না ঠেলে সরিয়ে দিতাম, তা ঈশ্বরই জানেন! ক্ষেপে গেছে। ওঃ, কত্তোদূর আস্পর্ধা! ও কি-না

আমার সঙ্গে জুটতে চায়। তবে তাড়াচ্ছি ওকে আমি ঠিকই। এমনই ব্যবহার ক'রব যাতে বুঝতে পারে। বড্ড ভালো মানুষি করেছি কিনা আমি ওর সঙ্গে।"

"ওঃ, সীনা, ত্যাখো, তুমিই কি ওকে এ্যাদ্দুর এগিয়ে নাওনি?"

"বাজে কথা! খামারের জন্যে ওকে আমার দরকার ছিল, বলো ছিল কি-না? ও না-থাকলে ফসল সব নষ্ট হ'ত। সুতরাং ওকে যদি একটু খুশী-রাখার চেষ্টা ক'রে থাকি ত' দোষ কে দেবে আমায়? আর, ওখানে ত' ও এমন উন্মাদের মতো ছিল না। খামার-বিক্রির পর আমি এখানে আসা থেকেই ওর মাথাটা একদম বিগড়েছে। আমাকে বিয়ে করবে,—এই নিয়েই ওর কথাবার্তা! কল্পনা করতে পারো তুমি? বলে কিনা আমরা দুজনে গিয়ে খামারের মজুরের বাড়ীতে থাক'ব, আর ও বব্ হ্যালিফ্যাক্সের কাজ করবে।' ওকে থামাতেই হবে।"

"তোমার বাবা ওর সঙ্গে কথা বলতে পারেন না?"

"সেইটেই ত' মুশকিল। তিনি বলবেন না। তিনি হচ্ছেন তোমার মতো। তাঁর মতে যেভাবেই হোক আস্কারা আমিই দিয়েছি এবং যদি বিপদ ডেকে থাকি আমি, ত' উদ্ধারের ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হবে। তা, এর মধ্যে একদিন রাত্রে সে ব্যবস্থা করবোই আমি।"

"খুব নির্দয় হয়োনা ওর প্রতি, সীনা। দুরন্তভাবে প্রেমে পড়েছে ছেলেটা। তুমি তা জানো। ছেলে মানুষ এবং প্রকৃত সৎ ব'লেই অমন পাগলের মতো ভেবেছিল তোমরা দুজনে ওই খামার বাড়ীতেই একসঙ্গে বসবাস করবে। অবশ্যই আমাদের কাছে কল্পনাটা উদ্ভট, কিন্তু ওর কাছে সেটা সম্ভব। সুতরাং খামার বিক্রি আর তোমার এখানে চলে আসা ওকে খুবই আহত করেছে। তুমি কি ওর সঙ্গে একটু সদয়ভাবে কথা ব'লে বোঝাতে পারো না যে তোমার পক্ষে ওকে ভালোবাসা বা ওকে বিয়ে-করার চিন্তা পর্যন্ত কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু ভালোভাবে বলো।"

"ভালোভাবে! দশবার ওকে বলেছি সেকথা! ও কানেও নেয় না। কিছুতেই থামছে না! আমি কিন্তু আর সইবো না। যদি শোনো যে ওকে তাড়া-ক'রে আমি গেটের বা'র ক'রে দিয়েছি, কিম্বা ইঁট ছুঁড়ে মেরেছি, ত' অবাক হয়ো না!"

করে—সব সময় হাত ভর্তি কাজ। একেবারে চশমখোর ব্যাটা। বগলদাবায় বাইবেলটি নিয়ে প্রতি রবিবার গির্জায় যা'ন উনি, যেন কোনও ধর্ম-অবতার! এখন শোন!"

প্রতিবেশিনীর পাশে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়ায় ক্যাটি। "বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, হপ্তা দুয়েক যা'ক, জানতে আমরা পারবো। অতোগুলো টাকা পুরস্কার! যদি অলিভার ছোঁড়া নিয়ে থাকে পাখীটা—নেয় নি' সে অবশ্যই,—তাহ'লে নিশ্চয় পুরস্কার নিতে আসবে সে। আসবে কি না?"

"হ্যাঁ...মনে হয় আসবে", ম্যারী স্বীকার করেন।

"সকলের যা কর্তব্য তা হচ্ছে একটু ধৈর্য ধ'রে থাকা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা-করা এই জন্যে যে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ওই একরত্তি ছেলে অলিভারের সম্বন্ধে, যা খুশী তা-ই ভেবেছে তা'রা। আর, ম্যারী?"

"বলো।"

"আশা করি তুমি এ খবরটা রাষ্ট্র করবেনা।"

"না, না", ম্যারী তৎক্ষণাৎ বলেন, "তবে উইলিয়মের কাছে ত' কিছু গোপন করি না আমি।"

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যাটি। "ওঃ, পুরুষরা গুজব একবার শুরু করলে থামতেই চায় না। যা'ক গে। ওদের মধ্যেই থাকুক। কিন্তু খারাপ কিছু যেন না ঘটে।"

সে রাত্রে ক্যাটি আর ভায়োলেট ভারাক্রান্ত মনে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ওরা বুঝতে পারে যে এরই মধ্যে' অলিভারকে নিয়ে সন্দেহ গ্রামময় প্রবাহিত হয়ে চলবে শান্ত এক ফল্গু স্রোতের মতো। পরস্পরকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দেয় ওরা এবং পরিশেষে ক্যাটি গিয়ে তা'র দোলনা-চেয়ারটিতে বসে সাইমনকে কোলে নিয়ে। ক্যাটির হাতে থাকে একখানি বাইবেল। ভায়োলেট বোঝে ক্যাটির দুই-অধ্যায় বাইবেল-পাঠ শুরু হবে।

"জানি না অন্যায় হবে কিনা, ইচ্ছে করছে স্তবমালা পর্যন্ত পড়ব আজ" ক্যাটি বলে। "তা'তে সন্ধ্যেটা একটু হাল্কা ঠেকবে।"

অন্ধকার হয়ে আসতেই ভায়োলেট তা'র ঘরে যায়। প্রখর সূর্যালোকের

চাইতে বাতির আল্তো আলোয় ফিলিপের কাছে আপন-চিত্তোদ্ঘাটন যেন সহজতর। ম্যুইয়র্ক থেকে এখন প্রায় প্রতিদিনই চিঠি আসছে, জবাবও উড়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে। লেডীকার্কের কিম্বা ম্যুইয়র্কের জীবনযাত্রা নিয়ে হাসি তামাসা ক্রমশঃ ক'মে আসছে; বরং তাদের মধ্যে এক পরিবর্তন, চিঠির শেষে নিজেদের নামের পরিবর্তনের চাইতেও নিগূঢ় এক পরিবর্তন ক্রমেই দানা বেঁধে উঠ্ছে। পরস্পরের ভাবনা-চিন্তা, মতামত ও বিভিন্ন বিষয়ে আন্তরিক অনুভূতির পরিচয় একে অন্যকে জানাতে শুরু করেছে। এ জাতীয় চিঠি লেখার সময় ভায়ালেটের কেবলই মনে হ'ত যে মুখে বলার স্বাভাবিক বাধা থেকে কী আশ্চর্যভাবে মুক্ত লিখিত কথাগুলি।

কাজেই সে লিখতে পারে:

"আপনি জানতে চেয়েছেন প্রেম সম্বন্ধে আমায় কী অনুভূতি এবং ওই বিষয়ে লেখা আমার কবিতাটি ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের কথাই বলে কিনা। হ্যাঁ, বলে। আমি জানি বিভিন্ন লোকের কাছে প্রেম প্রতিভাত হতে পারে বিভিন্ন ভাবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রেমের একটি আগমন এখন আমি দেখছি আমার প্রিয়তম বান্ধবী ফেথের ক্ষেত্রে। ফেথের কথা আপনাকে বলেছি! স্থানীয় কোন খামারের মালিক জনৈক যুবক (তিনি একজন চমৎকার ভদ্রলোক) ফেথের সঙ্গে খুব মেলামেশা করছেন। তার গভীর আনন্দ নীরবে প্রবাহিত। আমার বিশ্বাস সে তাদের এই বর্তমান বন্ধুত্বটাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য,—যতদিনে-না ধীরে ধীরে, শোভনভাবে তাদের দুজনের কাছেই প্রেম আবির্ভূত হয়। আমি জানি শেষ পর্যন্ত ওরা নিশ্চিত হবেই পরস্পরের গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী অনুরাগ সম্বন্ধে, কিন্তু ওরা কখনই টের পাবে না অনির্বচনীয় আনন্দের আকস্মিক উদয়, যা আমি বর্ণনার চেষ্টা করেছি। ভেবেছি এক-এক সময়—প্রেম নিয়ে অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ হচ্ছি না'ত? কিম্বা, এমনকি—কথাটা লিখতেও ঘৃণা হচ্ছে,—বেলেল্লাপনা হচ্ছে না'ত?

সেই গাইয়ে পাখীটির সঙ্গে আমার মাকে পাঠানো দাদুর চিঠিখানার কথা কি কখনো আপনাকে বলেছি? তিনি লিখেছিলেন ওই পাখীটি মাকে পাঠানোর কারণ হচ্ছে যে প্রকৃত প্রেম যখন হৃদয়ে প্রকাশ পায় তখন গেয়ে ওঠে যেন বুলবুল্। যদি প্রেম কখনও আসে, আমি চাই গানটা শুনতে, চাই সেই গানের বন্যায় ভেসে যেতে।"

ফিলিপের জবাব এলো সঙ্গে সঙ্গে :

"আপনার চিঠি পেয়ে যে-আনন্দ পেলাম, তা আর কিছুই আমাকে দিতে পা'রত না। প্রেম সম্বন্ধে আপনার অনুভূতি আমার মতের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এখন আপনার কাছে পেশ করছি একটি অদ্ভুত স্বীকারোক্তি। গত বছরের শীত ও এই বসন্তটা আমিও কোনও একটি মেয়ের সঙ্গে অনেক মেলামেশা করেছি।

মেয়েটি গাইল্‌সের ভাইঝি। বছরখানেক হ'ল তার পরিবার শহরে উঠে এসেছে। প্রথমতঃ গাইল্‌সের খাতিরে ওকে নিয়ে আমাকে বেরোতে হ'ত এবং তারপর আমরা এমনিই বেরিয়ে পড়তাম। কিন্তু একদিন রাত্রে আমি এ-বিষয়ে চিন্তা ক'রে দেখলা'ম আদ্যোপান্ত। মেয়েটি সুন্দরী, আকর্ষণীয়া; কিন্তু জানতাম তা'র প্রতি আমার আসক্তি নিছক ভালো-লাগা, আর আপনার বর্ণনা মত আমিও চেয়েছি স্বাদ পেতে সেই দুর্বার জলধারার, শুনতে মনের অভ্যন্তরে সেই মৃত্যুহীন গান। গাইল্‌স থাকার জন্য আমি একটু বিপদে পড়েছিলাম যেন,—তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অতি শোভনভাবে ব্যাপারটা কাটিয়ে উঠেছি এবং কোন পক্ষেই ক্ষোভের কারণ ঘটেনি। আপনাকে এইসব কথা বলার কারণ যে-রাত্রে স্বগত আলোচনার মাধ্যমে নিজের অনুভূতির বিশ্লেষণ করেছিলাম তা'র হপ্তা দুয়েক পরেই আপনার পাণ্ডুলিপি আমার টেবিলে আসে। আপনার আলোচ্য কবিতা পড়ার সময়কার—আমার মনোভাব আশা করি অনুধাবন করতে পারছেন। মনে হয়েছিল আমার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবার জন্যই যেন ঈশ্বর প্রেরিত ওই বাণী। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি বোধহয় অতিমাত্রায় রোমান্টিক ও অবাস্তব। কিন্তু আপনার কবিতার কথাগুলি যেন আমাকে একটি আশ্চর্য আবেগময় যাত্রাপথের দিশা জোগাল, যে-যাত্রা কোনও দিন হয়তবা আমার হবে। এখন নিশ্চয় বুঝছেন কেন অতো উৎসুক হয়েছিলাম আপনাকে চিঠি লিখতে এবং আপনার সম্বন্ধে আরো জানতে। মনে হয়, সম্পাদক বুঝিবা সেই মুহূর্তে মানুষটার মধ্যে হারিয়ে গেছল।

ভালো কথা, গাইল্‌স্ বলেছেন আপনার একটা কবিতা প'ড়ে মনে হয় যেন আপনি বোকাচ্চিয়ো পড়েছেন। পড়েছেন কি?"

ভায়োলেট জবাবে লেখে :

"হ্যাঁ, আমি 'দি ডেকামেরন' ও 'ট্রিস্ট্রাম্ শ্যাণ্ডি' ও 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট্' কুড়ির আগেই শেষ করেছি, আর তাই জীবনের মৌল সত্যগুলি মোটামুটি জানি। আমার বাবা রাস্কিনের সঙ্গে একমত ছিলেন যে তরুণী মেয়ের পক্ষে সব চাইতে মঙ্গলকর হচ্ছে তা'কে কোনও গ্রন্থাগারে ছেড়ে দেওয়া এবং যা খুশী পড়তে দেওয়া। বলা বাহুল্য, কাঁটা ফল দু-একটিও ভক্ষণ করবে সে, কিন্তু অন্য সব অতি উৎকৃষ্ট খাদ্যের সঙ্গে তা'-ও হজম হয়ে যাবে। ঠিক এখন আমি কী পড়ছি কল্পনা করতে পারেন? সেটা হচ্ছে টেনিসনের 'দি প্রিন্সেস্'! প্রতি রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে একটু-একটু ক'রে পড়ি। প্রতি গ্রীষ্মে কাব্যটি ফিরে-ফিরে পড়ি আমি, কারণ মনে হয় ওটার সময় বুঝি গ্রীষ্মই। টেনিসন অবশ্যই 'ঈশ্বরের অনন্ত, প্রোজ্জ্বল কৃতি যাহা ঋতুচক্র গড়ে' সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। প্রতিবারের মতো এবারো এটা পড়তে-পড়তে আমি বোঝবার চেষ্টা করছি এর 'গানগুলির' মধ্যে সব চাইতে সুন্দর কোনটা। উত্তর দেবার সময় যদি মনে থাকে, আপনার কোনটা প্রিয় জানাবেন কি?"

পরের সপ্তাহে অনেক কথা ছড়িয়ে পড়ে লেডীকার্কে। পুরস্কার-ঘোষণা সারা পাড়াটাকে নাড়া দিয়েছে। কুড়ি ডলার প্রচুর টাকা। দেখা সাক্ষাৎ হলেই নারী ও পুরুষ সকলে বুলবুল চুরির আলোচনা করে এবং পুরানো ঘটনার ওপর নতুন আর কটু তথ্য জুড়ে দিতে থাকে। কারণ নিউবার্টস্ ভ্রাতৃদ্বয়ের চতুর ইঙ্গিত ছাড়াও অনেকে চর্মচক্ষে যা দেখেছিলেন তা'র গুরুত্বও কম নয়। অলিভার কোট্‌স বিজ্ঞাপনের সামনে এখনো প্রতিবার থ' হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সেটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো। এর অর্থ আর কী হতে পারে যদি এমন না হয় যে··· ? তবু অনেকে অবশ্য তর্ক করছেন যে অধিকতর প্রবল প্রমাণ সত্ত্বেও জো হিক্‌স্ ছিল আগাগোড়াই নির্দোষ। একথা ঠিক বালক কোট্‌স্ একবার অপরাধ করেছিল,—সেই উৎসবের সময়···কিন্তু টাকা ফেরতও দিয়েছিল সে, অনেকেই এ কথা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতেন। যা-ই হোক না কেন এইভাবে ভাল মন্দ দুদিকেই বিবেচনা চলতে থাকে যতক্ষণ না অদৃশ্য ফল্গুধারা যথেষ্ট শক্তিময়ী হয়ে উঠে পরিপূর্ণ প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করে। বুড়ো অলিভার কোট্‌স্ এবং ছেলে দুজনের কানেই কথাটা যেত কিন্তু অন্য ঘটনার সমাবেশে সেটা স্থগিত থাকে।

প্রচণ্ড নিদাঘের এক সন্ধ্যা। থমথমে হাওয়ায় ঝড়ের পূর্বাভাস এবং প্রধান সড়কের দুপাশে বারান্দায় ব'সে প্রত্যেকে হাত-পাখা টেনে চলেছে আর বৃষ্টির প্রত্যাশায় রয়েছে। বিদ্যুৎ না-চমকালে কিছুতেই গুমোট কাটবে না। ও অঞ্চলে যাদের বাড়ী 'মিল্' বাড়ীর কাছেই তা'রা কিছুদিন ধ'রেই রাতের পর রাত জেক্ ওডেল্-এর ছ্যাকরা আসা লক্ষ্য করছিলেন এবং খুশী মতো সে ঘটনার অর্থ নির্ণয় করছিলেন। জন্ হার্ভের মৃত্যুর ঠিক এতো অল্পকালের মধ্যে সীনা নিশ্চয়ই কারো সঙ্গ চাইবে না! কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেক্ ওডেল্! সীনার দৃষ্টি নিশ্চয়ই আরো উঁচুতে হবে! কিন্তু তা-ই যদি হবে তাহলে এই আসার অর্থটা কী। জেক্ যখন খামারের কাজে সীনাকে সাহায্য ক'রত তখন সীনা নিশ্চয়ই তা'র দিকে প্রচুর "দৃষ্টি" দিয়েছে আর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সীনার দেহে রূপের আকর্ষণের কথা এমনকি মেয়েরাও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। পুরুষদের দিক থেকেও ব্যাপারটা শুনে অনেকেই সলজ্জ হাসি হাসতেন কারণ তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাঁরা কোনও না কোনও সময়ে সীনার রূপ দেখে মুগ্ধ হ'ননি। সুতরাং তাঁরা মন্তব্য করেন যে বেচারা ছেলেটা জবরভাবে কচি পিরীতির ফাঁদে পড়েছে।

সে-রাত্রে ঝড় ওঠবার আগে তৈলহীন চাকার ক্যাড়্ ক্যাড়্ শব্দ শোনা গেল। বারান্দার আঁধারে দেখা অভ্যস্ত চোখগুলি দেখতে পায় জেক্ তা'র ঘোড়াটা বেঁধে দিয়ে 'মিল্' বাড়ীর ভেতরে যাচ্ছে। যেহেতু জেক্ এলে বেশ কিছুকাল থাকে, দর্শকরা জুৎ ক'রে তাঁদের চেয়ারে বসেন একাধারে গরমটা কাটাতে ও জেকের প্রস্থানটা দেখতে। উইলিয়ম জ্যাকসন্ সেতুর কাছাকাছি গেছলেন তাঁর ভাই এ্যান্‌ড্রুর বাড়ী একটা খবর নিয়ে এবং রাস্তার অপর পাশ দিয়ে ফেরার সময় সকলের সঙ্গে সেদিনকার আবহাওয়া সম্বন্ধে কথা বলে চলেছেন। অপর কেউ প্রশ্নটা করার আগেই তিনি জানতে চাইছেন, "কেমন গরমটা পড়েছে?"

হঠাৎ পথের ওপর দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা যায়। হৈ চৈ ও তা'র সঙ্গে ক্রুদ্ধ একটা কণ্ঠস্বর ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। 'মিল্' বাড়ীর সড়ক দিয়ে ছুটে আসছে জেক্ এবং তা'র পিছুপিছু শ্বেতাম্বরধারিণী সীনা। সীনা গেট পর্যন্ত এসে পৌঁছলে তা'র গলার জোর রাস্তাটার এমুখ থেকে ওমুখ পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল।

"যাও! সোজা বাড়ী যাও তুমি! এখানে আর কখনো এসো না! আমি ম'রে গেলেও তোমাকে বিয়ে ক'রব না! তোমার ছায়া মাড়ালে আমায় চান করতে হবে! তোমার সম্বন্ধে এই আমার মনোভাব। আর বিদেয় হও, আমাকে জালিও না। তোমার ওমুখ দেখতে চাই না আমি! আর কখনো যদি তুমি জ্বালাতে আসো আমায়, আমি জমিদারকে জানাবো। শান্তি ভঙ্গের অপরাধে তোমায় গ্রেফ্‌তার করাবো। যাও, যাও, দূর হও!"

এরপর হঠাৎ ঝড় এল। বিদ্যুতের চোখ-ঝলসানো আলোয় দর্শকরা পলায়নপর, ফ্যাকাশে-মুখ জেকৃকে তা'র ছ্যাকরায় উঠতে একবার দেখতে পান, কিন্তু বজ্রপাতের শব্দে চাকার শব্দ শোনা যায়নি। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সোজা রাস্তা ধ'রে চ'লে গেল বাড়ীর দিকে।

অনেকক্ষণ পর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেমে যায়। উইলিয়ম জ্যাক্‌সন্ বাড়ী ফিরে আসেন। প্রথমেই তিনি গিয়ে ম্যারীকে অবহিত করলেন যাবতীয় শ্রুত ও দৃষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে। তারপর ভায়োলেটদের বাড়ী বসবার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে দেখে তারা দুজনে খবরটা জানাবার জন্য সেখানে এলেন। তাদের গলা শুনে ক্যাটি শালটা কোন রকমে জড়িয়ে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে।

"আর একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে", উইলিয়ম বলেন, সীনা ছোঁড়াটাকে যে ভাবে গালাগাল দিয়েছে ওরকম গলাগাল জীবনে কখনো শুনিনি। হলফ্‌ করে বলতে পারি ছোঁড়াটা সীনার ধারে কাছে আর কখনো ঘেঁষবে না।"

"নিজের সপক্ষে বললে কী ছোঁড়া?" ক্যাটি জিজ্ঞেস করে।

"একটা কথাও না। বোধ হয় খুব ঘাব্‌ড়ে গেছল,—ঘাব্‌ড়ানরই ত' কথা। ওঃ, যদি একবার সীনার গলা শুনতে! সব চাইতে খারাপ হ'ল সীনার ওই কথাটা—'তোমার ছায়া মাড়ালে আমায় চান করতে হবে!' বলো, এর চেয়ে আর কী খারাপ কথা মানুষকে বলা যায়?"

"ছি, ছি" ক্যাটি বলল, "ওই কি মেয়েদের মুখে মানায়?"

"ওঃ, বলে কি-না 'ছায়া মাড়ালে!'" উইলিয়ম তাড়াতাড়ি বাৎলে দিলেন "এর চেয়ে আর খারাপ কিছু হয় না। অবিশ্যি গোড়া থেকে শেষ সবটাই অত্যন্ত খারাপ।"

ভায়োলেট না-ব'লে পারে না—

"জেকের সঙ্গে সীনার গণ্ডগোল হচ্ছে জানতাম। জেকের আসা বন্ধ না-ক'রে উপায় ছিল না সীনার। জেক্‌কে আসতে মানা ক'রে অনেক বুঝিয়েছে সে, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। কাজেই মনে হয় ওকে কঠোর হ'তে হয়েছে।"

"হুঁঃ, কঠোর ব'লে কঠোর! যা কঠোর সীনা হয়েছে তা'তে আর কখনও জেকের দেখা তা'কে পেতে হবে না।"

"ভালো কাজই হয়েছে, ব'লব", ক্যাটি বলে। "ছেলেটার বয়স অল্প। সে সামলে নেবে ঠিকই। কিন্তু সীনা হচ্ছে যাকে বলে মায়াবিনী! কী দরকার ছিল বাপু ছোঁড়াটাকে নিয়ে দুজনের একসঙ্গে থাকার ওই খামারে। তবে হ্যাঁ, এখন ব্যাপারটা মিটে গেল। ছোক্‌রা এখন একটা মানানসই মেয়েকে বিয়ে ক'রে খামারের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারে। হ্যালিফ্যাক্স বলেছে জেক্ কাজ করে ভালো। যাক্, আমি এখন একটু চা চাপাই, যাবার আগে তোমরা চা খেয়ে যাও।"

রবিবারের প্রভাত। শান্ত, ঝরঝর। তৃপ্তিকর এক স্তব্ধতা বিরাজ করছে সর্বত্র। হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ আর গত রাত্রির বৃষ্টির শীতলতা। গির্জার ভেতর গানের সারিতে পাশাপাশি বসেছে সেদিন সীনা আর ভায়োলেট। ফিসফিসিয়ে সীনা জানায়, "কাল রাত্রে ওকে আমি বারণ ক'রে দিয়েছি।"

"তাই শুনেছি।"

"দেখো, না-করে উপায় ছিল না আমার।"

"তা ত' বুঝতেই পারছি।"

ধর্ম-সঙ্গীত গাইবার জন্য ওরা উঠে দাঁড়ায়।

গির্জা থেকে বেরিয়ে রবার্ট হ্যালিফ্যাক্স ফেথ্‌কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গাড়ী ক'রে রওনা হন। ভায়োলেটের মনে হয় তিনি সম্ভবতঃ যাজক গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন। লেডীকার্কের নানান হেরফের ছাড়াও নিজেকে নিয়ে ভাববার অনেক কিছু রয়েছে অবশ্য ভায়োলেটের। 'দি প্রিন্সেস্' কবিতার কোন্ গানটি ফিলিপের সবচেয়ে প্রিয়, এই প্রশ্নের জবাব খুব তাড়াতাড়িই এসেছিল এবং জবাবের রকমটা ছিল কিছুটা আশ্চর্যকর। চিঠিখানায় কোনও

চিরাচরিত সম্বোধন, কিম্বা, ইতি ছিল না। কেবল একখানি টাইপ-করা কাগজ: শিরোনামা হিসাবে লেখা—'নাউ স্লিপ্‌স দি ক্রিমসন্ পেটাল্' ('ঘুমায় এখন রক্তিম পাপ্‌ড়িটি')।

"ঘুমায় এখন রক্তিম পাপড়িটি, ঘুমায় শুভ্রটিও;
সাইপ্রেস তরু ঢেউ খেলে না'ক প্রাসাদের উদ্যানে;
ফোয়ারার নীচে চৌবাচ্চায় নাচে না সোনালী মাছ।
জাগছে জোনাকী, তুমি এইক্ষণে জাগো, প্রিয়া, মোর সনে।
দুগ্ধ ধবল ময়ূর তখন ছায়াচ্ছন্ন, শ্রান্ত
সুদূর সে-পাখী অশরীরী পা'য় হেঁটে আসে মোর কাছে।
নাক্ষত্রিক জগৎ এখন তারায় তারায় মন,
এখন তোমার হৃদয়ের দ্বার অবারিত মোর তরে।
গগন বক্ষে জ্বলন্ত তারা খ'সে পড়ে নিঃশব্দে,
অগ্নি আখরে লিখে যায় যথা আমাতে তোমার স্মৃতি।
পদ্ম এখন আলসে গোপন করে তা'র মাধুরিমা,
হ্রদের বুকেই আরবার ঢ'লে পড়ে সেই বিলাসিনী।
প্রিয়তমা তুমিও অমনি আলসে ঢ'লে পড়ো মোর বুকে,
অর্পিতা হও এই বুকে আর পৃথিবী লুপ্ত হোক।"

উদ্ধৃতিটির নীচে ফিলিপের নিজের হস্তাক্ষরে লেখা: "তবে 'দি প্রিন্সেস্'-এ পংক্তি হিসাবে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে এইটি: 'Ere seen I loved, and loved you, seen'" ('দেখার আগেই পড়েছি প্রেমে, পড়েছি প্রেমে দেখে।') পত্র-প্রেরকের নাম হিসাবে ছিল শুধু 'এফ. এচ্'।

সারাটা অপরাহ্ণ ফিরে-ফিরে পড়ে চিঠিখানা ভায়োলেট। আবেগে কম্পমান, চিন্তাকুল ভায়োলেট খানিক পরে স্বপ্নাতুর ভাবটা কাটিয়ে উঠে বোঝে যে সে যা করতে বলেছিল তা-ই করেছেন মাত্র। কাব্যটি থেকে তাঁর প্রিয় গানটি টুকে দিয়েছেন। অবশ্য ওই গান ঘটনাক্রমে ভায়োলেটেরও প্রিয় গান। এই মিলের মধ্যে ব্যক্তিগত কোনও বৈশিষ্ট্য খোঁজা নিরর্থক। কিন্তু তলার পংক্তিটি! সেটি নিশ্চয়ই কিছু বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে!

"দেখার আগেই পড়েছি প্রেমে, পড়েছি প্রেমে দেখে।"

এই পংক্তিটির কথা ভেবেই মুখচোখ গরম হয়ে উঠে ভায়োলেটের।

খাওয়ার জন্যে ক্যাটি ডাকে, কিন্তু ভায়োলেট শুনতে পায় না। সন্ধ্যাবেলায় গির্জায় যেতে দেরী হয়ে যায় তা'র। গোধূলির মৃদু আলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে গির্জার ভেতর গিয়ে গানের সারিতে সে যখন তা'র স্থান নেয় তখনো পংক্তিটি যেন তা'র কানে বাজতে থাকে। মনে মনে তখনো সে গেয়ে চলে :

"দিনের আলো ধীরে ধীরে
যায় চ'লে যায় অনেক দূরে"

কিন্তু তা'র মন ফিরে-ফিরে গাইছিল ফিলিপের চিঠির রহস্যময়তায় ঢাকা সেই কথা ক'টি।

সে-রাত্রে সীনা আসেনি। ভায়োলেট বোঝে কারণটা। যুবতী বিধবাকে গির্জা থেকে বেরোনর সময় দরজার সামনে দাঁড়ানো যুবকদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে—কিন্তু তা'কে যেতে হবে তা'র মা-বাবার সঙ্গে। একাকীত্ব আরো প্রকটভাবে প্রকাশ পাবে। ফেথ্ ও বব্ হ্যালিফ্যাক্স একত্রে এসেছে, মনে হয় সারা বিকালটাই হ্যালিফ্যাক্স্ যাজক-গৃহে ছিলেন। চিরাচরিত নিয়মে গির্জার কাজ চলতে থাকে, আর ভায়োলেট নানা কথা ভাবতে থাকে। ধর্মীয় উপদেশগুলি তা'র কানে প্রবেশ করে না, কারণ জটিলতর আরো অনেক চিন্তা তা'কে আটকে রেখেছে।

"পদ্ম এখন আলসে গোপন করে তা'র মাধুরিমা,
হ্রদের বুকেই আরবার ঢ'লে পড়ে সেই বিলাসিনী।
প্রিয়তমা তুমিও অমনি আলসে ঢ'লে পড়ো মোর বুকে,
অর্পিতা হও এই বুকে আর পৃথিবী লুপ্ত হোক।
দেখার আগেই পড়েছি প্রেমে……"

গির্জার কাজ শেষ হয়। ফেথ্ ভায়োলেটের হাতটা চেপে ধরে : "তোমার সঙ্গে বাড়ী পর্যন্ত যা'ব আমরা।" 'আমরা' কথাটি উচ্চারণ করতে ফেথের চোখদুটো জলজল করে। ভায়োলেটের দৃষ্টিতেও অনুরূপ পুলকের প্রতিচ্ছবি ফোটে, কিন্তু এখনো দুই বান্ধবী তাদের হৃদয়ের গোপন কথা পরস্পরকে জানাতে পারেনি।

তিনজনে এগোতে থাকে। বব্ হ্যালিফ্যাক্স এতক্ষণ পুরুষদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি জানান, "শুনছি সীনা নাকি কাল রাত্রে জেক্‌কে মোক্ষম দাওয়াই দিয়েছে। ছোঁড়াটার জন্যে দুঃখ হয়, কিন্তু আমি জানি

ও দিনদিন বড় বেড়ে উঠছিল। অনেক চেষ্টা আমি করেছি, কিন্তু তা'র বেশী ত' কিছু পারিনি। আশা করি চিরতরে ওকে তাড়ায়নি সীনা—অর্থাৎ একেবারে এই অঞ্চল থেকেই", হ্যালিফ্যাক্স হাসতে থাকেন।

"একথা কেন বলছেন ?" ভায়োলেট সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

"না,—মানে এই ফসলের সময়টা যেন ও আমাকে একা ফেলে পালিয়ে না-যায়, এই আর কী। ওর বয়সী কারো পক্ষে এরকম আঘাত পেলে পালিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।"

"কী হয়েছিল ?" ফেথ্ উদ্বিগ্নভাবে বলে।

উইলিয়ম জ্যাকসনের কাছ থেকে যা শুনেছিল সে, সব বলে ভায়োলেট এবং তারপর ববের দিকে তাকায় :

"আজ সকালে সে সুস্থই ত' ছিলো ?"

"সেটাই ত' ব্যাপার। তা'কে দেখাই যায়নি। কালরাত্রে ও খামারে ছিলই না। ঘোড়া, ছ্যাকরা সব নিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে সব নিয়ে বাড়ী চ'লে গেছল। আমি সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই কখন ও এসেছিল তা টের পাইনি। দেখি আগামী কালও যদি না আসে, তাহলে একবার ও'ডেল্‌দের কাছে খোঁজ নিতে হবে। ও ভেবেছে ঘটনাটা ত' আমি জেনে যাবই এবং নিশ্চয়ই রাগ করবো। কিন্তু আমি ওর প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহারই করবো।"

"বাঃ, খুব ভালো। এখন ওর একজন বন্ধুরই প্রয়োজন। আসুন, ভেতরে আসবেন না ?" গেটের সামনে এসে ভায়োলেট বলে।

"না, ধন্যবাদ" বব্ বলেন ফেথের দিকে তাকিয়ে। "আমি বেশী রাত করবো না। জানেন ত' খুব সকালে উঠি।"

আর কয়েক ঘণ্টার পর নিবিড়তর অন্ধকার মুড়ে দিল সারা গ্রামটাকে। একে একে বাতিগুলো সব নিভে গেল। প্রতি রাত্রের মত প্রত্যেকটি বাড়ীর ভেতরে কেউ প্রেমালাপে মগ্ন, কেউবা শোওয়া মাত্র ঘুমিয়েছে, আর কেউবা জেগে থেকে নানা সমস্যার চিন্তায় লিপ্ত। সকলের ওপরে জ্বলছে নক্ষত্রদল—সুদূর, সোনালী, নির্লিপ্ত। জ্বলছে মিল হাউসের ওপর : যেখানে সীনা অস্থিরভাবে বিছানার ওপর এপাশ-ওপাশ করছে ; জ্বলছে কার্পেণ্টার-গৃহের ওপর : যেখানে বালিশের নীচে রাখা ফিলিপের চিঠিখানি স্পর্শ করে হাসছে

ভায়োলেট ; জ্বলছে যাজক-গৃহের ওপর : যেখানে শয়নকক্ষের জানলার পাশে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে স্বপ্নাতুর ফেথ্।

নক্ষত্রদল জ্বলছে শান্ত সমাহিত গ্রামের উপর, রবার্ট হ্যালিফ্যাক্সের বর্তমান আবাস হার্ভেদের সেই ক্ষেত-খামারের ওপর ঝরে পড়ছে। নক্ষত্রের অতন্দ্র দৃষ্টির নীচে সে-রাত্রে গভীর ও রহস্যময় এক স্তব্ধতায় পরিবৃত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে হ্যালিফ্যাক্সের ছড়ানো গোলাবাড়ীটি। সামান্য কোনও বাতাসও স্তূপীকৃত খড়ে দোলা দিচ্ছে না, তলাকার আস্তাবলে ঘুমন্ত পশুগুলোর কোন শব্দ-সাড়াও শোনা যাচ্ছে না।

অল্প সময়ের মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। নিত্যকার মতো ঘুম থেকে উঠলেন বব্ হ্যালিফ্যাক্স, জেক্‌কে হাজির না দেখে প্রাতরাশ খাবার সময় নিজের মনে গজ্‌গজ্ করলেন খানিকটা এবং তারপর স্বভাবত খোশমেজাজে থাকার অভ্যাসবশত নিজেই শিস্ দিতে দিতে গেলেন গোলাবাড়ীর দিকে, সকালের কাজকর্ম নিজ হাতেই ক'রে নেবেন ব'লে। পশুদের জন্য যা খড় ছিল তা'ত রবিবার পর্যন্ত ভালোই চ'লে গেছে, কিন্তু এখন আরো দরকার। সিঁড়ি দিয়ে তিনি গোলাবাড়ীর মেঝেয় উঠে গেলেন। ওপরে পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হল তাঁকে। মাথাটা ঘুরে গেল তাঁর—যেন উল্টে পড়ে যাচ্ছেন। কড়ি থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া একটা মোটা কাছিতে লটকানো রয়েছে এক বীভৎস মূর্তি।

॥ ৭ ॥

একটা তমসাঘোর যেন আচ্ছন্ন ক'রে দি'ল গ্রামের বাসিন্দাদের। কালো আবরণের নীচে চাপা পড়ল তাদের চেতনা। তাদের মুহ্যমান করে তোলার কারণ একমাত্র মৃত্যু নয়। পরস্পরের কাছাকাছি থাকার ফলে একই পার্থিব অভিজ্ঞতায় নিজেদের সমগোত্রীয় বোধ ক'রে তা'রা, শহুরে মানুষের চোখে দেখা মৃত্যুর রূপ থেকে স্বতন্ত্র তাদের কাছে মৃত্যুর বাস্তবতা। ফসলের ও বীজ রোপণের কালে, এবং বৎসরের চরম সাফল্য নির্ধারণের মুহূর্তে প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব ক'রতে পারে তা'রা। তাই সমস্ত বেদনা সত্ত্বেও মৃত্যুকে তা'রা বুঝতে শিখেছে প্রাকৃতিক নিয়মের শান্ত কার্যকলাপের সঙ্গে একান্তভাবে বিজড়িত এক সত্য ব'লে, যে নিয়ম তাদের জীবনযাত্রাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। বিনা প্রতিবাদে তারা বৃষ্টি, তুষার-ঝড় আর অনাবৃষ্টি মেনে নেয়। পারস্পরিক সম্বন্ধবোধে গ্রামীণরা পায় তৃপ্তির স্বাদ; একটি হৃদয়ের জন্য উন্মুক্ত হ'ত অপর হৃদয়।

এমন কি শহরের পেছনে শাদা পাথরে-ভরা পাহাড়ের ঢালু জমিটাও তাদের কাছে প্রীতিপূর্ণ স্থান যেহেতু সেখানে যারা ঘুমিয়ে রয়েছে তারা কেউই অপরিচিত নয়। জীবিত গ্রামবাসীদের কাছে তারা সকলেই জানা-শোনা আর এই পরিচিতির চত্বরে রয়েছে তাদের বর্তমান অমরত্ব! এই পবিত্র জমির সানুদেশে গ্রামটি। গ্রামের অসংখ্য চিম্‌নি থেকে নির্গত ধোঁয়া, কামারের হাতুড়ি পেটার শব্দ, ঘোড়া দিয়ে ক্ষেত চষার সময় চাষীর চিৎকার, ক্রীড়ারত ছেলেমেয়েদের হৈ চৈ—সব কিছু মিশে যায় এক ঐকতানে যখন নিদাঘের হাল্‌কা হাওয়া বয়ে চলে চারপাশের ফাঁকা মাঠের ঘাসগুলিকে আন্দোলিত ক'রে। সেখানে আজ যারা ঘুমিয়ে রয়েছে, তারা একদিন নিজেদের পরিচিত মহলের নিকট আত্মীয় ছিল।

তাই মৃত্যু যখন আসে—বৃদ্ধের স্বাভাবিক মৃত্যু বা তরুণের আকস্মিক মৃত্যু,—তখন তা'কে তা'রা গ্রহণ করে নেয়, শান্তভাবে বণ্টন করে নেয় শোকভার। এমন কি জন হার্ভের অপঘাত মৃত্যুতেও পুরানো নজিরের স্মৃতিতে সহনীয় হয়ে উঠেছিল। গ্রামবাসীদের অনেকে আরো অনেক ঘটনার উল্লেখ করতে পা'রত, যেখানে ষাঁড়ে গুঁতিয়ে চাষীকে মেরে ফেলেছে।

কিন্তু তরুণ জেক্ ওডেলের মৃত্যু যেন তাদের জ্ঞাত বিশ্বের বহির্ভূত কিছু : একটা বীভৎস, অলৌকিক, অন্ধকারময় ঘটনা যা চিন্তা ক'রে রমণীরা ঘুম-ঘোরে চম'কে উঠছেন ; দোকানের সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো বা, নাপিতের দোকানে আলোচনারত পুরুষরা গলার স্বর নামিয়ে নিতেন। গ্রামের অতি-বৃদ্ধ জনও এ-জাতীয় দুর্ঘটনার সঙ্গে তুলনীয় কিছু জানেন না। অতীত স্মৃতির বৎসরগুলির পটভূমিতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, একক দাঁড়িয়ে থাকে। দুপুরুষ আগের আত্মহন্তা প্যাপি হক্‌স ছিল লম্পট, ও-তল্লাটের সেরা বদমাস হিসাবে পরিচিত এবং বিষ খেয়ে মরার আগে সে লিখে গেছল, 'বেঁচে থেকে আর মজা নেই'। তা'র কাহিনীটিতে আঁৎকে-ওঠার মতো আর কিছু বর্তমানে অবশিষ্ট নেই এবং তামাসাচ্ছলেই লোক তা'র নাম ক'রত। কিন্তু জেক্, আহা, হতভাগ্য তরুণ জেক্! তা'র আত্মহত্যার স্বরূপ অন্য।

প্রথম দিনকার উত্তেজনা অবসিত হ'লে গ্রামের সন্ধানী চোখ নিবদ্ধ হ'ল দুর্ঘটনাটিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংশ্লিষ্ট যাবা তাদের জীবনের প্রতি। ডাক্তার ফ্যারাডে ও মৃত সৎকারের ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত হার্টকে নিয়ে খামারে যাবার সময় শ্রীযুক্ত লায়ালের সেদিন সকালে যে খুবই খারাপ লাগছিল তা'তে সন্দেহ নেই। অবশ্য একমাত্র সার্টিফিকেট লেখা ছাড়া ডাক্তারেব করণীয় আর কিছুই থাকে না। করোনার বিল্ প্রাইস্‌কেও অনেকে যেতে দেখেছে বটে কিন্তু তিনিই বা কী করবেন। শ্রীযুক্ত লায়ালের ত' শুধু বিপদে উপস্থিত হওয়াই নয়, তাঁকে বিপদ নিয়ে বসে থাকতেও হয়। তিনি না-থাকলে গ্রামের অবস্থা যে কী হবে, ভাবতেও ভয় লাগে। কারো কারো মতে আত্মঘাতীকে খৃষ্টধর্মানুসারে সমাধি-দান বিধেয় নয়, কিন্তু শ্রীযুক্ত লায়াল দৃঢভাবে জানালেন যে সকলের মতো জেকেরও ধর্মসঙ্গত সমাধি অনুষ্ঠিত হবে। ওডেলদের গৃহে পরবর্তী মঙ্গলবার সে-অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়। সমাধিক্ষেত্রের উত্তর দিকে 'দরিদ্রভূমি'তে কবর দেওয়া হবে জেক্‌কে, কারণ ভূমি-ক্রয়ের ক্ষমতা

নেই ওডেলদের। সমস্ত ঘটনাটি ওডেলদের সঙ্গতিহীন, বিরাট পরিবারটিকে কীভাবে আলোড়িত করছে বোঝার উপায় নেই।

হতভাগ্য শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্স। স্পষ্টতই তাঁর খুব লেগেছে এবং তা'তে অবাক্ হবারও কিছু নেই। সবে নতুন খামারে এসে বসবাস করছেন, এখনো জন হার্ভের অপঘাত মনে রয়েছে, আর তারপর ঘ'টল এই! তিনি নাকি রাত্রে জেরেমি লায়ালদের ওখানে থাকছেন। সত্যই, তিনি দারুণভাবে নাড়া খেয়েছেন। অনেকে এমনও ভাবছিলেন যে হয়ত বা খামার বেচে দিয়ে চ'লে যাবেন শ্রীযুক্ত হ্যালিফ্যাক্স। প্রতিবার গোলাবাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে যদি তাঁর ওইসব সাংঘাতিক স্মৃতির সম্মুখীন হ'তে হয়, তবে আর থাকা কেন সেখানে!

কিন্তু বিয়োগান্ত ঘটনার পরিধি বরাবর অনুরূপ নানা প্রাথমিক চিন্তা ও মতের সমাবেশ ঘটলেও, এবং তা'তে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লিপ্ত থাকলেও, মতপ্রকাশের ঝোঁকটা ক্রমেই কেন্দ্রাভিগ হ'তে থাকল—পৌঁছাতে চাইল অন্ধকারের কেন্দ্রতে। আত্মহত্যার কারণ! এবং সে কারণ ছিল সীনা।

মঙ্গলবার সকালে কার্পেন্টারদের রান্নাঘরে ম্যারী জ্যাকসন বসে আছেন ক্যাটি ও ভায়োলেটের সঙ্গে। সকলের মুখই বিষাদাচ্ছন্ন।

"শুনলাম", তিনি বলেন, "ডাক্তার ফ্যারাডে দু-দুবার গেছেন 'মিল হাউসে' এবং স্থানীয় লোকেরা স্বয়ং শ্রীযুক্তা হ্যারিসের মুখ থেকে শুনেছে সীনা শয্যাশায়ী—এবং তা'র অবস্থা এতই বেসামাল যে বারে বারে ঘুমানোর ঔষুধ খেতে হচ্ছে তা'কে। সবাই বলছে জন হার্ভের মৃত্যুতেও এতোটা অধীর ও হয়নি। অবশ্য তখনো বেসামাল হয়েছিল সে, কিন্তু সে-ভাব কেটে গেছল এবং হার্ভের সমাধি-দান-অনুষ্ঠানে সে যে কেমন সদর্পে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল —ঘোমটা তুলে, মুখখানা একেবারে বে-আব্রু ক'রে, চোখে একটি ফোঁটা জল না ঝরিয়ে,—তা' ত' জানোই।"

"হুঁ, মেয়েটার অদ্ভুত চরিত্র", দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যাটি, "কিন্তু যদি কিছুতে হয়, ত' এবার ওর বোধভাষ্যি ফিরবে।"

"আমি আজ রাত্রে একবার ওর কাছে যা'ব ভাবছি" শান্তভাবে বলে ভায়োলেট।

"না, তা'র আর দরকার নেই", ম্যারী জ্যাকসন বলেন, "কারণ, শুনলাম ডাক্তার ফ্যারাডে বলেছেন, তিনি যতক্ষণ না-বলবেন—কারো দেখা করা চলবে না সীনার সঙ্গে। মনে হয় ওর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কেমন যেন দয়া হয় ওর ওপর। সত্যি, বিবেকে বড় লেগেছে ওর।"

"তা বটে" ভায়োলেট ভেঙ্গে পড়ে, "আশা করি সবাই ওর জন্যে করুণা বোধ করবে। এরকম কিছু একটা ঘটাতে ত' ও চায়নি। জেক্ উন্মাদ হয়ে গেছল। ওঃ, কী কাণ্ডটা ঘ'টে গেল! আজকের দিন কেটে গেলে বাঁচি!"

দু-গাল বেয়ে জল পড়ে ভায়োলেটের। ক্যাটি ঈষৎ ধম'কে ওঠে:

"জেকের কবর-দেওয়া দেখতে যাবার মতো অবস্থা নয় ভায়োলেটের। একবার চেয়ে ত্যাখো ওর দিকে। সব সহ্য করার মত বুড়া বয়স হলো অথচ, আমারই সহ্য হচ্ছে না। ওখানে গিয়ে একটু গান গাওয়ার কোন অর্থ হয় না, আমি বলছি। তা'তে কি জেকের কিছু ভাল হবে? আর গান হ'ল, বা না-হ'ল, ওডেলদের কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু ও কি শুনবে আমার কথা? ও আর ফেথ্ লায়াল ঠিক করেছে যে যাবেই ওরা, অথচ ওখানে কী গান গাইবে তা আমি ভেবে পাচ্ছি না!"

"তোমাকে বলেছি বোধহয", ভায়োলেট বলে। "আমরা গাইবো, 'নিরবধি কৃপা ঈশ্বরের, সাগরের মতো নিরবধি'। এ গানে হতভাগা জেকেরও সান্ত্বনা আছে।"

"শ্রীযুক্ত হার্ট বলছিলেন", ম্যারী জ্যাকসন বলেন, "জেক্‌কে নাকি এতো সুন্দর দেখাচ্ছে যে, লোকে অবাক্ হয়ে যাবে। তিনি ওর কলারটা টেনে তুলে দিয়েছেন খুব উঁচু ক'রে···।"

"ওঃ, দোহাই আপনার, বলবেন না!" ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ভায়োলেট, ছুটে বেরিয়ে যায় রান্নাঘর থেকে।

সন্ধ্যার মধ্যেই সব মিটে গেল। ভায়োলেট, ফেথ্ ও আরো কয়েকজন মহিলা ফুল এনেছিলেন নিজেদের বাগানের। 'দরিদ্রভূমি'র নতুন কবরটি ফুলে ছেয়ে দেওয়া হ'ল সন্ধ্যার শিশিরপাতের মুহূর্তেই। ওডেলদের বাড়ী যাবার পথে তরুণীদ্বয় যথেষ্ট নিবিড় হয়ে তাদের মনের গোপন কথা আদান-প্রদান করে—আগে যা করেনি। বব্ হ্যালিফ্যাক্স প্রসঙ্গে ফেথের কমনীয়তার প্রকাশ সব কিছুই প্রকাশ করে আর, একটি প্রশ্নের উত্তরে ভায়োলেট জানায়

যে মাইকের প্রেমে সে পড়েনি, তবে কথঞ্চিৎ উৎসাহী সে (কতো কমিয়েই না বলা হ'ল!) হয়েছে সেই সম্পাদক ভদ্রলোক সম্বন্ধে যিনি তা'র পাণ্ডুলিপিটি দেখেছেন। তাঁর সঙ্গে শুধু পত্র বিনিময়ই তা'র হয়েছে। কিন্তু যে মর্মান্তিক ঘটনার সম্মুখীন তা'রা হ'তে চলছিল তা'তে নিজেদের বিষয়ে আর কিছু বলাবলির বাসনা তাদের ছিল না। সীনার সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছিল তা'রা। ফেথ্‌ বলেছিল যে তা'র বাবা সীনাকে দেখতে গেছলেন। তাঁর মতে সীনার অবস্থা আশঙ্কাজনক। উন্মাদিনীর মতো চিৎকার ক'রে সীনা নিজেকে খুনী ব'লে জাহির করেছিল এবং তারপর একেবারে পাথরের মতো নির্বাক হয়ে গেছল। কিছুতেই তিনি তা'কে কথা বলা'তে পারেননি। তাঁর যতদূর ক্ষমতা তিনি করেছিলেন, আবার যাবেন। অন্য কাউকে সীনার কাছে যেতে দেওয়া হয় না।

"হঠাৎ কিছু ঘটে যাবার চাইতে অনেক বেশী কঠিন সহ্য করা যদি নিজের দোষে কিছু ঘটে" বেশ চিন্তা ক'রে বলে ভায়োলেট। "সীনার জন্য দুঃখ হয়। কারণ, যদিও জেক্‌কে এগিয়ে নিয়ে-যাওয়াটা তা'র অন্যায় হয়েছিল, তবু তা'র থেকে এমনটা ঘটা লাখের মধ্যে একটা সম্ভব কিনা সন্দেহ।"

"আমার মনে হয়", ফেথ বলে, "সীনার এমন কিছু একটা আছে যাতে তা'র প্রেমে প'ড়লে পুরুষ একেবারে ক্ষেপে যায়। জনের ক্ষেত্রেও ঠিক এই রকমটা দেখেছি। এমনকি যেদিন সে মাঠে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল,—কতো অসুখী সে তখন,—সেদিনও আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে সীনাকে সে দারুণ ভালোবাসে এবং সীনা যা বলবে সে তা-ই করবে। কতো দুঃখ যে আছে জীবনে! আর, তবু কি বিস্ময়েই না ভরা!" খুব আস্তে বলে সে।

কালক্রমে বিপৎপাতের ধাক্কা সামলে নেয় লেডীকার্ক। নিরন্তর আলোচনায় বিপত্তির গুরুত্ব ধীরে ধীরে ক্ষয়ে আসে। এমনকি এই বীভৎস ঘটনাও গ্রাম্য জীবনের ছকে চেনা হয়ে যায়—কারণ, তাদের নিজেদের একজনের জীবনেই ত' তা ঘটেছিল। আস্তে আস্তে অপঘাতটির দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে মেয়েদের চম'কে-ওঠা বন্ধ হ'ল; পুরুষদের কথাবার্তা সে-সম্বন্ধে ক্রমেই ব্যবহারিক হয়ে উঠল। তাছাড়া, জেক্‌-বৃত্তান্ত যখন নিঃশেষিত, তখন অন্য কিছু এসে দাঁড়াল উৎসাহের খোরাক হিসাবে। প্রথমতঃ এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল সীনা ও তা'র রহস্যময় আত্মসংকোচন। রয়েছে বুলবুল-চুরি

সংক্রান্ত পুরস্কার-ঘোষণা যা'র কোনও প্রত্যুত্তর আসেনি। অলিভার কোট্সের ওপর সন্দেহ নিবিড়তরই হচ্ছে শুধু। আজকালও সে সমানে দাঁড়িয়ে থাকে ওই বিজ্ঞাপনগুলির সামনে। তা'র একদৃষ্টে তাকিয়ে-দেখা বন্ধ হয় কেবল তখনই, যখন সে লক্ষ্য ক'রে যে পথ দিয়ে গেলে জিজ্ঞাসু চোখে লোকে তা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। লজ্জায় চুলের গোড়া অবধি রঙিন হয়ে সে চলাফেরা শুরু করে গলিঘুঁজি দিয়ে। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত, খুবই সন্দেহজনক,—অনেকেই মন্তব্য করেন। আর, তাছাড়া, প্রত্যেকেই ত' জানে যে ওই ছেলেটি একসময়……। কিন্তু বুল্‌বুল্‌ যদি সত্যই নিয়ে থাকে ত' ফেরত দিয়ে পুরস্কার নিচ্ছে না কেন সে? লোকের ধারণা বাপ যদি ওর অপরাধের কথা জানতে পারে ত' জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবে, কাজেই—। বুড়ো অলিভার বড় শক্ত মানুষ। হয়ত বা অলিভার ছোকরা কেবল সুযোগ খুঁজছে কীভাবে নিজেকে না-জড়িয়ে সে পাখীটা ফেরত দিতে পারে।

বিভিন্ন মানসিক চাঞ্চল্য নিয়েও ভায়োলেট তা'র দৈনিক কাজকর্ম ক'রে চলে, নানান চিন্তায় সে যেন ছিন্নভিন্ন। মাইকের কাছ থেকে বেশ কখানা চিঠি এসেছে এবং সে চিঠিগুলির সুর আশাবাদী। মাইকের ক্রমেই প্রত্যয় হচ্ছিল যে সে সেল্‌স্‌ম্যান হিসাবে বেশ দক্ষ। বিক্রি করতে তা'র ভাল লাগে এবং আচারের ব্যবসায় তা'র রীতিমতো মন লেগেছে। শেষ চিঠিখানায় মাইক লিখেছে তা'র সঙ্গে দেখা হ'লে ভায়োলেট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করবে এবং সেটার অনুমোদনও করবে। আহা, বেচারা মাইক। ভায়োলেট ভাবে। এই সুরে কেউ কারো প্রেমিকের কথা অবশ্যই ভাবে না। অলিভারের চারপাশে যে রহস্যের জাল বোনা হচ্ছে, তা নিয়েও ভায়োলেট প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশী চিন্তা করছে। একদিন সে ফেথের বাড়ী গেলে শ্রীযুক্ত লায়াল ওই বিষয়ে তা'র সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনিও যথেষ্ট চিন্তিত। মনে হয় অলিভারের বাবা ছেলের প্রতি এই সন্দেহের কথা জানতে পেরেছেন এবং তিনি নাকি বলেছেন যে দরকার হ'লে মারের চোটে সত্য কথাটা জানবেন তিনি। একথা শুনে শ্রীযুক্ত লায়াল চুপ ক'রে থাকেননি। তিনি বৃদ্ধ অলিভারকে বলেছেন যে সে যদি এই নিয়ে তা'র ছেলেকে মারধোর করে, তাহ'লে ব্যাপারটা গির্জার সভায় আলোচিত হবে।

"অমন করাটা উচিত হচ্ছিল কি না বুঝছিলাম না", শ্রীযুক্ত লায়াল স্বীকার

করেছিলেন, "ভাবলাম—দেখি-না চেষ্টা করে ; তবে, কাজ হয়েছে। অলিভার যে গির্জার কমিটির সদস্য তা'তে সে গর্বিত, কাজেই থামতে হ'ল তা'কে। সে ব'লল যে ধৈর্য ধরে থাকবে সে। কিন্তু ছেলেটা, তোমার কি মনে হয় ও সত্যই চুরি করেছে, ভায়োলেট ?"

"না, না কী বলছেন! আমি ছেলেটাকে স্নেহ করি। ছেলেটাও আমাকে খুব ভালবাসে। ওকে আমার বড় দুঃখী মনে হয়। এই সব কিছু থেকে ওকে মুক্ত করবার জন্য কী করা যায় তা-ই আমি কেবল ভাবছি। ওঃ শুধু যদি বুল্‌বুল্‌টা পাওয়া যেত!"

"হ্যাঁ, তাহ'লে আমাদের সমস্যা মিটে যেত। রহস্যটির সকল দিক দেখেছি ভেবে এবং কিছুই ঠিক করতে পারিনি। কোনও সমাধান নেই। একেবারে দুর্ভেদ্য। যদি বিশেষ ক'রে গত দুবছর আমি অলিভার ছোক্‌রাকে খুব কাছ থেকে না-জানতাম, তাহ'লে হয়ত বলতাম যে সে-ই চোর। তোমাদের ওখানে সে যখন কাজ করত মাঝে মাঝে, তখন ত' তা'কে এরকম সন্দেহ করার কথা চিন্তাও করেনি কেউ। কতো সময় ছোক্‌রা তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে একলা থাকতে পারত, সে জা'নত কোথায় বুল্‌বুল্‌টা রয়েছে ; ওটা স্রেফ পকেটে পুরে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পা'রত সে এবং বাইসাইকেলের জন্যে পাগলামীর ফলে পাখীটা বেচে টাকার ব্যবস্থাও করতে পারত। দেখছো, সব কিছুই বেশ মিলে যাচ্ছে এবং তা'র ওপর রয়েছে ছোকরার একটি পরিষ্কার অপরাধের দৃষ্টান্ত। অবশ্য সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে করেছে। গ্রামে যে কীভাবে সন্দেহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, তা বেশ বুঝছি। এক-একসময় মনে হয় যে বাইবেলের সেই বাক্যটিরই প্রতিবিধান ক'রে বলি,—দখিনা বাতাস যদি চাও ঘূর্ণিবাতাসও আসতে পারে।"

দুজনেই হাসে। তারপর আবার গম্ভীর হয়।

"আমি ছেলেটাকে জানি", শ্রীযুক্ত লায়াল ব'লে চলেন, "আমি নিশ্চিত যে ও সৎ। অথচ মুশকিল হচ্ছে বুল্‌বুল্‌ পুনরুদ্ধার না-হওয়া পর্যন্ত সন্দেহ প'ড়ে থাকবেই ওর ওপরে।"

"পুনরুদ্ধার যদি কখনও হয়", ভায়োলেট বলে।

"আমি বুড়ো অলিভারকে নিয়ন্ত্রিত রা'খব! আর আমাকে যদি সাহায্য করতে পারো কোনওভাবে ছেলেটাকে একটু সুখী করার, তবে বড় আনন্দিত হ'ব।" শ্রীযুক্ত লায়াল উপসংহার টানলেন।

আপন গৃহের কাছাকাছি এসে ভায়োলেট আবার লক্ষ্য ক'রে দেখে যে তাদের বাড়ীর চৌকো জমিটাকে দুপাশ দিয়ে ঘেরা লোহার বেড়াটা কেমন রং-চটা, অপরিচ্ছন্ন। অনেক ঝড়-জল ও রৌদ্র সহ্য ক'রেছে ওই সুন্দর ও শক্ত বেড়াটা এতোদিন, কিন্তু এখন তা'র ওপরকার কালো-রংটা খ'সে-খ'সে পড়ছে, ফুটে বেরোচ্ছে লালচে লোহার নগ্ন মূর্তি। সে ঠিক করেছে আগামী শীতের মধ্যে আরো কিছু টাকা জমিয়ে ফেলবে: ইতিমধ্যে বাড়ী ও বেড়ার সংস্কারকল্পে কিছু সে আলাদা ক'রে রেখেও দিয়েছে যাতে আগামী বসন্তেই কাজ শুরু করা যায়। কিন্তু এখন আরেক মতলব এলো তা'র মাথায়। বাড়ীর ভিতর ঢুকে সে কোট্‌স্-পত্নীকে ফোন করল।

"মিসেস্ কোট্‌স্" সে বলল, "আমি ভায়োলেট কার্পেণ্টার বলছি।"

বয়স্কা রমণীর আতঙ্কিত নিশ্বাস-টানার শব্দ শুনতে পেল সে।

"ওঃ, ভায়োলেট, আমার যে কী-কষ্ট হচ্ছে! জানো নিশ্চয় অলিভারের উপর কতো বড় অপরাধটা চাপাচ্ছে সকলে?"

"ওসব বাজে কথা!" স্বাভাবিক সুরেই বলে ভায়োলেট। "কান দেবেন না ওসব কথায়। আমার ফোন করার কারণ আজকে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর একবার অলিভারকে আমাদের এখানে আসতে বলবেন। কিছু কাজে ও আমাকে সাহায্য করছে। বলবেন ত'?"

"কাজ দেবে, আমাদের ওলিভারকে! এই সব শুনেও?"

"নিশ্চয়ই দেব।" ভা'বল যে একবার বলে অলিভারকেই চাই, সোনার থালায় ক'রে দিলেও তা'র বাপকে চাই না! "ওকে পাঠিয়ে দেবেন, কেমন? আর গুজবে কান দেবেন না। দেখুন না, জো হিক্‌স্ সম্বন্ধে কতো কী রটল, অথচ একটাও সত্যি নয়। মন খারাপ করবেন না। আপনি ত' নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করেন।"

"আমি ওর বাপকে ব'লব তুমি যা বললে, ভা'লেট। ওর বোধহয় এতে একটু উপকার হবে। ছেলেটা তোমাদের ওখানে যাবে আজ রাত্রে, নিশ্চয়ই যাবে। ওঃ, ভা'লেট, ধন্যবাদ তোমায়।"

ভায়োলেটের বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে অলিভারের সততা সম্বন্ধে সে কতোখানিই না নিশ্চিত। এমন কি জো হিক্‌স্-এর ক্ষেত্রে পর্যন্ত ঘটনাচক্রের বাহ্যিক সাক্ষ্য তা'কে মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে সন্দিগ্ধ করেছিল। অথচ এখন

শ্রীযুক্ত লায়াল যেভাবে বললেন, অলিভারকে আরো জবরভাবে পাকড়াও করার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও সে ব্যাপারটাকে আমলই দিতে প্রস্তুত নয়। আগাগোড়াই তার প্রতি ছেলেটির ব্যবহার কেমন যেন করুণা উদ্রেক করে।

"আচ্ছা, আপনার মনে আছে—" একবার ছেলেটি ভায়োলেটকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার একেবারে বাচ্চা বয়সে যেদিন ইস্কুলের পরই দৌড়তে দৌড়তে আছাড় খেয়েছিলুম—আর ভিজে জামাকাপড়ে বাড়ী যেতে খুব ভয় হচ্ছিল ? আমি আপনার কাছে এসেছিলুম আর আপনি স্টোভের আগুনে সব শুকিয়ে দিয়েছিলেন, আর তারপর আমাকে নিয়ে আপনি একটা ব্ল্যাকবোর্ড সাফ করেছিলেন। আমি ওকথা কখনো ভুলব না। আমাদের মত বাচ্চা ছেলেদের আপনি কত্তো ভালবাসতেন"—একটু সলজ্জভাবেই জানিয়েছিল সে।

সন্ধ্যার সময় অলিভার আসে তাকে দেখে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

"আপনি কি জানেন……" অলিভার এসে বলে।

"হুঁ, অলিভার, জানি।" ভায়োলেট স্পষ্টভাবে বলে। "এখন একটা কাজের বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার লোহার বেড়াটা রং করার প্রয়োজন। সন্ধ্যেবেলায় এসে-এসে তুমি কি রং করতে পারবে? মানে রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পর আসবে।"

"এই ছ'টা নাগাদ। আমরা সকাল-সকাল খাই। কাজেই অন্ধকার হবার আগে দুঘণ্টা সময় পা'ব।" উৎসুকভাবে সে বলে।

"কাজ অনেক। যে জায়গাগুলোয় রং চ'টে গেছে সেগুলো আগে ঘ'ষে তুলে ফেলতে হবে, তারপর আগে সে-সব জায়গা রং ক'রে নিয়ে, তবে আসল কাজ আরম্ভ করবে। বেশ খাটতে হবে।"

"আমি পা'রব। সত্যই পা'রব আমি। আমার খুব পছন্দ কাজটা।"

"বেশ, যদি পারো ত' তোমায় আমি পনের ডলার দে'ব।"

অলিভারের মুখটা জ্বলজ্বল করে। "প-নে-র ! ওঃ, আমার আট ডলার জমানো আছে, আস্তে আস্তে অনেকদিন ধ'রে জমিয়েছি। আর, মা আমাকে দু'ডলার দেবেন। তাহ'লে একটা বাই-সাইকেল কেনার পক্ষে যথেষ্ট জোগাড় হয়ে যাবে ! আমি যে ওই পুরস্কারের বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতুম তা'র কারণ-কী ছিল জানেন ? খালি ভাবতুম আহা ওই বুলবুলটা

যদি কোনও ভাবে খুঁজে পেয়ে টাকাটা নিতে পারতুম। কিন্তু এখন সত্যি-সত্যি পাচ্ছি, আর স্বপ্ন নয়!"

এরপর হঠাৎ যেন মেঘ এসে তা'র সূর্যকে ঢেকে দেয়। কিন্তু তা বোধ-হয় হ'ল না", অলিভার বলে। "টাকাটা দিয়ে বাবা আমায় জামাকাপড় কেনাবেন। আগেও তাই করিয়েছেন। যে আট ডলার জমিয়েছি, তা তাঁকে না-জানিয়ে এবং এতে অনেক দিন লেগেছে আমার।"

ভায়োলেট তা'র কাঁধে মৃদু আঘাত করে।

"শোনো, অলিভার'" সে বলে, "এ ব্যাপারটা আমরা গোপন রাখব। কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তোমায় কিছুছু দেব না আমি। তারপর একদিন তুমি আমি হ্যারিস্‌ভিলে যা'ব, এবং একবার দোকানে ঢু'কব! ফিরে এসে আমি যা'ব তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ী এবং তোমার বাবাকে ব'লব যে আমিই এমন চমক-লাগানোর মতলবটা করেছিলাম। সব দায়িত্ব আমার। তোমার যখন ছুটির সময়, তখনই আমার কাজ করবে তুমি এবং তোমায় টাকা দে'ব আমি। সুতরাং কী-ক'রে তা খরচ করবে, সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দেবার ন্যায্য অধিকার আমাদের রয়েছে, কী বলো ?"

জবাবে অলিভার পাশ ফিরে তা'র চশমা খুলল এবং হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল।

"আমি এখুনি ঘষার কাজ শুরু ক'রব", ভার গলায় বলে সে বেরিয়ে গেল।

"আস্তাবলে ঘোড়ার-চিরুনিগুলোর পাশে একটা পুরোনো শক্ত বুরুশ আছে।" ভায়োলেট চেঁচিয়ে বলে।

তারপর থেকে প্রতিদিন বেলা ছ'টার সময় অলিভারকে দেখা যেত কর্মরত অবস্থায়। দশ দিন লা'গল ঘষা শেষ করতে। তারপর রং আনা হ'লে, সে বেশ মেহনত ক'রে ও যথেষ্ট দক্ষভাবেই আসল কাজটি করতে থাকে। তা'র কাজে ভায়োলেট সন্তুষ্ট হয়। এমনিতেই অলিভারের প্রতি তা'র সহানুভূতি রয়েছে তা'র সঙ্গে মিশেছে আরেক তৃপ্তি যে এইভাবে খাটিয়ে অলিভারের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে তা'র কর্মের শ্রেষ্ঠ ধন—প্রাণ ঢেলে কাজ করছে সে। তা'কে এইভাবে আর কেউ ব্যবহার করেনি। কিন্তু যদি ভায়োলেট ভেবে থাকে যে তা'র অলিভারকে ওভাবে কর্ম নিযুক্ত করাটা গুজবকে প্রশমিত

করবে, তাহ'লে সে ভুল করেছিল। ম্যারী জ্যাক্‌সন এসে একদিন তা সপ্রমাণ করলেন।

"এই ত' বলছিলুম আমি হামেল্‌-গিন্নীকে—বলছিলুম যে এই না-হলে ভা'লেট! যে ছোঁড়াই হয়ত চুরি করেছে পাখীটা, তা'কেই দি'লে চাকরি! মনটা যে ওর দয়ায়-ভরা, আমি বললুম।"

"হ্যাঁ, তা যা বলেছ। ওর ওইরকম", ক্যাটি সায় দেয়। "ও যদি স্বয়ং শয়তানের সঙ্গেও খেতে ব'সে, ত' তা'কে আগে খাওয়াবে!"

"ওসব কথা বাদ দাও," ভায়োলেট হেসে বলে। "ও কথা মোটেই সত্য নয়। বেড়াটা রং-করার দরকার ছিল এবং অলিভার দিব্যি করছে কাজটা। এখন হ্যাল্‌ স্ট্রং-ও গোলাবাড়ীর বড বড কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তখন আর কা'কে আমি পেতাম? আর তাছাডা অলিভার আমাদের যে-কারোর মতোই নির্দোষ। আমি আশা করি শিগ্‌গিরই লোকের মুখ বন্ধ হবে।"

"বেশ" অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে ম্যারী বলেন, "কেউ-একজন নিশ্চয়ই বুল্‌বুল্‌টা চুরি করেছে, আর ওই ছেলেটাকে যদি দোষী ব'লে না-মনে হয় ত' কা'কে হবে শুনি! খালি অলিগলি দিয়েই ঘুরঘুর করে ছেলেটা, আর যখন দোকানে যাবার জন্যে বড রাস্তায় আসে, তখন যদি কেউ তাকায়ও ওর মুখের দিকে, ত' ছোঁডার মুখখানা লাল টক্‌টক্‌ হয়ে ওঠে।"

"কেন, তা কি বোঝেন না?" ভায়োলেট জোর দিয়েই বলে, "ও ত' শুনেছে লোকে কী বলছে, তা-ই লজ্জায় ম'রে যায়।"

"তা, বাপু ওর হতেই পারে", ম্যারী বলেন। "আমার এখনও বিশ্বাস একদিন তুমি দেখবে যে চোর ও-ই, উইলিয়মেরও তাই ধারণা। তাছাডা আর কে-ই বা হ'তে পারে? আমি সারা গাঁয়ের লোককে নিয়ে ভেবেছি, উইলিয়মও ভেবেছে—অলিভারকেই সব চাইতে সন্দেহ হয়। নিউবার্টরা ত' একেবারে নিশ্চিত। উইলিয়ম সেদিন রাত্তিরে ওদের সঙ্গে কথা বলেছিল—ওরা বললে যে এবার গরমকালে একদিন একটা দরকারে ছোঁডাটা যখন ওদের ওখানে আসে তখন সেখানে একটা বাইসাইকেল মেরামত হচ্ছিল,—তা' দেখে ও ছোঁড়া বলে যে একটা বাইসাইকেলের জন্যে 'সবকিছু করতে প্রস্তুত' সে! কথাটা এখনো ওরা দুভাই মনে রেখেছে।"

"বলাটা দোষের হলো কী করে?" ভায়োলেট জিজ্ঞেস করে। "ও

কথায় আসলে কোনও অর্থই হয় না। কোনও ছোট ছেলের যদি কিছু খুব ভালো লাগে, সে-সম্বন্ধে তা'র ওইরকম বলা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ওঃ, বেচারা অলিভারকে দোষারোপ করাটা বন্ধ করুন আপনারা!"

"আচ্ছা, আচ্ছা", ম্যারী বলেন, "আমি এখুনি বাড়ী যাচ্ছি। কিন্তু উইলিয়ম বলছিল যে তোমার একবার কোট্‌স্‌দের বাড়ীটা তল্লাস করানো উচিত। জমিদারের কাছ থেকে ওয়ারয়্যাণ্ট্‌ একটা নিতেও পারো।"

ভায়োলেট চ'লে যায়, বোঝে যুক্তিতর্ক অমূলক। একমাত্র সময় এবং কোনও নূতন সাক্ষ্য প্রমাণই পারবে জনরব থামাতে। কালক্রমে অলিভার সম্বন্ধে এ হৈ চৈ হয়ত থেমে যাবে, কিন্তু, হায়, তারপর আবার কোন জনের ওপরে চাপবে সন্দেহের বোঝা! ঘটনাচক্রে এই রহস্যজালের একেবারে কেন্দ্রেই হয়েছে ভায়োলেটের অবস্থান। এই কষ্ট থেকে কখনো কি মুক্তি মিলবে তা'র? এর হাতে মুক্তি পেয়ে কবে সে পূর্ণভাবে অনুভব করবে কমনীয় আবেগের কবোষ্ণ উত্তাপ যা ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছিল তা'র চিত্তের অন্তস্থলে।

দশদিন পরে ডাক্তার ফ্যাবাডে অনুমতি দিলেন সীনার সঙ্গে কিছু লোক দেখা করতে পারে,—খুব, নিবিড় বন্ধুরাই আসবে। প্রথমে শ্রীযুক্তা হ্যারিস্‌ ভায়োলেটকে ফোনে জানালেন সেদিন বিকালে আসবার জন্য।

"তোমাকেই ডেকেছে ও", তিনি বললেন।

'মিল্‌ হাউসে'র দিকে হেঁটে যেতে-যেতে ভায়োলেটের মনে পড়ল সেখানে তা'র সেই প্রথমবার আসার কথা। স্মৃতির স্পষ্টতায় যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। এখনো যেন তা'র কানে আসে সীনার দৃঢ় প্রত্যয়ে বলা: "ওর কাছ থেকে মুক্তি আমাকে পেতেই হবে।" আর সেই সঙ্গে ভেসে উঠছে প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিবেশীদের অঙ্কিত আরেকটি ছবি: সীনার নির্দয়, জ্বলন্ত উদ্গার তাড়া ক'রে নিয়ে গিয়ে জেক্‌কে তা'র ভাঙা ছ্যাক্‌রাতে চ'ড়িয়ে বিদায় করছে সেই ভয়ানক রাত্রিতে। এ ছবিটি যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যই মনে হয় সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে যাবে। চেষ্টা ক'রে নিজেকে খাড়া রাখে সে এবং দরজার ঘণ্টা বাজায়। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীযুক্তা হ্যারিস্‌ দরজা খুলে দিলেন। ব্যস্তভাবে তিনি বললেন:

"এক মিনিট বসো, ভায়োলেট। সীনা ওপরে তার ঘরে আছে।

সেখানেই বেশী সময় থাকে। ওঃ, এই শেষ ঘটনায় ও একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। জানি যে ওর অনেক দোষ হয়েছে, কিন্তু নিজেদেরও আমরা দোষ দিচ্ছি। সীনার বাবাত' আর পারছেন না! ঘুমোতে তিনিও পারেন না। জানো বোধহয়, সীনা ওঁকে জেকের সঙ্গে কথা ব'লতে বলেছিল—পুরুষ হিসাবে অপর একজন পুরুষের সঙ্গে। কিন্তু তিনি রাজী হননি। তিনি সীনাকে বলেছিলেন নিজের তাল নিজে সামলাতে। এখন ওঁর মনে হচ্ছে তিনি নিজে কথা বললে হয়ত এমনটা ঘটতই না। কিন্তু, বলো, তাও কি নিশ্চয় করে বলা যায়·· ”

“তা-ত' বটেই, শ্রীযুক্তা হ্যারিস” আপনারা কোনও ভাবে নিজেদের দোষারোপ করবেন না। চেষ্টা করুন ভুলে যেতে। এখন সীনা একটু ভালো আছে ত'?”

“সত্যিই জানি না আমি”, সীনার মা বলেন, “আজকাল একটু খাচ্ছে, তবে খুবই সামান্য। অবস্থা এখনও ভালো নয়। যাও তুমি যাবে ত', ওপরে যাও। তোমাকে দেখলে হয়ত ও একটু চাঙ্গা হবে।”

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায় ভায়োলেট, সীনার ঘরের সামনে এসে থামে। দরজা খোলাই রয়েছে। জানলার ধারে দোলনা-চেয়ারে ব'সে আছে সীনা। ভাযোলেটকে দেখে সে মুখ তুলে তাকা'ল বটে, কিন্তু কোনও কথা ব'লল না। কাছে গিয়ে ভায়োলেট সীনার হাতটা ধরে।

“কেমন আছো তুমি, সীনা? কতোদিন ধ'রে তোমার কাছে আসতে চেয়েছি। ইচ্ছে না-করে ত' কথা বলো না। যা সামান্য খবর বলার আছে, তা আমি বলছি।”

ভায়োলেট বসে এবং অলিভারের কাহিনী ও তা'কে বেডা রং-করার কাজ দিয়ে তা'র প্রতি বিশ্বাস-প্রদর্শনের কথা সবিস্তারে ব্যক্ত করে। কথা ব'লতে-ব'লতে অবাক্ হয়ে ভায়োলেট সীনার দিকে তাকিয়ে থাকে। তরুণী সীনার সৌন্দর্যকে আগাগোড়া ভায়োলেটের মনে হয়েছে তা'র গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও তা'র প্রাণবন্ত অঙ্গভঙ্গী থেকে উৎসারিত ব'লে। কিন্তু এখন সে নিষ্প্রভ, শাদা; এবং নিশ্চল। কিন্তু সৌন্দর্য তা'র যেন আরো প্রকাশিত! কী আশ্চর্য শক্তি নিহিত রয়েছে এই মেয়েটির মধ্যে যা'তে স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তা'র ব্যক্তিত্বকে মেনে না-নিয়ে উপায় থাকে না? বিশেষতঃ

পুরুষদের—ভায়োলেট মনে মনে বলে। সে নিজে, মেয়ে হয়েও, সীনার দিকে তাকিয়ে থেকে তা'র সেই বর্ণহীন মুখাবয়ব, অস্থির দুটি কালো চোখ ও ঘনকৃষ্ণ চুলের রাশি দেখে এক অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব না করে পারে না। সীনার গায়ে জড়ানো চাদরখানা খুলে পড়েছে এবং তা'র নীচ থেকে সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা'র পীন পয়োধর যুগলের।

বন্যার খবর সব ব'লে ক্লান্ত হয়ে ভায়োলেট বান্ধবীর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

"সীনা, তোমার,...তোমার এখন কি একটু ভালো লাগছে?"

"কী ক'রে লাগবে?" গভীর ক্লান্তি নিয়ে সীনা ব'লল, "ভালো আমার লাগবে কী ক'রে? ওকে মেরেছি আমি। কী ক'রে ভুলবো সে-কথা?"

কিন্তু না, সীনা, তুমি মারোনি তা'কে। হয়ত খামারের বাড়ীতে তুমি তা'কে উৎসাহিত করেছিলে। হয়ত, তার সঙ্গে প্রেমের ভান করেছিলে... হয়ত বা একটু ছ্যাবলামোও করেছিলে তা'র সঙ্গে,—কিন্তু ভেবে গ্যাখো, কতো মেয়ে ওরকমটা ক'রে থাকে কতো পুরুষের সঙ্গে আর জেকের মতন কারোই ঘটে না। এটা কি বুঝছো না তুমি? তোমার দোষ মেনে নিলেও, দুর্ঘটনাটির জন্যে জেক্ নিজেই দায়ী। একথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।"

"আমি পারি না", সীনার কণ্ঠস্বরে কোনও আবেগ নেই। আমি কেবল দেখছি কী ঘটেছে। শুতে যাবার সময় আমি কী ভাবি জানো? দেখি যেন ক্ষেত থেকে ও আসছে—ওর মুখ, গলা রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে, সর্বাঙ্গ ওর গরম। ও হাসছে আর চুমু-খেতে চাইছে আমাকে। দু-একবার দি' ওকে চুমু খেতে,—ভগবান আমায় রক্ষা করুন! কী জোর ওর গায়ে, আর কী জীবন্ত শরীর! আর এখন, এখন ভাবি সেই শরীরটা প'ড়ে রয়েছে 'দরিদ্র ভূমি'তে, আর কী গতি হবে সমাধিস্থ সেই শরীরটার ওই শীতল আশ্রয়ে! আর আমি যেন পাগল হয়ে যাই! ঘুমোতে পারি না, কখনো বোধ হয় পারবো না ঘুমোতে। কী অধিকার আছে আমার বেঁচে থাকার ওকে যখন আমি মেরেছি?"

"সীনা, এসব চিন্তা জোর ক'রে বন্ধ করতে হবে তোমাকে। অন্য সব জিনিসের কথা ভাবতে হবে। দুঃখ আমাদের সকলেরই আছে, জানো। সে দুঃখ সহ্য করতেই হবে। তুমি যদি একটু বাইরে বেরোও, তাহ'লে স্বাভাবিক জীবনের অনেক কিছু তোমার মনে ঠাঁই পাবে। আসবে একদিন

বিকেলে, যেমন ঠিক করেছিলাম আমরা—ধরো, শুধু তুমি, কেথ্ আর আমি থাকবো—আসবে? কিটির জন্যে বিয়ের উপহারে কিছু সেলাই ক'রে দেওয়া যাবে। ওকে ত' শিগ্‌গিরই একটা কিছু দিতে হবে আমাদের। আসবে না তুমি? বৃহস্পতিবার হবে?"

কিন্তু সীনা অসম্মতি জানিয়ে ঘাড নাড়ে।

"মনটা আমার বড্ড খারাপ" সে বলে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে সে। তারপর বলে, "পৃথিবীতে বিশেষ করে চাইবার একটা কিছু আমার ছিল। কিন্তু এ ঘটনার পর, আমি জানি, তা আমি পা'ব না। তাই, বাঁচি বা মরি কিছুতেই আমার আসে-যায় না।"

ভায়োলেট ঝুঁকে প'ড়ে বান্ধবীকে চুম্বন করে।

"না, ও কথা ব'লো না তুমি। কিছুদিন যাক, তোমার মন নিশ্চয়ই বদলাবে। আমি শিগ্‌গিরই আসবো আবার।"

"হ্যাঁ", সীনা বলে, "এসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবো। সেটাই ত' অনেকখানি।"

বাড়ী যেতে-যেতে ভায়োলেট অবাক্ হয়ে ভাবতে থাকে কী চেয়েছিল সীনা অমন তীব্রভাবে। পুনর্বিবাহ? না কি, সে ভেবেছিল যে লেডীকার্ক ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে সমাজে মোটামুটি একটা স্থান করে নেবে এবং এখন ভয় পাচ্ছে যে যেখানেই থা'ক সে, জেকের ঘটনাটি তা'র পিছু নেবে এবং তা'র উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবে?

কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে ভায়োলেটের মনে আর এ প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে রইল না। বারবার তার মনে আসতে লাগল সীনার বর্ণিত জেকের জীবন্ত, তরুণ দেহটির কথা এবং জেকের বর্তমান চিরনিদ্রার কথা…।

রাত্রি গভীর হ'ল রোজকার মতো। রান্নাঘরে ব'সে ক্যাটি তা'র ভু-অধ্যায় পাঠ শেষ ক'রল, সাইমনকে বা'র ক'রে দিল এবং পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। 'এলুম-গেলুম'দের কেউ নেই। বসবার ঘরে ভায়োলেট ঘণ্টাখানেক পড়াশুনা ক'রে; কিছুকাল বারান্দায় গিয়ে ব'সে মনটা শান্ত করার চেষ্টা ক'রল। তারপর বাতিগুলো নিভিয়ে ওপরে নিজের ঘরে চ'লে গেল। বিছানা পাতল বটে, কিন্তু শুয়ে দেখল যে ঘুম আসবে না তা'র। যে সব উদ্বেগময় চিন্তা মন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিল সে, সেগুলো

এখন ত'কে পরাভূত ক'রে দেয়। সিঁড়ির নীচে ঠাকুর্দার দেয়াল-ঘড়িটাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে চলে। অবশেষে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে ভায়োলেট, বাতিটা জ্বালিয়ে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসে।

"প্রিয় ফিলিপ ( ভায়োলেট লেখে ) ঃ

আজকের এই রাত্রি আমার জীবনেব এক অন্ধকার, তিমিরাবৃত রাত্রি। জানলার ধারে ব'সে আছি আমি, দু'গাল বেয়ে জল গডাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার হৃদয়ের বোঝা যদি লাঘব করতে না-পা'রি কারো সঙ্গে কথা ব'লে, তবে আমি ম'রে যাবো। আর, কথা আমি ব'লতে পারি শুধু তোমারই সঙ্গে। মানুষের নশ্বরতার কথা ভেবে আমি বিপর্যস্ত, বিদীর্ণ; সে ভয়ানক চিন্তা আমার সকল শান্তি হরণ করেছে। আমাব প্রিয়জন মৃত! মরদেহের বিনাশ কল্পনা ক'রতেও আমি অপারগ। কিছুতেই তা মেনে নিতে পা'রব না আমি। ওঃ, কী ক'রে মানুষ এই উদ্বেগভার সহ্য করে অথচ বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখে! আবাব এও আমি জানি যে আগামী কালই আমার অশ্রু শুকিয়ে যাবে। সূর্যেব আলো দেখব, শু'নব ঘুঘুব ডাক, বাগানে গিয়ে ফুল তুলব। হয়ত বা একটু গানও গাইব, হাসবও। কিন্তু তবু কদাচ একবার স্বাভাবিক জীবনের ফাঁকেই আবির্ভূত হয় এই বকম অন্ধকার রাত্রি। আমার মা! মুখে তাঁর উজ্জ্বল হাসি, মুখের চাবপাশে ছড়িয়ে-পড়া নরম চুল। আমার বাবা! তাঁব বুদ্ধিদীপ্ত প্রশস্ত ললাট, শান্ত চোখ আর সবল, কোমল হাত। এই সব ধূলিতে পরিণতি পেল......। আহা, ওমরখৈয়ামই ছিলেন সত্যদ্রষ্টা! এই তিক্ততা নিমজ্জিত ক'রতে হ'লে অনেক শক্তি দরকার। আমার "হায়, স্বর্গ" কবিতাটি লেখার সময় আমার মনে গভীব বিশ্বাস ছিল। কালই হয়ত আমি আবার সে-বিশ্বাস ফিরে পাবো। কিন্তু আজ রাত্রে সব বিশ্বাস হারিয়েছি। এই ভাবে অকপট সত্যভাষণে মনটা একটু হাল্‌কা লাগছে বটে, কিন্তু তবু মূল বেদনাটি যেন আবো নিবিড় হয়েই প'ডে থাকছে। শুধু যদি আমি জানতাম, নিশ্চিন্ত হতে পারতাম যে আত্মার অন্ততঃ মরণ নেই...

আমাকে ক্ষমা করো। আমার গোপন যন্ত্রণায় তোমাকে ভারাক্রান্ত করা উচিত হয় নি। জানি না সম্পাদক হিসাবে লেখকদেব কাছ থেকে এই রকম বিস্ময়কর স্বীকারোক্তি তুমি কখনও পাও কি-না, যে লেখকদের কাছে সমানে বন্ধু ও অপরিচিত থাকতে হয় তোমাকে? যে-লেখকদের আত্মিক সত্তা

টে'র পাও তুমি কতো গভীর ভাবে, কারণ বই-এ তা'রই ত' অভিব্যক্তি? পাও কি? বলাই বাহুল্য তোমাকে আমি এসব লিখছি এই বিশ্বাসে যে তুমি বুঝবে।

কাগজে কথাগুলো লিখেই দেখছি ওই অন্ধকার যেন একটু অপসারিত হয়েছে। আরো পাত্‌লা করতে পারি একে যদি সাহস ক'রে গিয়ে বসি একবার পিয়ানোতে, বাজাই শুবার্ট-এর কিছু, কিম্বা, বাখ্-এর যেটা আমি জানি ও ভালোবাসি। কিন্তু বাজনা শুরু করলেই ক্যাটি ছুটে আসবে, বলবে— 'এ কী ব্যাপার! রাত তিনটের সময় পিয়ানো বাজাচ্ছ! পাড়ার লোকেরা যে জেগে যাবে! যাও ঘুমোও গিয়ে!'

ক্যাটি-না থাকলে,—আগেও বলেছি,—আমি যে কী করতাম, জানি না। সে আমার কতো প্রিয়, কতো প্রয়োজনীয়। আর, তবু তা'র সঙ্গে থাকাতে আমার মানসিক নৈঃসঙ্গ্য যেন বৃদ্ধিই পায়।

হয়ত সকালে আর এ চিঠি ডাকে দেওয়া হবে না। যদি দি', পরে আক্ষেপ হবে আমার নিশ্চয়ই। কিন্তু যদি চিঠিখানা তোমার কাছে পৌঁছয়, দয়া ক'রে জবাব দেবে। তোমার নিজের মনোভাব আমাকে জানাবে।

যথাসত্বর চিঠির জবাব এল:

"তুমি একা ও হতাশায় কাঁদছ জেনে আমার হৃদয় ব্যথার্ত। যদি কিছু করতে পারতাম, বলতে পারতাম উৎসাহ দেবার জন্য! তুমি ত' জানই অন্ততঃ অনুরূপ দুঃখ আমিও সয়েছি। তবে একথা তুমি জান না,—উদ্বেগ, সংশয় ও ভীতির পুরোনো পথে বারে বারে আনাগোনা করেছি আমিও। মানবদেহের মৃত্তিকায় পরমা গতিলাভের কথা চিন্তা করে কোনও সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায় না; কেবল অজান্তে তুমি নিজেই যা'র উল্লেখ করেছ, তা ছাড়া: আমরা. যারা জীবিত, সূর্যালোকে নিজ নিজ কাজ করে যেতেই হবে; আমরা এবং যাদের আমরা হারিয়েছি, সকলেই প্রকৃতির এক প্রকাণ্ড কর্মচক্রের অঙ্গীভূত একথা জেনেই যথাসম্ভব সুখীও হতে হবে আমাদের।

কিন্তু এই জীবনের পর অপর কোনও জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই তোমাকে। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ কেউ করতে পারে না; তেমনি, একই কারণে, সে-অস্তিত্ব নাকচ করাও অসম্ভব। তুমি কি কখনও ভেবেছ যে নেতি প্রমাণই সব চেয়ে দুরূহ? কথাটা আমি একবার কোথায়

যেন শুনেছিলাম এবং তদবধি আমি উপকৃত। উদাহরণস্বরূপ, তুমি 'প্রমাণ করতে' পারবে না যে তুমি কখনও খুন করো নি, পারবে কি? উপমাটা হাস্যকর, কিন্তু যুক্তিটা বুঝিয়ে দেয়। যে কোনও প্রকার নেতি যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে গ'লে যায়। তা'তে এমন কিছু নেই যা আমরা ধ'রে রাখতে পারি। তাই আমার যুক্তিবিন্যাসটা এই রকম: অমরত্বের প্রশ্নে নিশ্চিতির মতোই অসম্ভব যেখানে নেতির প্রমাণ, কেন আমরা বেশ বুঝেসুঝেই আমাদের বুদ্ধি তথা চিত্তবৃত্তিকে আশ্রিত ক'রব না প্রথমটিরই ওপর? আমার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, সব সময়ে বিশ্বাস ও বিশ্বাস-করার প্রতিই প্রবলতম টান অনুভব করেছি আমি। এটাই গঠনমূলক, আরোগ্যকারী; এর আছে একটা জীবনীশক্তি এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত সংশয়ের চেয়ে সত্যেরই কাছাকাছি নিয়ে যায় আমাদের।

তুমি কি সেই স্কচ্ যাজক ভদ্রলোকের কথা জান, যাঁকে অমরত্বঘটিত সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল? তিনি বলেছিলেন তাঁর ধারণা যে এই জীবনের পর আমরা জেগে উঠব, চারধারে তাকা'ব আর বলব, "বাঃ, একথা ত' ভাবিই নি কেউ!"

ইচ্ছা হয় আমরা একত্রে ব'সে কথা-বার্তা বলি। তোমাকে সামান্যতম সাহায্য করতে পারলে আমি কৃতার্থ হ'ব। প্রসঙ্গতঃ, তোমার কাছ থেকে একটা কথা জানবার অদম্য বাসনা জাগছে। ঈস্টরের সময় আমার ছুটির খানিকটা নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু এখনো দশদিন পাওনা আছে এবং অফিসের মতে, আগস্টের শেষের দিকে ওই ছুটির সদ্ব্যবহার করা সব চাইতে সুবিধাজনক। ছুটি-কাটাতে কি আমি লেডীকার্কে যেতে পারি? ওখানে একটা অনেকদিনের হোটেল আছে, তুমি লিখেছিলে। মনে হয় আর দেরী না-ক'রে তোমার সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত। কেন, তা হয়ত বুঝতে পারছ। আমার ব্যক্তিগত কারণ ছাড়াও ততদিনে তোমার পাণ্ডুলিপি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ মতামত ও সিদ্ধান্ত তৈরী হয়ে যাবে। তোমার জবাব না-আসা পর্যন্ত আমি এক সন্ত্রস্ত অস্বস্তির মধ্যে থাকব।"

ওই জাতীয় অস্বস্তিতে ভুগতে হ'ল ভায়োলেটকেই চিঠির জবাব লেখার সময়। কয়েক লাইন মাত্র সে লি'খল কাঁপা হাতে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ডাকে দিল চিঠিটা।

"তোমার চিঠি প'ড়ে শান্তি পেলাম। এতো শান্তি যে ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

তুমি লেডীকার্কে আসছ, খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু হোটেলে এসে উঠবে, এ প্রস্তাব শুনে ক্যাটি একেবারে হতভম্ব।

'হোটেলে থাকবেন!' সে ব'লল। 'ওসব হবে না আমি ব'লে দিচ্ছি আর আমার হয়ে তুমি জানিয়ে দিয়ো। আমাদের এই এতো বড় বাড়ী, পেট ভ'রে খাওয়ানোর জন্যে রয়েছি আমি—এখানেই এসে থাকবেন!' 'নয়ত, এসেই দরকার নেই', ক্যাটি উপসংহার টেনেছিল।

অতএব, দেখছ ত' পছন্দ-অপছন্দের ভার তোমার ওপর নেই! প্রাতরাশে শ্রীযুক্ত হার্বার্টের সঙ্গে তুমিও যোগ দেবে—এতে খুব মজা লাগবে! আর উচিত-অনুচিত নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই, ক্যাটি তদারকিতে জগতের সেরা একজন। সুতরাং, এ ব্যাপারটা স্থির হয়েই রইল, কেমন?"

আগস্ট মাস এল। ভায়োলেটের সমস্ত অন্তর মুখর হল গানে। তা'র ঘরের ছোট্ট ক্যালেণ্ডারে তারিখ দেখে চলেছে সে। আপন অন্তরকে নিঃসন্দেহে বুঝে নিয়েছে সে এখন। মনে হয় ফিলিপও বুঝেছে তা'র অন্তরকে। ভায়োলেটের মুখে যে লালিমা দেখা দেয়, তা একাধিক লোক লক্ষ্য করে এবং ক্যাটি দিব্যি উপলব্ধি করে যে তা'র তরুণী মনিব আর ওই "প্রকাশক লোকটা"র মধ্যে তলায়-তলায় অনেক কিছুই চলেছে যা সে টের পায়নি। আচার-কারখানার সঙ্গে সংযোগের যে স্বপ্ন ক্যাটি দেখেছিল, তা স'রে যায়।

"তা, দেখি এখন", ক্যাটি আপন মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, "ওই মাইক্ ছেলেটি বেশ হাসিখুশী, অমন একটা ব্যবসা রয়েছে নিজেদের; এখন দেখি এ জন আবার কী রকম হ'ন!"

এখনো মাইক্-সম্বন্ধে ভায়োলেটেরও কিছু দুশ্চিন্তা রয়েছে। নিজেকে সে প্রস্তুত করে নেবেই মাইককে সত্য কথাটা জানাতে। চিঠির ভাষাটা যথেষ্ট কমনীয় করলেও, সে স্বীকার ক'রল যে এখন সত্যই অপর-একজন এসেছে তা'র জীবনে। মাইকের জবাবেও একটা বৈশিষ্ট্য থাকে:

"সেদিনের সন্ধ্যাটা কাটিয়েই আমি একথা বুঝেছিলাম। কিন্তু তবু আশার মধুর আলেয়ার পিছু ঘোরা পুরুষের যেহেতু স্বভাব, (এই উদ্ধৃতিটা নিশ্চয়ই

আপনাকে অবাক্ করছে? কলেজে আহরণ করেছিলাম এটা) আমি তাই আশা ত্যাগ করিনি; আপনি যা লিখেছেন, তা কিন্তু আমাকে পুরোপুরি বিস্মিত করেনি। আমি হতাশ হলাম বটে, তবে কোনও ভাবে একটু সহজ-হবার সুযোগও আমি পেয়েছি। এখন এমন একটা কাজ আমার জুটেছে, যা আমি বেশ পারি এবং পছন্দও করি। বাবা বলছেন এবার আমাকে দেশের নানা জায়গায় ঘুরতে হবে, সুতরাং নানান নতুন জায়গা দেখে আমি হয়তবা লেডীকার্কের কথা একটু ভুলতে পা'রব (যেন কখনও সম্ভব তা আমার পক্ষে!) বিদায় জানাতে আরেকবার আমি আসতে চাই, যদি অনুমতি দে'ন। তবে প্রতিজ্ঞা করছি যে ভাবপ্রবণ হ'ব না। যদি ইচ্ছা হয়, অন্য কাউকেও তখন কাছে রাখবেন। আমি শুধু আরেকবার আপনাকে দেখতে চাই। ভাবি অন্যরকম যদি হতাম আমি! কিন্তু জানি আচার-ব্যবসায়ীই থেকে যা'ব শেষ পর্যন্ত। চিরদিন আপনাকে শুভেচ্ছা জানাব!

মাইক্"

প্রতিদিন সন্ধ্যায় অলিভার এসে নিয়মিত, সযত্ন পরিশ্রমে বেড়ার কাজ ক'রে যেত। ফিলিপ আসছে, তাই ওই সংস্কারটা ভায়োলেটের খুবই ভাল লাগে। নৃতন রং হলে সমস্ত বাড়ীটাকে বেশ সুন্দর পরিচ্ছন্ন দেখাবে। এখনি পার্থক্যটি বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

ওদিকে সীনাকে নিয়ে গ্রামবাসীদের ক্রমবর্ধমান উৎসাহের ফলে সাময়িক-ভাবে অলিভার ও বুল্‌বুল্ বৃত্তান্ত চাপাই পড়ে গেল। একথা শোনা যাচ্ছে যে ডাক্তার ফ্যারাডে ও শ্রীযুক্ত লায়াল দুজনেই আশঙ্কিত হয়ে উঠছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পরিবর্তে সীনা ক্রমশঃ তা'র অসুস্থ অনু-শোচনার আবর্তেই নিমজ্জিত হচ্ছে। বেশ কয়েকজনকেই সে জানিয়েছে যে বাঁচা বা মরা, কোনওটাতেই উৎসাহ নেই তা'র; এক সময় নাকি এ কথাও বলেছিল যে "একটি জীবনের জন্য আরেকটি জীবন"। এমনিতেই আশঙ্কা জাগার পক্ষে যথেষ্ট তার ওপর গত সপ্তাহ থেকে আরো একটি নূতন ও ভয়াবহ উপসর্গ দেখা দিয়েছে। সীনা প্রতিদিন অপরাহ্ণ শেষে হেঁটে যেত 'মিল' পর্যন্ত এবং 'মিলার্স্ রকে'র মাথায় গিয়ে উঠত আর ঘূর্ণিস্রোত জলের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টাখানেক সেখানে ব'সে থাকত।

প্রত্যেকদিন সময় মত নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াত সে, তারপর বাড়ী চলে আসত। কিন্তু প্রত্যেকেরই একটা আতঙ্ক থেকে যায়।

সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া গেল ম্যারী জ্যাকসনের কাছে। "ওখানকার লোকেরা দেখত যে প্রথম-প্রথম ওর বাবা ওকে হাত ধ'রে টেনে আনার চেষ্টা করতেন, কিন্তু ও হাত ছাড়িয়ে নিয়ে 'রকের' মাথায় উঠে যেত। অবশ্য রোদ পেতে হ'লে, জায়গাটা ঠিকই বেছে নিয়েছে ও, আর রোদ সত্যই ওর দরকার। এখনো একেবারে ফ্যাকাশে শাদা। তবে ওইখানে অমন ব'সে ঘুর্ণির দিকে তাকিয়ে থাকা, বিশেষ ক'রে যখন বলে যে বাঁচতে চায়না ও,— সত্যি, বাপু, খুব সুবিধের মনে হয় না। বুঝতেই পা'রছ ওর ওপর জোর করতে পারেন না ওর বাপ, কারণ যথেষ্ট বড হয়েছে সীনা। সকলেই বলে ওকে বাধা দিতে গেলে পাছে তখুনি কিছু ক'রে বসে, এই ভেবে বাপ-মা কিছু করতে পারেন না।"

"এ্যাঁ, এতো বড ভয়ানক কথা", ক্যাটি বলে "উঁহু, মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না।"

ভায়োলেট কিছু বলে না, কিন্তু স্থির করে অবিলম্বেই সে সীনার সঙ্গে দেখা করবে। পিচ্ ফল পাকতে শুরু করেছে, সে ক্যাটিকে বলেছিল যে "ফোর পয়েন্ট্স্"-এ গিয়ে কোনও চাষীর কাছ থেকে এক ঝুডি কিনে আনবে। সকাল-সকাল খেয়ে বেরিয়ে পডা স্থির করল সে, ফেরার পথে বিকালের দিকে হ্যারিস্দের বাড়ী হয়ে আসবে। 'রকে'র উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবার আগেই সীনাকে সে ধরবে।

প্রিন্স্কে গাড়ীতে জুতল সে ও সিদ্ধান্ত মতো যাত্রা করল। আগস্টের মিষ্টি দিন। ঢিলে তালে ঘোড়ার গাড়ী করে যেতে যেতে ভায়োলেট অধীর আনন্দে উচ্ছল হয়ে ভাবে ফিলিপ এলে পর, তা'রা দুজন কেমন ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াবে! গ্রামের যতকিছু প্রাকৃতিক রূপ সব সে ফিলিপকে দেখাবে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল পাহাড়ের চূডায় উঠে তা'রা চতুর্ধারের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখবে। দেখবে দূরের ফসলের ক্ষেত, এখন যা'র রং হয়ে উঠছে সোনালী। দেখবে সমস্ত পূর্ব দিগন্ত জুড়ে দূরের নীল পাহাডের সারি। বনাঞ্চল ভায়োলেটের প্রিয়, তা'র মধ্যে দিয়ে তা'রা যাবে ঘোড়া ছুটিয়ে, ছোট্ট নদীটার পাশে ব'সে খাবার জন্ম কিছু খাদ্যও বা সঙ্গে নেবে। তা'র ভালো-লাগা প্রতিটি জিনিস

সে দেখাবে ফিলিপকে। আর দীর্ঘ-দূরত্বের ব্যবধান কাটিয়ে তাদের মধ্যে জেগে উঠবে এক আশ্চর্য দৈহিক নৈকট্যবোধ।

তারপর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার মজা: একত্র হলেই খুব হাসবে ওরা; সন্ধ্যাবেলায় বারান্দায় দোলনায় বসে সামনের আল্‌তো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকবে ওরা আর জীবনের গভীর ও সুন্দর কতো অনুভূতির কথা বলবে দুজনে। এসব ভাবতে-ভাবতে খুশীতে মনে হয় যেন হৃদয় তা'র ফেটে পড়বে!

হয়ত এইভাবে অন্যমনা থাকার ফলেই প্রিন্সকে দ্রুততর যাবার জন্যে তাড়া দেয়নি ভায়োলেট; হয়ত চাষীবাড়ী থেকে পিচ্ কিনতেই দেরী হয়েছিল তা'র। যে কারণেই হোক, প্রিন্সের খুর যখন শেষ পর্যন্ত শহরে যাবার ঢাকা-দেওয়া সেতুটার ভারী-তক্তার ওপর দিয়ে খট্ খট্ শব্দ ক'রে এগোতে থাকে, তখন বিকালের ছায়াপাতে অস্তায়মান সূর্যের ইঙ্গিত। সেতুর ঢাকা অংশ থেকে বাইরের রোদে এসেই সে ডানদিকে তাকাল এবং তাড়াতাড়ি গাড়ীটা চালিয়ে নিয়ে গেল মিল-চত্বরের মধ্যে। কারণ, "রকের" চূড়ায় আসীনা সীনাকে দেখা যাচ্ছে, কিনারায় বসে আছে সে খালি পা দুটো ঝুলিয়ে।

ওই দৃশ্য দেখার পর মুহূর্ত থেকেই সবকিছু এত দ্রুত ঘটে যায় যে পরে ভায়োলেটের স্মৃতিটা থাকে কেবল একটা অস্পষ্ট চিহ্নের মতো। 'রকে' উঠবার উদ্দেশ্যে নিয়ে সবে বগি থেকে নামছে, তখনি দেখল মিলের পেছনকার পথ দিয়ে হেনরী হেঁটে যাচ্ছে। আবছা ভাবে তা'র মনে পড়ে যে দিনটা শুক্রবার এবং হেনরী তা'র মা'র জন্য টাটকা ভূষি নিতে এসেছে। তারপর, তা'র এবং বলা বাহুল্য হেনরীরও চর্মচক্ষের সমক্ষে সীনা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দিল নীচের ঘূর্ণির মধ্যে!

মুহূর্তের জন্যে ভায়োলেট ও হেনরী দুজনেই যেন জ'মে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হেনরী নিজের জামা কাপড় কিছুটা খুলতে খুলতে দৌড়ে যায় 'রকে'র দিকে, তার গা বেয়ে ওপরে উঠে যায়, কোন রকমে জুতো জোড়া খুলে ফেলে ঘূর্ণির ভেতর লাফিয়ে পড়ে। চিৎকার করতে-করতে ভায়োলেট মিলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

"শ্রীযুক্ত হ্যারিস্!" পাগলের মতো সে ডাকতে থাকে, "শ্রীযুক্ত হ্যা-রি-স্!" একটা দড়ি, দড়ি একটা—!"

মিলের মালিকের মুখ কাগজের মতো শাদা, কিছু শোনবার প্রয়োজন নেই তাঁর, সোজা দৌড়ে গেলেন তিনি মিলের পেছন দিকে, ভায়োলেট তাঁর পেছনে। পাটাতনের ওপরে একগাছা পাকানো দড়ি প'ড়েছিল। পরে ভায়োলেটের মনে হয় সব যেন ঠিকই ছিল। সব বড্ড বেশী ঠিক ছিল। দড়িটা ধ'রে জলের দিকে দৌড়ালেন শ্রীযুক্ত হ্যারিস্।

"হেনরী দেখেছিল, সে লাফিয়ে পড়েছে", হাঁফাতে হাঁফাতে বলে ভায়োলেট, "ও খুব ভালো সাঁতারু, ঠিক বাঁচাবে সীনাকে।"

"আমি মেয়েটার ওপর চোখ রেখেছিলাম", আড়ষ্ট ওষ্ঠদ্বয় নেড়ে বলেন শ্রীযুক্ত হ্যারিস্, "এক মিনিটের জন্যে শুধু একটু ভেতরে গেছলাম···।"

'রকে'র ধারে জলের কাছে এসে দাঁড়ায় ওরা। ফেনার ওপর কষ্টে তুলে রাখা দুটো মাথা দেখতে পায়। হেনরী তীরে আসবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তীরের দিকে জল গভীর হলেও বেশ শান্ত। এক হাতে সে সীনাকে ধ'রে রেখেছে এবং অপর হাত দিয়ে সজোরে টেনে চলেছে। শ্রীযুক্ত হ্যারিস্ দড়িটা ছুঁড়ে দিলেন ও হেনরী সেটা ধ'রে নিল। তারপর তিনি পাথরের গোড়ায় শক্ত করে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে দড়িটা টানতে থাকেন আস্তে-আস্তে। ভায়োলেটের মনে হয় দড়ি টানা যেন চলছে অনন্তকাল ধ'রে। অবশেষে দুইজনে তীরে এসে পৌছাল এবং শ্রীযুক্ত হ্যারিস্ ও ভায়োলেটের সাহায্যে কোনও মতে উঠে এল পাড়ের সবুজ জমির ওপর। হেনরী হাঁফাচ্ছে সীনার চোখ দুটো বন্ধ; তা'র পরনের পাত্‌লা জামা কাপড় দেহের সঙ্গে লেপ্টে মাথাটা হেনরীর কাঁধে রেখে তা'র গায়ে ভর দিয়ে বসেছে সে। তা'র খোলা, কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে আর তখনো হেনরীর বাহু তা'কে বেষ্টন ক'রে রয়েছে।

"আমি ··আমি একাই পারতাম", হেনরী হাঁফানি কাটিয়ে উঠেই বলল, "তবে···ওখানটাতে···যাওয়া বড় কষ্টকর। ধন্যবাদ···ওই···দড়িটার······ জন্যে।"

আনন্দাশ্রুতে ভ'রে ওঠে শ্রীযুক্ত হ্যারিসের দু চোখ। "ধন্যবাদ তোমায়, হেন্‌রী", শান্তভাবে বলেন তিনি। "তুমি ঠিক আছো ত', সীনা?

সীনা চোখ খোলে ও তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে। ভায়োলেটকে ও মৌন সম্ভাষণ জানায়। তারপর হেনরীর মুখের দিকে চেয়ে সে হাসল।

এমন মিষ্টি সেই হাসি যে অজান্তেই ভায়োলেট পিছু হ'টে আসে, মনে হয় যেন গোপন কিছু বুঝি সে দেখে ফেলছে।

"একটু পরেই ও ঠিক হয়ে যাবে", সীনার হয়ে হেনরী জবাব দেয়। আমরা তুজনেই···মানে এখনো···একটু বেসামাল রয়েছি।" আরো কাছে টেনে নেয় সে সীনাকে। "ও কাঁপছে। ওখানটা বড্ড ঠাণ্ডা।"

"আমি যাচ্ছি, বাড়ী থেকে একটা কম্বল নিয়ে আসছি", ভায়োলেট বলে। কিছু কাজ করতে পেয়ে ভাল লাগে তা'র, "এক মিনিটের মধ্যে আসছি।"

'মিল বাড়ী'র দিকে দৌড়ে যায় ভায়োলেট এবং শ্রীযুক্তা হ্যারিস্‌কে দেখা মাত্র তাঁকে সুখবরটা জানায়।

"সীনা ভালো আছে। হেনরী লাফিয়ে পড়েছিল, সীনার বাবা একটা দড়ি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কিছু ভাববেন না। মনে হয় এবার সীনা বদলাবে —মানে, ভালোর দিকে যাবে। ওর বোধহয় এমনটা করতেই হ'ত,—যাক্‌ চুকে গেছে। এখন আমাকে একখানা কম্বল দিন ওকে ঢাকা দিতে হবে। আর, গরম কফি তৈরী করুন, ওরা এলে দেবেন··· ।"

শ্রীযুক্ত হ্যারিসের যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান রয়েছে। প্রশ্ন ক'রে তিনি বৃথা সময় নষ্ট করেন না। তিনি ভায়োলেটকে একখানি কম্বল এনে দে'ন এবং তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে যা'ন। যদিও উত্তেজনায় তাঁর মুখের পেশী সংকুচিত হচ্ছিল এবং হাত কাঁপছিল।

"যতোই হোক আঘাতটা খুব জোরেই লেগেছে ওঁর" ফিরে আসতে-আসতে ভায়োলেট ভাবে। নদী তীরে বেশ কজন এসে জমা হয়েছে: তুজন লোক, যাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে 'মিলে' আসছিলেন; কয়েকজন স্ত্রীলোক, যাঁরা তাঁদের বারান্দা থেকে দেখতে পেয়েছেন, বা শুনেছেন হৈ চৈ চিৎকার, আর কিছু বাউণ্ডুলে ছেলে। ওরা সকলেই হতবাক, দাঁড়িয়ে রয়েছে, কী বলবে কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। হেনরী সীনাকে ধ'রে দাঁড় করায় ও কম্বলখানা তা'র কাঁধের ওপর দিয়ে দেয়।

"ও ঠিক হয়ে যাবে", সে বলে। আন্তরিক বিরক্তি নিয়ে সে চারপাশের লোকজনদের লক্ষ্য করে। "আমি ওকে বাড়ী নিয়ে যাব।"

"আমি তোমাকে সাহায্য করব", শ্রীযুক্ত হ্যারিস্‌ বলেন।

কিন্তু হেনরী মাথা নাড়ে। "প্রয়োজন হবে না, ওকে যা দেখবার তা আমিই দেখব আপনার কাজ ত' রয়েছেই এখানে।"

ভায়োলেট এগিয়ে আসে। "আমি সঙ্গে যাচ্ছি", সে শান্তভাবে বলে।

"থাক, ভী, কিছ্ছু দরকার নেই" হেনরী বলে। "হৈ চৈ যতো কম করা যায়, ততোই ভাল।"

কাজেই নিঃশব্দে ভীড় ভেঙে যায়, সীনা ও হেনরী বেরিয়ে আসে। ওরা দুজন ধীরে ধীরে এগোতে থাকে, হেন্‌রীর কাঁধে সীনার মাথা হেলিয়ে দেওয়া, তা'র বাহু তখনো সীনাকে বেষ্টিত ক'রে। 'মিল হাউসে'র মধ্যে গিয়ে যতক্ষণ-না ওরা ঢোকে, ততক্ষণ দর্শকরা ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিলের চত্বরে যথেষ্ট কথোপকথন চ'লতে থাকে। কিছু প্রশ্নের জবাব ভায়োলেট দেয়, কিছু এড়িয়ে যায়। প্রিন্সের কাছে যেতে হয় তা'কে, কারণ প্রিন্স ইতিমধ্যে মাথা থেকে লাগামের বাঁধন খসিয়ে ফেলেছে, দিব্যি ঘাস খাচ্ছে।

"বলার যা সবই ত' বলেছি", তাকে ঘিরে-ধরা, নাছোড়বান্দা কয়েকজন রমণীকে জানায় ভায়োলেট। "হ্যাঁ, আমি স্বচক্ষে সবকিছু দেখেছি, কারণ আমি তখন সবে গাড়ী নিয়ে মিলের চত্বরের মধ্যে ঢুকেছি। কিন্তু এখন ত' সব চুকে গেছে—ভালয়-ভালয় চুকে গেছে।" বগিতে উঠতে-উঠতে বলে সে এবং তারপর রাস্তার দিকে চলে।

কিন্তু বাড়ী এসে প্রিন্সকে আস্তাবলে বেঁধে দিয়ে ভায়োলেট রান্নাঘরের দিকে যাবার সময় টের পেল যে তা'র পায়ে কোনও জোর নেই। কম্পিত পদক্ষেপে কোনও মতে সে গিয়ে বসে পড়ল একটা চেয়ারে ও চোখ দিয়ে তা'র জল ঝরতে থাকল। ক্যাটি তড়িঘড়ি ক'রে কেট্‌লী নিয়ে এল, কারণ তার কাছে চা হচ্ছে সর্বরোগের ধন্বন্তরি।

"আরে, তোমার হ'ল কী", ক্যাটি ব'লে চলল, "দোহাই, বলো তোমার কী হয়েছে।"

"খুব কাহিল হয়ে পড়েছি" অতিকষ্টে ভায়োলেট বলে, "বড্ড নাড়া খেয়েছি।"

তারপর ভায়োলেট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে; ক্যাটি শোনে আর তা'র কালো চোখ পিট্‌পিট্‌ করে।

"শেষ পর্যন্ত ক'রল তাহ'লে।" সবকিছু শোনার পর ক্যাটি বলে। "মনে হয় না আরেকবার চেষ্টা করবে ও। একবারেই যথেষ্ট ভয় পেয়েছে নিশ্চয়, এখন ঠাণ্ডা থাকবে। মতলবখানা ওর বেশ বুঝতে পারছি। হ্যারিস্ যতক্ষণ-না মিলের মধ্যে যান ততক্ষণ ও অপেক্ষা করেছিল,—তারপরই ঝাঁপ দিয়েছে। ভাবতেও পারেনি যে তুমি আর হেনরী ওখানে থাকবে। তোমরা ছিলে তাই বেঁচে গেল। বিশেষ ক'রে হেনরী। তা' তুমি নাড়া ত' খাবেই। শুনে আমারই কী রকম লাগছে। যাক এখন এসো চা খাই, শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে। এখনি বোধ করি ম্যারী জ্যাকসন আসবে কী ঘটেছিল শুনতে।"

ম্যারী এলেন আট-টা নাগাদ। উইলিয়ম কাজ করছিলেন একটু বেশী সময়, এবং এমনিই পাড়া যে উইলিয়ম বাড়ী না-ফেরা পর্যন্ত কারো কাছ থেকে খবরটা শুনতে পাননি ম্যারী। নতুন একটি তথ্য তিনি অন্যদের জানাতে পারলেন,—হেনরী 'মিল' বাড়ীতে থেকে গেছে।

"অবশ্যি" তিনি বললেন, "ওই ঘটনার পর সীনার মা ত' হেন্‌রীকে খেয়ে যেতে বলবেনই। ওইটুকু কৃতজ্ঞতা থাকবে না? কিন্তু ওদের খাওয়া-দাওয়া হয় পাঁচটার সময়। তাই ভাবছি, এখনো হেনরী রয়েছে—।"

"এখনো ওখানে!" ক্যাটি বলে, 'জানলে কী করে?"

"তাহ'লে শোনো," ম্যারী বুদ্ধিমতীর চালে বলতে থাকেন, "আমি এখনি মার্টিনদের বাড়ী গেছলাম হেনরীর সঙ্গে কথা বল'ব ব'লে। তা'র মাকে বললাম সে সত্যই সাহসের পরিচয় দিয়েছে। তিনি আমায় ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন যে হেনরী বাড়ী তখনো ফেরেনি। বুঝলে, কী ক'রে জানলাম? উইলিয়ম বেরিয়েছে। সে বলল হেনরীকে অভিনন্দন জানাবে ব'লে দোকানের সিঁড়ির ওপর ব'সে অনেকে অপেক্ষা করছে। তা'রা যেখানটায় ব'সে আছে সেখান থেকে 'মিল' বাড়ীটা দেখা যায়।" একটু থেমে আবার শুরু করেন, "সুতরাং হেনরী যখনিই বেরোবে, ওরা দেখতে পা'বে। দেখি, আর কিছু শুনলে, নিজেই একবার যা'ব ওখানে। আমি বুঝছি না ঘটনাটা যখন ঘটল তখনি কেন আমাকে কেউ জানাল না।" প্রতিবেশীদের দিকে অভিযোগের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ম্যারী।

"আমি ভয়ানক ঘাবড়ে গেছলাম, জানেন" ভায়োলেট বলে, "আর শুনে ক্যাটিও তা-ই। আমাদের প্রথমতঃ এ-নিয়ে কথা বলার ক্ষমতাই ছিল না।" শুনে কথঞ্চিৎ শান্তি পেতে হয় ম্যারীকে।

সকাল-সকাল শুয়ে পড়ে ভায়োলেট এবং ঘুম আসে সঙ্গে সঙ্গেই। সারা সপ্তাহটা সীনাকে কেন্দ্র ক'রে দারুণ আতঙ্কে কেটেছে। এখন দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে এবং মোদ্দা ফলটা খারাপ হয়নি। হেনরীর দিকে চেয়ে সীনার হাসি মনে পড়ে ভায়োলেটের। বোধহয় ওই অতল ঘূর্ণির মধ্যে প'ড়ে যে নিদারুণ ভয় সীনা পেয়েছিল, রক্ষা পেয়ে সেটার ভিন্নতর এক অভিব্যক্তি হয়েছিল হেনরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে ও নূতনভাবে জীবনকে গ্রহণ করায়। স্বস্তিতে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভায়োলেট, তারপর নিদ্রার বিস্মৃতিতে এলিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের আগেই ম্যারী জ্যাকসন্ উপস্থিত হ'ন।

"সর্বশেষ পরিস্থিতি তোমাদের জানাতে এলাম" দমবদ্ধ উত্তেজনায় শুরু করেন ম্যারী। "মনে আছে কাল বলেছিলাম যে হেনরী হ্যারিসদের বাড়ী থেকে না বেরোনো পর্যন্ত তা'র জন্যে অপেক্ষা করে সিঁড়ির ওপর অনেকে বসেছিল? উইলিয়মও ছিল তাদের সঙ্গে। ওরা আটজন ছিল। রাত্রি বারোটার সময় হেনরী বেরিয়েছিল ও-বাড়ী থেকে! সে যখন রাস্তা পেরিয়ে ওদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন উইলিয়ম বললে, বুড়ো হ্যাপি নিউটন নাকি একবার মুর্গি-ডেকে উঠে সোজা গিয়ে বললেন,—'তা ভালো হেনরী, সীনার জীবন রক্ষা-করার দাম বোধ করি পেয়েছো তুমি।' তার মুখ ত' তোমরা জানই। হেনরী শুধু বলল: 'পেয়েছি পুরোপুরি।' এই ব'লে ডাইনে-বাঁয়ে না-তাকিয়ে হেঁটে চ'লে গেল সে, যেন নেশাঘোরে চলেছে! উইলিয়ম বললে যে ওরা দেখে ত' একেবারে হতভম্ব—যা বলবে ভেবেছিল তা'র কিছুই কেউ বলতে পারে না। এখন বলো কী বুঝলে?"

ঠিক এই সময় টেলিফোনটা বাজে। এই ব্যাঘাতে ভালোই লাগে ভায়োলেটের, সে তাড়াতাড়ি ফোন ধ'রতে বসবার ঘরে যায়। ফেথ্ ফোন করেছে।

"ভী, শোনো", সে বলে, "একটা কথা তোমাকে এখুনি বলতে চাই। আমি যদি পেছনের রাস্তা দিয়ে যাই, তুমি বেরিয়ে এসে দেখা করতে পারবে আমার সঙ্গে?"

এই পদ্ধতিটা তা'রা দু বছর আগে স্থির করেছিল: ছাদের নীচে ব'সে ব'ললে গোপন কথা যদি কেউ শুনে ফেলে, এই ভয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে আসা।

"নিশ্চয়, আমি এখুনি যাচ্ছি।"

পথে বেরিয়ে ভায়োলেট ভাবতে থাকে কী বলবে ফেথ্। ফেথের কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা ব্যস্ততা ও ভয়-ভয় ভাব। বব্ হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে তা'র বন্ধুত্বের কোনও বিঘ্ন? কিন্তু সেরকম কিছু হলে এসময়ে ডাকত না ফেথ্। না,—গতকালকের নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছুই হবে। কিন্তু সেটাই বা কী হতে পারে? ভেবে কূল পায় না ভায়োলেট।

ফেথ্ এল; তা'কে উত্তেজিত মনে হয়।" চলো, আমরা নদীর ধার দিয়ে হাঁটি," সে বলে, "আমাকে আগে নিশ্চিন্ত হতে হবে যে আমরা যথেষ্ট নির্জন।"

"কী হয়েছে?" ভায়োলেট জিজ্ঞেস করে। "বলো আমায়। উদ্বেগ হচ্ছে আমার।"

"কাল রাত্রে আমার ফিরতে দেরী হয়েছিল", ফেথ্ শুরু করে, "কারণ আমি জেরেমির ওখানে গেছলাম এবং তাই সীনার ব্যাপারটা শুনিনি—কিছুই শুনিনি বাড়ী না-ফেরা অবধি। কিন্তু আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা যা আমাকে বলতেই হবে। এখনো বাবাকেও বলিনি আমি। আমি ভাবলাম তোমাকেই আগে ব'লব ভী, সীনা সাঁতার কাটতে জানে!"

"না, না!" ভায়োলেট বলে। যেন বান্ধবী তা'কে আঘাত করেছে এইভাবে সে হ'টে যায় পেছনে খানিকটা। "না! একথা তুমি ভাবলে কী ক'রে?"

"হ্যারিসরা এখানে আসার কিছুদিন পরেই", ফেথ্ শুরু করে অনেকটা শান্তভাবে, "সীনা আমাদের বাড়ী এসেছিল। আমি ওকে এগিয়ে দিতে ঠিক এইখানটা পর্যন্ত এসেছিলাম। বাঁকের মুখে নদীটা কতো সুন্দর তা দেখাচ্ছিলাম ওকে। ও জিজ্ঞেস করেছিল কেউ নৌকো চালায় কিনা নদীতে, আমি বলেছিলাম যে কখনো আমরা কেউ চালাইনি। তখন ও হেসে বলেছিল, 'মনে হচ্ছে সাঁতারও তোমরা বোধহয় কাটো না?' শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম মেয়েরা কখনো সাঁতার কাটে না। তখন ও বলেছিল আগে যেখানে ওরা থা'কত, সেই ভেংগানো কাউন্টিতে সাঁতার-কাটা শিখেছে ও। ওর বড় ভাই ওকে শিখিয়েছে—যে-ভাই এখনো সেখানেই

থাকে। ওদের মা অবশ্য জামা কাপড় যাহোক কিছু একটা পরা'তেন ওদের, কিন্তু প্রতি গ্রীষ্মেই ও আর দাদা সাঁতার অভ্যেস করত—সেই ছোটবেলা থেকে আঠার-উনিশ বছর পর্যন্ত। সাঁতারে ও একেবারে ওস্তাদ হয়ে ওঠে। ও বলেছিল যে বড় হয়ে এখন অবশ্য সাঁতারের কথা ভাবতেও পারে না, তবে—এও বলেছিল, 'কিন্তু একবার যদি সাঁতার কেউ শেখে, ভুলতে সে কখনও পারে না।"

ফেথ্ দম নেয়। তারপর আবার বলে "তখন কথাটা আমি এক মুহূর্ত একটু ভেবেছিলাম, কিন্তু তা'র বেশী কিছু নয়। অপর কারোর ছোটবেলার গল্প শোনা,—সেই পর্যন্তই। কথাটা মোটেই দরকারী মনে হয়নি আমার কাছে—এবং আজকের সকালে ছাড়া কখনো ভুলেও মনে পড়েনি কথাটা। কিন্তু, ভী, মনে পড়ল কথাটা আর মনে প'ড়ে সবকিছু পাল্টে দি'ল!"

ভায়োলেটের কোমল মুখখানি শক্ত হয়ে ওয়ে ওঠে।

"তাহ'লে এটা একটা কৌশল! একটা নীচ, সস্তা ছল! এবং ওর উদ্দেশ্য ছিল হেনরীকে পাকড়াও করা। ওঃ যদি তুমি দেখতে ওর সেই মুখ তুলে তাকানো, আর হেনরীর গায়ে ঢলে-পড়া—যেন একবারে আধমরা হ'য়ে গেছেন! হেনরী ত' অবস্থা দেখে দস্তুরমতো গলে গেছল। আমি এখন পরিষ্কার সব বুঝতে পারছি। ওঃ, মেয়েটাকে ঘেন্না হয় আমার! এখনো কি ওর মানুষের সর্বনাশ-করায় অরুচি ধ'রল না! ওইরকম একটা নোংরা চালাকি খেলে হেন্‌রীকে ফাঁদে-ফেলার চেষ্টা। কিন্তু হেনরীকে ঠকতে দেব না আমি। মানুষটা সে অতোটা বাজে নয়। কিছু একটা করতে হবে এ-সম্বন্ধে।"

"আমিও তাই ভেবেছি, ভী, আর মনে হ'ল যে তুমি পারবে। হেনরী আর কারো কথা না শুনলেও তোমার কথা শুনবে।"

"ওঃ" ভায়োলেট যেন বেদনায় কেঁদে ওঠে, "ওকে আমি কী ক'রে বলব? ওর মর্যাদায়, ভাবো ত', কতোখানি লাগবে! এখন নিজেকে ওর বীর ব'লে মনে হওয়া স্বাভাবিকই—সারা গ্রামের চোখে ও জলে-ডোবার হাত থেকে সীনাকে বাঁচিয়েছে। একবার যদি ওর মনে হয় যে ঘটনাটা সাজানো! হেনরীকে আমি জানি। এভাবে বোকা বনেছে বলে সে ক্ষেপে যাবে, কিন্তু মুষড়েও পড়বে। কারণ, সত্য কথাটা বেরোতে খুব দেরী লাগবে না, এবং তখন অনেকেই তামাসা করবে ওকে নিয়ে।"

তরুণীদ্বয় আলাপ করে। নদী বয়ে চলে সামনে দিয়ে—এদিকটাতে শান্ত, সুস্থির নদী, কে বলবে যে পেছনের দিকে এগিয়ে গেলে তা'রই গর্ভে রয়েছে সেই গভীর, মারাত্মক আবর্ত। অবশেষে ওরা বাড়ী ফেরে। অনিশ্চয়তায় ভায়োলেটের মন অস্থির। ভালোবাসতে হেনরীকে সে পারেনি বটে, তবু সেই ছোটবেলায় একত্রে স্কুল থেকে ফেরার সময় থেকে এখনো পর্যন্ত হেনরীর প্রতি তা'র আছে অকৃত্রিম স্নেহ। এখনো ভেবে সে অবাক্ হয়, স্বস্তির একটা শিহরণ অনুভব করে, যে সাহস হয়েছিল তা'র হেনরীকে বিবাহ-করতে অসম্মতি জানাতে। কিন্তু তা'তে যদি হেনরীর অমর্যাদা হয়ে থাকে, এখন এ সত্যটা জানালে আরো কতোখানি অমর্যাদা হবে তা'র! আর সত্যটা তা'কে জানাতে হবেই।

ভায়োলেট যখন ফিরে এল, তখন ক্যাটি খুব খানিক কথাবার্তা বলে। কয়েক মিনিটের জন্য এসেছিলেন কোণের শ্রীযুক্তা হামেল, আব ম্যাগি ডান্‌ও এসেছিলেন। তাঁদের বক্তব্যেব সারাংশটুকু ক্যাটি জানায় ভায়োলেটকে।

"অবশ্য ও হয়ত শুধু এই-ই বলতে চেয়েছিল যে সীনা ওকে 'ধন্যবাদ জানিয়েছে'…"

"কিন্তু হ্যাপি নিউটন যে কথা বলেছিলেন এবং যা হেনরী প্রায় মেনেই নিয়েছিল, তা'ত নেহাত ওই নয়…"

"ওরকমটা মোটেই হেনরীকে মানায় না, কিন্তু বাঁচিয়ে ত' ও ছিলই সীনাকে এবং…"

"বেশ, যদি কথাটা ওভাবে না ব'লে থাকে ও, তবে 'পাওনা পেযেছি পুরোপুরি' ব'লে কী বোঝাতে চেয়েছিল ও? বলো, তুমিই এখন বলো!"

জবাব সামান্যই দি'ল ভায়োলেট। এমনকি যখন ক্যাটি ব'লল, "তুমি ত' হেনরীকে কম জানো না, কী মতটা তোমার?" তখনও বিনা বাক্যব্যয়ে ভায়োলেট গিয়ে তা'র ঘরে ঢুকে পড়ে। বিভিন্ন সম্ভাবনাব কথা খতিয়ে দেখেছে সে। সিদ্ধান্ত একটা তা'কে করতেই হবে এবং যথাশীঘ্র। সহজ পন্থাটি হচ্ছে অবশ্য কিছু না-করা: বিশ্বাস করা যে পরবর্তী ঘটনার মাধ্যমেই সবকিছু প্রকাশিত হবে। কিন্তু সময়ের অবিচল প্রগতি হেনরীর পক্ষে ক্ষতিকরও হতে পারে। আবার সীনাব হাসিটি মনে পড়ে ভায়োলেটের, মনে পড়ে হেনরীর বেষ্টন-করা হাত, আর সীনার বিরুদ্ধে ক্রোধ যেন ফুঁসে

ওঠে তা'র অন্তরে। সত্য কখনো কারো ক্ষতি করে না; ছলনার মধ্যেই বিপদের বাসা!

বিকালের দিকে সে লোহালক্কড়ের দোকানে ফোন করল। হেনরীই ধরে।

"হ্যালো," কথাটা উচ্চারণ ক'রেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে ভায়োলেটের। অমন যে দুরু দুরু করবে বুকটা, তা সে ভাবেনি।

"কী ব্যাপার, ভী" হেনরীর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক, কিন্তু কেমন যেন একটা বাড়্তি উষ্ণতা সে-স্বরে। "বেশ, কাল তুমি কম্বল এনে দিয়েছিলে, অনেক করেছিলে—খুব ভালো লাগল। তোমাকে ডেকে ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল আমার। সীনা আজ বেশ ভালো আছে। দুপুরে দেখে এসেছি।"

"আজকে সন্ধ্যেবেলায় তুমি যদি আসতে পারো,—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। দরকারী কথা। একটা ব্যাপারে তোমাকে কিছু জানাতে চাই।"

বেশ কিছুক্ষণ কোনও জবাব আসে না। মনে হয় হেনরী যেন অবাক্ হয়ে গেছে এবং ভেবে দেখছে।

"মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে," ভায়োলেট জানিয়ে দেয়।

শুনে যেন হেনরী খানিকটা আশ্বস্ত হয়। তবু তা'র জবাবটা একটু কর্কশই শোনায়।

"আচ্ছা। আমি সাতটা নাগাদ যা'ব। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারব না।"

হেনরীর কথার নড়চড় হয় না। ঠিক সাতটা হ'তেই ভায়োলেট শুনতে পে'ল বারান্দায় হেনরীর বহু পরিচিত পদক্ষেপের শব্দ। দরজার সামনে ভায়োলেট তা'কে দেখল: 'রবিবারের বেশভূষায় সুসজ্জিত হেনরী, এমনকি মাথায় নাবিকদের টুপিটি পর্যন্ত। ভায়োলেট ভদ্রতা ক'রে টুপিটি নিতে গেলে হেনরী আপত্তি জানায়।

"থাক," হেনরী বলে, "আমি বেশীক্ষণ থা'কব না।"

ওরা বৈঠকখানায় আসে। যেখানে ব'সে মাত্র গত মে মাসে হেনরী ভায়োলেটকে বিবাহের প্রস্তাব ক'রে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানেই আজও সে বসে। টুপিটা হাঁটুর ওপর রেখে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ভায়োলেটের দিকে। তা'র

তাকানির মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন ভয় ছিল 'ওর ভয় হচ্ছে যে আমি বলব মত পাল্টেছি আমি,' ভায়োলেট চিন্তা করে এবং একটু হাসিও পায় তা'র। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে সে।

"হেনরী" ধীরে শুরু করে সে, "কী ক'রে কথাটা তোমায় ব'লব জানি না, কিন্তু ব'লতে আমাকে হবেই। তুমিই একবার বলেছিলে যে বহুদিন আমরা পরস্পরের নিবিড় বন্ধু ছিলাম, এবং সেই হেতু আমাদের দুজনের জন্য দুজনেরই প্রীতি বেঁচে থাকবে চিরকাল যদিও আমি·· যদিও আমরা···। আমি কখনো দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পারব না যে তোমাকে কেউ ঠকাচ্ছে, বা তোমার চোখে ধুলো দিচ্ছে।"

হেনরীর মুখ ভাবলেশহীন।

"অতএব, আসল কথাটা বলার জন্য অযথা ভনিতার প্রয়োজন নেই। প্রকৃত তথ্য, আমি যা জানি, তোমাকে সোজাসুজি জানিয়ে দি'।—হেনরী, সীনা সাঁতার জানে!"

হেনরীর মুখভাব অপরিবর্তিত থাকে। "আমি তা জানি", সে বলে।

"জানো! কে বলেছে তোমায়?"

"সে নিজেই বলেছে," সহজভাবে জবাব দেয় হেনরী। অনেকক্ষণ দুজনে ব'সে থাকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। ভায়োলেটের চোখ বিস্ময়বিস্ফারিত, হেনরীর চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

"কথাটা কেমন যেন তোমাকে জানাতে ইচ্ছে করে, ভী। আমাদের অতীত যেন তোমাকে আমাকে খানিকটা কাছাকাছি করেছে। আমি জানি তুমি কথাটা কাউকে বলবে না এবং সীনাও কিছু মনে করবে না। কথাটা হচ্ছে এই" হেনরী ঝুঁকে পড়ে আঙুলে ক'রে ঘোরাতে থাকে টুপিটা।

"কালকে ওকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে আমি কোলে ক'রে দোতলায় তুলেছিলাম। তারপর দুজনে বসেছিলাম কথা বলতে। মাঝরাত্তির পর্যন্ত কথা হয়েছিল। শ্রীযুক্তা হ্যারিস মাঝে আমাদের একটু খেতে দিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর খালি কথা-বলা। আমার মনে হয় না কালরাত্তিরে আমরা যেভাবে বলেছি সেইভাবে কখনো কোনও পুরুষ ও মেয়ে পরস্পরকে তাদের সমস্ত অনুভূতি, এমনকি সমস্ত চিন্তা জানাতে পারে।" মাথা নীচু করে হেনরী, যেন কিছু স্মরণ করছে, এবং তারপর আবার শুরু করে।

"হয়ত মনে হবে নিজের জয়ঢাক নিজেই পিটছি বা সেই রকমের কিছু একটা, কিন্তু সীনা বলল যে আমাকে প্রথম যেদিন সে দেখেছিল তা'রা এখানে আসার পরই, সেদিনই সে ভেবেছিল যে আমাকেই সে স্বামীরূপে চায়। কিন্তু তখন তোমার আর আমার মধ্যে সম্বন্ধটা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গেছে—সকলেই তাই ভাবত, আমিও তাই ভাবতাম এবং যেভাবেই হোক সীনাকে আমি খুব একটা আমল দিতাম না। তারপর যখন জন বার বার তা'কে বিয়ের জন্য ব'ললে, সীনা ভা'বল হয়ত বিয়ে হ'লে মনটা পাল্টে যাবে, ভুলে যাবে আমাকে, এবং তাই সে জনকে বিয়ে করল। জনের মৃত্যুর পর সীনা যখন আমাকে তা'র ওখানে যেতে বলল এবং নিলামের হিসাব রাখতে অনুরোধ করল, আমি গেলাম, কারণ ওর জন্য দুঃখিত হয়েছিলাম, আর তারপর,……"

হেনরী একটু থামে, ভায়োলেট উদগ্রীব হয় বাকীটা শুনতে।

"সেখানে আমরা দুজনে যখন একা ছিলাম তখন হঠাৎ আমারই কেমন একটা উন্মাদনা এল। আমি প্রাণপণ যুঝি সে-উন্মাদনার সঙ্গে। নিজেকে ঘৃণা করি। প্রথমতঃ, তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছি আমি ; তারপর জন, আমার বন্ধু, কয়েক সপ্তাহমাত্র তা'র মৃত্যু হয়েছে : অথচ বুঝছিলাম আমি সীনার প্রেমে পড়েছি। কিন্তু, ভী, বিশ্বাস করো, আগে কখনো এরকমের কোনও অনুভূতি আমার হয়নি—এ ছিল একেবারে ভিন্ন রকমের……জানি না কী ক'রে তোমায় বোঝাব ! আমার পায়ের নীচে যেন মাটি সরে গেল ! বলতে আমার লজ্জা লাগছে, তোমার সঙ্গে…"

"না, হেনরী ! আমি সব বুঝছি। তুমি বুঝছ না যে কতো ভালো ভাবে আমি সব বুঝছি !"

"পারছ, বুঝতে পারছ তুমি ?" হেনরী অবাক্ হয়ে বলে। "আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়ত আহত বোধ করবে,—তোমার আমার মধ্যে যে-সম্বন্ধ ছিল…"

"একটুও আহত নই আমি। আমি জানি ঠিক কেমন তোমার লেগেছিল। আমাদের মুশকিল হয়েছিল যে দুজনের কেউই আমরা যথার্থ প্রেমে পড়িনি।"

"সে-কথা আমি এখন বুঝি।" হেনরী বলে, "কিন্তু তুমিও বোঝ দেখে খুব আশ্বস্ত হলাম। যাহোক, জনের কথা ভেবেই এ পর্যন্ত নিজেকে বিরত করার জন্য যুদ্ধ করছিলাম। সীনার প্রতি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার পর্যন্ত করিনি হয়ত

কখনও। অথচ ওর কথা ভেবে ঘুমোতে পারিনি কতো রাত। ঠিক অতোটা খারাপ হয়েছিল আমার অবস্থা। তারপর জেকের ব্যাপারটা জানা গেল এবং শুনলাম সীনা কীভাবে সেটাকে নিচ্ছে, বুঝলাম যে আমার একবার দেখা করা উচিত সীনার সঙ্গে, কিন্তু তবু স'রে থেকেছি। তারপর ঠিক আমারই চোখের সামনে "রক্" থেকে ঝাঁপ দেবার মতলবটা এলো ওর মাথায়। কালকে মনে হয়নি যে মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু ঝাঁপ দেওয়ার আগে প্রকৃতপক্ষে ও দেখেছিল আমাকে। কিন্তু তবু, আমি তোমায় বলছি, তা'তেও অনেকখানি সাহসের দরকার ছিল……"

হেনরী থামে, লক্ষ্য করে ভায়োলেটের মুখভাব।

"তুমি কী ক'রে জানলে যে সীনা সাঁতার জানে?"

"ফেথ লায়াল আমাকে বলেছে। সীনা এখানে আসার পর ফেথকে বলেছিল কথাটা।"

"তাহ'লে সীনা বোধহয় ভুলে গেছে, কারণ তা'র ধারণা যে কেউ জানে না। এমনকি তা'র মা, বাবা পর্যন্ত জানেন না কতো ভালো সাঁতারু সে। তাঁরা ভাবতেন যে ওই ভাবে বয়স্থা মেয়ের সাঁতার কাটা খুব ভালো দেখায় না, তাই লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে গোপনে অভ্যেস ক'রে আসত ও। বেশ কয়েকবার এপার-ওপার করত সে নদীটা, অথচ তাঁরা জানতেন না। কাল জলের মধ্যে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে ওর তেমন ওজন ত' পড়ছে না আমার ওপরে। বেয়াড়া জায়গাটা—ওই ঘূর্ণির গর্তটা। ওস্তাদ সাঁতারুর পক্ষেও বিপজ্জনক। দড়িটা পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। এই হচ্ছে কাহিনী।"

"এখন, এখন তুমি তা'হলে সুখী, হেনরী?"

"হাঁ, ভাবিনি কখনও যে জগতে এতো সুখও আছে। মনে আছে, আমরা বলতাম যে সীনাকে কেউ বুঝবে না। আমি অন্ততঃ বুঝছি—কাল রাত্তিরে আমাদের হৃদয় উজাড় ক'রে কথা বলার পর। বিধাতা আমাদের গড়েছেন পরস্পরের জন্যে। অবশ্য, জনের প্রতি শ্রদ্ধায়, বছর শেষ না-হ'লে বিয়ে আমরা করব না।" হেনরীর দৃষ্টি ঘরের অপর প্রান্তে উধাও হয়, যেন সে ভায়োলেটকে আর দেখছে না। "যদি" সে বলে, "যদি পারি ধৈর্য ধরতে।"

মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে হেনরীর। সে উঠে দাঁড়ায়।

"আমাকে যেতে হবে", হেনরী বলে, "কারণ, সীনাকে বলেছি সাড়ে সাতটায় যাবো। আমার শাস্তি এই যে সব জেনেও তুমি আমাকে ঘৃণা করো না, ভী।"

উত্তরে হাতখানা বাড়িয়ে দেয় ভায়োলেট, শক্ত ক'রে হেনরী চেপে ধরে সে হাতখানা।

"আশা করি, আজ আমি যতো সুখী, তুমিও একদিন ততো সুখী হবে।"

"মনে করি হ'ব।" হেসে জানায় ভায়োলেট।

"ওই মাইক ছেলেটি কি?"

ভায়োলেট মাথা নাড়ে 'না' জানিয়ে। হেনরীর মুখ দেখে সে বোঝে যে তেমন ঔৎসুক্য তা'র নেই। "সীনাকে বলো, তোমাদের দুজনের জন্যই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।"

"নিশ্চয় বলব" হেনবী বলে। এখন তা'ব বৈষয়িক মুখখানায় যেন প্রত্যক্ষ আলোব ঝলক দেখা দেয়। "আর, ধন্যবাদ তোমায়, ভী।"

বারান্দা পর্যন্ত ভায়োলেট যায় হেনবীর সঙ্গে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হেনরী বলে ভাযোলেটের মুখোমুখি তাকিয়ে: "তুমি আর ফেথ্…তোমার ওই সাঁতার সম্বন্ধে কিছু বলবে না ত'? সীনার দিক থেকে একটু খারাপ দেখাবে ‥।"

"একটি কথাও না। জানো, আমি বিশ্বাসের যোগ্য।"

"চমৎকার।" হেনবী বলে বেরিয়ে যায়।

ভাযোলেট দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। পেছনের রাস্তা দিয়ে হেনরী চলেছে। 'মিল' বাড়ী যাবার সহজতম পথ সেটা। হঠাৎ পেছন ফিরে তাকায় হেনরী, ভায়োলেটকে দেখতে পায় এবং টুপীটা খুলে নাড়তে থাকে।

সে দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলেও ভায়োলেট দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে বিচার ক'রে দেখে যা-যা সে শুনেছে। তারপর, যদিও সেখানে কেউ নেই শোনবার, কিম্বা থাকলেও, বোঝবার,—সন্ধ্যার মদির হাওয়ায় উচ্চারিত হ'ল ভায়োলেটের এই কথা ক'টি:

"কখনও ভাবিনি যে এ সম্ভব" সে বলে, "কিন্তু এখন বিশ্বাস করি হেনরী শুনতে পেয়েছে বুল্‌বুলের সেই গান!"

## ॥ ১০ ॥

আগষ্ট মাস এগিয়ে চলে : পুরানো শহরটার ওপর নেমে এসেছে এক নির্মল শান্তি। বিগত কয়েক সপ্তাহের ঝড-ঝাপটার পর সেখানকার বাসিন্দারা এখন গ্রীষ্মান্তের প্রাকৃতিক আবেশে গা এলিয়ে দিয়েছে। ফলনের সময়। গাছে-গাছে, বাগানে-বাগানে ফলের প্রাচুর্য, হিসেবী-গৃহিনীরা যার সদ্ব্যবহার করবেন, শীতের সঞ্চয়রূপে কিছুটা ধ'রেও রাখবেন। আচার আর জারকের গন্ধে বাতাস ভারী। যে-সব রমণীদের জীবনে কোনও জমকালো সার্থকতা কখনো আসেনি, তাঁরাও এখন গর্বভরে পরিদর্শন করেন ভাঁড়ারের তাকে সাজানো কৌটো-ঠাসা ফল আর কাঁচের জার ভর্তি জেলী। বাইরে মেপ্‌ল তরুর আশ্রয়ে থেকে, ঝিঁঝিঁর দল তাদের আয়েসী ঐকতানের ঐশ্বর্য সমানে বাজিয়ে চলেছে।

এখন সংবাদটি আর অজানা নয় যে হেনরী মার্টিন প্রতিদিনই সীনার সঙ্গে দেখা করতে যায়! যদি হেনরী অমন দর্শনীয়ভাবে সীনার ত্রাণকর্তা না-হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই এ-নিয়ে অনেক জটলা, রটনা ও সমালোচনা চ'লত। কিন্তু হেনরী কর্তৃক সীনার জীবনরক্ষা একটি গৃহীত সত্য, যা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। মেয়েরা ও পুরুষরা পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচীন প্রবাদ বাক্যটি যে যদি কোনও পুরুষ কোনও নারীর প্রাণ বাঁচায় তাহ'লে সে-নারীর উচিত পুরুষটি চাইলে, তাকে পতিত্বে বরণ করা—অবশ্য যদি তা'রা দুজনেই নির্বন্ধন থাকে। প্রত্যেকে নিশ্চিত যে জনের কারণে এখনও কিছুদিন বিয়ের কথা অবশ্যই উঠবে না, তবে হয়ত কালে সত্যই এই দুজনের পরিণয় সম্ভব হবে এবং সীনার ব্যাধি তা'তে অনেকখানি আরোগ্যলাভ করবে। আজকাল সীনা আবার স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে। তা'র মুখেচোখে একটা নবীন কোমলতা ফুটে উঠেছে। এখনও রূপসী, তবে আগেকার সেই

দেমাকটা আর নেই। বোঝা যায় সে পাল্টে গেছে অভিজ্ঞতার নিষ্পেষণে, পাল্টেছে ভালরই দিকে। হেনরীকে দেখে সকলে ব'লত ভায়োলেটের প্রত্যাখ্যানের পর থেকে আর কখনো তা'কে এতো খুশী দেখা যায়নি।

"তা ছাখো" ক্যাটি একদিন মন্তব্য করে, "ওদের ব্যাপার ওদের মধ্যেই থাকুক। তবে যা দেখেছি তা'তে মনে হচ্ছে শেষ অবধি ওদের হয় কালিয়া-পোলাও, নয় দাঁতে দড়ি!"

ও অঞ্চলের লোকেরা যদিও উক্ত স্কচ্ প্রবাদবাক্যের সঙ্গে পরিচিত নয় তবু মোদ্দা কথাটা তা'রা বুঝত ও মা'নত।

পুরস্কারের বিজ্ঞাপনগুলি ধীরে ধীরে অপসারিত করেছিল ভায়োলেট। পরীক্ষামূলক অবস্থানে সেগুলি বেশ কিছুদিনই ত' থাকল, কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না। বিজ্ঞাপন লোপাট হওয়ার পর, অলিভারকে নিয়ে আলোচনাও একটু হ্রাস পে'ল। কথাবার্তার মোড় ফিরেছে আনন্দকর কিছুর দিকে। তার মধ্যে সব চাইতে উত্তেজনাকর সংবাদটি হ'ল জো হিক্স্ ও আমাণ্ডার ভাবী-সন্তান।

ক্যাটি একদিন সকালে বাড়ীময় দৌড়ে ফেরে, তারপর ভায়োলেটকে পায় এবং বলে:

"জানো, হামেল-গিন্নীর কাছ থেকে কী শুনে এলুম? কী আশ্চর্যের কথা গো! আমাণ্ডার কোলে একটা আসছে! এই দশ বছর পর!"

ভায়োলেট মুখে বিস্ময়ের ভাবটি যথাযথ প্রস্ফুট করে। ক্যাটি তা'কে ছেড়ে, ম্যাবী জ্যাকসনের উদ্দেশ্যে ছোটে।

এমনকি এই রহস্য পুরুষদেরও আলোচনার বিষয় হয়। তবে তাদের আলোচনার ভাষাটা নাপিতের দোকানের।

"যাক্, পুঁচ্‌কে জো শেষ পর্যন্ত কীর্তি একটা ক'রে ফেলল।" একজন মুচ্‌কি হেসে বলেন আরেকজনকে।

"তা যা বলেছ! সময় আর মেহনত—ইঁদুরও টেবিলটা খেয়ে ফেলতে পারে।" হোঃ হোঃ হেসে অপরজন জবাব দেন।

কিন্তু যদিও তাঁদের মন্তব্যে আদিরসাত্মক-ঝাঁজ, তবু হৃদয়ে তাঁদের জো-র জন্য আনন্দ—বিষয়টি তখনো মেয়ে মহলের হেপাজতে, জো-র সামনে তার

উল্লেখও তাঁরা করতেন না, কিন্তু তাঁরা এমনিই জো-কে বাড়্তি এক সৌহার্দ্যে আপ্যায়িত করতেন সে যখনই তাঁদের মধ্যে আসত।

লেডীকার্কের ছোট নদীটির উত্তরাংশে শান্তিময় জলস্রোত যেভাবে প্রবাহিত, সেইভাবেই বয়ে চলে আগস্টের কবোষ্ণ শেষ দিনগুলি। জমিদার হেন্‌ড্রিক্‌স্ জানালেন যে লেডীকার্কে স্বর্ণযুগ আগতপ্রায়, কারণ বছরখানেক যাবত বিয়ের আসরে গুলিগোলা, বা বেড়া-দেওয়ার বিসম্বাদ তাঁকে একটাও সামলাতে হয়নি। অবশ্য বুল্‌বুল্‌টির পুনরুদ্ধার হয়নি, কিন্তু সেটা যদি না-ই পাওয়া যায়, তাহলে ঘটনাটিকে অন্যান্য অমীমাংসিত রহস্যের একটি ব'লে গ্রাম্য-জীবনের মধ্যে বুনে নিতে হবে।

দিন এগিয়ে চলেছে বলে ভায়োলেটের কেবল আনন্দই হচ্ছে না ( অবশ্য পাখী হারানোর দুঃখটা রয়েছে ): অধীব আনন্দে এক-একবার কেঁপে উঠে সে, আবার অজানা আশঙ্কায় ভাবে ওই আনন্দাতিশয্য হয়ত বা সার্থক হবে না, তারপর নিজেকে ভর্ৎসনা করে সে: মনে পড়ে তা'র স্বর্গত পিতাব মন্তব্য। তিনি বলতেন সব চাইতে অন্যায়কর হচ্ছে পুরানো স্তবের এই উক্তি:

"জানিব আমরা বিপদ রয়েছে অদূরে,
আনন্দঘোরে যবে হই উদ্দাম।"

সে, অন্তত: এই বকম নিরর্থক দুঃখবাদে ডুব দেবে না। কিন্তু তবু ফিলিপ যে আসছে, আসছে নিঃসন্দেহে প্রেমিকরূপে, এক বিস্ময়বিজড়িত কোন অবিশ্বাস্য আশীর্বাদের মতো। ফিলিপ লিখেছে সে একটা মোটর গাড়ী কিনেছে!

"অনেক বছব আগে প্রথম যেদিন দেখি, সেদিন থেকেই একটা কেনার ইচ্ছা আমার ছিল। আমি গাড়ী চালাতে শিখছি এখন, এবং বিদ্যাটা আয়ত্ত কবতে গিয়ে যদি আমার হাতটা না-ভাঙ্গে তবে মনে হয় ভালই চালাব। আমি গা[illegible]র জন্যে প্রায় গর্বান্ধ। তোমাকে নিয়ে গাড়ী ক'রে বেরোনোর জন্য আর প্রতীক্ষা সহ্য হচ্ছে না আমার। বলা বাহুল্য, ট্রেনে না-গিয়ে মোটরেই লেডীকার্কে যাচ্ছি আমি। কালো চশমা ও ধুলো-ঢাকা পোশাক রয়েছে আমার এবং এখনি নিজেকে দুরন্তগতি দানব বলে কল্পনা করতে শুরু করেছি। বস্তুতঃ অবশ্য ঘণ্টায় তিরিশ পর্যন্ত দৌড় হয়েছে, তবে সাধারণতঃ পঁচিশের ওপরে যেতে পারি না। যাত্রায় দুটো দিন লেগে

যাবে, কিন্তু সেটা পুষিয়ে নে'ব আরো ক'টা দিন বেশী ছুটি মঞ্জুর করিয়ে। বেড়ানোর জন্যে মোটরটা খুবই মজার হবে, তবে দয়া করে প্রিন্সকে দুঃখিত হ'তে নিষেধ করো। ইচ্ছা আছে, তার পেছনে সওয়ার হয়েও কিছুটা বেড়াব। আমি এখন প্রতিটি ঘণ্টা গুণে চলেছি……।"

এরপর আরেকটি উত্তেজনাকর খবর এল অল্পদিনের মধ্যেই। ভায়োলেটের বইখানি সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত এসে পৌঁছেছে! মতামত যথেষ্ট প্রশংসাসূচক, তবে গাইল্‌স্ যেমন বলেছিলেন, বর্তমান সমালোচকও জানিয়েছেন যে গ্রন্থটির প্রকাশ কিছুটা বিলম্বিত করা উচিত। কারণ কয়েকটি অনুন্নত কবিতা বাদ দিয়ে, পরিবর্তে কবির উৎকৃষ্টতর কয়েকটি কবিতার সংযোজন দরকার যা'তে সংকলনে সমপর্যায়ের কবিতাই সব থাকে।

"আমি ওখানে গেলে", ফিলিপ লিখেছে "এ সম্বন্ধে আলাপ ক'রব।"

এ সংবাদটির প্রতি ভায়োলেটের প্রতিক্রিয়া হ'ল আশ্চর্যজনক। সুখী সে হয়েছে, খবরটি পেয়ে যথেষ্টই আনন্দিত সে হয়েছে সত্য, কিন্তু তবু সে-আনন্দের স্থান যেন দ্বিতীয়। কী অপূর্ব পদ্ধতিতেই না হৃদয়ের প্রয়োজনবোধ বাড়ে, কমে! কিন্তু এতো সুখ সে সইবে কী ক'রে—ফিলিপ, আবার সে-সঙ্গে বইও? উদ্দাম চিন্তাগুলোকে সংযত ক'রতে চায় সে।

ফিলিপের এসে-পড়ার আগে কয়েকটা ছোটখাটো কাজ সমাধা করতে হবে। সে যেমন ঠিক করেছিল, কার্পেণ্টার-গৃহের সামনের বারান্দায় অপেক্ষাকৃত নির্জন পরিবেশে সূচীশিল্পানুরাগীদের বৈঠক-বসানোর প্রস্তাব কার্যকরী করে ভায়োলেট। মেয়েরা ঠিক করে যে কিটির বিবাহের উপহার তা'রা প্রস্তুত ক'রে ফেলবে বিয়ের আগেই; সেপ্টেম্বর মাসে বিয়ে। আবার ভায়োলেট যখন সীনাকে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য ডাকে, তখন সীনার জবাবে সামান্যই অনিচ্ছা প্রকাশ পায়।

"আসতে পারি," সীনা বলে, "কিটির জন্যে একটা বড় টেবিলক্লথে আমি ক্রুচেটের কাজ করে দে'ব। ও কাজ আমি ভালোই পারি।"

"চমৎকার!" ভায়োলেট জবাব দিল বিস্ময়ে ও আনন্দে। সীনার মধ্যে তখনো একটা বিবর্ণ নীরবতা। অতীতের সেই প্রাণচঞ্চল সীনার সঙ্গে অনেক তফাৎ। কিন্তু তবু সীনার ক্লান্তিতেও যেন জয়লাভের সন্তোষ লুক্কায়িত রয়েছে। যেন কোনও দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে অবসাদের কাছে

এই আত্মসমর্পণ। কবি চসরের একটি কথা ভায়োলেটের বহুবার মনে পড়েছে সীনা সম্বন্ধে: "Bold was her face and fair and red of hue" —এখন কেবল সৌন্দর্যটাই রয়েছে।

লতাঘেরা বারান্দায় ব'সে সাধনকর্মরত তরুণীরা সেদিন বিকালে কাজের ফাঁকে গল্পও ক'রল অবাধে। ছোট একটি দল, তা'র মধ্যে প্রত্যেকেই নিজস্ব বিশেষ কারণে সুখী: কেথ্, পেগী, লুসি, ভায়োলেট আর সীনা। এখন, অন্ততঃ ভায়োলেট জানে, সীনাকেও প্রেমে সফল ব'লে মানতে হবে, যদিও স্মৃতির এক বিরুদ্ধ বোঝা তা'র ওপর। আমাণ্ডা ও জো হিক্‌সের কথাও ওখানে আলোচিত হ'ল সেদিন। বুড়ী বেকি স্লেড নাকি ইতিমধ্যে আমাণ্ডার বাচ্চার জন্য কাঁথা-সেলাই শুরু ক'রে দিয়েছেন: কাঁথাটা, শোনা গেল, তাঁর সীবনকর্মের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হবে।

"বিয়েটা হয়েছিল দশটি বছর আগে!" লুসি বলে। তবে কোনও ঈর্ষা থাকে না লুসির উক্তির পশ্চাতে। "ওঃ, কল্পনা করো। বিয়ের আগে আমার একটা ভয় ছিল এত তাড়াতাড়ি আমার বাচ্চা হবে যে বুড়ীরা কর-গুণে মাসের হিসাব করবেন। যাক্, এখন আর ওরকম দুশ্চিন্তাটা রইল না।"

লুসি কথাটা ব'লে একটু হাসে। ভায়োলেট ঠিক বোঝে না কেন......। কিন্তু আর বেশী কিছু বলে না লুসি, এবং তা'র মন্তব্যটি কেউ তেমন লক্ষ্য করে না। সীনার উপস্থিতির ফ'লে বব্ হ্যালিফ্যাক্স ও তাঁর খামার নিয়ে কোনও আলোচনাই হয় না। প্রকৃতপক্ষে সকলেরই চেষ্টা সীনার প্রতি সদয় থাকা,—এমন কিছু কোনও মতেই না-বলা যাতে সীনার শান্তিভঙ্গ হয়। আস্তে আস্তে সীনাও যোগ দেয় কথাবার্তায়; তা'র মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে যায়।

সেদিন সকালে মাইকের কাছ থেকে একটা চিঠি আসে। সে ভায়োলেটের কাছে জানতে চায় আগামী সপ্তাহে শনিবার সন্ধ্যায় যদি সে আসে, ত' কোনও অসুবিধা হবে কি-না। তাই কাজের শেষে ক্রচেট ও এম্ব্রয়ডেরির জিনিস-পত্তর তুলে রেখে সকলে যখন কেক্ ও লেমনেডের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত তখন সারাদিন ধ'রে ভায়োলেট যে মতলবটা ভেবেছে সেটা সে সর্বসমক্ষে বিজ্ঞাপিত করে:

"আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই", ভায়োলেট বলে, "শনিবার রাত্রে একটি ছোট্ট পার্টিতে আসতে পারবে কিনা। পুরুষরাও আসবে। মাইক্ আসছে।"

হাসিঠাট্টার গুঞ্জন ওঠে, কিন্তু ভায়োলেট গম্ভীর ভাবে বলে :

"না, মাইক্ ও আমার মধ্যে কোনও কিছুই নেই। দোহাই, তোমরা বিশ্বাস করো। আসলে সে বিক্রির ব্যাপারে দেশভ্রমণে বেরোচ্ছে আগামী মাসে এবং আবার কবে লেডীকার্কে আসতে পারবে তা'র ঠিক নেই। তোমাদের সকলকেই সে জানে এবং পছন্দ করে, তাছাড়া সে নিনিয়ানের এক পুরোনো বন্ধু। তাই ভাবলাম সে যখন আসবে তখন তোমরা সবাই থাকলে ভালই হবে। আমি কিটি আর হাউঈকে, বব্ হ্যালিফ্যাক্স্‌কে ও হেন্‌রীকে বলবো ভেবেছি। কী বলো তোমরা ?"

"আমরা অবশ্যই পারি" তখুনি জানায় পেগী। লুসি ও ফেথ্ রাজী হয়। সীনা একটু ইতস্ততঃ করছিল।

"তুমি আসছ ত' সীনা ?" ভায়োলেট জিজ্ঞেস করে।

"আমার ইচ্ছে করছে, কিন্তু ভালো দেখাবে কি ? সব ঘটনার পর..."

"খালি আমরা ক'জনই ত' থাকব এই ছোট্ট পার্টিতে। আমরা, যারা চিরকাল একত্র হয়ে থাকি। মনে হয়, এলে তোমার ভাল হ'বে আর এটাকে বেঠিক ব'লে আমাদের কারুরই মনে হবে না।"

সীনা সলজ্জভাবে হাসে। "তোমায় পরে জানা'ব, ভী।"

হেনরীর সঙ্গে আলোচনা ক'রে তারপর,—ভায়োলেট ভাবে সকলে চ'লে যাবার পর! আশ্চর্য! সীনার স্বাধীন মন এখন কী ভাবে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

এদিকে ক্যাটি ঢালোয়াভাবে ঘরদোর পরিষ্কার শুরু করেছে, যদিও ভায়োলেট তা'কে বলেছে যে সবকিছুই যথাযথ রয়েছে।

"তবু, আমি একটু ছুঁয়ে দোব", ক্যাটি জবাব দেয়। আর এর অর্থ প্রতিটি আঢাকা জায়গা মুছে চক্‌চকে-করা, সবক'টি জানলা ধোওয়া আর বাড়ীর যাবতীয় পর্দা কাচা।

"মে মাসে সব পরিষ্কার ছিল," ভায়োলেট আপত্তি জানায় "যখন প্রথম আমরা টুরিস্ট্ নেওয়া শুরু করি।"

"তিন মাস হয়ে গেছে। তোমার ওই প্রকাশক-লোকটি না-এলেও একটু ঝাড়া-পোছার দরকার ছিল।"

"মিস্টার হ্যাভারশ্যাম, ক্যাটি।"

"কতো বড একটা নাম! ওর প্রথম নামটা কী?"

"ফিলিপ।"

"হুঁ, সেটা মোটেই খারাপ নয়। আমি ওই নামেই ডাকবো।"

অতএব সকালেব দিকে, কয়লার উনুনের তাপটা অসহ্য হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত, ভায়োলেট ও ক্যাটি ক্রমান্বয়ে রান্নাঘরে আসতে থাকল বড ইস্ত্রিটা নিয়ে আর খাবার-ঘরের টেবিল চেয়ারগুলোর ওপর স্তূপীকৃত হ'ল দোতলার ঘরের জানলার কাচা শাদা ধবধবে পর্দাগুলো। সযত্নে পিন্ আটকে টানটান ক'রে মেলে দিয়ে কাঠের পেছনের বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হ'ল।

"যাক্, মস্ত একটা কাজ চুকল", ক্যাটি স্বীকার করে, "বাকী কাজ যা রইল, সে জন্যে ভাবছি আর একটা দিন আমরা ম্যাগের সাহায্য নিতে পারি। এ মাসটা আমাদের খদ্দেরপাতি ভালই হয়েছে। অবশ্য, তোমাব ওই ভদ্রলোক যদ্দিন থাকবেন, তদ্দিন আমবা কাউকে আর নিতে পারব না।"

"মিস্টার হ্যাভারশ্যাম, ক্যাটি।"

"ওঃ, জীবনে অমন নাম শুনিনি! আইরিশ নয়ত?"

"প্রাচীন ইংরেজ নাম সম্ভবতঃ।"

"যাই হোক, নামটাতে ত' ওনার কোন হাত নেই। একটা কোনও ছোঁড়া দেখতে পেলেই তা'কে একটা ময়দার বস্তা দিয়ে বলব যে বদলে মিছরি কিনি'স, আর একবার ম্যাগকে একটু খবর দিয়ে যাস।'

কিন্তু বিস্ময়কর সংবাদ মিলল যে ম্যাগ অসুস্থ, শয্যাশায়ী।

"এ ত বড অদ্ভুত", ক্যাটি বলে, "ম্যাগ ত চিরদিন ঘোডার মতো খাটিয়ে, কখনো রোগ হয়েছে তা'র শুনিনি। তবে হ্যাঁ, বয়স ত' ম্যাগের কম হ'ল না। বোধ হয়, পঁচাত্তর। থাক্, আমরাই যা পারি ক'রব। ইচ্ছা ছিল কাঠের জিনিসগুলো সব ধোব।"

"কী যা-তা ব'লছ, ক্যাটি!"

"বেশ, বেশ, তা না-হয় বাদই থাকুক। উনি এসে তোমাকে একেবারে

কাহিলটি দেখুন, তা আমি চাই না। পর্দাগুলো টানানো হ'লে, তোমার জামাকাপড় নিয়ে পড়তে হবে। ভাবছি, ম্যাগের হ'লটা কী ?"

পরদিন বিকালে এক ঝুড়ি খাবার জিনিস নিয়ে ক্যাটি বেরো'ল তদন্ত করতে, কিন্তু যখন সে ফিরে এল, তখন তা'র মুখখানা গম্ভীর।

"বড দুর্গতি দেখলুম ম্যাগের। আহা, বেচারা প'ড়ে আছে, বড অশান্তি ওর শরীরে। বলছে যে খেটে-খেটে ক্লান্ত হয়েছে। ভাবছি মাঝে মাঝে ওর কাছে যা'ব কিছু খাবার জিনিস নিয়ে। রান্নাবান্না করার ক্ষমতা নেই ওর, আর আমাদেরও কিছু অভাব হবে না। এখন আর কী করা যাবে, ওকে ছাডাই আমাদের কাজ করতে হবে।"

এদিকে দিনের পর দিন বাড়ীর ভেতরটা যেমন ঝরঝর তক্‌তকে হ'তে থাকল, তেমনি বেডায় নূতন রং হওয়ার ফলে বাডীর বাইরেটাও নবজীবন লাভ ক'রল। অলিভারের কাজ এখন প্রায় শেষ এবং তা'র কাজের পর এখন সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই ভায়োলেট তা'র সঙ্গে বাইসাইকেল কেনার বিষয়ে আলোচনা ক'রে। ছেলেটি কার্পেন্টার-গৃহের চত্বরে দাঁডিয়েও এদিক-ওদিক দেখে, গলার স্বর নামিয়ে কথা ব'লে এবং তা'র ওই সন্ত্রস্ত ইতস্ততঃ ভাব দেখে ভায়োলেটের আনন্দ হয়, সে ভাবে তা'র মতলবমতো বাইসাইকেল কেনা সত্যই যখন সম্ভব হবে তখন বুড়ো অলিভারের ওপর কী টেক্কাই না দেবে তা'রা!

এক শুক্রবারের সন্ধ্যায় শেষ পোঁচ রং দেওয়া হয়ে গেল। ভায়োলেট তা'র তরুণ মিস্ত্রির সঙ্গে উঠানময় ঘুরে-ঘুরে প্রতি কোণ থেকে দে'খল রঙের কাজ।

"চমৎকার হয়েছে!" ভায়োলেট বলে। অলিভারের মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। "একটা রং-মিস্ত্রিও এর চেয়ে ভাল করতে পারত না। এখন আমাদের হ্যারিস্‌ভিল্‌ যাত্রা! কাল গেলে কেমন হয়?"

অলিভারের চক্ষু বিস্ফারিত। "কা—ল—কে!" সে প্রতিধ্বনি করে। তা'র চোখের সামনে যেন স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে অকস্মাৎ! "এতো তাড়াতাডি!"

"নয় কেন?" ভায়োলেট বলে। তোমার বাবাকে বলবে যে আমার দরকার তোমাকে, পারবে না? শনিবার কিছু আগে ছুটি মেলে না তোমার?"

"কাল পা'ব, কারণ বাবা বিকেলে রান্নাঘরের চৌবাচ্চাটা মেরামত করবেন।"

"বেশ তাহ'লে তুমি এখানে আসবে একটা নাগাদ এবং আমরা বেরিয়ে যা'ব। একমাত্র সমস্যা হচ্ছে কেনার পর বাইসাইকেলটা বাড়ী নিয়ে আসব কী ক'রে। গাড়ীর পেছনে বোধহয় বেঁধে আনা যাবে।"

"আমি চড়ে আসব। আমি অন্যদের গাড়ী চেপে-চেপে বহুদিন চালানো শিখেছি। তবে নিজেরটা আরেক জিনিস!" অলিভার গদগদ ভাবে বলে। আমার নিজের বাইসাইকেল থাকলে, ওঃ, সারা পৃথিবী ঘুরে আসতুম আমি! সত্যই তাই করতুম!"

"লেডীকার্ক আর হ্যারিসভিলের মধ্যে বেশ ক'টা পাহাড় আছে," ভায়োলেট হাসে।

"ওসব কিছ্‌ছু না", অলিভার বলে। বাইকে চাপলে আমি টেরও পাব না জমি কোথায় উঁচু, আর কোথায় নীচু।"

"মনে হয় তুমি পারবে" ভায়োলেট বলে, "তাছাড়া প্রিন্স আর আমি তোমার পাশে পাশে থাকব যতটা সম্ভব। বেশ, তা-ই তবে ঠিক রইল। তুমি কালকে তোমার টাকাটা নিয়ে এসো, আমরা যাবো!"

সেদিন রাত্রি আটটা নাগাদ পাশের দরজায় টোকা পড়ল। ভায়োলেট দরজা খোলে। অলিভার দাঁড়িয়ে—তা'র মুখখানা কাগজের মতো শাদা, চশমার কাঁচের পেছনে চোখ দুটো রক্তরাঙা। দুঃসংবাদটি জানা'ল সে আমতা-আমতা ক'রে।

"কিছু-ছু হবে না। আমার আট ডলার বাবা নিয়ে নিয়েছেন!"

"এ্যাঁ, অলিভার! কী-ব'লছ তুমি?"

"কালকের জন্য আমি গুণে রাখছিলুম। ভেবেছিলাম বাবা বোধহয় শহরের দিকে গেছেন। হঠাৎ তিনি এসে আমায় ধ'রে ফেললেন। তিনি দারুণ ক্ষেপে গেলেন যে আমি তাঁকে না-জানিয়ে টাকা জমিয়েছি। তিনি ·· তিনি আমাকে ছলবাজ বললেন এবং সব নিয়ে নিলেন আমার স্কুলের জামা-কাপড় কিনে দেবেন ব'লে।"

চোখ পিট্‌পিট্‌ ক'রে চোখের জল চাপে অলিভার। "আর এখন মায়েরও দু-ডলার দিতে ভয় হচ্ছে, আর তাছাড়া, তা'তে হবেও না।"

ভায়োলেট তা'র রোগা কাঁধের ওপর একটা হাত রাখে, অলিভার বাধা দেয় না। বস্তুতঃ ভায়োলেটের গায়ে ভর দিয়েই দাঁড়ায় সে। হতাশায় যেন দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও তা'র থাকে না।

"অলিভার", সে বলে, তা'রও গলা কেঁপে যায়, "আমি এটা ভেবে দেখব। কিন্তু আশা ছেড়ো না! হয়ত কোনও উপায় হ'তে পারে এখনো।"

"এতো ভালো কি কখনও আমার হয়!" বিড়বিড় ক'রে বলে অলিভার এবং ঘুরে দাঁড়ায়। আর বেশী কিছু বলা তা'র পক্ষে সম্ভব নয়।

ভায়োলেট রান্নাঘরে ফিরে যায়। রাগে জ্বলছে সে। ক্যাটির সামনেই রাগটা প্রকাশ করবে সে। ক্যাটি তখন কাঁধের ওপর সাইমনকে নিয়ে বাইবেলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনোনিবেশ করেছে। সমস্ত ঘটনা শুনে ক্যাটির কালো চোখ দুটো আরো কালো হয়ে ওঠে।

"ওঃ, ব্যাটা হচ্ছে সাক্ষাৎ শয়তান, ওই বুড়া অলিভার কোটস্। কেন যে ঈশ্বর ওকে মারেন না, তা বুঝি না। আর এদিকে লোকটা গির্জা কমিটির সভ্য একজন। আর একটা ভোটও ওকে আমি কখনও দেব না, এই বলে রাখছি। দ্যাখো, কেমন বাইরে মুখমিষ্টি আর ভেতরে গরম লোকটার! এখন কী করা যায় বলো ত'?"

"আমিও তাই ভাবছিলাম", ধীরে ধীরে বলে ভায়োলেট, "যাকেই হোক আমার বেড়া রং করার জন্য পনের ডলার কি বেশী কিছু দিতে হ'ত আমায়। রংটা এই সময় করা হয়ে গেছে ব'লে আমি খুবই আনন্দিত। সেজন্যে অলিভারকে কিছু বেশী দেওয়া আমার উচিত। তারপর যদি বিজ্ঞাপন বুলবুলের পাত্তা আ'নত, তাহলে আমাকে কুড়ি ডলার দিতেই হ'ত। অবশ্য পাখী আমি পাইনি, কিন্তু পাইনি ব'লে কুড়ি ডলার আমার জমেছে। ভাবছি যে তা'র থেকে দশ ডলার নে'ব নাকি আমি বাইসাইকেলের জন্যে। ওঃ, ছেলেটার দুঃখ আমি সহ্য করতে পারছি না।"

"নিয়ে নাও!" ক্যাটি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠে, "একটা ভালো কাজে যাবে। ওই কিপ্টে চামারটার কাছে জব্দ আমরা হ'তে পারি না। আর দশ ডলার থাকলে যদি আমাদের চলে, না-থাকলেও চলবে! যাও দেরী করো না!"

ভায়োলেট দাঁড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধা পরিচারিকার মুখচুম্বন করে। "সত্যি,

ক্যাটি, তুমিই আমার শান্তি! এখন বাইকটা কিনে বাড়ী নিয়ে আসা কেবল একটা সমস্যা।"

"জোসিয়া হাণ্ট্‌কে বলো-না কেন? ওত' হরদম্‌ হ্যারিসভিল যাচ্ছে আসছে। সে যদি যায়, কোনও খরচাও দিতে হবে না, তোমরা ওর গাড়ীতেই চ'লে আসতে পারবে।"

"আমি এখনি ওর খোঁজ করছি। যদি স্বয়ং অলিভার ছোকরাকেও না-জানিয়ে কিনে আনতে পারি ত' আমার পুরোনো মতলবের চাইতেও ভালোভাবে করা হয় কাজটা। তাহ'লে ওর আর এ ব্যাপারে কোনও রকম যোগাযোগ থাকে না এবং ওই বুড়ো বাপটার যতো রাগ সবই পড়বে আমার ওপর। আমি বলছি, সমস্ত ব্যাপারটা অতি সুসম্পন্নই হতে চলেছে!"

"সবই ভগবানের রহস্যময় লীলা। যাও এখন, ডাকো জোসিয়াকে।"

গুণবান সেই ভদ্রলোক, কাজে যাঁর উৎসাহ এবং ঔৎসুক্য চিরদিনই অঢেল, চটপট এসে উদিত হলেন এবং বসবার ঘরের সোফায় গা-এলিয়ে দিয়ে বসলেন!

"এখন বলো দেখি, ভায়োলেট, কী এমন কাজ যে সকাল পর্যন্ত দেরী করা চলবে না?" জোসিয়া জিজ্ঞেস করে।

"একটা গোপন কথা পেটে থাকবে?"

"কতো গোপন কথা শুনলাম! আমার কাজে অনেক গোপন কথা শুনতে হয়। ডাকে এমন অনেক বাক্স এসেছে যা আমাদের এই 'গণ্ড' গ্রামটিতে খুবই বেমানান, সেগুলো ডেলিভারি দিতে হয়েছে। তাকিয়ে দেখিনি পর্যন্ত দ্বিতীয়বার, আর মুখও বন্ধ রেখেছি। আর অনেককেই দেখেছি আলাদা-আলাদা ট্রেনে উঠতে, কিন্তু পরে তাঁরা একত্র হবেন জানি এবং......"

"আমি জানি, শ্রীযুক্ত হাণ্ট্‌, আপনি খুবই সুবিবেচক। এবং প্রাণে দয়াও যথেষ্ট আপনার। সেই কারণেই আপনার সাহায্য চাইছি।"

তারপর ভায়োলেট জোসিয়াকে অলিভার ও তা'র বাইসাইকেলের কাহিনী ব'লল। এখন কী করণীয় তা-ও জানাল। জোসিয়া তা'র গলকম্বলের চামড়া টানতে-টানতে ভাবতে থাকে।

"আমার একটা কাজ রয়েছে হ্যারিসভিলে, শিগগিরই একদিন যেতে হবে সেখানে। কালকেও যেতে পারি অনায়াসে। আর শোনো বলছি। স্প্রিং

স্ট্রীটে আমি একটা লোককে জানি, তা'র বাইসাইকেলের দোকান। তোমার পক্ষে ভালই হবে। সবরকম জিনিস আছে।"

"ওঃ, খুব ভালো হ'ল, আমি ত' জানতুমই না—আমায় ঘুরে-ঘুরে দোকান খুঁজতে হ'ত।"

"ঠিক আছে। আমি নিয়ে যাবো। তোমায় বলছি, ভা'লেট, এই ব্যাপারটায় আমার বেশ মজা লাগবে। বুড়ো অলিভার আমার সঙ্গে একবার দুর্ব্যবহার করেছিল। জানি না ইচ্ছে ক'রেই করেছিল, না-কি, সেটা একটা দুর্ঘটনাই,—কিন্তু ভুলতে পারিনি আমি। আর ওই ছোঁড়াটাকে আমার ভাল লাগে। আমি কখনো বিশ্বাস করিনি যে ও তোমার গান-গাওয়া পাখীটা নিয়েছে। বাইসাইকেল ওর অবশ্যই প্রাপ্য। কাল তাহ'লে আমার প্রথম ডাক-বিলি হয়ে গেলে আমি আসবো। এই, সাড়ে ন'টা নাগাদ, কেমন ?"

"খুব ভালো হবে। ধন্যবাদ।"

ক্যাটির মতে পরদিনকার ঘটনাবলী—সত্যই যেন বিধাতার বিশেষ কর্ম-পরিকল্পনার ফল। যথাসময়ে জোসিয়া এসে ভায়োলেটকে নিয়ে গেল। বেলা এগারোটার সময় ওরা হ্যারিসভিলে পৌঁছাল এবং সোজা গেল দোকানে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভায়োলেট সেখান থেকে রং করার পর নতুনের মত চকচকে একটা পুরোনো বাইসাইকেল কি'নল—কুড়ি ডলার দিয়ে !

"ছ'মাসও ব্যবহার হয়নি", দোকানের মালিক জানালেন। "ছেলেটাকে এখান থেকে চ'লে যেতে হ'ল পশ্চিমে তা'র বাপ-মার সঙ্গে, কাজেই গাড়ীটা ছেড়ে গেল এখানে। অবশ্যই আমাকে নতুনের চাইতে কম দাম নিতে হচ্ছে, কিন্তু জানবেন এটা যথার্থ ই নতুনের মতো।"

জোসিয়া অনন্তর বক্‌বক্‌ ক'রে ক্রয়-পর্বটির তত্ত্বাবধান করে এবং তারপর বাইকটা তা'র গাড়ীর পেছনে তু'লে 'নিজ কাজ' সম্পাদনে বেরোয়। ভায়োলেট যারপরনাই খুশী। সে দ্রুতবেগে মেন স্ট্রীটে গিয়ে শ্রীযুক্ত হান্ট্‌লীর অফিসের তামাক-ও-ধূলি-আমোদিত খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। সেই পাখী-হারানোর প্রথম হতাশাভার বহন ক'রে সে আর ক্যাটি এই অফিসে যে এসেছিল, তারপর আর শ্রীযুক্ত হান্ট্‌লীর সঙ্গে ভায়োলেটের দেখা হয়নি।

"আরে, ভায়োলেট যে!" চেঁচিয়ে ওঠেন শ্রীযুক্ত হান্ট্‌লী। "কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে! পাখীটা ফিরে পেয়েছ, এই জানাতে এলে বোধহয়?"

ভায়োলেটের হাতখানি ধরেন তিনি এবং চোখ ভ'রে দেখেন তরুণীর মুখ-লাবণ্য, "বসো, বলো সমস্ত ঘটনাটা খুলে।"

তিনি মনোযোগ সহকারে শোনেন ও ভায়োলেট বলতে থাকে: কীভাবে জো হিক্‌স্‌কে নানান কারণে লোকের অবিশ্বাস কুড়োতে হয় ও কীভাবে তা'কে নির্দোষ ব'লে জানা যায়, বালক অলিভারের ওপর কীভাবে সন্দেহের বোঝাটা চেপেছে বর্তমানে।

"অথচ তুমি নিশ্চিতভাবে জানো যে ছেলেটি নেয়নি?"

"হ্যাঁ। ঠিক বোঝাতে পারব না, কেন···আদালতে আমার এই অনুভূতির অবশ্য কোনও মূল্য নেই।"

শ্রীযুক্ত হান্ট্‌লী একটি আঙুল খাড়া করলেন।

"আমার জীবনে এমন অনেক 'ধারণা' বা 'হাঞ্চ্‌' সত্য হ'তে দেখেছি আমি; অনেক তথাকথিত 'ঘটনা' ফেঁসে গেছে।" প্রসঙ্গতঃ, তিনি প্রশ্ন করেন, "তুমি কি জানো এই 'হাঞ্চ্‌' শব্দটি এল কী ক'রে?"

"আমাব কোনও ধারণাই নেই," ভায়োলেট হাসে।

"শোনো তা'হলে। বহুকাল আগে জুয়াড়ীদের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল যদি কোনও কুঁজো লোকের কুঁজ স্পর্শ করা হয়, তাহ'লে ভাগ্য ফিরবে। সেই 'কুঁজ' বা 'হাঞ্চ্‌' থেকেই এই 'হাঞ্চ্‌' 'শব্দ'—'ওয়েবস্টাব' দেখলেই পাবে কথাটা। শব্দের ইতিহাস জানা আমার একটা নেশা।"

"এ নেশা বাবারও ছিল।"

"হ্যাঁ। আমরা প্রায়ই পরস্পরকে উদ্ভট শব্দ এনে-এনে যোগাতাম। তবে ওই বুল্‌বুল্‌টির সম্বন্ধে আমার নিজস্ব একটা 'হাঞ্চ্‌' আছে।

"বটে? সেটা কী?"

"আমার এখনো ধারণা ওটা তোমাদের গ্রামেই আছে এবং একদিন অতি সাধারণভাবেই বেরোবে। লেডীকার্ককে আমি ত' জানি, তাই বলছি চুরিটা এমন কিছু নাটকীয় হতেই পারে না। এখন এই ছেলেটিই সমস্যার সমাধান হতে পারে, কিন্তু তুমি সেটা নাকচ ক'রে দিচ্ছ।"

"আমি নিশ্চিত যে ও নয়।"

চিন্তিতভাবে নাকের একটা পাশ চুলকোলেন শ্রীযুক্ত হান্ট্‌লী।

"বাইসাইকেলের কাহিনীটা আমাকে বেশ স্পর্শ করেছে। আমি চিরকুমার, কিন্তু ছোটছেলে আমিও পছন্দ করি। এবং বাপ অতিরিক্ত কৃপণ হ'লে কেমনতর লাগে, তা আমি বুঝি। আমি একটা খামারে থেকে বড হয়েছিলাম, আমার ছিল একটা ঘোডার লোভ। কখনো পাইনি একটা ঘোডা। তাই এই বাইসাইকেল-কেনার ব্যাপারে আমারও কিছু অবদান থাকুক। তুমি ব'লছ যে পনের ডলার ও সত্যই রোজগার করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"দেখো, টাকাটা খুবই সামান্য, তবু আমি বাকী পাঁচ ডলার দিয়ে দেব। নি'তে হবে, ভায়োলেট। তোমার জন্যে নয়, ছেলেটার জন্যে। আমার এই সামান্য দানে একটা মহৎ সুখের স্বাদ পাব আমি।"

তিনি মানিব্যাগ খুলে নোটখানা বার করে ভায়োলেটকে দে'ন।

সামান্য ইতস্ততঃ ক'রে ভায়োলেট সেটা নেয়।

"অলিভারের জন্যে যখন দিচ্ছেন,—" সে বলে, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি এখন চলি, জোসিয়া কোর্টবাডীর সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। বিকেলের ট্রেনে ডাক আসবে, তা'র আগে ওকে ফিরতে হবে। যাক্, আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল, খুব আনন্দ হচ্ছে! আপনি আমাকে বড খুশী করেছেন।"

"আমার মনে হচ্ছে" বিবেচকের ভঙ্গীতে তিনি বলেন, "অন্য কিছু একটা তোমার এই সুখের হেতু হিসাবে কাজ করছে। ঠিক বলছি কি?"

"হয়ত বা। আমার কোনও নতুন খবর থাকলে, প্রথম যাঁরা জানবেন, তাদের মধ্যে আপনি একজন। আচ্ছা, চলি। সব কিছুর জন্যে আবার জানাই ধন্যবাদ।"

ভায়োলেট ঝুঁকে প'ডে তাঁর ভাঁজ-পডা গালে চুম্বন করে।

"ধন্যবাদ তোমাকে," তিনি বলেন। "অনেক দিন উত্তাপটা লেগে থাকবে।"

যথাস্থানে গিয়ে ভায়োলেট জোসিয়ার ও তার গাডীর দেখা পে'ল। কিছু পরেই পরিচিত পথ ধ'রে ঢিমে তালে এগোতে থাকল ওরা। চ'লতে-চ'লতে ভায়োলেটের আনা স্যাণ্ডুইচ্ খেতে থাকে দুজনে আর কোর্টস-গৃহে বাই-সাইকেল নিয়ে পৌছলে কী অবস্থাটা হবে, তা- আলোচনা করে।

"তোমাকে বলছি শোন", জোসিয়া বলে, "আমরা ওখানে পৌঁছলে, আমি বাইকটা নামা'ব, তারপর সেটাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ীটার সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখব। তুমি দরজায় গিয়ে ডাকবে যদি বাইরে কাউকে না-দেখা যায়, আমিও অপেক্ষা ক'রব, দেখব কী হয় শেষ পর্যন্ত।"

পাড়ার মধ্যে যখন ওরা এসে ঢোকে, তখন প্রধান সড়ক জনশূন্য মনে হয়। দোকানের সিঁড়ির ওপর একলা ব'সে হ্যাপি নিউটন তা'র প্রথামতো রোদ পোহাচ্ছে। তাছাড়া অন্যান্য সব বারান্দা বা সিঁড়ি ফাঁকা, কারণ তখনো অপরাহ্নে চলাফেরা শুরু হয়নি। জোসিয়া বাইকটা নামিয়ে ঠেলে উঠানের মধ্যে ঢোকাল, কোট্‌স্ বাড়ীটা তখন যেন প্রাণহীন, নিঃশব্দ। হঠাৎ দারুণ ভয়-ভয় করে ভায়োলেটের। সে কখনও ভাবতেও পারেনি অমনটা তা'র হতে পারে। সামনের বারান্দাটা পার হয়ে সে দরজায় গিয়ে ঘণ্টাটা বাজায়। শ্রীযুক্তা কোট্‌স্ এসে দরজা খোলেন, পরণের আলখাল্লায় হাত মুছতে-মুছতে।

"মিঃ কোট্‌স্ আছেন?" ব্যস্তভাবে ভায়োলেট প্রশ্ন করে, "আর অলিভার সে আছে?"

"হ্যাঁ, মানে, আছে তুজনেই।" অবিশ্বাসের চাউনি তাঁর চোখে। "ওরা আমার রান্নাঘরের চৌবাচ্চাটা সারাচ্ছে।"

"ওদের একটু বাইরে আসতে বলবেন? আপনাদের সবাইকে একটা জিনিস আমি দেখাবো।"

শ্রীযুক্তা কোট্‌স্ ভায়োলেটের বাহু চেপে ধরেন। "বুল্‌বুল্‌টা?" ফিস্‌-ফিসিয়ে বলেন তিনি।

"না, অন্য একটা জিনিস। ওদের ডাকবেন?"

কয়েক মিনিট পরে ওরা সকলেই এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। উত্তেজনায় ভায়োলেটের বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হয়। যদি বুড়ো অলিভার বিষম রেগে ওঠে? যদি সে ছেলেকে বাইসাইকেলটা নিতে না দেয়? নিজেকে সামলে নিয়ে, মুখে বেশ প্রসন্নতা ফুটিয়ে সে বলে:

"শ্রীযুক্ত কোট্‌স্, আপনি বোধহয় জানেন যে অলিভার আমার বেড়া রং-করা শেষ করেছে। বেশ বড় একটা কাজ, এবং ও খুব চমৎকার করেছে কাজটা। যেতে-আসতে দেখেছেন হয়ত আপনি?"

"হুঁ, খুব মন্দ করে নি," অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানেন তিনি।

"অপূর্ব দেখাচ্ছে নতুন রংটা। আমি খুব খুশী হয়েছি। এখন আমি মনে করি টাকার চাইতে কোনও উপহারই বাচ্চা ছেলেরা বেশী পছন্দ করে এবং তা-ই এনেছি আমি অলিভারের জন্যে। একটা উপহার। একটু নেমে এসে আপনারা সকলে একটু দেখবেন সেটা?"

তা'র হাত ঘামছে, বুকটা দুরুদুরু করছে, কিন্তু তবু তা'র মনে হ'ল যে খোশ মেজাজী ভাবটা রাখতেই হবে তা'কে।

"ওই দেখুন!" সানন্দে বলে সে। "বলুন কেমন হয়েছে, শ্রীযুক্ত কোট্‌স্?"

অলিভার ত' কথা বলতে পারে না, তা'র মা-ও কী যেন বলেন বিড়বিড়ু ক'রে বোঝা যায় না।

ভ্রূ সত্যই কুঞ্চিত হয়ে ওঠে বৃদ্ধ কোট্‌সের।

"কুমারী ভা'লেট", তিনি গম্ভীর ভাবে শুরু করেন, "আমি অলিভারকে বলেছি যে আমি কখনও……।"

ভায়োলেট এসে তাঁর হাতটা এমন ভাবে ধরে যেন তা'রা দুজনেই একই একই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

"আমি জানি" সে অর্থপূর্ণভাবে তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে, "বুঝছি আপনার মতটা কি ছিল। কিন্তু দেখুন, এটা আমার উপহার আর আমি নিজেই চেয়েছি এইভাবে আপনাদের অবাক্ ক'রতে।" ভায়োলেট সরে আসে এবং তাঁর দিকে তাকায় মোহিনী নারীর সকল কমনীয়তা নিয়ে। "আমি চাই আপনি ওটা নেড়েচেড়ে দেখুন, আপনার মতামত দিন। আপনার সন্তুষ্টিই আমার একমাত্র কাম্য।" তা'র কথার সুরে মনে হয় যেন তাঁরই মনোরঞ্জনার্থে ওটা কেনা হয়েছে।

বৃদ্ধ একজন পুরুষ মানুষ এবং নেহাত পশু ন'ন। আর শ্রীযুক্তা কোট্‌স্ গুণবতী মহিলা হলেও খুব রূপসী নন। তাই তাঁর মুখের কাছেই অমন একটি তরুণীর সুন্দর মুখাবয়ব ওই অপরূপ অন্তরঙ্গতা নিয়ে উপস্থিত হ'তে দেখে বৃদ্ধের হ'ল এক নূতন, আনন্দাতিশয্যের অভিজ্ঞতা; তাঁর বরফ-জমা ধমনীর মধ্যে সঞ্চারিত হল এক অজ্ঞাতপূর্ব উষ্ণতা।

"একটু দেখে দিন", খোশামোদ করে ভায়োলেট, "এটা, বুঝেছেন", গলার স্বর নীচু করে ভায়োলেট, "এ হচ্ছে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড্ জিনিস, তবে মাত্র ছ মাস

ব্যবহার হয়েছে, আর রং-করা হয়েছে সবে। মনে হয় সস্তায় পেয়েছি, কিন্তু আপনার অভিমতটা চাই আগে। নয়ত আমি সন্তুষ্ট হতে পা'রব না। কী মনে হয় ?"

বৃদ্ধ অলিভারকে গড়িমসি ক'রে দেখতেই হয় বাইসাইকেলের দিকে চেয়ে। তাঁর বাহুর ওপর নারী-হস্তের কোমল চাপটা সেদিকে মোড় ফেরায় তাঁকে।

"মনে হচ্ছে ঠিকই আছে" অবশেষে বলেন তিনি।

ভায়োলেট হাততালি দেয়। আনন্দে তা'র ইচ্ছা ক'রে দামামাধ্বনি করতে "ওঃ, বাঁচা গেল, তাহ'লে আর ভাবনা নেই। ওঠো অলিভার, চড়ো ত' দেখি বাইকটা", ছেলেটির দিকে চেয়ে বলে সে, "দেখি কেমন চালাতে পারো তুমি।"

"প্রথমে কী বলা কর্তব্য তোমার ?" তা'র বাবা তা'কে ধম্'কে ওঠেন।

"ধন্যবাদ, মিস্ ভা'লেট ! আপনাকে ধন্যবাদ··· ··"

"এসো, এসো, চড়ো। এটা তুমি খেটে রোজগার করে'ছ। এখন এর সুখটা ভোগ করো।"

ওরা সবাই তাকিয়ে দেখে, অলিভার গাড়ীটা রাস্তার পাশে ঠেলে নিয়ে যায়, ওপরে চ'ড়ে বসে এবং তারপর হু-হু ক'রে ছুটে চলে যেন কোনও স্বর্গের উদ্দেশ্যে।

"কী সুন্দর চালায় ও !" ভায়োলেট মন্তব্য করে। তারপব বৃদ্ধ অলিভারের দিকে ফিরে হাত বাড়িয়ে দেয়। এখন যতো তাড়াতাড়ি পারে পালাতে চায় সে।

"আমার উপহারটির প্রতি আপনার এই সদয় ও বিবেচনাপূর্ণ মনোভাব আমাকে খুবই খুশী কবেছে, শ্রীযুক্ত কোট্‌স্। সুন্দর ছেলেটি আপনার, ওকে আমার কাজের জন্যে পেয়ে ভালো হয়েছিল।"

"ওর বিরুদ্ধে যে-সব কথা হচ্ছে, সেগুলো তুমি পাত্তা দাও না ?"

"নিশ্চয়ই দিই না। একেবারে বাজে কথা। আচ্ছা, চলি আজকে।" স্বাভাবিকভাবেই হাসে ভায়োলেট। "আপনাদের সকলেরই মঙ্গল হোক।"

প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে যায় ভায়োলেট। কাছেই অপেক্ষা করছে জোসিয়া।

"বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেব ?" সে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, বড় ভালো হয়", বলে ভায়োলেট তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীর মধ্যে উঠে চালকের আসনে বসে পড়ে। এখনও যেন তা'র ভয় বৃদ্ধ অলিভার পিছু পিছু তাড়া ক'রে আসতে পারে মত পরিবর্তন ক'রে।

রাস্তা দিয়ে কিছু দূর কোনও রকমে গিয়ে হো হো ক'রে হেসে ওঠে জোসিয়া, পেছন দিকে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে।

"ওঃ একী দৃশ্য!" অতিকষ্টে বলে সে হাসি থামালে। "যদি স্বচক্ষে না দেখতুম ত' রেভারেণ্ডের মুখ থেকে শুনলেও এটা আমার বিশ্বাস হ'ত না। ওঃ, তুমি বুড়ো অলিভার কোট্‌স্‌কে চোখ ঠারছিলে আর সে বেচারা যেন মাখমটি—গ'লে পড়ছিল টুসটুস্‌ ক'রে! দাঁড়াও একবার বলি কথাটা আজ রাত্রে ওই আস্তাবলের লোকগুলোকে। কী বলব, এমন অভিনয় জীবনে কখনো দেখিনি আমি!"

"ওঃ, মিঃ হান্ট্‌" ভায়োলেট অসহায়ভাবে বলে। "আপনি বলেছেন ব্যাপারটা গোপন রাখবেন। দোহাই এমন কিছু বলবেন না যা'তে আমাকে লজ্জা পেতে হয়······কিম্বা বুড়ো কোট্‌স্‌কেও। দোহাই আপনার।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্য চিন্তা করতে হবে না তোমায়। তুমি অলিভার ছোক্‌রাকে একটা বাইসাইকেল দিয়েছো তা'র কাজের দাম হিসেবে, এটুকু বলতে পারি ত'? বেশ। তারপর, ধরো, বলব যে বুড়ো অলিভার যখন চটিতং হয়ে যাচ্ছিল তোমার ওপর, তখন তুমি এ্যায়সা মধুর এক দৃষ্টি হানলে তা'র দিকে সে নরম হয়ে গেল। এটুকু বলতে পারি ত'? বলব যে একটা বনবিড়ালীকে গুলি ক'রে না-মেরেও, বশ করা যায়। একটুখানি মজা করে চোখ টিপব আমি। চোখ টিপব না, এমন কথা বলতে পারি না। তবে তা'র বেশী এগোব না। আচ্ছা, এইবার আমরা এসে গেছি", কার্পেণ্টার-গৃহের সামনে লাগাম ক'ষল সে।

"আজ সারাদিন ধ'রে অনেক কাজ তুমি করলে, ভায়োলেট—তা'তে কোনও সন্দেহ নেই", জোসিয়া বলে।

"আর আপনি, মিঃ হান্ট? আপনাকে কী ব'লে ধন্যবাদ দেব?"

"কোনও প্রয়োজন নেই" সে বলে। "আমারও ভালো লেগেছে। বিশেষ ক'রে শেষ দিকটা।" খিক্‌ খিক্‌ ক'রে হাসতে-হাসতে জোসিয়া চলে যায় গাড়ী চালিয়ে।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকে ভায়োলেট হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড়ে একটা চেয়ারে। ক্যাটি ছুটে আসে তা'র সঙ্গে দেখা করতে এবং খবর শুনতে।

"ওঃ, আমাকে জগতের এক সেরা প্রবঞ্চকের অভিনয় করতে হ'ল", ভায়োলেট বলে, "কিন্তু তাছাড়া ঈপ্সিত ফল লাভ হচ্ছিল না। সুতরাং মার্জনা আমি পাবই।" তারপর সে তাদের যাতায়াতের বিবরণ দিতে শুরু ক'রল।

"আরে, স্বয়ং ঈশ্বর রয়েছেন তোমাদের সঙ্গে", ক্যাটি তুষ্টভাবে মন্তব্য করল। "আর তোমারও পনের ডলারের বেশী খরচ হ'ল না! সেটাও খুব ভালো হয়েছে। শ্রীযুক্ত হাণ্ট্‌লীরও ওই পাঁচ ডলারের জন্যে অসুবিধে হবে না কখনো। শুনেছি ওঁর অবস্থা বেশ ভালো। যাক্ তুমি তাহ'লে বুড়ো অলিভারকে ঘায়েল করেছ।"

"মনে হয় যে সে অন্ততঃ বাইকটা রাখতে দেবে ছেলেকে। তবে এরকম ভান করা আমার ধাতে সয় না। এতো ক্লান্ত লাগছে মনে হচ্ছে যেন দু হপ্তার ধোওয়া-কাচা করেছি।"

"এই ধোওয়া-কাচার কথা যখন উঠল", ক্যাটি বলে, "আমি একবার এর মধ্যে ম্যাগের ওখানে গেছলুম। অবস্থা ওর খুবই খারাপ। কেমন যেন দেখাচ্ছিল ওকে। যা পারলুম ক'রে দিয়ে এলুম, আবাব যাব শিগগিরই। হয়ত চট ক'রে সেরে যাবে ও, কিন্তু তবু শ্রীযুক্ত লায়াল, বা, ডাক্তার ফ্যারাডের উচিত ওর তদাবকি করা, যদি কিছু একটা হয়...।"

"আমি শ্রীযুক্ত লায়ালের সঙ্গে দেখা করব বাইসাইকেলের ব্যাপারে। আজ সন্ধ্যায় যেতে পারি। আমি তাঁকে ম্যাগের কথা বলব। আহা, বেচারী! আমাদের যেটুকু ক্ষমতা আছে, করতে হবে ওর জন্যে।"

"ওঃ, ভুলেই যাচ্ছিলুম বলতে। আজ সকালে দেখি বিলি ওয়েড বাগিচাটার কাছে ঘুরঘুর করছে। সামনে দিয়ে এমনভাবে পায়চারি করছিল মনে হলো এখনি যেন মেপে দেখছে। অবিশ্যি বাড়ীতে আসেনি ও, কাজেই কিছু বলতে পারলুম না, কিন্তু জেনো আমার মাথা গরম হয়ে গেছল। দেখলে গা জ্বলে যায়! সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় আছে, না? তারপরই আবার মূর্তিমান তোমার কাছে আসবেন?"

"হ্যাঁ, সেপ্টেম্বর।"

"বেশ তা'কে তখন কী বলবে তুমি তা তোমার জানা আছে।" রান্না-ঘরে যেতে-যেতে ক্যাটি বলে।

ভায়োলেট পশ্চিমের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের পুরোনো ফলের গাছগুলোর দিকে তাকায়। মে মাসে সেগুলোর লোপ কল্পনা করতেও যেন তা'র বুকে শেল বিঁধেছিল। কিন্তু এই গত কয়েক সপ্তাহে বাগিচাটা, তা'র বই-এর মতোই, কেমন যেন কম প্রয়োজনীয়,—অন্য কিছু হয়ে গেছল।

যাজক-গৃহে সেদিন সন্ধ্যায় বাইসাইকেলের কাহিনী নিয়ে বেশ খানিক হাসি তামাসা হ'ল। সেখানে নির্ভয়ে সব কথা খুলে বলল ভায়োলেট।

"বলতে লজ্জা করছে, কিন্তু সত্যই অলিভার বুড়োর সঙ্গে একটু রঙ্গ করেছি," ভায়োলেট স্বীকার করে। "তা'কে যেভাবেই হোক আমার দলে টানতেই হয়েছিল। হয়ত আমি একটু দুষ্টুমি করেছি।"

সকলেই মজা-করে হাসে এবং শ্রীযুক্ত লায়াল বলেন, "আমি তোমাকে পাপমুক্ত করলাম। সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ। খালি দুঃখ হচ্ছে যে ব্যাপারটা আমি দেখতে পেলাম না।"

তারপর তিনি কিছুটা গম্ভীর হয়ে ওঠেন।

"আসলে অলিভার কোট্‌স্ একটি সজ্জন লোক। ধর্মের জন্য দরকার হ'লে ও নির্দ্বিধায় আগুনে পুড়ে মরতে পারে। আর প্রকৃতই সৎ, সিধে, দিবালোকের মতো স্বচ্ছ ও। কিন্তু ওর হৃদয়ে দয়া কম এবং আমার মতে শেষ পর্যন্ত শহীদ-বনার চাইতে অনেক বড হচ্ছে দয়াবান হওয়া। ভায়োলেট, তোমার এই জয়ে আমি যে কী আনন্দিত হয়েছি, তা বোঝাতে পারব না। আর, ভায়োলেট", একটু থেমে বলেন তিনি, "উদ্দেশ্য সৎ হ'লেই হ'ল, পথ যে রকমই হোক-না।"

এর পর ভায়োলেট ও ফেথ বৈঠকখানায় গিয়ে শনিবারের আসন্ন পার্টি সম্বন্ধে আলোচনা করে। অতিথিরা সকলেই নিমন্ত্রণ নিয়েছেন, এবং ফেথ্ ব'লল যে বব্ হ্যালিফ্যাক্স্ তাকে তুলে নিয়ে যাবেন।

"ওঁকে তোমার ভালো লাগে, না ফেথ্?" ভায়োলেট জিজ্ঞেস করে।

"চমৎকার লোক।" ফেথ বলে; তারপর, তা'র বলার ভঙ্গীতে অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য ক'রে, সে আবার বলে, "খুব চমৎকার লোক!"

কী আমোদ-প্রমোদ হবে এবং খাওয়া-দাওয়া কী হবে এই সব বিষয়ে কথাবার্তা হয়। ভায়োলেট বলে যে মাইক্ বোধহয় আর কখনো লেডীবার্কে

আসবে না, সুতরাং শনিবার সন্ধ্যেটা যথেষ্ট উপভোগ্য ক'রে তুলতে হবে মাইকের কাছে। বিশেষতঃ সে যখন নিজেই প্রস্তাব করেছে আরো কয়েকজন যেন নিমন্ত্রিত হয়। "সীনা কী ক'রবে? আসবে মনে হয়?" কেথ্ জিজ্ঞেস করে।

"এখনো শুনিনি কিছু, তবে মনে হয় আসবে।"

"ভী, একটা প্রশ্নের জবাব তুমি আগাগোড়াই এড়িয়ে গেছো, আমিও জোর করিনি। কিন্তু খুবই জানতে ইচ্ছে করে সীনা সম্বন্ধে তোমাকে আমি যা বলেছিলাম, তা তুমি হেনরীকে বলেছ কি-না।"

"হ্যাঁ, বলেছি।"

"সে কী বললে?"

"হেনরী কথাটা আগেই জানত। সীনাই তা'কে বলেছিল।"

"নিশ্চয়ই ঘটনাটির পরে?"

ভায়োলেট ঘাড় নাড়ে। "কিন্তু এই কথাটা আমার দুজনে সত্যই গোপন রাখব। তুমি কি তোমার মা-বাবাকে বলেছিলে?"

"না, বলা উচিত হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"শুনে সুখী হলাম। অবশ্য ব'লে থাকলেও ওঁরা কাউকে বলতেন না। তুমি বোধহয় জানো, হেনরী আর সীনা, এদের সম্বন্ধে আমার কেমন একটা দুর্বলতা আছে।"

"আমারও আছে।"

"যদ্দিন লোকে বিশ্বাস করবে যে হেনরী সীনার জীবন রক্ষা করেছে, তদ্দিন তা'র সীনার কাছে যাওয়া নিয়ে লোকে কোনও কথা বলবে না।"

"সেটা ঠিক। আমি এই ভাবে চিন্তা ক'রে দেখিনি। ওঃ, ভী, কী রহস্যময় এবারের গ্রীষ্মটা! বাবা মাঝে মাঝে বলেন যতো বছর তিনি লেডীকার্কে আছেন, তা'র মধ্যে একটি জিনিস তিনি কখনও দেখেননি এখানে—তা হচ্ছে একঘেয়েমি!"

দুজনেই হাসে। তারপর তারা ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে ওঠে সেবারের গ্রীষ্মে সংঘটিত নানান নাটকীয় ঘটনার পুনরালোচনা ক'রে। ভায়োলেট যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে একবার তাকায় বান্ধবীর দিকে। একটু অনিশ্চিত যেন সে তাকানো।

"ফেথ্", সে বলে। মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে তা'র। "ফিলিপ হ্যাভারশ্যাম, সেই সম্পাদক যাঁর কথা তোমায় বলেছি, তিনি আসছেন এই মাসের শেষের দিকে।"

"এখানে, লেডীকার্কে! তোমায় সঙ্গে দেখা করতে?"

"তাই ত' মনে হয়।"

"ওঃ, ভী! আর খবরটা তুমি এতোকাল চেপে রেখেছিলে!"

"গোপন তুমিও কম করোনি, তাই না?"

"তা বটে। যখন কিছুই বলার ছিল না তখন আমরা কেমন মন প্রাণ খুলে কথা বলতাম! কিন্তু তোমার ব্যাপারটা যে এতোদূর এগিয়েছে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আমি ভেবেছি যে এমনি চিঠিপত্র লেখালিখি হচ্ছে। ওঃ, আমি দারুণ অবাক্ হয়েছি, রীতিমতো উত্তেজিত! কেমন দেখতে ভদ্রলোককে, জানো?"

"হ্যাঁ, ওঁর একটা ফটো আছে আমার কাছে।"

"বলো কী, ফটো! এ্যাঁ, এই না হ'লে রোমান্স! আমার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে!" ফেথ গিয়ে ভায়োলেটকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে।

"যখন সত্যই ঠিক ঠাক হবে, তখন আমায় জানাবে ত'?"

"তুমি জানো আমি জানাব।"

"আমিও জানাব" ফেথ্ বলে। "তোমার মনে পড়ে সেদিন সেই বাগিচায় ব'সে আমরা প্রেমের বিষয় আলোচনা করেছিলাম?"

"হ্যাঁ।"

"আমি এখনো ওই রকমই ভাবি।"

"আমিও," ভায়োলেট বলে।

তারপর তরুণীদ্বয়, আশা ও সুখের উত্তেজনায়, হাসতে থাকে। হাসতে-হাসতে তা'রা সদর পর্যন্ত যায়। তাদের দেখে, শ্রীযুক্ত লায়াল তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন।

"এসো, ম্যারী। ভায়োলেটকে বাড়ী পৌঁছে দি' আমরা।"

চারজনে চলতে থাকেন নির্জন রাস্তা দিয়ে। আকাশ তারা-ভরা। কার্পেণ্টার-গৃহের কাছাকাছি এসে ম্যাগের কথা মনে পড়ে ভায়োলেটের এবং ক্যাটি যা-যা বলেছিল সব ওঁদের জানায় সে।

"এ'ত মোটেই ভালো নয়", শ্রীযুক্ত লায়াল বলেন। "কাল সকালে প্রথমেই আমি ওকে দেখতে যা'ব। আহা, বেচারা বুড়ী ম্যাগ!"

"আমিও যা'ব" তখুনি বলেন শ্রীযুক্তা লায়াল। "ভালোমন্দ খাবার জিনিস কিছু নিয়ে যা'ব সঙ্গে, ওর খিদেটা যাতে বাড়ে। খাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারছে না ও ভালোমতো।"

"ক্যাটি খাবার দিয়ে আসে মাঝে মাঝে, আপনিও নিয়ে গেলে খুবই ভালো হবে।"

"আমি ডাক্তার ফ্যারাডের সঙ্গেও দেখা করব।" শ্রীযুক্ত লায়াল বলেন। "গিয়ে রোগীকে দেখতে বলবো ওঁকে। তোমাকে ধন্যবাদ ভায়োলেট কথাটা আমাকে জানালে।"

পার্টির দিন সন্ধ্যায় প্রথমে এলেন স্থানীয় অতিথিরা। যেমন ভায়োলেট ভেবেছিল,—সীনা এল হেনরীর সঙ্গে; এবং হেনরী বেশ দেখে শুনেই সীনার পাশে ব'সল। সীনাকে বেশ শান্ত দেখায়, তা'র চোখের সেই চঞ্চল ঘোরা ফেরা এখন বন্ধ হয়েছে, এবং তা'র সর্বাঙ্গে এক কোমলতা ও সন্তোষের প্রসাদ যেন ছড়িয়ে আছে। মাইক্ এল, তা'র হাবভাবে প্রেমিকসুলভ কিছুই প্রকাশ পায় না, অন্ততঃ বাহ্যতঃ।

"এই যে ভায়োলেট!" আন্তরিকভাবে সম্বোধন করে সে, "কী মজা আবার এখানে আসতে! কী হে, বোকচন্দর নিনিয়ান, আছো কেমন? বাঃ, লুসীকে যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে!" ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্য-পূর্ণ আলাপ করতে থাকে সে। এবং এই ভাবে, অজান্তেই সে সেদিনকার ওই সম্মিলনীর মধ্যমণি হয়ে ওঠে। সেই সন্ধ্যায় "ছদ্মবেশের" খেলায়ও মাইক্, ক্যাটির বনেট ও এ্যাপ্রন প'রে দক্ষ ছদ্মবেশী প্রমাণিত হয়। নূতন একটা কায়দার আমদানী ক'রে সে পার্টির সব চাইতে ছোট চারটি মেয়েকে দিয়ে চেয়ারে-বসা সব চাইতে ভারী পুরুষটিকে তোলার ব্যবস্থা করে: নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে ওরা দম বন্ধ করে ও এক দুই গোনা হ'তে থাকে, আর আঙুলের ডগা দিয়ে ওরা তুলতে থাকে চেয়ারের জগদ্দল! তারপর গানের সময় মাইক্ই একের পর আরেক গান ভেবে স্থির করে, এবং তা'র চড়া গলা সবাইকে ছাপিয়ে ওঠে।

সবে মিলে খুব আনন্দেরই একটি সন্ধ্যা। অতিথিরা উঠতেই চান না। গেট থেকে শেষ বিদায়-সম্ভাষণের হাঁকাহাঁকি থেমে গেলে পর মাইক্ চুপ ক'রে ভায়োলেটের পাশটিতে বসে সেই পরিচিত দোলনায়। একটি প্রশ্নের মাধ্যমে সে আলোচনা শুরু করে: "অপর লোকটি কে, ভায়োলেট?"

ভায়োলেট মাইককে জানায়।

"তোমাদের দেখা হ'ল কী করে?" সে জিজ্ঞেস করে।

"আমাদের দেখা এখনো হয়নি।"

মাইক ঝোঁ-ক'রে ঘুরে বসে। "মানে এখনো দেখোনি তাঁকে? এই সব প্রেমালাপ চলেছে কেবল চিঠিপত্রে?"

"সে-কথা সত্যি, মাইক্।"

মাইক্ সবিস্ময়ে শিষ দেয় একবার এবং তারপর, "ভায়োলেট একটা কথা দেবে আমাকে?"

"যদি সম্ভব হয়।"

"কথাটা হচ্ছে যদি ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হলে তাঁকে তোমার মনোমতো না লাগে ত' আমাকে জানতে দেবে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তা'র ওপর ভরসা নেই কিছু, মাইক্। মনে হয় তাঁকে এখনি যথেষ্ট জেনে গেছি।"

"বেশ, এবং আমি আশা করি, তুমি বিফল হবে না। কিম্বা, হয়ত আশা করিই যে তুমি বিফলই হবে, তবে সে-আশাটা ঠিক নয়। নিঃস্বার্থ হবার চেষ্টা করব আমি। আমরা একটু চুপ ক'রে এখানে বসে-থাকলে কি তোমার খারাপ লাগবে?"

"না, মাইক্।"

"আগেও যেমন বলেছি,—এইটেই জগতের সবচেয়ে শান্তিময় স্থান। লেডীকার্ক!" মাইক বলে। "কখনো ভুলবো না একে, তোমাকেও ভুলবো না কখনো।"

দোলনা দুলতে থাকে। চারিদিক নিঃশব্দ। কেবল আঙ্গুরলতার মধ্যে থেকে অজস্র ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়।

"আমাকে খুব খারাপ ভেবো না। তোমার সঙ্গে ছলনা করব না আমি। যদি তুমি আমাকে ভালোবাসতে, আর যদি আমাদের বিয়ে হত, তাহ'লে

জীবনে অন্য কোনও নারীকে চেয়েও দেখতাম না আমি। কিন্তু সে ভালোবাসা যখন তুমি আমাকে দিলে না, এটা ভেবো না যে চিরকাল আমি ভগ্নহৃদয় হয়ে থাকব। আমি লোকটা একটু হাসিখুশী ধরনেরই। এ ধাক্কাটা সামলাতে হবে আমাকে, তারপর হয়ত অন্য কোনও মেয়ে আসবে আমার জীবনে।"

"নিশ্চয় আসবে, মাইক্!"

"দেখা যাক! কিন্তু একটা কথা তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। চিরদিন এই গ্রীষ্ম আর তুমি আমার মনে থাকবে। যখন প্রয়োজন ছিল তখনি এ সব কিছু এসেছিল, এবং সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ, পরিণতি যা-ই হোক না কেন। তোমার কোন্ ছবিটা আমার প্রায়ই মনে পড়বে জানো?"

"না", ভায়োলেটের গলা বুজে আসে।

"সেদিন গির্জার গানের সারিতে তোমার সেই উঠে দাঁড়ানো আর সেই গানটা গাওয়া যা সকলের চোখে জল এনে দিয়েছিল। মনে রাখবার মতো একটা ছবি। আচ্ছা—" ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় মাইক্, "অনেক রাত হয়েছে, এবার যেতে হবে আমাকে। তোমাকে বলেছিলাম ভাবপ্রবণতা এড়াবো, সুতরাং কথাব মান রেখে উঠে পড়ি।"

ভায়োলেট উঠে দাঁড়ায়। "মাইক্, তোমার সঙ্গে পরিচয় আমাব কাছে খুবই আনন্দের। আমার তোমাকে—তোমাকে খুব ভালো লাগে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা! এখন সাবধান হও, নয়ত আমি বেয়াড়া হয়ে উঠব।" মাইক্ হাত বাড়িয়ে দেয়। "বিদায়, আর, তোমার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক।"

ভায়োলেটের হাতের তেলোয় এক মুহূর্তের জন্য মাইকেব গালটা এসে ঠেকে, ভায়োলেট টের পায় তা'র ওষ্ঠেব স্পর্শ। তারপর তাড়াতাড়ি নেমে যায় সে। গেটের কাছে একবার ঘুরে দাঁড়ায় মাইক্।

"ধন্যবাদ এই অপূর্ব সন্ধ্যাটির জন্যে। বড মজা হ'ল", স্বাভাবিক গলায় ডেকে বলে মাইক্। তারপর গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়ার শব্দ। মাইক্ চ'লে যায়।

ভায়োলেট দোলনায় ব'সে থাকে। মুখ তা'র অশ্রুসিক্ত। 'মাইক্, প্রিয় আমার!' বারবার উচ্চারণ করে সে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর অশ্রু শুকিয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থেকে ভায়োলেট চিন্তা করে আরেকজন যুবার কথা, যে শীঘ্রই এইখানে তা'র পাশে এসে বসবে। এবারে হাসি ফুটে ওঠে তা'র মুখে।

পরবর্তী সপ্তাহে সীবন-কর্মীদের ছোট্ট দলটি যখন যাজক-গৃহের প্রকাণ্ড পিছনের-বারান্দায় বসে ক্রচেট ও এমব্রয়ডেরির কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ কেথ্ এল টেলিফোনের বার্তা নিয়ে। তা'র মুখচোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

"বাবা ফোন করছেন" সে বলে। "কোত্থেকে বলছেন জানি না, কিন্তু খবরটা তোমার জন্যে, ভী। যতো শিগগির পারো তুমি একবার ম্যাগ পার্কসের ওখানে যাও।"

"আ-মা-কে!" ভায়োলেট প্রতিধ্বনি করে। "ঠিক শুনেছ যে ক্যাটিকে নয়?"

"না, তোমাকেই। বাবা জানেন যে তুমি এখানে এবং তিনি তাড়াতাড়ি যেতে বললেন তোমায়।"

সেলাই ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ায় ভায়োলেট, "নিশ্চয়ই যাবো।" অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, যতো দ্রুত পারে হেঁটে চলে ভায়োলেট। অবশ্য খবরটা তা'কে অবাক্‌ই করেছে। হয়ত শ্রীযুক্ত লায়াল ক্যাটিকেই খুঁজেছেন কিন্তু সে বাড়ী নেই। কিন্তু তাড়াটা কেন? প্রধান সড়ক দিয়ে পা-চালিয়ে চলে সে, ডান দিকে ঘোরে এবং ছোট পাহাড়টা প্রায় দৌড়েই পেরিয়ে উপস্থিত হয় সেই লম্বা বস্তি এলাকায় যেখানে গাঁয়ের দরিদ্রতম লোকদের বাস। হ্যাপি নিউটন ও ওই ধরনের লোকেদের রাজ্য সেটা। এক প্রান্তের কুঁড়েটা ম্যাগের। সেখানে পৌঁছে সে দেখল দরজা খোলা: একটি মাত্র ঘর, যার একপাশে একটা উনুন আর একপাশে বিছানা, ভায়োলেট দেখল শ্রীযুক্ত লায়াল তা'কে ইশারা ক'রে ডাকছেন। ম্যাগের খুব কাছে বসে রয়েছেন তিনি। তাঁর একহাতে ধরা রয়েছে ম্যাগের জীর্ণ, শিরা-ওঠা হাতটি।

"ওই যে, মিসেস্ পার্ক্‌স্, ভায়োলেট এসেছে। বলো এখন যা ওকে ব'লতে চাও।"

ভায়োলেট এগিয়ে আসে। যা দেখে তা'তে আঁৎকে ওঠে সে। বালিশের ওপর উঁচু ক'রে তুলে দেওয়া হয়েছে ম্যাগের মাথাটা। মুখে মৃত্যুর ছায়া। চোখ দুটো আধ বোজা। চোপ্‌সানো গাল দুটো নড়ছে ক্ষীণ ও দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে।

"ম্যাগ", শ্রীযুক্ত লায়াল আবারো ডাকেন, যেন পরিচিত ডাক-নামে জেগে উঠবে ম্যাগ, "এই যে ভায়োলেট এসেছে!"

হঠাৎ চোখ দুটো খুলে যায় ম্যাগের।

দ্রুত দম-টানার ফাঁকে ব'লল ম্যাগ "ভা'লেট, আমার আর বেশী সময় নেই...একথা তোমাকে বলতেই হবে...আমিই পাখীটা নিয়েছি...যেদিন ক্যাটি গেছল...ম্যারী জ্যাকসনের বাড়ী ..আর তুমি গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিলে......"

হঠাৎ থেমে যায় তা'র কথা-বলা, ঢ'লে পড়ে সে আবার মৃত্যুর অবসাদে : তারপর আবার সংজ্ঞা ফিরে আসে, "আমি চুরি করিনি, ভা'লেট। জীবনে কখনো চুরি করিনি...ধার নিয়ে এসেছিলুম ওটা, বড্ড ভালো লাগে ওটা... ভেবেছিলুম আবার জায়গায় রেখে আসবো .."

কেমন যেন একটা আকস্মিক জোর আসে তা'র কণ্ঠস্বরে, "তিনবার ওটা নিয়ে গেছি...কিন্তু ক্যাটিকে লুকিয়ে বুক কেসের মধ্যে রেখে দিতে পারিনি। তারপর ভাবলুম যে সারা শরৎ কালটা ওটা কাছে রাখব, সঙ্গীর মতন থাকবে ওটা...জানো ত' কী তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে আসে আর কী হাওয়া দেয় চিমনির মধ্যে—যেন সব ফাঁকা ক'রে দেয়...। চুরি আমি করিনি, ভা'লেট, .. বড পছন্দ হয়েছিল জিনিসটা...।"

শ্রীযুক্ত লায়ালের দিকে তাকায় ম্যাগ, তাঁর হাতটা চেপে ধরে সে। "আচ্ছা, সকলে ঠিক বুঝবে ব্যাপারটা—ওই ব্যাপারটা...ওপরওলারাও বুঝবেন ?"

"তাঁরা সবাই বুঝবেন, ম্যাগ। কিছু ভেবোনা। পাখীটা আছে কোথায় এখন ?"

"ওই সবুজ · চায়ের পাত্রটার...মধ্যে।" কথা জড়িয়ে আসে ম্যাগের।

ভায়োলেট তাড়াতাড়ি উনুনের পাশের তাকটাতে, যেখানে ম্যাগের নানা ভাঙ্গাচোরা ডিশের সঙ্গে একত্র ছিল বিভিন্ন সব পাত্র, জার ও অপরিষ্কার বাসনপত্র, দেখতে থাকে। চায়ের টিনটা নামায় সে এবং ঢাকনিটা খোলে। ভেতরে সেই চামড়ার বাক্সটি! কম্পিত হস্তে টেনে তোলে সে সেটা এবং নিয়ে যায় বিছানার কাছে।

"ঠিক রয়েছে, ম্যাগ। আমি এখন ফেরত পেলাম এটা। তোমার যে এটা ভালো লেগেছে, তা'তে আমি আনন্দিত।"

ম্যাগের শ্বাসপ্রশ্বাস এখন ক্ষীণতম, নেভার আগে পত্‌পত্‌ করছে কেবল বাতিটি!

"তুমি বরং এসো, ভায়োলেট" শ্রীযুক্ত লায়াল বলেন, "আর বেশী দেরী নেই।"

"আমি থাকবো।" ভায়োলেট বলে।

ওরা দুজনে নির্বাক্ দর্শক হয়ে ব'সে থাকে। তারপর হঠাৎ একবার ম্যাগের ঠোঁটদুটো একটু নড়ে ওঠে।

"একটু বাজাও...ওটা!"

ভায়োলেট শুনতে ঠিক পায় না কথাগুলো, আঁচ ক'রে নেয়। মুল বাক্সটি টেনে তোলে সে, দম দেয়, স্প্রিংটা চাপে ও ম্যাগের মুখের কাছে ধরে খেলনাটা।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে বুলবুলটি, আর গান করে। সোনালী আবরণের মধ্যে পাখীটা পালিয়ে গেলে, আবার স্প্রিংটা চাপে ভায়োলেট এবং আবার ওই হতশ্রী কুঁড়েটা গানের সুরে ভ'রে ওঠে। হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে বিস্ফারিত হয় ম্যাগের চোখ দুটি এবং তারপর বন্ধ হয়। বুলবুলের গান থামার আগেই ম্যাগের শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। মাথা নত করেন শ্রীযুক্ত লায়াল।

বিছানার অপর প্রান্ত থেকে কখন তিনি উঠে আসেন, দেখতে পায় না ভায়োলেট।

"সাহসী মেয়ে তুমি, ভায়োলেট", শান্ত স্বরে তিনি বলেন, "তুমি থাকলে দেখে আমি খুশী হয়েছি।"

"আচ্ছা, ও কি শুনতে পেয়েছিল?"

"নিশ্চয় পেয়েছিল,—আমি জানি।"

দরজা পর্যন্ত হেঁটে আসে ওরা দুজন।

"এখন তুমি যাও", শ্রীযুক্ত লায়াল বলেন। "ডাক্তার ফ্যারাডে আসা পর্যন্ত আমি এখনে থাকব। তিনি এসেছিলেন একবার, কিছু করার নেই,—বলে গেছেন। এইভাবে এখন মরে অনেক কষ্টের হাত থেকে ও রেহাই পে'ল। ডাক্তারকে তুমি একটু খবর দিয়ে যেতে পারবে? তিনি শ্রীযুক্ত হার্টকে জানাবেন'খন।—যাক বড় রহস্যটার আজ মীমাংসা হ'ল।"

"এর চাইতে ভালো পন্থা বোধহয় ছিল না মীমাংসার।" ভাঙ্গা গলায় বলে ভায়োলেট।

"ওই কথা আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু সত্যটা কে ভাবতে পেরেছিল! তোমার জন্যে বড আনন্দ হচ্ছে আমার। আবার ধন্যবাদ তোমায়।"

প্রধান সড়কে এসে যখন পৌছল ভায়োলেট, তখন তা'র দৃষ্টি ঝাপসা। ভাল ক'রে যেন দেখতে পাচ্ছে না পথঘাট। ডাক্তার ফ্যারাডের অফিসে মুহূর্তকাল ও কোট্‌স্‌-গৃহিণীর সঙ্গে কথা-বলার জন্য কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সে থামে। বাড়ী পর্যন্ত এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো পাথুরে রাস্তাটা মনে হয় যেন কুয়াশাবৃত এবং বহুবারই হোঁচট খায় সে। বাড়ী এসে প্রথমেই সে পাখীটাকে বইয়ের শেল্‌ফে যথাস্থানে নিয়ে রাখে এবং তারপর, সম্ভবত ম্যারী জ্যাকসনের বাড়ী যাওয়ার ফলে ক্যাটিকে অনুপস্থিত দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তা'র মায়ের সেই চেয়ারটাতে বসে পড়ে। অল্পকাল পূর্বের অভিজ্ঞতা তার কাছে মর্মান্তিক : এখনো তা'র মনের মধ্যে ঘটনাটির খুঁটিনাটি যেন জলজ্যান্ত রয়েছে। মৃত্যুর সুকঠিন সত্য, কোনও সুসজ্জিত শয়নকক্ষে কিম্বা কোনও কুঁড়েঘরে—যেখানেই প্রতিভাত হোক না, স্বরূপ তা'র একই, ভায়োলেট ভাবে; দর্শকদের নাড়া খেতেই হয়। ভায়োলেট মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে, দুচোখ বন্ধ ক'রে রাখে।

কিন্তু কিছুকাল পরে ম্যাগের উদ্দেশ্যে মনে মনে বিদায়জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি করা শেষ হয় ভায়োলেটের এবং মনটা ফেরে ফেরত-পাওয়া বুল্‌বুলের দিকে। তিন মাস পূর্বে এটা হারানোর পর থেকে, নূতন আনন্দে মন তা'র ভরলেও মনের গভীরে লালন করছিল ক্ষতির এক তীব্র বেদনাবোধ। এখন পাখীটা অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে এবং তা'র প্রতীকী তাৎপর্য সম্বন্ধে জাগরূক হয়ে সেই ক্ষতটা তার সেরে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর রান্নাঘরে একটা পদশব্দ শুনে সে এবং "ক্যাটি, ক্যাটি, ওটা ফিরে পেয়েছি আমি।" ব'লে চিৎকার করে বাড়ীময় দৌড়াদৌড়ি করতে থা'কে। উত্তেজনায় অপর গুরুত্বপূর্ণ খবরটা জানাতে সে ভুলে যায়।

সে রাত্রে পাড়ায় যেন কথাবলার উৎসব! প্রথমতঃ সকলে প্রথাসিদ্ধ ও, এক্ষেত্রে আন্তরিক, পদ্ধতিতে ম্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ করে এই ব'লে—"আঃ, যাক্‌, শান্তিলাভ হ'ল, হতভাগিনীর!" এবং তারপর বসে বৈঠক সেই রহস্যটি নিয়ে, যা তাদের বোকা বানিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এবং যথেষ্ট তৃপ্তিকর উত্তেজনার মধ্যে পাখী চুরির যাবতীয় বৃত্তান্ত পর্যালোচিত

হয়: মিস্টার স্মিথ, জো হিক্‌স্ ও অলিভার! কোনও ঘটনা বাদ যায় না। যাঁরা তখনো উক্ত তিনজনের কারোর সম্বন্ধে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হ'তে পারেননি, তাঁরা এখন সত্যের কাছে হার মানেন। সব কিছু বলাবলির পর গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, উচ্চারিত হ'তে থাকল বিবাদ-লাগা একটিমাত্র মন্তব্য: "ওঃ, কে জানত যে কাজটা ম্যাগই করেছিল! আর ম্যাগ এখন দিব্যি শান্তিতে!"

সে রাত্রে কার্পেণ্টার-গৃহ থেকে প্রতিবেশীদের সকলে যখন একে একে বিদায় নিল, তখন ভায়োলেট দুখানি চিঠি লিখল: একটি শ্রীযুক্ত স্মিথকে, অপরটি শ্রীযুক্ত হাণ্ট্‌লীকে। আগামী সপ্তাহে যখন সে আসবে, তখনি জানবে ফিলিপ, তা'র আগে ভায়োলেট তা'কে জানাবে না।

দেখতে-দেখতে এগিয়ে আসে শুভক্ষণটি। বাড়ীর ভেতরে ও বাইরে তোড-জোড চলে সমানে। নতুন করে ফুলের বাগানটা সাফ্‌ করা হয়েছে, আর অলিভার,—তা'র কালো চশমার পিছনে হাস্যোজ্জল চোখ দুটি নিয়ে এখন ঘাস ছেঁটে দিচ্ছে, গাড়ীটা ধুয়ে-মুছে ঝক্‌ঝকে রাখছে এবং এক পয়সাও নিচ্ছে না এসব কাজের জন্য! শেষ মুহূর্তে ভায়োলেট বারান্দার দুখানা চেয়ার রং-করানোর সিদ্ধান্ত করে আর ক্যাটি যেন ক্ষেপে উঠে রান্নাঘরের সমস্ত তাক টেনে টেনে নামাচ্ছে। ক্যাটির কাজটা ভায়োলেট নিরর্থক মনে করলেও, তা থেকে ক্যাটিকে বিরত করা সম্ভব হয় না।

"পুরুষ মানুষের কথা বলা যায় না। এমনই ভুল ওদের হয় যে কী বলব! কী করে, কোথায় যায়—কে জানে?"

অতিথি আসার পূর্ব দিনটিতে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। 'ভীল-লোফ্‌' তৈরীর মাল-মশলার হিসেবে গোলমাল হয়েছে ব'লে ক্যাটির বিশ্বাস। ভায়োলেটের ভয় হয় তা'র চকোলেট কেক বোধহয় শক্ত হবে না। দুটো আশঙ্কাই অবশ্য পরিশেষে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তবে ভায়োলেটের সেরা গোলাপী ভয়েলের সদ্য-ইস্ত্রি-করা ফ্রকটাতে একটা ছোট্ট পোড়া-দাগ সত্যিই হয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে জামার কুঁচি টানাটানি ক'রে সে দাগ চাপা দেওয়া সম্ভব হয়। সবচেয়ে বিপদ হয় যে বারান্দার নূতন-রং-করা চেয়ার-দুটো ভালোভাবে শুকোয়নি। দু'ঘণ্টা কড়া রোদে থেকে তবে ওদের, ক্যাটির

ভাষায়, "হিল্লে" হ'ল এক রকম। ছোট বড় উদ্বেগ নিয়ে দিনটা কেটে গেল এবং সন্ধ্যার দরজা-জানালা বন্ধ করার সময় উপস্থিত হ'ল। তখন, ভায়োলেট ওপরে নিজের ঘরে যাবার জন্ম প্রস্তুত, এমন সময় হঠাৎ ক্যাটি এসে দাঁড়াল তা'র সামনে। ক্যাটির মুখচোখের ভাব অদ্ভুত দেখায়।

"একটা কথা হঠাৎ মনে এসেছে আমার," সে বলে, "এ একেবারে বাজ পড়ার মতো, আর অবাক হচ্ছি যে অনেক আগে কেন এটা ভাবিনি। আমি এই সব কাজকর্ম নিয়ে এমন ব্যস্ত থেকেছি যে একবার ভেবেও দেখিনি……"

চোখ মোছে ক্যাটি। ভায়োলেট চমকে ওঠে।

"কী, কী হয়েছে ক্যাটি, বলো আমায়!"

"ত্মাখো, যখন হেনরী মার্টিন আ'সত, তখন এ-নিয়ে আমি চিন্তা করিনি কারণ তা'কে যদি তুমি বিয়ে করতে—এবং করোনি ব'লে সুখীই হয়েছি আমি, কিন্তু যদি করতেও, সে এইখানটিতেই তা'র টুপীটি এনে রা'খত, ব্যস্, চিন্তার কিছুই ছিল না! মাইক্‌ও কাছে-পিঠের লোক বলা যায়। কিন্তু তোমার এই সম্পাদক লোকটি আসছেন নিউইয়র্ক থেকে এবং সেখানেই তাঁর কর্মস্থল। এখন আমার খেয়ালটা হ'ল যদি সে তোমাকে সেখানেই নিয়ে যায়?"

"ক্যাটি এভাবে এসব কথা কেন বলছ? আমি জানি না শ্রীযুক্ত হ্যাভার-শ্যাম কি……। উনি ত' বেড়াতে আসছেন", ভায়োলেট আস্তে আস্তে বলে।

"থামো!" ক্যাটি বলে। "দু'য়ে দু'য়ে যোগ করতে আমিও জানি। এতোদূরে কি শুধু শুধু আসছেন উনি! আর এটা জেনে রেখো, তোমাকে ছেড়ে আমি থা'কব না। তুমি যদি যাও, আমিও যাব। তোমাকে শুধু পেটেই ধরিনি। তুমি আমার নিজের সন্তানের মতন……।"

"ক্যাটি, ক্যাটি," ভায়োলেট ধীরে ডাকে আদর ক'রে, "শোনো, আমি কখনো এখান থেকে যা'ব কি-না জানি না, তবে যদি কখনও যাই, তুমি ত' জানোই যে তোমাকে নিয়ে যা'ব আমি!"

"আচ্ছা, আচ্ছা," ক্যাটি বলে। আবেগে কেমন যেন কর্কশ হয়ে ওঠে তা'র কণ্ঠস্বর, "আগে থেকেই সব স্থির ক'রে নিচ্ছ। আর, আরো একটা কথা তোমাকে আমার বলার আছে। ওই অভাগা জানোয়ারটা, ওই সাইমন—ওকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পা'রব না।"

ভায়োলেট হাসি দিয়ে কোনও রকমে কান্নাটা বন্ধ করে। সে বুড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ও তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে।"

"সাইমনও যাবে। আমাদের তিনজন একসঙ্গেই থাকব।"

অবশেষে যখন শু'ল ভায়োলেট সে রাত্রে, তখন তা'র উত্তেজনা অবসিত, সারা দিনের প্রখর স্নায়বিক উত্তেজনার পরিবর্তে এসেছে একটা অখণ্ড, বিস্তৃত তৃপ্তির বোধ। সমস্ত বাড়ীটা আগাগোড়া ঘষামাজা: প্রতিটি পর্দা কাচা, প্রতি আসবাব চকচক করছে। এ ছাড়া, পুরোনো ঘরগুলোতে একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়ে গেছে, যা ফিলিপের পছন্দ হবে। বসবার ঘরের দেয়াল বরাবর সাজানো বইগুলির নাম প'ড়ে-পড়ে দেখছে ফিলিপ,—ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পায় ভায়োলেট। সেই বইগুলির মধ্যে অনেক বন্ধু মিলবে ফিলিপের।

ভাবতেও সব চাইতে আশ্চয লাগছে এখন হলদে-হয়ে-আসা সেই খামটার ওপর, প্রহরী কয়েকটি পুস্তকের পিছনে, স্বস্থানে অধিষ্ঠান করছে বুল্‌বুল্‌টি। এবারের গ্রীষ্মে সারা গ্রামটার জীবনে কীভাবে জড়িত হয়েছিল ওই পাখীটি! হয়ত পুরো যোগাযোগ কখনই প্রত্যক্ষীভূত হবে না কারো কাছে, তবু সে ত' জানে ওই পাখীর কারণেই জো আর আমাণ্ডা হিক্‌স্‌ পেতে চলেছে তাদের প্রার্থিত সন্তান, অলিভার কোট্‌স্‌ তা'র কিশোর হৃদয়ের একমাত্র বাসনা মেটাতে পেরেছে, প্রকৃত অপরাধী দরিদ্র, নিঃসম্বল ম্যাগ-পার্কস্‌—কিছুদিন সৌন্দযের সাহচর্যে থাকতে পেয়েছে এবং মৃত্যুলাভ করেছে যেন গানের ডানায় ভর ক'রে! এই সবই যদি সত্য, তবে ওই পাখী-হারানো কেন্দ্র ক'রে যা-যা ঘটেছে তা'র কোনওটাই অপ্রেয় নয়। অন্ততঃ তা'র কাছে ত' নয়ই। কিন্তু সেটি ফিরে-পাওয়ার আনন্দ, আর তা' এমন একটা সময়ে—এ আনন্দের তুলনা হয় না!

বাইরে রাত্রি তারায় তারায় ভাস্বর। সুন্দর আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি। জানলায় হালকা হাওয়া খেলে যায়, ঝিঁঝিঁদের শান্ত ঐকতান ভেসে আসে আর আস্তে আস্তে ঘুমের গহনে ডুবে যায় ভায়োলেট।

জমকালো চুল-বাঁধা আর কড়া-মাড়-দেওয়া শাদা একটি এ্যাপ্রন, ও নীচে কালো রঙের ফ্রক পরা ক্যাটি পরদিন বিকাল চারটের সময় সামনের বারান্দায়

পদশব্দ শুনতে পেল ও সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে দরজা খুলল। তা'র সামনে দাঁড়ালেন একটি দীর্ঘকায় সুপুরুষ যুবক, মুখে হাসি।

"আপনি ক্যাটি!" তিনি ব'লে উঠলেন, "ঠিক যেমনটি কল্পনা করেছিলাম, তেমনটিই আপনাকে দেখছি!"

ক্যাটির দেখেই ভালো লাগে তাঁকে।

"আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। ভায়োলেট পেছনের বাগানে ফুল তুলছে। বাড়ী বোঝাই হয়ে গেছে ফুলে, তবু আরও ক'টা চাই ওর। আমি ওকে বলেছিলুম বাড়ীতে থাকতে কারণ যে কোনও মুহূর্তেই আপনি এসে পড়তে পারেন, বলেছিলুম ওকে।"

"আমি কি ওখানে গিয়ে তা'র সঙ্গে দেখা করতে পারি?" ব্যাগটা নামিয়ে রেখে উদগ্রীবভাবে প্রশ্ন করে ফিলিপ।

"বেশ ত', আসুন তাহ'লে।" ক্যাটি বলে ও রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যায় ফিলিপকে পথ দেখিয়ে।

পেছনকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানের মধ্যে ফিলিপের আসার শব্দ পায় ভায়োলেট। সে ঘুরে দাঁড়ায়, হাত থেকে কাঁচি আর ফুল প'ড়ে যায়। বেশ কয়েক মুহূর্ত ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তারপর, যেন একই অনুভূতির তাড়নায় দুজনেই সমান বিচলিত হয়ে, দৌড়ে আসে। কাছে এসে ফিলিপ দুহাতে জড়িয়ে ধরে ভায়োলেটকে, নিবিড়ভাবে চুম্বন করে তা'র ওষ্ঠাধর। তারা ত পরস্পরের অপরিচিত নয়।

রান্নাঘরের জানলা থেকে ঝাপ্‌সা চোখে ক্যাটি দেখে সবই; বাগিচার পথ দিয়ে আসছিলেন ম্যারী জ্যাকসন, দৃশ্যটি দেখে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে যান; শ্রীযুক্তা হামেল ও শ্রীযুক্তা ডান্‌ তাঁদের পেছনকার উঠান থেকে ঘটনাটির সাক্ষ্য থাকেন। কিন্তু এ সবে কিছুই আসে যায় না। কারণ ভায়োলেট ও ফিলিপ এখন তাদের চারপাশে শুনছে সেই দুর্নিবার জল-কল্লোলের শব্দ, আর তাদের মাথার ওপর শুভ্র নভস্থলে গান গাইছে একটি বুল্‌বুল্‌!